'দ্য সার্জন' খ্যাত টেস গেরিটসেন'র

দি অ্যাপ্রেন্টিস

অনুবাদ : সান্তা রিকি

BanglaBook.org

গত একবছর ধরে কারারুদ্ধ হয়ে থাকার পরেও বোস্টন শহরে সার্জন যেন এক আতঙ্কের নাম। বিশেষ করে হোমিসাইড ডিটেকটিভ জেন রিজোলির মধ্যে–যার দুঃস্বপ্নের অংশ হয়ে আছে সে। কিন্তু এবার আরও একজন নতুন খুনি মেতে উঠেছে নিজের নৃশংস খেলায়। রাতে বাড়িতে ঢুকে দম্পতিদের ওপরে করছে আক্রমণ; স্বামীকে হত্যা করে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে স্ত্রীকে। যার সাথে সার্জনের কাজের সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছে রিজোলি। অন্যদিকে এফবিআই এজেন্ট গ্যাব্রিয়েল ডিন ভিন্ন কোনো আগ্রহে এগিয়ে এসেছে এই কেসটির তদন্তে। তার এই অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ সন্দেহজনক মনে হয় রিজোলির কাছে। কী এমন আছে যা এই কেসটিকে ভিন্ন এবং আরও বেশি ভয়ঙ্কর করে তুলেছে?

রহস্য যখন ক্রমে ঘনীভূত হতে শুরু করলো, ঠিক তখনই সবাইকে হতবিহ্বল করে কারাগার থেকে পালিয়ে যায় সার্জন। মাস্টার ও তার অ্যাপ্রেন্টিস একে অপরের সান্নিধ্যে এসে শুরু করে আরও কিছু লোমহর্ষক খেলা...

চমৎকার কিছু চরিত্রের সাথে মেডিক্যাল ও পুলিশ প্রসিডিউরালের বর্ণনাগুলো গেরিটসেন'র ট্রেডমার্কের মধ্যে পড়ে। রিজোলি ও আইয়েলস সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'দি অ্যাপ্রেন্টিস' লেখিকার একটি অনবদ্য সৃষ্টি–যার কাহিনি পাঠককে দেবে এক লোমহর্ষক অনুভূতি।

একটি ক্লাসিক পেজ টার্নার যাতে উত্তেজনার মুহূর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। গেরিটসেন একজন শিল্পী। –ডেইলি মিরর

যদি অসাধারণ পর্যায়ের কোনো ক্রাইম মেডিসিন পড়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে এই বইটি নিঃসন্দেহে আপনার মনোযোগ ধরে রাখবে। –মেইল অন সানডে

মাস্টারফুল...এই বইতে গেরিটসেন নিজস্ব আঙ্গিকে থমাস হ্যারিসের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। বরাবরের মতো এতেও এমন কিছু বর্ণনা ও চরিত্র আছে যা আপনার আবেগকে নিজের দিকে টেনে নেবে। বি. দ্র. ঘুমাতে যাবার আগে কিংবা বাড়িতে একা থাকলে এই বই পড়বেন না। –কারকাস রিভিউ

The Apprentice
Tess Gerritsen
Translated by Saanta Riki
Price: 420 Tk.

Cover • Sazal Chowdhury

BanglaBook.org
The Online Library of Bangla Books

যুক্তরাষ্ট্রে চাইনিজ অভিবাসী নাগরিক আর্নেস্ট টম ও জুন চিউং টম দম্পতির ঘরে টেস গেরিটসেন জন্ম নিয়েছিলেন ১২ জুন, ১৯৫৩ সালে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগোতে বড়ো হওয়া টেস সেই শৈশব থেকেই স্বপ্ন বুনেছিলেন বড়ো হয়ে একদিন তিনিও ন্যান্সি ড্রিউ উপন্যাসের মতো নিজের লেখনীর কোনো চরিত্র সৃষ্টি করবেন। প্রথম জীবনে তাঁর নাম ছিল টেরি, নামটি পরিবর্তন করেছিলেন এই লেখালেখির কারণেই। নিজের নামটিকে তিনি একটু মেয়েলী ধাঁচের করতে চেয়েছিলেন রোম্যান্টিক উপন্যাস লেখার প্রয়োজনীয়তায়। সেই থেকে টেরি হয়ে যান টেস। ছোটো থেকে লেখিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখলেও তাঁর পরিবারের ইচ্ছায় অন্য কোনো পেশাগত জীবন বেছে নিতে রাজি হন। ১৯৭৫ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে নৃতত্ত্বে বি.এ পাশ করেন। এরপর স্যান ফ্রান্সিসকোর ইউনিভার্সিটির ক্যালিফোর্নিয়াতে মেডিসিনে ভর্তি হন এবং ১৯৭৯ সালে অর্জন করেন মেডিকেল ডিগ্রি। প্রথম পেশাদার ডাক্তার হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন হনলুলু, হাওয়াই-এ। মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে ফিকশন লেখা শুরু করেন এবং সেই সময়েই স্থানীয় একটি ম্যাগাজিন হনলুলুতে জমা দেন তাঁর একটি লেখা। তাঁর গল্প 'অন চুজিং দ্য রাইট ক্রাক সিড' প্রথম পুরষ্কার লাভ করে এবং পুরষ্কারস্বরূপ ৫০০ ডলার পান। ১৯৮৭ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় যা ছিল একটি রোম্যান্টিক থ্রিলার–'কল আফটার মিডনাইট'। এরপরে তিনি একে একে আটটি সাসপেন্স ঘরানার উপন্যাস লেখেন। টেসের সৃষ্ট রিজোলি ও আইয়েলস সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'দি অ্যাপ্রেন্টিস'। উপন্যাস লেখার পাশাপাশি টেস 'অ্যাড্রিফট' নামের একটি চিত্রনাট্য লেখার কাজও করেছেন। ডাক্তারী পেশা থেকে অবসর নিয়ে এখন টেস ক্যামডেন, মেইনে স্বামী জ্যাকব গেরিটসেন ও দুই পুত্রকে নিয়ে বসবাস করছেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দি অ্যাপ্রেন্টিস

টেস গেরিটসেন

অনুবাদক : সান্তা রিকি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভূমিপ্রকাশ

ভূমিপ্রকাশ
সৃজনশীলতার উৎকর্ষে...

৩২

দি অ্যাপ্রেন্টিস
মূল : টেস গেরিটসেন
অনুবাদক : সান্তা রিকি
সম্পাদনা : রুদ্র কায়সার
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪২৫, সেপ্টেম্বর ২০১৮
© ভূমিপ্রকাশ ২০১৮
প্রচ্ছদ সজল চৌধুরী
অক্ষরবিন্যাস সান্তা রিকি
বর্ণ অলংকরণ রুদ্র কায়সার, সজল চৌধুরী

ভূমিপ্রকাশ'র পক্ষে ৩৮, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০ থেকে
জাকির হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ফেইথ প্রিন্টিং প্রেস, ৪৮/৩ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।
মুঠোফোন : ০১৭৮০৩২২৩৩৩

মূল্য : চারশত বিশ টাকা মাত্র
Price: Four Hundred and Twenty Taka only| $17

The Apprentice [A Novel] by **Tess Gerritsen** and Translated by **Saanta Riki**
Published by **Zakir Hossain, BhumiProkash,**
38 Banglabazar, Dhaka-1100
Email: bhumiprokash@gmail.com **FB:** fb.com/bhumiprokashofficial
Published: Sep. 2018
ISBN 978 984 93458 3 1
অনলাইন পরিবেশক : www.bibidhshop.com

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটি লেখার সময় সুন্দর একটি টিমের সাহচর্য পাবার সৌভাগ্য হয়েছে। উপদেশ দিয়ে এবং মানসিকভাবে উৎফুল্ল রাখার কাজটা তারা করেছে খুব ভালোভাবেই। অনেক অনেক ধন্যবাদ–আমার এজেন্ট, বন্ধু ও পথদ্রষ্টা মেগ রুলি, জেন বার্কি, ডন ক্লিয়ারি এবং জেন রস্ট্রোসেন এজেন্সির ভীষণ মিশুক মানুষদেরকে। আমি আমার সম্পাদক লিন্ডা ম্যারোকে ধন্যবাদ জানাই। উৎসাহ দানের জন্য ধন্যবাদ জানাই জিনা সেন্ট্রেলোকেও। লুইস মেন্ডেজকে ধন্যবাদ আমাকে সবকিছুর উর্ধ্বে রাখার জন্য। গিলি হেইলপার্ন ও ম্যারি কুলম্যানকে ধন্যবাদ ১১ সেপ্টেম্বরের পর দুঃখ ও অন্ধকারময় দিনে আমার সাথে থাকার জন্য এবং আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবার জন্য। বোস্টন পিডির তথ্যাবলি দেবার জন্য পিটার মার্সকে ধন্যবাদ এবং আমার হয়ে চিয়ারলিডিং করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেলিনা ওয়াকারকে।

সবশেষে, আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার স্বামী জ্যাকবকে, যে জানে লেখিকার সাথে সংসার করাটা ঠিক কতটা কঠিন হতে পারে–এবং এতকিছুর পরেও আমার সাথে থাকার জন্য তাকে ধন্যবাদ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লেখিকার উৎসর্গ

টেরিনা ও মাইক

অনুবাদকের উৎসর্গ

সেই সব পাঠককে যারা *দ্য সার্জন*কে একটু বেশিই ভালোবেসে ফেলেছে...
ছোট্ট ভাইডি লাবিদ, মাশিয়াত, নাজিয়া...এবার খুশি তো?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। মুখবন্ধ ।।

আজ একজন লোককে মরতে দেখেছি।

ঘটনাটা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আর এটা ভেবে আমি এখনও অবাক হচ্ছি যে, এই নাটকের সবটাই ঘটেছে আমার পায়ের কাছে। আমাদের সবার জীবনেই এমনকিছু ছোটো ছোটো মুহূর্ত আসে যেগুলো আমাদের পক্ষে আগে থেকেই আঁচ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আমাদের উচিত এ ধরনের আকস্মিক বিষয়গুলো কীভাবে সামলাতে হয় তা আগে থেকেই শিখে নেওয়া–কারণ একঘেয়েমির সময়গুলোতে বিরল প্রকৃতির এ বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে এক অন্য ধরনের শিহরণের সৃষ্টি করে। দেওয়ালের এ পাশের দুনিয়ায় আমার দিনগুলো কাটে খুবই ধীরগতিতে। এখানে মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয় তার নাম নয়, বরং সংখ্যা দিয়ে; ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভাগুলো ঢাকা পড়ে যায় অপরাধের প্রকৃতির অন্তরালে। আমরা এখানে একই ধাঁচের পোশাক পরি, একই রকম খাবার খাই, এমনকি প্রিজন কার্টে রাখা পুরোনো ও ছেঁড়াফাটা বইগুলো পড়ি। এখানকার দিনগুলোতেও তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই–প্রতিটা দিনই একই রকম। এরপর হঠাৎ এমন একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলো যা আবারও স্মরণ করিয়ে দিলো যে, তুচ্ছ কোনো ঘটনা যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের জীবনকে পাল্টে দিতে পারে।

আজ, আগস্টের দুই তারিখ, এরকম কিছু একটাই ঘটেছে। দিনটি ছিল রৌদ্রজ্জ্বল, সেই সাথে প্রচণ্ড গরমও পড়েছিল–ঠিক যেমনটা আমার পছন্দ। লোকেরা যেখানে দরদর করে ঘামছিল, গরুর মতো হাঁপাচ্ছিল অতি অল্পতেই, আমি সেখানে ব্যায়ামাগারের মধ্যখানে, সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম–যেভাবে শীতল রক্তবিশিষ্ট কোনো সরীসৃপ উষ্ণতার পরশ খোঁজে। চোখ দুটো বন্ধ থাকায় ছুরিকাঘাতের ঘটনাটা আমার চোখ এড়িয়ে যায়। এমনকি মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে লোকটা যে সামান্য পিছিয়ে এসেছিল, সেই দৃশ্যটাও দেখিনি। কেবল তার আর্তনাদ কানে এসে লাগতেই চোখ খুলি।

চত্বরের এক কোণে মুখথুবড়ে পড়ে ছিল লোকটি। ক্ষতস্থান থেকে অনবরত রক্ত বের হচ্ছিল। ওখানকার লোকগুলো খানিকটা সরে এসে এমন একটা ভাব দেখালো যেন কিছুই হয়নি, কিংবা কী হয়েছে এর কিছুই তারা জানে না। ওখানে উপস্থিত সবাই ভাবলেশহীনভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল কেবল।

মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির দিকে আমি একাই এগিয়ে গেলাম। একদৃষ্টিতে

BanglaBook.org

লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। চোখ দুটো খোলা–তখনও জ্ঞান হারায়নি। হয়তো আমাকে তার কাছে আলোকিত খোলা আকাশে ব্ল্যাক কাটআউটের মতো দেখাচ্ছিল। বয়সে তরুণ, মাথায় সাদা ব্লন্ড চুল, মুখে ভর্তি চাপদাঁড়ি–অবশ্য মুখের নিম্নাংশের দিকে এসে কিছুটা কমে এসেছে। মুখটা খোলা, সেখান থেকে গোলাপি ফেনা বের হচ্ছে। লাল রঙের দাগটা বুকের বেশ খানিকটা অংশজুড়ে বিস্তৃত।

হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসলাম। শার্ট ছিঁড়ে উন্মুক্ত করলাম ক্ষতস্থানটা। স্টার্নামের একেবারে বাঁদিকের অংশে আঘাত পেয়েছে। বুকের হাড়ের ভেতরে ব্লেডটা বিঁধে গিয়েছিল ভালোভাবেই–তাই হয়তো তার ফুসফুসের খানিকটা অংশ ছিদ্র হয়ে গেছে; ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পেরিকার্ডিয়াম। জখমটা মরণঘাতি, আর সেও তা ভালো করেই জানতো। আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলো লোকটা। ঠোঁটজোড়া ক্রমাগত নড়ছিল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছিল না। চোখজোড়া সর্বোশক্তি প্রয়োগ করে আমার দিকে সমস্ত মনোযোগ দিতে চাইছিল। হয়তো চাচ্ছিল, মৃত্যুর আগে আমি যেন তার স্বীকারোক্তি শোনার জন্য আরেকটু কাছে এগিয়ে যাই, কিন্তু সে যা বলতে চাইছে তা শোনার মতো সামান্যতম আগ্রহ ছিল না।

বরং আমার মনোযোগের সম্পূর্ণ অংশ দখল করে নিয়েছিল তার ক্ষত। তার রক্ত।

রক্ত সম্পর্কে ভালোভাবেই জানি আমি। এর প্রতিটি উপাদান আমার পরিচিত। অগণিত টিউব ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থেকে প্রত্যেকটি লালের ধরনকে দেখেছি। বাইকালারড কলামের প্যাকড সেল এবং স্ট্র রঙা সিরামে এটিকে সেন্ট্রিফিউজে মিশেলের কাজও করেছি। চকচকে ভাব ও সিল্কের ন্যায় টেক্সচার দেখেছি। চামড়া কাটার পড়ে তাজা রক্তের যে মসৃণ ধারা বয়ে চলে সেটাও আমার কাছে পরিচিত।

পবিত্র ঝর্ণা থেকে ঝরতে থাকা পবিত্র পানির মতো করে তার বুক থেকেও রক্ত ঝরছিল। সেই গরম তরলের উষ্ণতা নেওয়ার অভিপ্রায়ে তার ক্ষতটা হাত দিয়ে চেপে ধরলাম, যা মুহূর্তেই রক্তিম দস্তানা বানিয়ে দিলো। সে হয়তো ভেবেছে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছি আমি। আর এ কারণে তার চোখে কৃতজ্ঞতার ছাপ দেখতে পাই। নিজের ছোটো জীবনে হয়তো কারো কাছ থেকে কখনও কোনো দয়া পায়নি সে; কী হাস্যকর তাই না–আমার চেহারাটা তার কাছে ঐশ্বরিক করুণার প্রতিবিম্বের মতো দেখাচ্ছিল সেই সময়!

হঠাৎ করেই পেছনে বুটের শব্দ শুনতে পেলাম। একইসাথে ভেসে আসতে লাগলো কিছু কণ্ঠস্বর "সরে দাঁড়াও! সবাই সরে দাঁড়াও!"

BanglaBook.org

কেউ একজন আমার শার্ট ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে টেনে তুলল, দাঁড় করালো পায়ের ওপর। মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার কাছ থেকে সরিয়ে পাঠিয়ে দিলো পেছনে। আমাদের সবাইকে একটা কোণায় জড়ো করার সময় চারপাশের বাতাস শোরগোল এবং শাপশাপান্তে ভারী হয়ে উঠলো। মৃত্যুর দেবতা–শিব; এখন অবহেলায় মাটিতেই পড়ে আছে। উত্তরের আশায় সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো গার্ডগুলো, কিন্তু কেউ কিছু দেখেনি বা কেউ কিছুই জানে না বলে জানালো।

আর কেউ কখনও তা স্বীকারও করবে না।

ইয়ার্ডের কোলাহলের মধ্যেই অন্যান্য আসামিদের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যারা আমাকে সবসময়ই এড়িয়ে চলে। হাতটা উঁচিয়ে ধরলে সেখানে মৃত লোকটির গড়িয়ে পড়তে থাকা রক্ত দেখতে পেলাম। সেই মসৃণ ও ধাতব ঘ্রাণ নিজের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। শুধুমাত্র তার গন্ধেই বলে দিতে পারি এটা কোনো তরুণের রক্ত, যা কচি মাংস থেকে বের হয়েছে।

অন্যান্য আসামিরা আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। চেষ্টা করছিল আরো দূরে সরে দাঁড়ানোর। ওরা জানে আমি ভিন্ন, আর সবসময়ের জন্যই ওরা সেটা অনুভব করে। বর্বর হলেও ওরা আমার কাছ থেকে সতর্ক থাকার চেষ্টা করে, কারণ তারা জানে আমি কে এবং কী করতে পারি। কিন্তু আমি ওদের মুখগুলোর মধ্য থেকে একটা বিশেষ মুখের খোঁজ পাওয়ার আশায় ছিলাম, যে আমার রক্ত সম্বন্ধীয় ভাই হবে। যে একেবারে আমার মতোই হবে। কিন্তু এখানে এই দানবদের আবাসস্থলে এরকম কাউকেই দেখিনি।

কিন্তু আমি জানি সে ওখানেই আছে। আমি জানি আমার সমগোত্রীয় মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে একাই আসিনি।

কোথাও না কোথাও, অন্য কেউ তো অবশ্যই আছে। আর সে আমার অপেক্ষায় রয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(BANGLABOOK.ORG)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

।। অধ্যায় এক ।।

ইতোমধ্যে মাছির ভনভনানি শুরু হয়ে গেছে। চার ঘণ্টার মধ্যে মাংসের চূর্ণবিচূর্ণ অংশগুলো দক্ষিণ বোস্টনের ফুটপাতের গরমে ভাজাভাজা হয়ে গেছে। ডিনার বেলের মতোই তা থেকে নির্গত হচ্ছে রাসায়নিক গন্ধ। এতে করে এখানকার বাতাসে মাছির আনাগোনা অনেকখানি বেড়ে গেছে। ধড়ের অংশ বলতে যেটুকু এখনও বাকি আছে সিট দিয়ে তা ঢেকে রাখা হয়েছে, কিন্তু এরপরেও মাংসাশী প্রাণিগুলোর ভোজনের জন্য এখনো যথেষ্ট পরিমাণ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাস্তার প্রায় ত্রিশ মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত গ্রে ম্যাটার এবং অন্যান্য অপরিচিত অংশের টুকরো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। মাথার খুলির খানিকটা ভাঙ্গা অংশ পড়ে আছে সেকেন্ড স্টোরি ফ্লাওয়ার বক্সের ওপরে। আর পার্ক করা গাড়িগুলোর ওপরে পড়ে আছে টিস্যুর গুচ্ছ।

ডিটেক্টিভ জেন রিজোলির এ ধরনের ব্যাপারগুলো সহ্য করার ক্ষমতা বরাবরের মতো প্রশংসার দাবি রাখে, কিন্তু আজকের এই অবস্থা দেখে তারও চোখ বন্ধ হয়ে এলো; শক্ত হয়ে এলো হাতের মুঠো। নিজের দুর্বলতার কথা ভেবে প্রচণ্ড রাগ হলো তার।

নিজেকে হারতে দেবে না তুমি: হারতে দেবে না কোনোভাবেই।

বোস্টন পিডির হোমিসাইড ইউনিটে সে-ই একমাত্র নারী সদস্য। সে খুব ভালো করেই জানে, যা-ই ঘটুক না কেন সবার নির্দয় মনোভাবের স্পটলাইট তার দিকেই তাক করে রাখা থাকে সবসময়। প্রত্যেকটা ভুলের সাথে সাথে প্রত্যেকটা বিজয়ও তাদের দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। তার পার্টনার, ব্যারি ফ্রস্ট, ইতোমধ্যেই সকালের নাস্তা জনসম্মুখে উগড়ে দিয়েছে। এখন সে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে। অপেক্ষা করছে কখন তার পেটের অবস্থা একটু ভালো হবে। কিন্তু রিজোলি নিজের এরকম দুর্বল হয়ে পড়ার বিষয়টি মাথাতেও আনতে চায় না। কারণ ক্রাইম সিনে একজন ল' এনফোর্সমেন্ট অফিসার হিসেবে তাকেই সবচেয়ে বেশি লোকচক্ষুর সম্মুখে পড়তে হয়। সবার নজর থাকে তার ওপর। পুলিশ টেপের অপর পাশে ভিড় করা লোকগুলো তাকেই লক্ষ করতে থাকে। তার প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে নজর রাখে ওরা। এমনকি প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ও খেয়াল করে। সে জানে, বয়স চৌত্রিশ হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনেকটা কম বয়সী দেখায়, আর তাই অথরিটির পূর্ণ ভাবটা বজায় রাখতে সে সবসময় বদ্ধপরিকর।

BanglaBook.org

উচ্চতার নেতিবাচক ব্যাপারটিকে ঢাকার জন্য তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং বলিষ্ঠ গঠনসম্পন্ন কাঁধের অংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দিনকে দিন ক্রাইম সিনের ওপর প্রতাপ রাখার অভ্যাস আত্মস্থ করছে সে, তা সেটা যতোই ভাব-গম্ভীরভাবেই হোক না কেন।

কিন্তু আজকের অতিরিক্ত গরমে তার দৃঢ়ভাব যেন গলতে শুরু করেছে। বরাবরের মতো আজকেও সে পরেছে ব্লেজার ও স্ল্যাকস–চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়িয়ে এসেছিল। যদিও গা থেকে ব্লেজারটা খুলে রেখেছে এখন সে, কিন্তু তারপরেও গরম আর ঘামে পরনে থাকা জামাটা কুঁচকে গেছে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে তার ঘন কালো চুলগুলো কুঁকড়ে গিয়ে বেয়াড়াভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে কয়েলের মতো। দুর্গন্ধ, মাছি ও প্রখর সূর্যালোকের দরুণ অসুস্থবোধ করছে। ফলে সবদিকে একসাথে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে তার পক্ষে। আর এর সাথে তার ওপর নিবন্ধ আশেপাশের দৃষ্টিগুলো তো রয়েছেই।

হঠাৎ করে একজনের উচ্চস্বরে কথা বলে ওঠার ব্যাপারটি তার মনোযোগ কাড়লো। শার্ট-টাই পরা এক লোক টহলরত পেট্রোলম্যানদের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

"দেখুন, আমাকে একটি সেলস কনফারেন্সে যেতে হবে, ঠিক আছে? এরইমধ্যে এক ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু আপনারা নিজেদের পুলিশ টেপ আমার গাড়ির চারিদিকে জড়িয়ে রেখেছেন। আর এখন বলছেন সেটাকে আমি নিয়ে যেতে পারবো না? আরে এটা তো আমার নিজের গাড়ি!"

"এটা একটা ক্রাইম সিন, স্যার।"

"দুর্ঘটনা এটা!"

"আমরা এখনও কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইনি।"

"আপনার লোকদের কী এই সামান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সারাদিন লাগবে? কেন আমাদের কথা শুনছেন না আপনারা? পুরো এলাকার সবাই একই জিনিস শুনতে পেয়েছে!"

লোকটার দিকে এগিয়ে গেল রিজোলি। ঘামে ভেজা মুখটা চিকচিক করছে তার। ঘড়ি বলছে এখন সময় বেলা এগারোটা বেজে ত্রিশ মিনিট। সূর্য ঠিক মাথার ওপরে অবস্থান করে একটা জ্বলন্ত চোখের মতোই তাপ ছড়াচ্ছে।

"স্যার আপনি ঠিক কী শুনতে পেয়েছেন, জানতে চাচ্ছিলাম আর কী?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

ঘোঁৎঘোঁৎ করে শব্দ করে বলল লোকটা। "সবাই যা শুনেছে।"

"প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ার শব্দ?"

"হ্যাঁ। সাতটা ত্রিশের কাছাকাছি সময়ে। আমি তখন কেবল গোসল করে বের

BanglaBook.org

হয়েছিলাম। জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাতেই তাকে এই ফুটপাতের পাশে পড়ে থাকতে দেখি। আপনি হয়তো এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে এই দিকটা একটু খাপছাড়া। শুয়োরের বাচ্চা ড্রাইভারেরা গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে এসে এখানেই আঘাত করে বেশি। হতে পারে কোনো ট্রাক একইভাবে ধাক্কা মেরেছে তাকে।"

"আপনি কী কোনো ট্রাক দেখতে পেয়েছেন?"

"না।"

"কোনো ট্রাকের শব্দ শুনতে পেয়েছেন?"

"না।"

"আর আপনি কোনো গাড়িও দেখেননি, তাই তো?"

"গাড়ি, ট্রাক।" কাঁধ ঝাঁকালো সে। "যাই হোক না কেন এটা হিট অ্যান্ড রানেরই ঘটনা।"

এই একই গল্প, লোকটার প্রতিবেশী প্রায় আধডজন বার বলে ফেলেছে। সকাল সাতটা পনেরো থেকে সাতটা ত্রিশের ভেতরের কোনো এক সময়ে রাস্তাতে ধাক্কা মারার শব্দ পেয়েছে সে-ও। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কেউই ঘটনাটি নিজের চোখে দেখেনি। তারা শুধুমাত্র গোলমেলে শব্দটা শুনেছে এবং পরে লোকটার লাশ পেয়েছে। রিজোলি অবশ্য ধারণা করেছিল যে, লোকটা হয়তো একজন জাম্পার। কিন্তু সম্ভাব্য এই ব্যাপারটিকে কিছুক্ষণের মধ্যে মাথা থেকে ঝেড়েও ফেলেছে সে। কারণ এই এলাকাটা টু স্টোরি বিল্ডিংয়ের হওয়ায় এতটাও উঁচু নয় যে কোনো জাম্পারের শরীর নিচে পড়ার পর এতটা বীভৎস হয়ে যাবে। কোনো ধরনের বিস্ফোরণেরও আলামত পাওয়া যায়নি, যার ফলে শরীরের অংশগুলো এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

"হেই, আমি কি এখন নিজের গাড়ি নিয়ে বের হতে পারবো?" লোকটি জিজ্ঞেস করল। "ঐ সবুজ ফোর্ডটা।"

"যে গাড়ির ট্র্যাঙ্কে ফেটে যাওয়া ব্রেনের অংশ মাখামাখি হয়ে রয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কী মনে হয় আপনার?" কথাটা বলে হঠাৎ ঘুরে মেডিক্যাল এক্সামিনারের কাছে গেল রিজোলি। রাস্তার মধ্যখানে গুঁটি মেরে বসে আস্ফ্যাল্ট পরীক্ষা করছে সে। "এই রাস্তার লোকগুলো একেকটা গাধার বাচ্চা," রিজোলি বলল। "কেউ শিকারের সম্পর্কে কোনো তথ্যই দিতে পারছে না। এমনকি কেউ এটাও জানে না, লোকটি কে।"

ডা. অ্যাশফোর্ড টিয়ার্নি তার দিকে কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে রাস্তাতেই মনোযোগ নিবদ্ধ করে রাখলো। তার পাতলা হয়ে যাওয়া রুপালি চুলগুলোর নিচে ঘাম চিকচিক করছে। ডা. টিয়ার্নিকে একটু বেশি বুড়ো এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে আজ,

BanglaBook.org

যা এর আগে কখনও দেখেনি রিজোলি। ওঠার সময় সে রিজোলিকে সাহায্য করতে বলল। তাকে হাত ধরে টেনে তুলতে গিয়ে বুঝতে পারলো, টিয়ার্নির হাড়গুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং আর্থ্রাইটিস জয়েন্টের আভাস দিচ্ছে সেগুলো। দক্ষিণাঞ্চলের ভদ্রলোক গোছের মানুষ সে। জর্জিয়ার স্থানীয়। রিজোলির স্পষ্টবাদি চরিত্র কখনও পছন্দ করেনি সে, ঠিক যেমন তার মাপা আচরণ পছন্দ নয় রিজোলির। তাদের দুজনের মিল শুধুমাত্র একটি জায়গাতেই, আর সেটি হচ্ছে ডা. টিয়ার্নির অটোপসি টেবিল–যখন তাতে কোনো মানুষের দেহাবশেষ যায়। কিন্তু এতকিছুর পরেও রিজোলি তাকে পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে সাহায্য করলো। তার এরকম ভঙ্গুর অবস্থা দেখে খানিকটা দুঃখবোধ হলো রিজোলির। নিজের দাদার কথা মনে পড়ে গেল, যার পছন্দের নাতনি ছিল সে। এর কারণ হয়তো তার দাদা তার মধ্যে গর্ব করার এবং আঁকড়ে ধরার মতো কোনো সংস্থান খুঁজে পেয়েছিলেন। মনে করতে পারে রিজোলি–তাকে ইজি চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করতো সে এবং কীভাবে তার স্ট্রোকের কারণে নিথর হয়ে যাওয়া হাত দুটো থাবার মতো নিজের বাহুর সাথে ঝুলত। অ্যান্ডো রিজোলির মতো একজন সাহসী লোককেও হাড়ের ভঙ্গুর ভাব এবং জয়েন্ট কাবু করে দিয়েছিল। একই ধরনের লক্ষণ সে ড. টিয়ার্নির মধ্যেও দেখতে পেল। গরমে টলতে থাকা পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে লোকটা পকেট থেকে নিজের রুমালটা বের করে ক্রমাগত কপালের ঘাম মুছতে লাগলো।

"ক্যারিয়ারের শেষে এসে এ কোন ধরনের মাথা নষ্ট করা কেস পেলাম," বলল সে। "ডিটেক্টিভ, তুমি কী তাহলে আমার অবসর নেওয়ার পার্টিতে আসছো?"

"উউউ...কী ধরনের পার্টি?" রিজোলি বলল।

"তোমরা সবাই আমার জন্য যে সারপ্রাইজ পার্টি দেওয়ার প্ল্যান করে রেখেছ।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। বাধ্য হয়ে স্বীকারোক্তি দেওয়ার মতো করে বলল, "হ্যাঁ, আমি আসবো।"

"হাহ। আমি সবসময়েই তোমার কাছ থেকে সোজাসুজি জবাব পেয়ে এসেছি। পার্টিটা কী তাহলে সামনের সপ্তাহে হচ্ছে?"

"দুই সপ্তাহ পর। আর আমি তোমাকে বিষয়টি জানাইনি, ঠিক আছে?"

"আমি খুশি যে তুমি আমাকে জানিয়েছ।" এরপর আবারও অ্যাস্ফাল্টের দিকে তাকাল সে। "আসলে সারপ্রাইজ জিনিসটা খুব একটা পছন্দ নয় আমার।"

"তাহলে, ডক্টর, এখানে কী পেলে? হিট অ্যান্ড রান?"

"চারপাশের আলামত তো সেটাই বলছে।"

রিজোলি জমে থাকা রক্তের ধারার দিকে একবার নজর বুলিয়ে ফুটপাতের ওপরে বারো ফিট দূরে পড়ে থাকা সিটে ঢাকা দেওয়া লাশের দিকে তাকালো।

"তুমি বলতে চাইছো প্রথমে এখানে পড়ে, এরপর ঠিকরিয়ে উঠে তার দেহ

BanglaBook.org

ওখানে চলে গেছে?" রিজোলি বলল।

"দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।"

"এই ধরনের রক্তাক্ত ঘটনা ঘটাতে বড়োসড়ো কোনো ট্রাকের প্রয়োজন।"

"ট্রাক নয়," সাথে সাথে জবাব দিলো টিয়ার্নি। এরপর নিচের দিকে একভাবে তাকিয়ে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলো সে।

তাকে অনুসরণ করলো রিজোলি এবং ভনভন করতে থাকা মাছিগুলোকে তাড়াতে লাগলো। ত্রিশ ফুট দূরে এসে এক জায়গায় দাঁড়ালো টিয়ার্নি। দেখালো রাস্তার বাঁকে লেগে থাকা ধূসরাভ ক্ল্যাম্পের দিকে।

"এখানে আরও গ্রে ম্যাটার পাওয়া গেছে," বলল সে।

"এটা কি কোনো ট্রাকের কাজ হতে পারে না?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"না। এমনকি গাড়িরও না।"

"লাশের শার্টে পাওয়া টায়ারের দাগগুলোর ব্যাপারে কী বলবে তুমি?"

টিয়ার্নি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার প্রত্যেকটি অংশ, ফুটপাত এবং আশেপাশের বিল্ডিং সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। "ডিটেক্টিভ তুমি কী এই ক্রাইম সিনের মজার একটি বিষয় লক্ষ করেছ?"

"ব্রেনহীন লাশ বাদে?"

"ঐ পয়েন্ট অফ ইমপ্যাক্টের দিকে তাকাও।" টিয়ার্নি রাস্তার সেই অংশে গেল যেখানে লাশটি আগে পড়েছে বলে ধারণা করছে তারা। "তার দেহের অঙ্গগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার ধরনটা কী ভালোভাবে খেয়াল করেছ?"

"হ্যাঁ। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সবদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। পয়েন্ট অফ ইমপ্যাক্ট মধ্যবর্তী কোনো জায়গায় ছিল হয়তো।"

"ঠিক ধরেছ।"

"অনেক ব্যস্ত রাস্তা এটা," রিজোলি বলল। "ওপাশ থেকে যানবাহন খুব দ্রুত গতিতে আসতে থাকে। সেই সাথে, লাশটির শার্টে আমরা টায়ারের দাগও পেয়েছি।"

"চলো, আবারও সেই দাগগুলো দেখা যাক।"

যখন তারা আবারও লাশটির দিকে এগিয়ে গেল, পুনরায় তাদের সাথে যোগ দিলো ব্যারি ফ্রস্ট। অবশেষে গাড়ি ছেড়ে বের হয়েছে সে। তাকে এখন কিছুটা ফ্যাকাশে ও লজ্জিত দেখাচ্ছে।

"ওহ ঈশ্বর," অস্ফুটস্বরে বলল সে।

"তুমি ঠিক আছো?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"তোমার কী মনে হয় আমার স্টোমাক ফ্লু বা সে জাতীয় কিছু হয়েছে?"

"অথবা অন্যকিছু।"

BanglaBook.org

ফ্রস্টকে মানুষ হিসেবে বেশ পছন্দ করে রিজোলি। তার উচ্ছ্বল ও অভিযোগহীন বৈশিষ্ট্যের প্রায়শ প্রশংসা করে। আর এ কারণেই হয়তো তার আত্মগর্ব হারাতে দেখলে প্রচণ্ড রেগে যায়। তার কাঁধে আলতো করে চাপড় দিলো সে। মুখে মমতাভরা হাসি। ছিটেমাতাল স্বভাবের রিজোলির অভিব্যক্তিতে মায়ের ভাব খুঁজে পেল ফ্রস্ট।

"পরেরবার থেকে আমি তোমার জন্য বমি করার ব্যাগ নিয়ে আসব," হাসতে হাসতে বলল রিজোলি।

"তুমি জানো," তার পেছন পেছন হেঁটে যাওয়ার সময় ফ্রস্ট বলল, "আমার মনে হয় ফ্লু-এর কারণেই এসব হচ্ছে..."

তারা দেহটির ধড়ের অংশের কাছে পৌছল। হাঁটুমুড়ে বসার সময় মুখ বিকৃত হয়ে এলো টিয়ার্নির, নব্য অপমানের বিরুদ্ধে যেন তার জয়েন্ট সায় দিচ্ছে না। এক ঝটকায় ডিসপোজেবল সিটটা তুলে ফেলল সে। ফ্রস্টের চেহারা আবারও ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো; এক ধাপ পিছিয়ে গেল সে। অন্যদিকে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো রিজোলি।

লাশটির ধড়ের অংশ অ্যামবিলিকাসের কাছে এসে দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ওপরের অর্ধেক সুতির বেইজ শার্টে ঢাকা এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক বরাবর বিভক্ত। নিচের অর্ধাংশে জিন্স পরে রয়েছে সে এবং শরীরটা বেঁকে গেছে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর। অর্ধাংশ দুটো চামড়ার সামান্য কিছু তন্তু ও পেশী দিয়ে সংযোজিত অবস্থায় রয়েছে। ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সব বেরিয়ে এসেছে–থলথলে অবস্থায় জমা হয়েছে পাশেই। মাথার খুলির পেছনের অর্ধেকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আর সেখান থেকেই বেরিয়ে এসেছে ব্রেনের পুরো অংশ।

"কম বয়সী পুরুষ, হৃষ্টপুষ্ট গঠনের। দেখে হিস্পানিক অথবা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার অধিবাসীদের মতো মনে হচ্ছে; বিশ কিংবা ত্রিশের মধ্যেই হবে বয়সটা," টিয়ার্নি বলল। "আমি থোরাসিক স্পাইন, রিবস, ক্ল্যাভিকল এবং খুলিতে ফ্রাকচারের বিষয়টি খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি।"

"এটা কি কোনো ট্রাক করতে পারে না?" জিজ্ঞেস করল রিজোলি।

"কোনো ট্রাকের পক্ষে এই ধরনের বীভৎস পরিণতি ডেকে আনার সম্ভাব্যতা খুব কম," রিজোলির দিকে তাকিয়ে তার হালকা নীল বর্ণের চোখজোড়া যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। "কিন্তু কেউ তো এই ধরনের কোনো গাড়ি দেখেনি কিংবা এর শব্দ শোনেনি?"

"দুর্ভাগ্যক্রমে না," স্বীকার করলো সে।

ফ্রস্ট শেষ পর্যন্ত কথা বলার মতো কিছু একটা খুঁজে পেল। "আমার মনে হয় তার শার্টে এগুলো টায়ার ট্রাকের দাগ নয়।"

BanglaBook.org

রিজোলি লাশের শার্টে লেগে থাকা কালো স্ট্রিকের দিকে তাকাল। হাতে গ্লাভস পরে দাগগুলোর একটিতে আঙুল বুলিয়ে উঠিয়ে দেখল। লেটেক্স গ্লাভসে লেগে থাকা কালো রঙের অংশগুলোর দিকে কিছুক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থেকে মাত্রই প্রাপ্ত নতুন তথ্যের বিষয়টি নিয়ে ভাবল।

"তুমি ঠিকই বলেছ," বলল সে। "দাগটা টায়ারের নয়, গ্রিজের।"

সোজা হয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। কিন্তু কোনোরূপ রক্তাক্ত টায়ার মার্কস কিংবা গাড়ির বর্জ্য দেখতে পেল না। এমনকি গ্লাস কিংবা প্ল্যাস্টিকের ভাঙা টুকরোও না, যাতে মানবদেহের বিক্ষিপ্ত অংশ লেগে রয়েছে।

কিছু সময়ের জন্য, কেউ কোনো কথা বলল না। একে অপরের দিকে তাকাল তারা। হঠাৎই একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। ওপরের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালে ৭৪৭ গ্লাইডকে চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যেতে দেখল রিজোলি, যা পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত লোগান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে ল্যান্ডিং করার জন্য যাচ্ছে।

"ওহ, ঈশ্বর," হাত দিয়ে চোখ ঢেকে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলল ফ্রস্ট। "বেড়ানোর জন্য কী উপায় মাইরি। দয়া করে এটা বলো যে, প্লেন থেকে পড়ে যাওয়ার আগেই মারা গিয়েছিল সে।"

"সম্ভাব্যতা ফেলানো যাচ্ছে না," টিয়ার্নি বলল। "আমার ধারণা ল্যান্ডিং করার আগে যখন প্লেনের চাকাগুলোকে নামানো হয়েছিল, তার দেহটা তখনই নিচে পড়েছিল। ধারণা করতে পারছি ফ্ল্যাইটটি ইনবাউন্ড ছিল...অর্থাৎ কোথাও থেকে আসছিল।"

"ওহ, হতে পারে," রিজোলি বলল। "এই উপায়ে কত লোক দেশ ছেড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বিদেশে যায়?" সে মৃত লোকটির অলিভ রঙা চামড়ার দিকে তাকাল। "সে কোন জায়গা থেকে প্লেনে করে আসছিল, দক্ষিণ আমেরিকা কী..."

"প্লেনটা প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল," টিয়ার্নি বলল। "চাকাগুলো তার দেহে চাপ প্রয়োগ করেনি। এ ধরনের জায়গায় লুকিয়ে থাকা মানুষটিকে হঠাৎ করেই নিম্নচাপের সম্মুখীন হতে হয়। এতে করে ফ্রস্টবাইট হয়। ভরা গ্রীষ্মের মধ্যেও, সেই উচ্চতাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে। এমতাবস্থায় কয়েক ঘণ্টা কাটালে এমনিতেই দেহ হাইপোথার্মিয়ার শিকার হয়। সেদিক থেকে বললে অক্সিজেনের অভাবে জ্ঞান হারিয়েছিল সে। অথবা এমনও হতে পারে তার দেহ তখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যখন ল্যান্ডিং গিয়ারগুলো টেক-অফের সময় গুটাতে থাকে। চাকায় লেগে থেকে দীর্ঘ সময়ের যাত্রার চিন্তা হয়তো তাকে শেষ করে দিয়েছে।"

ডা. টিয়ার্নি তার দীর্ঘ প্রফেশনাল জীবনের ধারণাগুলো সামনে রেখে যখন

BanglaBook.org

আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এমন সময় রিজোলির পেজার বেজে উঠল হঠাৎই। নিজের বিপারে নম্বরটি দেখে নিলো, কিন্তু চিনতে পারল না। নিউটন প্রিফিক্স। শেষমেশ নিজের সেলফোন বের করে ডায়াল করলো সেই নাম্বারে।

"ডিটেক্টিভ কর্সাক," অপরপাশের লোকটি জবাবে বলল।

"রিজোলি বলছি। আপনি আমাকে পেজ করেছেন?"

"আপনি কি সেলফোনে আছেন ডিটেক্টিভ?"

"হ্যাঁ।"

"ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন দিতে পারবেন?"

"এই মুহূর্তে সম্ভব না।" ডিটেক্টিভ কর্সাক নামের কাউকে চেনে না সে। আর তাই চেষ্টা করলো এই আলাপ সংক্ষিপ্ত করার। "এখানেই বলুন আমার সাথে আপনার কী দরকার?"

লাইনের অপরপাশের লোকটি কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলো। আশেপাশে অনেকগুলো কণ্ঠ এবং পুলিশের ওয়াকি-টকির শব্দ পেল রিজোলি। "আমি নিউটনে একটা ক্রাইম সিনে এসেছি," বলল সে। "আমার মনে হয় আপনার নিজের একবার এখানে এসে বিষয়টি দেখা উচিত।"

"আপনি কী বোস্টন পিডির কারো সাহায্য চাইছেন? সেরকম কিছু হলে আমি অন্য কাউকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

"আমি ডিটেক্টিভ মুরের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তারা বলল সে ছুটিতে আছে। এ কারণেই আপনাকে ফোন দেওয়া।" আবারও চুপ করে গেল সে। খানিক বাদে কিছুটা গুরুত্বের সাথেই বলল, "গত গ্রীষ্মে ডিটেক্টিভ মুর ও আপনি একসাথে যে কেসটিতে কাজ করেছিলেন এটা সেই ঘটনা সংশ্লিষ্ট। আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন আমি কোনটার কথা বলছি।"

কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো রিজোলি। সে জানে ঠিক কোন বিষয়টি বোঝাতে চাইছে লোকটা। সেই তদন্তের স্মৃতি এখনও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সেই কেসের দুঃস্বপ্ন থেকে এখনও বের হতে পারেনি।

"বলতে থাকুন," থিতুকণ্ঠে বলল সে।

"আপনি কী ঠিকানাটা চান?" জিজ্ঞেস করলো সে।

নোটপ্যাড বের করলো রিজোলি।

কিছুক্ষণ পর ফোন রেখে আবারও চেষ্টা করলো ড. টিয়ার্নির কথোপকথনে মনোযোগ দেওয়ার।

"আমি এই একই ধরনের জখম স্কাই ডাইভারদের ক্ষেত্রেও দেখেছি যখন তাদের প্যারাসুট খোলে না," বলল টিয়ার্নি। "ঐ উচ্চতা থেকে একটি পড়ন্ত দেহ সর্বোচ্চ গতিপ্রাপ্ত হয়–যা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০০ ফুটের মতো। দেহকে বিক্ষিপ্ত

BanglaBook.org

করার জন্য এটাই যথেষ্ট, যেমনটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি।”

“দুটো পয়সা খরচ করে এ দেশে আসতে তাদের কী হয়?” ফ্রস্ট বলল।

আরেকটি জেট গর্জন করতে করতে তাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল, যার ছায়া দেখে বৃহদাকার ঈগলের মতোই মনে হলো।

আকাশের দিকে তাকালো রিজোলি। কল্পনার চোখে দেখতে পেল একটি দেহ পড়ছে সেখান থেকে, হাজার ফুটব্যাপী ঘুরতে ঘুরতে। ভাবলো, তার পাশ কাটিয়ে যাওয়া ঠান্ডা বাতাসের সম্পর্কেও। অতঃপর গরম বাতাসের সংস্পর্শে মাটির সন্নিকটে পৌঁছালো পড়ন্ত দেহটি।

রক্তাক্ত সিটে ঢেকে রাখা লোকটির দেহের অবশিষ্টাংশের দিকে তাকালো। হয়তো নতুন কোনো পৃথিবীর কিংবা নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল।

অবশেষে আমেরিকায় স্বাগতম।

২২২

বাড়িটির বাইরে নিউটনের যে পেট্রোলম্যানকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে সে হয়তো সদ্য যোগ দিয়েছে পুলিশে, যে কারণে রিজোলিকে চিনতে পারলো না। পুলিশ টেপের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তাকে আটকে দিলো। অভদ্রভাবে সম্বোধন করলো তাকে, যা তার নতুন উর্দিধারীর বৈশিষ্ট্য বলে মনে হলো রিজোলির। ট্যাগে নাম লেখা রয়েছে : রিজ।

“এটা ক্রাইম সিন, ম্যাম।”

“আমি ডিটেক্টিভ রিজোলি, বোস্টন পিডি থেকে এসেছি। ডিটেক্টিভ কর্সাকের সাথে দেখা করতে।”

“দয়া করে আইডি দেখান।”

এমন কোনো অনুরোধ করা হবে তা একদমই আশা করেনি সে, যে কারণে ব্যাজ বের করার জন্য পার্স তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হলো। বোস্টন শহরের প্রায় প্রত্যেক পেট্রোলম্যান চেনে তাকে। নিজ জায়গা থেকে কিছুটা বাইরে এসে সম্পদশালীদের এই শহরতলীতে দাঁড়িয়ে এখন তাকে নিজের ব্যাজ খুঁজতে হচ্ছে। অবশেষে ব্যাজ খুঁজে বের করে নিজের নাক বরাবর উঁচিয়ে ধরলো রিজোলি।

পেট্রোলম্যান সেটিকে এক ঝলক দেখে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। “আমি সত্যি দুঃখিত, ম্যাম। দেখুন, কয়েক মিনিট আগেই এক বজ্জাত রিপোর্টার আমার সাথে কথা বলে পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে গিয়েছিল। এ কারণেই এমনটা করতে বাধ্য হয়েছি। সত্যি বলতে আমি চাচ্ছিলাম না একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক।”

“কর্সাক কি ভেতরে আছে?”

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, ম্যাম।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িবহরগুলোর দিকে এক ঝলক তাকাল, যেখানে কমনওয়েলথ অফ ম্যাসাচুসেটস, অফিস অব দ্য মেডিক্যাল এক্সামিনার লেখা একটা সাদা রঙের ভ্যানটিও দাঁড় করানো আছে।

"ভিক্টিম কয়জন?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"একজন। তারা তাকে কিছু সময়ের মধ্যেই বের করে নিয়ে যাবে।"

পেট্রোলম্যান টেপ তুলে ধরল যেন রিজোলি ফ্রন্ট ইয়ার্ডে প্রবেশ করতে পারে। পাখির কিচিরমিচিরের শব্দ আর বাতাসে ঘাসের মিষ্টি গন্ধ পেল সে। *তুমি এখন আর দক্ষিণ বোস্টনে নেই রিজোলি*, মনে মনেই ভাবল। আশেপাশের দৃশ্যগুলো মনোমুগ্ধকর। বক্সউডের ঝোপ সুনিপুণভাবে ছাঁটা। পুরো লন অ্যাস্ট্রোটার্ফ গ্রিনে সজ্জিত। ইটের তৈরি ওয়াকওয়েতে দাঁড়িয়ে রুফলাইনে লাগিয়ে রাখা টুডর উচ্চারণের লেখাটার দিকে তাকালো। প্রথমে তার মনে এলো লর্ড অব দ্য ফেক ইংলিশ ম্যানরের কথা। এ ধরনের বাড়ি, এমনকি এর প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো কোনো সৎ পুলিশ অফিসার অন্তত কেনার সাধ করতে পারবে না।

"কিছু বুঝলেন?" পেট্রোলম্যান রিজ তার উদ্দেশ্যে বলল।

"এই লোকটা কী করতো?"

"আমি শুনেছি লোকটা কোনো প্রকারের সার্জন ছিল।"

সার্জন। তার কাছে এই শব্দটি একটা বিশেষ অর্থ বহন করে। শব্দটি ঠিক যেন বরফের তৈরি সূচের মতোই বিদ্ধ করে তাকে। তীব্র গরমের দিনেও তার কথা ভেবে আতঙ্কে ঠান্ডা হয়ে পড়ে সে। সামনের দরজাটার দিকে তাকালে সে দেখতে পেল ডোর নবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাউডার লাগিয়ে রাখা হয়েছে। গভীরভাবে দম নিয়ে হাতে লেটেক্স গ্লাভস এবং জুতোতে পেপার বুটি পরে নিলো রিজোলি।

ভেতরে ঢুকে পলিশড করা ওক কাঠের মেঝে এবং ক্যাথেড্রাল সদৃশ সিঁড়িঘর দেখতে পেল। স্টেইনড গ্লাস উইন্ডো দিয়ে বাইরে থেকে ভেতরে রং-বেরঙের আলো পড়ছে।

পেপার শু কভারের খসখস শব্দ পেল সে। শব্দের উৎস অনুসরণ করে সেদিকে তাকাতেই দেখল, হোমরাচোমরা গড়নের এক লোক হলওয়েতে এসে ঢুকছে। যদিও সে বিজনেসম্যানদের সদৃশ পোশাক পরেছে, সাথে সুনিপুণভাবে বাঁধা টাই, তারপরেও তার সমস্ত পোশাক যেন ধূলিসাৎ করেছে বগলের অংশের ঘাম। শার্টের স্লিভ গুটিয়ে রাখার ফলে ঘন লোমযুক্ত মোটা হাত বেরিয়ে এসেছে। "রিজোলি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"এক এবং একমাত্র।"

লোকটা হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসলেও হঠাৎ খেয়াল করলো

BanglaBook.org

রিজোলি হাতে গ্লাভস পরে আছে। সাথে সাথে হাত গুটিয়ে নিলো। "ভিঞ্চ কর্সাক। ফোনে আপনাকে বিস্তারিত কিছু বলিনি বলে দুঃখিত, কারণ দেওয়ালেরও কান থাকে। ইতোমধ্যেই একজন রিপোর্টার এখানে এসে ঢুকে পড়েছে। কুত্তি একটা।"

"শুনলাম আমি।"

"দেখুন, আমি জানি আপনি হয়তো ভাবছেন এখানে কী প্রয়োজন আপনার। কিন্তু আপনার গত বছরের কাজ ভালোভাবেই নিরীক্ষা করেছি। সার্জনের খুনগুলো আর কী। আমার মনে হয়েছে এই ক্রাইম সিনটা একবারের জন্য হলেও দেখা দরকার আপনার।"

মুখ শুকিয়ে গেল রিজোলির। "কী পেয়েছেন আপনারা?"

"ফ্যামিলি রুমে ভিক্টিমটি পড়ে রয়েছে। নাম ডা. রিচার্ড ইয়েগার। বয়স ছত্রিশ। অর্থোপেডিক সার্জন। এটা তার নিজেরই বাড়ি।"

সে স্টেইনড গ্লাস উইন্ডোর দিকে তাকালো। "আপনারা নিউটনের পুলিশেরা মনে হচ্ছে ঘুরে ফিরে উচ্চবিত্তদের হোমিসাইড কেসই পান।"

"হেই, বোস্টন পিডিও ভাগ নিতে পারে। এরকম এলাকায় এ ধরনের ঘটনা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। বিশেষ করে এমন বিদঘুটে।"

কর্সাক তাকে হল পার করে ফ্যামিলি রুমে নিয়ে এলো। সেখানে প্রথমেই টু স্টোরি দেওয়ালের গ্রাউন্ড টু সিলিং উইন্ডো থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যালোক নজরে এলো রিজোলির। এই জায়গায় ক্রাইম সিন টেক কতজন রয়েছে সেই সংখ্যাটা মোটেও মূল ব্যাপার নয়। বরং তাদেরকে পাশ কাটিয়ে সাদা রঙের দেওয়াল আর কাঠের তৈরি মেঝের রুমটি কেন যেন বৃহৎ ও সম্পূর্ণ খোলামেলা বলে মনে হলো তার কাছে।

আর রক্ত। আজ পর্যন্ত ঠিক কতগুলো ক্রাইম সিনে সে পৌঁছেছে সেটা বড়ো কথা নয়, কিন্তু প্রত্যেক জায়গার রক্ত প্রথমবারের জন্য তার মধ্যে একটা ভয়ার্ত ভাবের সৃষ্টি করেই। ফিনকি দিয়ে বেড়ানো রক্তের ছিটা ঠিক ধুমকেতুর লেজের মতো দেওয়ালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। গড়িয়ে পড়ছে নিচের দিকে। রক্তের উৎস ডা. রিচার্ড ইয়েগার। কেউ তার হাত দুটো পেছনে বেঁধে দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। পরনে শুধুমাত্র বক্সার শর্ট। পা দুটো ছড়িয়ে বসা। পায়ের গোড়ালি ডাক্ট টেপ দিয়ে আটকানো। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। জখম কত বড়ো হেমোরেজের সৃষ্টি করেছে তা দেখতে বাধা দিচ্ছে মাথাটা। যদিও কাটার ধরনটা দেখার প্রয়োজন নেই, কারণ রক্তের খেলা দেখে ইতোমধ্যেই সব বুঝে গেছে রিজোলি। ক্যারোটিড ও বায়ুনালী ভেদ করে গভীরভাবেই কাটা হয়েছে জায়গাটা। এ ধরনের জখমের ব্যাপার দেখতে দেখতে এখন তার কাছে সবকিছুই প্রায় পরিচিত মনে হয়। রক্তের প্যাটার্ন দেখে সে লোকটার অন্তিম মুহূর্তের অবস্থাও ভালোভাবেই

BanglaBook.org

পড়তে পারছে ধমনি ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে ফুসফুস রক্তে পূর্ণ হতে শুরু করেছিল। ছিঁড়ে যাওয়া বায়ুনালী দিয়েই হয়তো শেষ মুহূর্তের দমটুকু ফেলার চেষ্টা করেছিল লোকটা। নিজের রক্তেই ডুবে মরেছে সে। ট্র্যাকিয়াল স্প্রে প্রশ্বাসের সাথে বের হতে থাকলে অবশেষে তার বুকের অংশ শুকিয়ে যায়। তার সুগঠিত কাঁধ ও পেশীবহুল শারীরিক গঠন দেখেই বোঝা যাচ্ছে সুস্বাস্থ্যের অধিকারি ছিল–অবশ্যই নিজের ঘাতকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখত সে। কিন্তু তার বদলে মাথা নিচু করে অনুগতের মতো মৃত অবস্থায় বসে আছে।

লাশটা নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতোমধ্যেই স্ট্রেচার নিয়ে এসেছে মর্গের দুই সহকারী। রিগর মর্টিসে জমে যাওয়া এই লাশটিকে কীভাবে সর্বোত্তম উপায়ে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবছে তারা।

"যখন মেডিক্যাল এক্সামিনার সকাল দশটার সময় তাকে এসে দেখেছিল," কর্সাক বলল, "লিভর মর্টিস অবস্থাতে ছিল সে। তার মধ্যে কেবল কাঠিন্য আসতে শুরু করেছিল। তার ধারণা মতে মধ্যরাত কিংবা রাত তিনটার আশেপাশে মৃত্যু হয়েছে লোকটার।"

"কে খুঁজে পায় তাকে?"

"লোকটার অফিসের নার্স। আজকে সকালে তাকে ক্লিনিকে দেখতে না পেয়ে ফোন করেছিল মেয়েটি। কিন্তু তার কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। দেরি না করে গাড়ি চালিয়ে এখানে চলে আসে সে। পৌছনোর পর মেয়েটি যখন তাকে এ অবস্থায় খুঁজে পায়, তখন সময় সকাল ন'টার কাছাকাছি। কিন্তু তার স্ত্রীকে কোথাও পাওয়া যায়নি।"

কর্সাকের দিকে তাকালো রিজোলি। "স্ত্রী?"

"গেইল ইয়েগার, বয়স একত্রিশ। নিরুদ্দেশ সে।"

ইয়েগারের বাড়িতে ঢোকার সময় প্রধান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মধ্যে সৃষ্ট ভয়ের কারণে যে শীতল অনুভূতি কাজ করছিল, তা যেন আবারও ফিরে পেল। "অপহরণ?"

"আমি কিন্তু বলেছি, নিরুদ্দেশ সে।"

রিচার্ড ইয়েগারের দিকে তাকাল রিজোলি। তার পেশীবহুল শরীরের অংশ দেখে তাকে কোনোভাবেই মৃত হিসাবে মানতে ইচ্ছা হলো না তার। "আমাকে এই মানুষগুলোর ব্যাপারে বলুন। তাদের বিয়ের ব্যাপারে।"

"সুখি দম্পতি। প্রত্যেকেই এমনটা বলছে।"

"এই কথা এখন সবাই-ই বলবে।"

"অন্তত এক্ষেত্রে বিষয়টা তো সত্য বলেই মনে হচ্ছে। দুই বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছে। এক বছর আগে এই বাড়িটি কেনে তারা। তারই হাসপাতালের

BanglaBook.org

ও.আর. নার্স ছিল সে। সেদিক থেকে তাদের বন্ধুমহল একই। সেই সাথে কাজের সময়ও।"

"সঙ্গে থাকার সময়টা কী একটু বেশি মনে হচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, জানি। সত্যি বলতে কী আমার স্ত্রীর সাথে সারাদিন থাকলে হয়তো আমি পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু তারা একসাথে এভাবে ভালোই ছিল বলে মনে হচ্ছে। গত মাসে, পুরো দুই সপ্তাহের ছুটি নেয় লোকটি, শুধুমাত্র তার স্ত্রীর মায়ের মৃত্যুর পর তার সাথে থাকার জন্য। আপনার কী মনে হয়, একজন অর্থোপেডিক সার্জনের এক সপ্তাহের আয় কত হতে পারে, হাহ? পনেরো কিংবা বিশ হাজার ডলার? এই এত মূল্যের সান্ত্বনার সময় তাকে দিয়েছিল সে।"

"হয়তো তার সেই জিনিসের প্রয়োজন ছিল।"

আলতো করে কাঁধ নাড়ল কর্সাক। "এত কিছুর পরেও।"

"আর তাই আপনি তাকে ছেড়ে যাওয়ার পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।"

"...শুধুমাত্র বিপদে ফেলা ছাড়া।"

রিজোলি ফ্যামিলি রুমের জানালাগুলোর দিকে তাকালো। বড়ো বড়ো গাছ এবং ঝোপের কারণে আশেপাশের বাড়িগুলোকে কোনোভাবেই দেখা যাচ্ছে না। "আপনি বলছেন মৃত্যুর সময় মধ্যরাত কিংবা রাত তিনটার মাঝামাঝি, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"প্রতিবেশীদের কেউ কিছু শুনেছে?"

"বামপাশের প্রতিবেশী প্যারিসে রয়েছে। উ লা লা। ডানপাশের প্রতিবেশী সারা রাত ধরে আরামের ঘুম ঘুমিয়েছে।"

"জোরজবরদস্তি ঢোকার কোনো প্রমাণ মিলেছে?"

"কিচেন উইন্ডো। গ্লাস কাটার দিয়ে স্ক্রিন দুইভাগ করে ফেলা হয়েছে। ফ্লাওয়ার বেডে এগারো নম্বর সাইজের জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে। সেই একই ধরনের রক্তমিশ্রিত ছাপ এ ঘরেও মিলেছে।" কথা বলতে বলতে রুমাল বের করে কর্সাক তার ঘর্মাক্ত কপাল মুছে নিলো। কর্সাক সেই সব দুর্ভাগা মানুষদের অন্যতম যাদের ক্ষেত্রে শক্তিশালী অ্যান্টিপার্সপিরেন্টও কোনো কাজে দেবে না। কথোপকথনের কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার শার্টে ঘামের দাগ ছড়িয়ে পড়েছে।

"আচ্ছা, প্রথমে তাকে দেওয়ালের এই অংশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক," মর্গের এক সহকারী বলল। "শোয়ানো হোক সিটের ওপরে।"

"মাথাটি খেয়াল করো! গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে তো!"

"ওহ, ঈশ্বর।"

ডা. ইয়েগারকে ডিসপোজেবল সিটে তুলে শোয়ানোর সময় রিজোলি ও কর্সাক

BanglaBook.org

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলো। রিগর মর্টিসের কারণে লাশটি নব্বই ডিগ্রি কোণে শক্ত হয়ে গেছে। এই বিদঘুটে অবস্থায় কীভাবে লাশটাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাবে এ নিয়ে সহকারী দু'জন নিজেদের মধ্যে তর্ক চালাচ্ছে।

হঠাৎই মেঝের ওপর চোখ আটকে গেল রিজোলির। লাশটাকে এতক্ষণ যেখানে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, সেখানে সাদা রঙের কিছু একটার টুকরো পড়ে আছে। গুটিসুটি মেরে বসে চিনামাটির ছোট্ট টুকরোটা বের করতে লাগলো।

"ভেঙ্গে যাওয়া চায়ের কাপ," কর্সাক বলল।

"কী?"

"ভিক্টিমের পাশে আমরা একটা চায়ের কাপ ও প্লেট পেয়েছি। দেখে মনে হচ্ছিল ওটা তার কোল থেকে কোনোভাবে গড়িয়ে পড়েছিল কিংবা এরকম কিছু একটা। ওতে থাকা ছাপ সংগ্রহের জন্য এরই মধ্যে আমরা ওটা নিয়ে নিয়েছি।" রিজোলির মুখে বিভ্রান্তিকর অভিব্যক্তির রেখা দেখতে পেয়ে শ্রাগ করলো কর্সাক। "আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না দয়া করে।"

"সিম্বোলিক আর্টিফ্যাক্ট?"

"হ্যাঁ। যেন কোনো ধারা বা রীতিকে অক্ষুণ্ন রাখতেই মৃত লোকটার উদ্দেশ্যে চা-ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।"

গ্লাভস পরা হাতে ধরে থাকা চিনামাটির ছোট্ট টুকরোটার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো রিজোলি। মনে হলো অর্থটা সে বুঝতে পেরেছে। পেটের ভেতর কিছু একটা দলা পাকিয়ে উঠলো। এ যেন ভয়াবহ কিছু একটার আভাস, যার সাথে আগে থেকেই পরিচিত সে। *কেটে ফেলা গলা। ডাক্ট টেপ দিয়ে বেঁধে রাখা। জানালা দিয়ে রাতের বেলায় অনুপ্রবেশ। ঘুমের মধ্যে শিকার অথবা শিকারদের ওপরে আচমকা আক্রমণ।*

আর একজন নারীর নিরুদ্দেশ হওয়া।

"বেডরুমটা কোন দিকে?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি। সত্যি বলতে, সে একদমই দেখতে চাচ্ছে না এটা, বরং দেখতে ভয় হচ্ছে।

"আচ্ছা। আমি আপনাকে ওটাই দেখাতে চাচ্ছিলাম।"

বেডরুমের দিকে যে হলওয়েটা চলে গেছে, সেখানে কিছু ফ্রেমে বাঁধানো সাদা-কালো ছবি ঝুলছে। অধিকাংশ বাড়িতে যে ধরনের হাস্যোজ্জ্বল পারিবারিক ছবি সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়, এ ছবিগুলো মোটেও সেরকম নয়। এ ছবিগুলোর একটিতে সম্পূর্ণ নগ্ন এক নারীকে দেখা যাচ্ছে ক্যামেরা থেকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। চেনা যাচ্ছে না। আরেকটাতে দেখা যাচ্ছে একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে একজন মহিলা। ফলে শরীরের নরম চামড়ার ওপর সেঁধিয়ে গেছে গাছের রুক্ষ বাঁকল। অন্য একটা ছবিতে মহিলাটিকে কিছুটা সামনের দিকে

BanglaBook.org

ঝুঁকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তার লম্বা চুলগুলো ঢেকে রেখেছে উরুর উন্মুক্ত অঞ্চলকে। আরেকটাতে দেখা যাচ্ছে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে সে, যেখানে ধড়ের অংশে ব্যায়ামের ফলে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হয়েছে। বাঁকাভাবে পড়ে থাকা ছবিটা ভালোভাবে দেখার জন্য থামলো রিজোলি।

"এগুলো সবই কি একজন মহিলারই ছবি?" বলল সে।

"হ্যাঁ, এগুলো তারই ছবি।"

"মিসেস ইয়েগার?"

"দেখে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে উদ্ভট কিছু চলছিল, তাই না?"

গেইল ইয়েগারের নিপুণ দেহসৌষ্ঠবের দিকে তাকালো রিজোলি। "আমার কোনোকিছুই উদ্ভট বলে মনে হচ্ছে না। বরং ছবিগুলো ভালোই লাগছে।"

"যাই হোক। বেডরুম এখানে।" ডোরওয়ে দিয়ে দেখালো সে।

দরজার মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো রিজোলি। ভেতরে বেশ বড়োসড়ো একটা বিছানা পাতা। বিছানা চাঁদরটা এমনভাবে আলুথালু অবস্থায় পড়ে যেন এখানে শুয়ে থাকা মানুষগুলো হঠাৎ করেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। শেল পিঙ্ক কার্পেটে নাইলনের স্তূপ বিছানা থেকে দরজা বরাবর দুইভাগে থিতু হয়ে পড়ে রয়েছে।

কোমলকণ্ঠে বলল রিজোলি, "তাদের দুজনকেই বিছানা থেকে টেনে বাইরের রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

মাথা নাড়ালো কর্সাক। "আমাদের খুনিটিকে দেখে তারা দু'জনেই সম্ভবত অবাক হয়েছিল। হয়তো তাদেরকে কোনোভাবে পরাভূত করেছিল সে। কব্জি ও গোড়ালির অংশ বেঁধে ফেলেছিল এভাবেই। কার্পেটের ওপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে অবশেষে হলওয়েতে নিয়ে যায়, যেখান থেকে কাঠের মেঝেটা শুরু হয়েছে।"

কল্পনার চোখে খুনির কাজ দেখে হতবাক হলো রিজোলি। সে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো এই জায়গাটিতে দাঁড়িয়েই দম্পতিটিকে দেখেছিল খুনি, ভাবলো সে। বিছানার ওপরে থাকা জানালার পর্দা তুলে রাখায় ঘরে পর্যাপ্ত আলো আসছিল। ফলে লোকটিকে এবং তার স্ত্রীকে চিনে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। ডা. ইয়েগারের ওপরেই হয়তো প্রথম আক্রমণ করেছিল খুনি। প্রথমে লোকটির ওপরেই নিয়ন্ত্রণ আনার ব্যাপারটা যৌক্তিক লাগছে বেশি। আর তার স্ত্রীকে পরবর্তী আক্রমণের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিল সে। রিজোলি এখন কেবল এটুকুই ভাবতে পারছে। তার আগমন আর প্রথম আক্রমণ। এরপরে ঠিক কী হয়েছিল তা এখনও বুঝতে পারছে না সে।

"কেন তাদেরকে এখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সে?" জিজ্ঞেস করলো। "ড. ইয়েগারকে এখানেই কেন খুন করেনি? বেডরুম থেকে ও ঘরতক নিয়ে যাওয়ার পেছনে কী এমন কারণ থাকতে পারে?"

BanglaBook.org

"জানি না আমি।" ডোরওয়ের দিকে দেখালো সে। "এগুলো সবকিছুর ছবি তুলে নেওয়া হয়েছে। আপনি চাইলে ভেতরে যেতে পারেন।"

কিছুটা সংকোচ নিয়ে রুমে ঢুকলো রিজোলি। কার্পেটের ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দাগের দিকে কোনোরূপ দৃষ্টিপাত না করেই বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। সিটে কিংবা কভারে কোনো প্রকার রক্তের দাগ দেখতে পেল না সে। বালিশে একটি লম্বা চুলের তন্তু পেল শুধু–মিসেস ইয়েগার বিছানার এই অংশে থাকত, ভাবলো সে। এরপর ড্রেসারের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে একটি ফ্রেমে বাঁধানো কাপল ছবি রয়েছে, যা দেখে সে নিশ্চিত হলো যে গেইল ইয়েগার ব্লন্ড চুলের অধিকারিণী। মোটামুটি সুন্দর দেখতে সে। হালকা নীল চোখের মহিলাটির তামাটে রঙা চামড়ায় কিছু গুটি গুটি দাগ দেখা যাচ্ছে। তার কাঁধ জড়িয়ে রেখেছে ডা. ইয়েগার। তাকে দেখে সে ধরনের প্রত্যয়ী পুরুষের মতোই লাগছে যে জানে তার শারীরিক ক্ষমতা ঠিক কতটুকু। সে সেরকম মানুষ নয় যাকে আন্ডারওয়ারে হাতপা বাঁধা অবস্থাতে মৃতরূপে পাওয়া গেছে।

"কিছু একটা চেয়ারে রাখা আছে," কর্সাক বলল।

"কী?"

"চেয়ারের কাছে গিয়েই দেখুন।"

রুমের অন্য অংশ দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াল সে। প্রাচীনধর্মী ল্যাডার-ব্যাক চেয়ার দেখতে পেল। চেয়ারের ওপরে একটা নাইটগাউন সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা। কাছে গেলে ক্রিম স্যাটিন গাউনটিতে উজ্জ্বল লাল রঙের ছিটা দেখতে পেল।

হঠাৎই ঘাড়ের চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল তার। কয়েক সেকেন্ডের জন্য শ্বাস নিতে ভুলে গেল সে।

নিচু হয়ে গার্মেন্টটির এক কোণা তুলে ধরে দেখার চেষ্টা করলো সে। নিচের অংশেও রক্ত একইভাবে লেগে রয়েছে।

"আমরা এখনও পর্যন্ত জানি না এটা কার রক্ত," কর্সাক বলল। "ডা. ইয়েগারের হতে পারে; অথবা তার স্ত্রীরও হতে পারে।"

"ভাঁজ করে রাখার আগেই তাতে রক্ত লেগে গিয়েছিল।"

"কিন্তু এই রুমে আর কোথাও কোনো রক্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর মানে দাঁড়ায় অন্য রুমে রক্তের ছিটা লেগেছে এতে। এরপর সে জিনিসটিকে বেডরুমে নিয়ে আসে। সুন্দরভাবে ভাঁজ করে সেটিকে চেয়ারের ওপরে এমনভাবে রাখে যেন কোনো ছোটো গিফট রেখে গেছে।" কথাগুলো বলে কর্সাক নীরব থাকল কিছুসময়। "এই জিনিসগুলো কী আপনাকে কারো কথা মনে করাতে পেরেছে?"

ঢোক গিলল রিজোলি। "আপনি তো জানেন সবই।"

"আমাদের এই খুনি আপনাদের সেই ছেলেটির প্রত্যেকটি ধরন কপি করে

BanglaBook.org

এগোচ্ছে।"

"না, এটা ভিন্ন। একেবারেই ভিন্ন। সার্জন কখনও দম্পতিদের ওপরে আক্রমণ করেনি।"

"ভাঁজ করা নাইটক্লথ। ডাক্ট টেপ। ভিক্টিমকে তার বিছানায় চমকে দেওয়া।"

"ওয়ারেন হয়েট একাকী মেয়েদের খুঁজে বের করত। সেসব মানুষকে যাদের সহজেই পরাভূত করা যায়।"

"কিন্তু এর সাথে তার সামঞ্জস্য দেখুন! আমি বলছি আপনাকে, আমরা তার কপিক্যাটকে পেয়েছি এবার। উন্মাদ কেউ যে সার্জনের ব্যাপারে কোথাও না কোথাও পড়েছে।"

নাইটগাউনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সময় অন্যান্য বেডরুম, মৃত্যুর অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর চিত্র রিজোলির মনের কোণে ভিড় করতে শুরু করলো। সেই ঘটনাগুলো যখন সংঘটিত হয়েছিলও, তখনও এখনকার মতো গ্রীষ্মকাল ছিল। সেই সাথে আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড উত্তপ্ত। মেয়েরা নিজেদের ঘরের জানালা খুলে ঘুমালেই ওয়ারেন হয়েট নামের এক মূর্তিধারী শয়তান সবার অগোচরে তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ত। নিজের অন্ধকার জগতের কল্পনা এবং স্কালপেল নিয়ে আসত সে। কিছু যন্ত্রপাতি দিয়েই এমনকিছু শিকারের সাথে নিজের রক্তাক্ত খেলায় নেমে পড়ত যারা জেগে থেকেই তার ব্লেডের স্পর্শ অনুভব করতে পারত। নাইটগাউনের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় হয়েটের গড়পড়তা সাধারণ চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল তার, যা এখনও তার দুঃস্বপ্নের অংশ হয়ে আছে।

কিন্তু এটা কোনোভাবেই তার কাজ হতে পারে না। ওয়ারেন হয়েটকে এমন এক জায়গাতে বন্দি করে রাখা হয়েছে যেখান থেকে সে সহজে মুক্তি পাবে না। আমি খুব ভালো করেই তা জানি, কারণ আমি নিজেই বেজন্মাটাকে সেখানে রেখে এসেছি।

"*বোস্টন গ্লোব* তার কাজের সব রসময় বিবরণ ছাপিয়েছিল তো," কর্সাক বলল। "এমনকি *নিউইয়র্ক টাইমস* পর্যন্ত তার কাজ নিয়ে প্রতিবেদন ছাপিয়েছে। এখন এই খুনি সেগুলোরই হয়তো পুনরাবৃত্তি শুরু করেছে।"

"না, আপনাদের খুনি এমন কিছু কাজ করছে যা হয়েট কখনও করেনি। সে বেডরুম থেকে দম্পতিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে অন্য রুমে। সে লোকটিকে বসিয়ে রাখার মতো ব্যবস্থা করেছে। এরপর গলা কেটে দিয়েছে তার। দেখে অনেকটা মৃত্যুদণ্ডের মতো মনে হচ্ছে। অথবা তার নিজস্ব কোনো রীতি। এরপর এখানে একজন নারীও রয়েছে। সে স্বামীকে খুন করলো, কিন্তু স্ত্রীর সাথে কী হলো?" কথাগুলো বলতে না বলতে হঠাৎই তার চিনামাটির ভাঙা টুকরোগুলোর কথা মনে পড়লো। চুপ হয়ে গেল সে। *চায়ের ভাঙা কাপ।* এর গুরুত্ব তার কাছে কনকনে

বাতাসের মতোই লাগল।

কিছু না বলেই, বেডরুম থেকে বের হয়ে ফ্যামিলি রুমে ফিরে এলো। সেই দেওয়ালের দিকে তাকালো যেখানে ডা. ইয়েগারকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানকার মেঝের দিকেও তাকাল। খুব সতর্কতার সাথে পা ফেলে সেদিকে এগিয়ে গেল। কাঠের ওপরে লেগে থাকা রক্তের ছিটা পরীক্ষা করে দেখল।

"রিজোলি?" বলল কর্সাক।

জানালার দিকে ঘুরে তাকানোর সাথে সাথে সূর্যের আলোয় চোখ কুঁচকে গেল। "এখানে অনেক আলো রয়েছে। সাথে অনেকগুলো কাঁচ। আমরা সম্পূর্ণটুকু এখনও দেখতে পাবো না। আজকে রাতে আমাদের আবারও এখানে কাজে আসতে হবে।"

"আপনি কী লুমা-লাইট ব্যবহারের চিন্তা করছেন নাকি?"

"কিছু জিনিস দেখার জন্য আলট্রাভায়োলেট লাগবে।"

"কী খুঁজছেন আপনি?"

দেওয়ালের দিকে আবারও ঘুরলো সে। "ডা. ইয়েগার এখানে তার মৃত্যুর আগে থেকেই বসে ছিল। আমাদের খুনি তাকে টেনে হিঁচড়ে বেডরুম থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল। তাকে রুমের মধ্যভাগের কিছু একটা দেখানোর জন্য দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে বসিয়েছিল।"

"ঠিক আছে।"

"কেন তাকে এখানে বসানো হয়েছিল? কেন এত ঝামেলা করেছে খুনী, যখন তার শিকার বেঁচে ছিল? কোনো না কোনো কারণ তো নিশ্চয় রয়েছে।"

"কী এমন কারণ?"

"এখানে তাকে এনে বসানো হয়েছে কিছু একটা দেখানোর জন্য। কোনো কিছুর সাক্ষী হওয়ার জন্য–যা এই রুমেই ঘটেছে হয়তো।"

অবশেষে কর্সাকের মুখে আতঙ্কের রেখা ফুটে উঠল। দেওয়ালের দিকে তাকালো, যেখানে ডা. ইয়েগারকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, যে ছিল আতঙ্কের এই থিয়েটারে কোনো ঘটনার একমাত্র দর্শক।

"ওহ ঈশ্বর," বলল সে। "মিসেস ইয়েগার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় দুই ।।

বাসায় ফেরার পথে রাস্তার কোণে অবস্থিত ডেলি থেকে পিৎজা নিয়ে এসেছে রিজোলি। এখন রেফ্রিজারেটরের ভেজিটেবল বিনে বহুদিন আগে কিনে রাখা লেটুস খুঁজে বের করায় ব্যস্ত। বেছে বেছে বাদামি রঙের মরা পাতাগুলো ফেলে দিয়ে খাওয়ারযোগ্য অংশটি কেটে নিলো। মনের আনন্দে নয়, বরং ফ্যাকাশে রঙের অরুচিকর স্যালাডটা কোনো রকমে গলাধঃকরণ করছে পেটের তাগিদে। আনন্দ করার মতো সময় নেই তার কাছে; সারা রাতের জন্য দেহে জ্বালানি সরবরাহের উদ্দেশ্যেই কেবল খাবারগুলোকে খায় সে, এমন একটা রাত যার দিকে ভ্রূক্ষেপ করার মতো বিন্দুমাত্র সময় নেই তার।

পিৎজায় কয়েকটা কামড় দেওয়ার পরে, খাবারগুলোকে সরিয়ে প্লেটে থ্যাবড়ে থাকা টমেটো সসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রিজোলি। *দুঃস্বপ্নগুলো আবারও তোমার পিছু নিতে শুরু করেছে*, ভাবলো সে। *তুমি মনে করো এখানে তুমি সুরক্ষিত, নিজেকে রক্ষা করার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে তোমার, নিজেকে সেসব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারো তাইতো। আর তুমি জানো কীভাবে সেসবের সাথে খেলতে হয়, কীভাবে বিভ্রান্ত করতে হয় খারাপ পরিস্থিতিকে। কিন্তু কিছু কিছু মুখ তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবে না কখনও। বিশেষ করে মৃতদের চাহনিগুলো।*

গেইল ইয়েগার কী তাদের মধ্যেই একজন হতে চলেছে?

নিজের হাতের তালুর ওপরে থাকা গিটযুক্ত জোড়া জখমের দিকে তাকালো। সেরে যাওয়া কোনো ক্রুসিফিক্সের জখম বলেই মনে হয় এগুলোকে। যখনই আবহাওয়া অতিরিক্ত ঠান্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পড়ে, হাত দুটো দপদপিয়ে যন্ত্রণা করে তার। এক বছর আগে ওয়ারেন হয়েটের দেওয়া শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাকে। এমন একটা দিনের কথা মাথায় আসে যেদিন ব্লেডগুলোকে তার মাংসের মধ্যে গেঁথে দিয়েছিল ওয়ারেন। এমন একটা দিন ছিল সেটা যেদিন হয়তো এই পৃথিবীতে তার শেষ দিনও হতে পারতো। পুরোনো ক্ষতগুলো আবারও ব্যথা করছে এখন, অবশ্য এজন্য কোনোভাবেই আবহাওয়াকে দোষারোপ করতে পারবে না সে। বরং অকস্মাৎ এমন ব্যথা অনুভূত হওয়ার পেছনের কারণ, নিউটনে দেখে আসা আজকের দৃশ্য। ভাঁজ করা নাইটগাউন। দেওয়ালে লেগে থাকা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের ছিটা। এমন একটি রুমে হেঁটে এসেছে সে, যার বাতাসে

BanglaBook.org

আতঙ্ক ভর করেছিল। ওয়ারেন হয়েটের অনাকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি কিছুটা হলেও অনুভব করেছিল সে।

এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। হয়েট এখন জেলে আছে, যেখানে তার থাকার কথা। তা সত্ত্বেও এখানে বসে থেকে নিউটনের সেই বাড়ির কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছে, কারণ ওখানকার আবহ তার কাছে পূর্বপরিচিত মনে হয়েছে।

তার ইচ্ছা করছে থমাস মুরকে ফোন করতে, যার সাথে হয়েটের কেসে কাজ করেছিল। সেই ঘটনার প্রত্যেকটা দিক সম্পর্কে সে ঠিক ততটাই বিস্তারিতভাবে জানে যতটা রিজোলি জানে। তাদেরকে ঘিরে ওয়ারেন হয়েটের সৃষ্ট জাল এতটা অনমনীয় কেন একমাত্র সে-ই বুঝবে। কিন্তু মুরের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে, রিজোলির সাথে তার জীবনধারার মিল নেই কোনো। খুঁজে পাওয়া নতুন সুখগুলো তাদেরকে কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুখি মানুষের আত্মমগ্ন হয়ে থাকে; তাদের গ্রহণ করা বাতাস ভিন্ন হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে অভিকর্ষের ভিন্ন কোনো তত্ত্ব খাটে। যদিও তাদের মধ্যকার এই পরিবর্তনের বিষয়ে মুর অতটা মাথা ঘামায় না, কিন্তু রিজোলির চোখে ধরা পড়ে। হারানোর যন্ত্রণা তাকে ব্যথিত করে। অবশ্য তার সুখ দেখে হিংসা করতে কখনও কখনও লজ্জিতবোধ করে সে। এটা ভেবেও লজ্জিত যে মুরের মন হরণ করে নেওয়া নারীটিকেও সে হিংসা করে। কিছুদিন আগে, লন্ডন থেকে তার পোস্টকার্ড পেয়েছিল, যেখানে ক্যাথারিন আর সে ছুটি কাটাতে গেছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড মিউজিয়ামের স্যুভেনির কার্ডের পেছনে সে ছোট্ট করে হ্যালো লিখে পাঠিয়েছে শুধুমাত্র জানানোর জন্য যে ভালো আছে তারা, তাদের দুনিয়ার সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। সেই নোটের কথা ভেবে আর ব্যক্ত করা শব্দগুলোর প্রফুল্লভাবের কথা মাথায় রেখে রিজোলি সিদ্ধান্ত নিলো তাকে এই কেসের ব্যাপারে জানিয়ে বিপদে ফেলবে না; ওয়ারেন হয়েটের ছায়া তাদের জীবনে আর কোনোভাবেই ফেলতে দিতে চায় না সে।

নিচের রাস্তার ট্রাফিকের শব্দে কান খাড়া করে রেখেছে সে, এগুলো তার অ্যাপার্টমেন্টের শান্ত পরিবেশ কিছুটা হলেও কাটাতে সাহায্য করে। আশেপাশে একবার দেখে নিয়ে এরপর নিজের ছিমছাম ধরনের লিভিং রুমের দিকে তাকালো। সেখানে শূন্য দেওয়ালগুলোতে এখনও কোনো ছবি টাঙ্গানো হয়নি। একমাত্র সজ্জা বলতে রয়েছে শহরের একটা মানচিত্র, যা এখনও তার ডাইনিং টেবিলের ওপরে লাগানো আছে। এক বছর আগে, সার্জনের খুনের এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করতে ম্যাপটিকে রং বেরঙের পুশপিন দিয়ে সাজিয়েছিল। নিজের পরিচয় নতুনভাবে তুলে ধরতে তখন মরিয়া ছিল। প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, হ্যাঁ, সে তার সহকর্মীদের সমকক্ষ, সেও তাদের মতো বাঁচে সার্জনের মতো কাউকে শিকার করার জন্য। সেই সময় বাসায় ফিরে খুনির পদক্ষেপের দিকে নজর বোলাতে বোলাতে খাবার

BanglaBook.org

খেত সে।

এখন সার্জনের পুশপিনগুলো উধাও হয়ে গেলেও ম্যাপটি আগের মতোই রয়েছে, আরও একজন খুনির পদক্ষেপকে মার্ক করার জন্য নতুন সেটের কিছু পিনের অপেক্ষায়। ভাবছে সে, দুই বছরের মতো এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকার পরেও তার দেওয়ালে একমাত্র ঝুলন্ত জিনিস বলতে বোস্টন শহরের এই মানচিত্র জীবনের কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য এবং কোন ধরনের দুঃখজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। *আমার পরিশ্রম*, ভাবল সে।

আমার জগৎ।

২২২

রাত নয়টার সময় ইয়েগারদের বাড়ির সামনে গাড়িটিকে দাঁড় করালে সেটিকে অন্ধকার অবস্থায় পেল রিজোলি। সবার প্রথমে পৌঁছালেও সেখানে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার তার নেই। তাই বাতাসের প্রয়োজনে গাড়ির কাঁচ নামিয়ে গাড়ির মধ্যে বসে থেকে অন্যদের আসার অপেক্ষা করতে লাগলো। বাড়িটি রাস্তার বদ্ধ ও সুনসান কোণে অবস্থিত, আর উভয় প্রতিবেশীর বাড়িও এখন অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। আজ রাতে কাজটা করতে তাদের সুবিধাই হবে, কারণ আলো যত কম আসবে নতুন কিছু খোঁজার ক্ষেত্রে কম বাধা পাবে তারা। তবে এই অন্ধকারে একা বসে আতঙ্কের আস্তানার দিকে নজরদারি করার সময় উজ্জ্বল আলো এবং কারো সঙ্গ লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। ইয়েগারদের বাড়ির জানালা তার দিকে যেন লাশের জমে যাওয়া চোখের মতোই তাকিয়ে আছে। হাতে গোনা দু-দশটা নয়, বরং আশেপাশের অসংখ্য ছায়া যেন ঘিরে ফেলতে চাইছে তাকে। নিজের অস্ত্র বের করে সুরক্ষার তাগিদে রাখলো কোলের ওপরে। আর তখনই কিছুটা স্বস্তিবোধ করলো।

রিয়ারভিউ মিররে পেছনে আসা গাড়ির আলোর ঝলকানি দেখতে পেল সে। মাথা বের করে দেখল তার গাড়ির পেছনে ক্রাইম সিনের ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে। দেখে স্বস্তি পেলো সে। অস্ত্রটা পুনরায় পার্সের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল।

চওড়া কাঁধবিশিষ্ট এক তরুণ ভ্যান থেকে নেমে তার গাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। জানালার দিকে ঝুঁকল তার সাথে কথা বলার জন্য। রিজোলি তার কানে লাগানো সোনার দুলটার দিকে লক্ষ করলো।

"হেই, রিজোলি," বলল সে।

"হেই, মিক। আসার জন্য ধন্যবাদ।"

"জায়গাটা সুন্দর তো।"

"বাড়ির ভেতরটা দেখার পরে কথাগুলো বোলো।"

BanglaBook.org

বদ্ধ রাস্তায় আবারও আরেকটি গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখতে পেল সে। কর্সাক এসে পৌঁছেছে।

"সবাই তাহলে চলে এসেছে," বলল রিজোলি। "চল এবার কাজে নেমে পড়া যাক।"

কর্সাক ও মিক একে অপরকে চেনে না। ভ্যানের উজ্জ্বল আলোতে রিজোলি যখন তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলো, সে দেখলো কর্সাক ক্রাইম সিন টেকনিশিয়ানের কানের দুলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মিকের সাথে হাত মেলানোর আগে কিছুটা ইতস্ততবোধ করছে। কর্সাকের মাথায় ঘুরতে থাকা বিষয়গুলো যেন এক ঝলকেই বুঝতে পারলো মিক। *কানের দুল। ভার উত্তোলনকারী। গে হলেও হতে পারে।*

মিক নিজের যন্ত্রপাতি নামাতে লাগলো ভ্যান থেকে। "আমি নতুন মিনি ক্রাইমস্কোপ ৪০০ নিয়ে এসেছি আজকে," বলল সে। "চার শ ওয়াটের আর্ক ল্যাম্প। পুরোনো জিই তিন শ পঞ্চান্ন ওয়াটের যন্ত্রটার থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি শক্তিশালী। আমি যেসব আলোর উৎস নিয়ে কাজ করে থাকি সেগুলোর মধ্যে সবথেকে বেশি শক্তিশালী এটা। এমনকি এটা পাঁচ শ ওয়াটের জেননের থেকেও বেশি উজ্জ্বল।" কর্সাকের দিকে এক পলক দেখে নিলো সে। "যদি কিছু মনে না করেন, ক্যামেরার যন্ত্রপাতিগুলো কী একটু নিয়ে আসতে পারবেন?"

কর্সাকের কিছু বলার আগেই মিক ডিটেক্টিভের হাতে ধরিয়ে দিলো একটা অ্যালুমিনিয়ামের কেস। এরপর ভ্যানের দিকে ঘুরলো আরও কিছু যন্ত্রপাতি বের করে নেওয়ার আশায়। কর্সাক ক্যামেরা কেসটি ধরে মুখে অবিশ্বাসের ছাপ নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। এরপর চেহারায় বিরক্তি নিয়ে সে রওয়ানা দিলো বাড়ির দিকে।

সম্মুখ দরজার কাছে রিজোলি এবং মিক ক্রাইমস্কোপের যন্ত্রপাতির বিভিন্ন কেস, পাওয়ার কর্ড এবং প্রটেক্টিভ গগলস নিয়ে পৌছলে দেখতে পেল বাড়ির সমস্ত লাইট জ্বালিয়ে কর্সাক দরজা আধভেজা করে রেখেছে। তারা শু কভার পরে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

রিজোলির ক্ষেত্রে দিনের শুরুতে যেমনটা হয়েছিল, ঠিক তেমনভাবে মিকও হাবার মতো দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাকিয়ে রইলো শূন্যে ভেসে থাকা সিঁড়ির দিকে।

"এখানে একেবারে ওপরের অংশে একটা স্টেইনড গ্লাস আছে," রিজোলি বলল। "সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ার সময় তোমার এই জিনিসটা একবার হলেও দেখা উচিত।"

ফ্যামিলি রুম থেকে বিরক্তিভরা স্বরে ডাক দিলো কর্সাক, "আমরা কী এখানে

BanglaBook.org

কোনো কাজ করতে এসেছি নাকি?”

মিক রিজোলির দিকে *কোন ফাঁপরের পাল্লায় পড়েছি* এরকম দৃষ্টিতে তাকালে প্রত্যুত্তরে তার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে মাথা নাড়াল সে। একসাথে হলের দিকে এগিয়ে চললো তারা।

“এটাই সেই ঘর,” কর্সাক বলল। বিকেলে যে শার্ট পরে ছিল সেটা পাল্টে নতুন আরেকটা পরে এসেছে এখন, কিন্তু এরই মধ্যে এটিও ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে পড়েছে। চোয়াল শক্ত এবং পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে। অভদ্র ব্যক্তি দেখে মনে হচ্ছে যেন বদরাগী ক্যাপ্টেন ব্লিহ নিজের জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। “আমাদের এখানে মনোযোগ দেওয়া উচিত–মেঝের এই জায়গাটাতে।”

রক্তের ভাবোদ্দীপক ভাবটা এত সময় পরেও একটুও কমেনি। মিক যখন নিজের যন্ত্রপাতি ঠিক করে, পাওয়ার কর্ড লাগিয়ে, ক্যামেরা এবং ট্রাইপড তৈরি করে নিচ্ছে, রিজোলির দৃষ্টি তখন আটকে রইলো সেই দেওয়ালেই। এখানে ঘটে যাওয়া লোমহর্ষক আক্রমণের প্রমাণের ওপর কোনো ধরনের ঘষামাজা করলেও তা একেবারে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। বায়োকেমিক্যাল ট্রেস নিজের ভূতুড়ে আবহটা রেখেই দেবে সর্বদা।

কিন্তু আজ রাতে এখানে তারা রক্তাক্ত বিষয়গুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আসেনি। তারা এমন কিছু খুঁজছে যা সাধারণভাবে দেখা খুবই কষ্টকর, আর এই কারণে তাদের এমন এক আলোর উৎসের প্রয়োজন যা হবে এতটাই শক্তিশালী যে চোখের আড়ালে থাকা সবকিছুই দৃষ্টিগোচরে আনতে সমর্থ হবে।

রিজোলি জানে এই লাইট থেকে তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি তরঙ্গ আকারে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। দৃশ্যমান আলো–যা সচরাচর মানুষের চোখে ধরা পড়ে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সে তুলনায় ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলট্রাভায়োলেট রেঞ্জের রশ্মিগুলো দেখা যায় না। কিন্তু কিছু কিছু প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট জিনিসের মধ্য দিয়ে ইউভি লাইটের আলো প্রবাহিত হওয়ার সময় ঐ জিনিসগুলোর ভেতর থেকে মাঝে মাঝে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে থাকে। আলো নির্গত হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফ্লুরোসেন্স। ইউভি লাইটে বডি ফ্লুইড, বোন ফ্রাগমেন্ট, চুল এবং ফাইবার দৃশ্যমান অবস্থাতে আসে। এ কারণে মিনি ক্রাইমস্কোপের সাহায্য চেয়েছে সে। এই ইউভি ল্যাম্পের নিচে নতুন কোনো ধরনের নমুনা যদি তাদের দৃষ্টিগোচরে আসে।

“মোটামুটিভাবে প্রস্তুত আমরা,” মিক বলল। “এখন এই ঘরটাকে যতটা সম্ভব একেবারে অন্ধকার করে ফেলতে হবে,” কর্সাকের দিকে তাকালো সে। “আপনি কী হলের লাইটগুলো বন্ধ করে দেবেন, ডিটেক্টিভ কর্সাক?”

“একটু থামুন। গগলসগুলো কাজে লাগাবো না?” কর্সাক বলল। “ইউভি লাইট

BanglaBook.org

তো আমার চোখ নষ্ট করে ফেলতে পারে, তাই না?"

"যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আমি একে ব্যবহার করতে চলেছি, তা ক্ষতিকারক হবে না বোধ করি।"

"তারপরেও আমার এক জোড়া গগলস চাই।"

"এজন্যই তো আনা হয়েছে এগুলো। প্রত্যেকের জন্যই গগলস আছে।"

রিজোলি বলল, "আমি হলের লাইটগুলো বন্ধ করে আসছি।" এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে সুইচগুলো বন্ধ করে দিলো সে। ফিরে এসে দেখলো কর্সাক ও মিক একে অপরের থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন ছোঁয়াচে কোনো রোগ ছড়ানোর ভয় করছে।

"তাহলে কোন জায়গাটাতে সর্বপ্রথম ফোকাস করতে চলেছি আমরা?" প্রশ্ন করলো মিক।

"লোকটার লাশ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, ঘরের সেই অংশ থেকেই শুরু করা যাক," রিজোলি বলল। "ওখান থেকে শুরু করে আশপাশটা দেখলেই হবে। এরপরে পুরো ঘর।"

ঘরের চারপাশে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিলো মিক। "ওখানে তোমার দেখা ধূসর রঙের যে কার্পেটটা রয়েছে, সম্ভবত ওটা ফ্লুরোসেন্স হয়ে পড়বে। আর সাদা রঙের কৌচটা ইউভি'র আলোতে হয়ে উঠবে উজ্জ্বল। শুধুমাত্র একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাই, এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কিছু খুঁজে বের করা কিছুটা হলেও কষ্টকর হয়ে পড়বে," কথাটা বলে কর্সাকের দিকে তাকালো। ইতোমধ্যে চোখে গগলস পরে নিয়েছে সে। দেখে মনে হচ্ছে মধ্যবয়সী কোনো ভাঁড় নিজেকে কুল প্রমাণের জন্য সানগ্লাস চোখে দিয়ে ভাব নিচ্ছে।

"ঘরের আলো নিভিয়ে দিন," মিক বলল। "দেখা যাক এতে কতটা অন্ধকার পাওয়া যায়।"

মিকের কথা মতো ঘরের আলো নিভিয়ে দিল কর্সাক। সাথে সাথে নেমে এল অন্ধকার–ঘরের ভেতরকার সবকিছুকে মুহূর্তেই গ্রাস করে ফেলল। অবশ্য পর্দাবিহীন জানালাগুলোতে রাতের তারাদের টিমটিমে আলো সময়ে সময়ে ঝিলিক দিচ্ছে, তবে চাঁদের কোনো চিহ্ন নেই। বাড়ির পেছন দিকটা ঘন গাছপালার উপস্থিতি আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে কোনো ধরনের আলো পৌঁছাতে দিচ্ছে না।

"খারাপ না," মিক বলল। "এর মধ্যেই কাজ করতে পারবো। এমন অনেক ক্রাইম সিনে আমি কাজ করেছি যেখানে কম্বল মুড়ি দিয়ে কাজ করতে হয়েছে। সেই তুলনায় এটা বেশ ভালো অবস্থানে আছে। আপনি জানেন, ইমেজিং সিস্টেমটাকে ক্রমে আরো উন্নত করছে তারা, যেন দিনের আলোতেও আমরা এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ করতে পারি। তাই আজকাল অন্ধকারে কানা মানুষের মতো

Banglabook.org

হাতড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না।"

"আমরা কী কথা বলা বন্ধ করে এবার কাজ শুরু করতে পারি?" কর্সাকের কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ।

"আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো এই প্রযুক্তির ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহী।"

"অন্য কোনো সময়ে এটা নিয়ে কথা বলবো আমরা, ঠিক আছে?"

"যাই হোক," মিক শান্তকণ্ঠেই বলল।

ক্রাইমস্কোপের নীল আলো জ্বলে উঠতে না উঠতেই রিজোলি নিজের গগলস পরে নিলো। ফ্লুরোসেন্সের ভূতুড়ে দ্যুতি অন্ধকারচ্ছন্ন ঘরের ভেতরটাকে ভৌতিক রূপ দান করেছে। কিছুক্ষণ আগে কৌচ ও কার্পেট নিয়ে করা মিকের মন্তব্য সত্যি পরিণত হলো। ডা. ইয়েগারকে যেখানে বসিয়ে রাখা হয়েছিল তার বিপরীত পাশের দেওয়ালের ওপর নীল আলো ফেলতেই রূপোর উজ্জ্বল কণার মতো ঝিলিক দিতে শুরু করলো।

"সুন্দর, তাই না?" মিক বলল।

"ওগুলো কী?" কর্সাক জিজ্ঞেস করলো।

"রক্তে ভেজা চুলের তন্তু।"

"ওহ, তাই। *সত্যিই* সুন্দর লাগছে তো।"

"মেঝের ওপরে আলো ফেলো তো," রিজোলি বলল, "যা কিছু থাকার ওখানেই থাকবে।"

মিক ইউভি লেন্সটিকে নিচের দিকে নামাল। অকস্মাৎ তাদের পায়ের কাছে তন্তু ও চুলের নতুন একটা জগৎ উন্মোচিত হলো। সিএসইউ প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্যাকুউমিং করে যেসব ট্রেস এভিডেন্স ফেলে গেছে সেগুলো চোখের সামনে ভাসতে লাগলো।

"এটা নির্ভর করে আলোর উৎস ওপর। আলোর উৎসের তীব্রতার সাথে সাথে ফ্লুরোসেন্সের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাবে," মেঝে নিরীক্ষা করার সময় বলল মিক। "এ কারণে এই ইউনিট এতটা চমকপ্রদ। চার শ ওয়াটে এটা এতটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে যে চারপাশের সবকিছু তখন ভালোভাবেই ফুটে উঠবে। এ ধরনের জিনিস এফবিআই একাত্তরটা কিনেছে। খুব একটা বড়ো না হওয়ায় আপনি একে লাগেজের মতো প্লেনে করে নিয়ে যেতে পারবেন।"

"প্রযুক্তি ব্যাপারে আপনার ভেতর কিছুটা উন্মাদনা কাজ করে?" খোঁচা মেরে বলল কর্সাক।

"এ ধরনের ছোটোখাট যন্ত্রাদির ব্যাপারে আমি এক অন্য ধরনের আগ্রহ অনুভব করি। আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মেজর করেছি।"

"সত্যি?"

BanglaBook.org

"এতে আপনি এত অবাক হচ্ছেন কেন?"

"আমার মনে হয় না আপনার মতো মানুষ এই ধরনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

"আমার মতো মানুষ বলতে?"

"বলতে চাইছি, কানের দুল আর সবটা মিলিয়ে...বুঝতেই পারছেন।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রিজোলি। "দয়া করে মুখে তালা মারুন।"

"কী?" কর্সাক বলল। "আমি তাকে ছোটো করে কথা বলছি না। খেয়াল করেছি তার মতো লোকেরা কখনও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গণ্ডিতে যায় না। বেশিরভাগই থিয়েটার কিংবা আর্টস এ রকম কিছুতে পড়াশোনা করে থাকে। আমি বলতে চাইছি, এ ক্ষেত্রে *ভালো* এটা। আমাদের *শিল্পী* প্রয়োজন।"

"আমি ইউ. মাসে পড়াশোনা করেছি," কর্সাকের ফালতু কথা শুনে বিরক্ত হয়ে প্রতিরোধ করলো মিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেঝে স্ক্যানের কাজ অব্যাহত রাখল। "ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে।"

"হেই, ইলেকট্রিশিয়ানরা ভালো রকমের রোজগার করে।"

"হুম, দুটো একই ক্যারিয়ার না।"

আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া প্রশস্ততম জায়গাটার মধ্যেই ঘুরছে তারা। ইউভি লাইটটা বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকা চুল, তন্তু ও অন্যান্য অপরিচিত জিনিসের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তারা একটা অত্যুজ্জ্বল ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেল।

"ছোট্ট গালিচা," মিক বলল। "এগুলো যে ধরনেরই তন্তু দিয়ে তৈরি করা হোক না কেন, ফ্লুরোসেন্সে কিন্তু কিম্ভুতকিমাকার দেখাচ্ছে। এ ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডে এর থেকে বেশি আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।"

"তারপরেও একবার স্ক্যান করো এটা," রিজোলি বলল।

"কিন্তু রাস্তার মধ্যে কফি টেবিল পড়ে যাচ্ছে। তুমি কী ওটাকে খানিকটা সরাতে পারবে?"

রিজোলি সাদা মতো দেখতে ফ্লুরোসেন্সের জ্যামিতিক ছায়ার দিকে অগ্রসর হলো। "কর্সাক, টেবিলের অন্যপাশটা ধরে এটা সরাতে আমাকে একটু সাহায্য করুন," বলল সে।

কফি টেবিলটাকে ধরে এক দিকে সরিয়ে দিলে কার্পেটের ক্ষেত্রটি ডিম্বাকৃতি নীলাভ সাদা পুলের মতো উন্মোচিত হলো।

"এ ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা কীভাবে কোনো জিনিস খুঁজে পেতে পারি?" কর্সাক বলল। "এ ব্যাপারটা অনেকটাই পানিতে ভাসতে থাকা কাঁচ খুঁজে বের করার চেষ্টার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"কাঁচ পানিতে ভাসে না," মিক বলল।

BanglaBook.org

"ওহ তাই তো, ঠিক বলেছেন। আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার, ভুলেই গিয়েছিলাম। যাই হোক, কোন নামটাকে ছোটো করে আপনি মিক বানিয়েছেন? *মিকি?*"

"কৌচটা দেখা যাক," তাদের কথার মধ্যখানে বাধা দিয়ে বলল রিজোলি।

রিজোলির কথামতো লেন্সটা সেদিকে ঘোরাল মিক। কৌচের ফেব্রিক ইউভি লাইটে জ্বলজ্বল করেছে, কিন্তু এটা আগের চেয়ে কিছুটা মৃদু ফ্লুরোসেন্স দেখাচ্ছে–যেন চাঁদের আলোতে তুষারপাত। ধীরে ধীরে প্যাডেড ফ্রেম স্ক্যান করলো সে। এরপর অগ্রসর হলো কুশনগুলোর দিকে, কিন্তু লম্বা কিছু চুলের তন্তু ও যৎসামান্য ধূলিকণা ছাড়া সন্দেহজনক কোনো দাগ খুঁজে পেল না।

"এরা খুব পরিচ্ছন্ন ও গোছানো মানুষ ছিল বলে মনে হয়," মিক বলল। "সবকিছু বেশ পরিপাটি করে সাজানো। কোনো দাগ নেই। এমনকি কোনো ধূলিকণারও অস্তিত্ব নেই। বাজি ধরে বলতে পারি এই কৌচটা একদম নতুন।"

কর্সাক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আর অবশ্যই সুন্দর। শেষবার আমি নতুন কৌচ কিনেছিলাম যখন বিয়ে করেছিলাম।"

"আচ্ছা, পেছনে ওদিকটায় আরও কিছু ফাঁকা জায়গা আছে। ওখানে দেখা যাক।"

সহসা রিজোলি অনুভব করলো কর্সাক তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ঘামের দুর্গন্ধটা নাকে এসে লাগছে ভালোভাবেই। ফোঁসফোঁস করে দম ফেলছে সে, যেন সাইনাসের সমস্যা আছে। অন্ধকার ঘরের ভেতরে নাকের শব্দ যেন আরও গভীর শোনাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে তার থেকে কিছুটা দূরে সরে এলো। আর তখনই পায়ের সাথে কফি টেবিলটার খানিকটা জোরে আঘাত লাগলো।

"*ধুর*।"

"হেই, কোথায় যাচ্ছেন," কর্সাক বলল।

হেঁটে যাওয়ার সময় টেবিলটার সাথে ধাক্কা খেয়ে ককিয়ে উঠলো রিজোলি; ঘরের ভেতরকার পরিবেশ এরই মধ্যে যেন আরও বেশি ভারি হয়ে উঠেছে। একটু ঝুঁকে পায়ের আঘাত লাগা জায়গাটিতে ডলতে লাগলো সে। হঠাৎ অন্ধকার ও অবস্থানের পরিবর্তন তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত ও বিচলিত করে ফেলেছে। ভারসাম্য যাতে না হারিয়ে ফেলে সে কারণে উবু হয়ে বসলো। কয়েক সেকেন্ডের জন্য অন্ধকারে গুটিসুটি মেরে বসে রইলো, আশা করলো কর্সাক যেন তার ঘাড়ের ওপরে এসে উল্টে না পড়ে। অনেকটাই স্থূলদেহী সে যে কারণে তার ভার সহ্য করার মতো ক্ষমতা নেই রিজোলির। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, লোক দুটো তার থেকে কয়েক ফুট দূরেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

"কর্ড আটকে গেছে," মিক বলল।

রিজোলি যখন পাওয়ার কর্ডটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, হঠাৎ

BanglaBook.org

ক্রাইমস্কোপের লাইট ঘুরল তার দিকে।

রিজোলি যে ছোট্ট গালিচাটার ওপরে গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে সেটার ওপর যন্ত্রটার আলোকচ্ছটা এসে পড়লো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্লুরোসেন্সের কারণে কার্পেটের তন্তুতে অগোছালো কিছু গাঢ় বর্ণের স্পট চোখের সামনে ধরা দিলো, এক ডাইমের থেকে কিছুটা ছোটোই হবে।

"মিক," বলল সে।

"তুমি কি কফি টেবিলের ঐ দিকটা একটু উঁচু করতে পারবে? আমার মনে হয় ক্রাইমস্কোপের কর্ডটা ওখানেই আটকে আছে।"

"মিক।"

"কী?"

"স্কোপটাকে এখানে নিয়ে এসো। রাগের ওপরে ফোকাস করো। যেখানে বসে আছি।"

তার দিকে এগিয়ে গেল মিক। সেই সাথে কর্সাকও। সে শুনতে পেল অ্যাডেনইড্যাল শ্বাসের ফোঁসফোঁসানির শব্দ তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

"আমার হাতের দিকে লক্ষ করো," বলল সে। "আমি স্পটের কাছে একটা আঙুল রাখছি।"

হঠাৎ নীলাভ আলোকচ্ছটা ছোট্ট গালিচার ওপরে পড়লে ফ্লুরোসেন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে তার হাত কালো আবছায়ার মতো দেখালো।

"এই তো এখানে," বলল সে। "এটা কী?"

মিক তার পাশেই গুটিসুটি মেরে বসে পড়লো। "কোনো কিছুর দাগ। আমি বরং এটার একটা ছবি নিয়ে ফেলি।"

"কিন্তু এটা তো গাঢ় রঙের দাগ," কর্সাক বলল। "আমি মনে করেছিলাম আমরা এমন কিছু খুঁজছি যা ফ্লুরোসেন্স ছড়াবে।"

"যখন ব্যাকগ্রাউন্ড অতিরিক্ত পর্যায়ের ফ্লুরোসেন্ট হয়, এই ধরনের কার্পেটের ফাইবার, বডি ফ্লুইডকে তখন কিছুটা গাঢ় দেখায় কারণ তারা এত উজ্জ্বল প্রতিপ্রভ ছড়াতে পারে না। এই ধরনের দাগ যে-কোনো কিছুরই হতে পারে। ল্যাব নিশ্চিত করবে এই ব্যাপারটা।"

"তাহলে, আমরা কী এই কার্পেটটার ছোট্ট একটি অংশ কেটে নিয়ে যাব, কারণ যেহেতু এখানে আমরা পুরোনো কোনো কফির দাগ বা সে জাতীয় কিছু খুঁজে পেয়েছি?"

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকলো মিক। "আমরা আরও একটা ট্রিক চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"কী সেটা?"

BanglaBook.org

"আমি এই স্কোপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাল্টে ইউভি শর্টওয়েভে নিয়ে আসি।"

"কী হবে তাতে?"

"যদি কিছু ঘটে মজা পাবেন, এই নিশ্চয়তা দিলাম।"

মিক ক্রাইমস্কোপের সেটিংস ঠিক করে নিয়ে কার্পেটের যেখানে গাঢ় রঙের দাগটা রয়েছে সেই জায়গাটা ফোকাস করে আলো ফেলল। "দেখুন," কথাটা বলে ক্রাইমস্কোপের পাওয়ার পরিবর্তন করে দিলো।

রুমটিতে কালিগোলা অন্ধকার থাকলেও তাদের পায়ের কাছে থাকা জিনিসটি হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠলো।

"এটা কী?" কর্সাক বলল।

রিজোলির মনে হলো সে যেন হ্যালুসিনেশনের মধ্যে আছে। ভূতুড়ে জ্বলজ্বলে ছবিটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে, যা দেখে মনে হচ্ছে সবুজ রঙের আগুন। ওভাবে তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই ভূতুড়ে জ্বলজ্বল করা অংশটি একটা সময়ে এসে নিস্প্রভ হতে শুরু করলো। কয়েক সেকেন্ড পরে আবারও পরিপূর্ণ অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে গেল।

"ফসফোরেসেন্স বলে একে," মিক বলল। "এটা বিলম্বিত ফ্লুরোসেন্স। এটা তখনই হয় যখন ইউভি রশ্মি কোনো একটা বস্তুকে আঘাত করার ফলে সেখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। ইলেকট্রনগুলো তাদের পূর্বের সক্রিয় অবস্থাতে ফিরে যেতে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে থাকে। এই সময়ে, তারা আলোর ফোটন নির্গত করে। যেমনটা দেখলাম আমরা। এই জায়গাটিতে একটা দাগ রয়েছে যা ইউভি হতে নির্গত আলোকরশ্মির সংস্পর্শে এসে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের ফসফোরেসেন্সের সৃষ্টি করলো। এটা অনেক কিছুই ইঙ্গিত করে গেছে ইতোমধ্যে।" উঠে দাঁড়িয়ে সে রুমের লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিলো।

যে কার্পেটটিকে তারা এতক্ষণ অভিভূত হয়ে দেখছিল, আলো জ্বালতেই সেটা যেন অতি সাধারণ হয়ে পড়লো। কিন্তু রিজোলির মনোভাব কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে। এখন সে এটিকে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখার চেষ্টা করছে, কারণ সে জানে এখানে কী হয়েছে। এই বেইজ ফাইবারের মধ্যে হয়তো গেইল ইয়েগারের অগ্নিপরীক্ষার প্রমাণ লুক্কায়িত অবস্থায় আছে।

"বীর্য আছে এখানে," বলল সে।

"হতে পারে, সম্ভাবনা খুবই বেশি," ইউভি ফটোগ্রাফির জন্য ক্যামেরার ট্রাইপড এবং কোডাক র‍্যাটেন ফিল্টার লাগানোর সময় বলল মিক। "ছবি নেওয়া হয়ে গেলে আমরা কার্পেটটার এই অংশ কেটে ফেলবো। ল্যাব এসিড ফসফেটেজ এবং মাইক্রোস্কপিক পরীক্ষা করে দেখার পরেই এ ব্যাপারে নিশ্চত হওয়া যাবে।"

কিন্তু রিজোলির কোনো ধরনের নিশ্চয়তার প্রয়োজন নেই। রক্তাক্ত দেওয়ালের

BanglaBook.org

দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সে। ডা. ইয়েগারের দেহের অবস্থান মনে করতে পারলো এবং সেই সাথে তার কোল থেকে পড়ে যাওয়া চায়ের কাপের বিষয়টিও ঘুরপাক খেতে লাগলো যেটা কাঠের মেঝের ওপর ভগ্নদশায় পাওয়া গেছে। কার্পেটের সবুজ রঙের ফসফোরেসেন্স ইতোমধ্যেই তার ভয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে দিয়েছে। সে এখন বুঝতে পারছে, এখানে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল। যেন পুরো ক্রাইম সিনটি তার চোখের সামনে চলায়মান প্রক্রিয়ায় আছে।

তাদেরকে বিছানা থেকে টানতে টানতে এই ঘরের কাঠের মেঝেতে নিয়ে এসেছিলে তুমি। এরপর ডাক্তারের কব্জি এবং গোড়ালির অংশ শক্ত করে বেঁধে ফেলেছিলে। মুখে টেপ লাগিয়ে দিয়েছিলে যাতে সে চিৎকার করে তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে। দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে ঐ জায়গাতে বসিয়ে নিজের কাজের নীরব দর্শক বানিয়েছিলে তাকে। যখন তুমি কিছু একটা করতে যাচ্ছিলে, রিচার্ড ইয়েগার তখনও বেঁচে। কিন্তু প্রতিরোধের কোনো ক্ষমতা ছিল না তার। নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করার মতোও কোনো অবস্থা ছিল না। তার গতিবিধি ও নড়াচড়া সম্পর্কে সতর্ক থাকতে তুমি তার কোলে একটি চায়ের কাপ ও প্লেটটা রেখেছিলে, ঠিক সতর্কব্যবস্থার মতোই যাতে উঠতে গেলে শক্ত মেঝেতে পড়ে গিয়ে টুকরো হওয়ার শব্দ হয়। নিজের আত্মতৃপ্তির সর্বোচ্চ মুহূর্তে ডা. ইয়েগারের দিকে নজর দেওয়ার মতো কোনো সময় ছিল না তোমার এবং আকস্মিক অবাক হওয়ার মতো ঘটনা পাশ কাটানোর জন্যই এই ব্যবস্থা করেছিলে।

কিন্তু তুমি চেয়েছিলে সে তোমাকে দেখুক।

রিজোলি সেই জায়গাটার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো, যেখানে কিছুক্ষণ আগে উজ্জ্বল সবুজ রঙের ফসফোরেসেন্স দেখতে পেয়েছিল তারা। যদি কফি টেবিলটিকে সরিয়ে না রাখতো, যদি বিশেষ কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রমাণ তারা না খুঁজতো, এই জিনিসটা হয়তো হাতছাড়াই হয়ে যেত তাদের।

এই ছোট্ট কার্পেটটার ওপরেই তুমি তাকে নিজের কব্জায় নিয়েছিলে। তার স্বামীর চোখের সামনেই তাকে ধরে রেখেছিলে, যে তাকে বাঁচানোর জন্য কিছুই করতে পারেনি, এমনকি নিজের জন্যও না। কাজ শেষ হওয়ার পরে, যখন পূর্ণতৃপ্তি পেয়েছিলে, এক ফোঁটা বীর্য এই ফাইবারের ওপরে ফেলে যাও তুমি, অদৃশ্য ফিল্মে শুকানোর জন্য।

স্বামীকে খুন করাটাও কী খুনির আত্মতৃপ্তির অংশ ছিল? খুনি কী সুস্থিরভাবে হাতে ছুরি নিয়ে কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করেছিল, নাকি এটা আগে ঘটে যাওয়া সবকিছুর পরিসমাপ্তি? রিচার্ড ইয়েগারের চুল টেনে ধরে তার গলায় ব্লেড বসানোর মুহূর্তে কী কিছু অনুভব করেছিল খুনি?

ঘরের লাইটগুলো হঠাৎ নিভে গেল। মিক ফ্লুরোসেন্টের আভায় ক্যামেরা দিয়ে

BanglaBook.org

কার্পেটটার ওপরকার গাঢ় দাগটার বেশকিছু ছবি তুলল।

আর যখন কাজ শেষ হয়ে গেল, ডা. ইয়েগারের মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। পেছনের দেওয়ালে তার রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল। তুমি তোমার কাজের প্রত্যেকটা রীতি অন্য এক খুনির কাজের রীতির সাথে মিল রেখে করেছিলে। মিসেস ইয়েগারের রক্ত লেগে থাকা নাইটগাউনটাকে ভাঁজ করে সবার চোখে পড়ার জন্য বেডরুমে রেখে এসেছিলে, যেমনটা ওয়ারেন হয়েট করতো।

কিন্তু এখানেই তোমার কাজ শেষ হয়ে যায়নি। এটা ছিল তোমার কাজের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। আরও কিছুটা মজা নিতে চেয়েছিলে তুমি, লোমহর্ষক আনন্দ যাকে বলে, সামনেই পড়ে ছিল।

আর এ কারণেই তুমি নিজের সাথে নিয়ে গেছো মিসেস ইয়েগারকে।

ঘরে আলো জ্বেলে দেওয়া হলে সেটা তার চোখে যেন বিঁধতে লাগলো। কাঁপছে সে, ভয়াবহ এক অনুভূতি হচ্ছে তার যা বেশ কয়েক মাস যাবত অনুভব করেনি। সেই সাথে এই ভেবে অপমানবোধ হচ্ছে যে এখানে উপস্থিত লোক দুটো তার ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখ এবং কাঁপতে থাকা হাত দেখে এরই মধ্যে তার মনের ভেতর দানা বাঁধা ভয়ের ব্যাপারে কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে। হঠাৎই দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো তার।

ঘর ছেড়ে, বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো সে। বাড়ির সামনে থাকা ফাঁকা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলো। তাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভেতর থেকে কারো বেরিয়ে আসার শব্দ পেল রিজোলি, কিন্তু কে এসেছে তা দেখার জন্য ঘুরলো না। হঠাৎ কথা বলে উঠলেই বুঝতে পারলো কর্সাক এসেছে।

"আপনি ঠিক আছেন, রিজোলি?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছি।"

"কিন্তু আপনাকে দেখে তো ঠিক আছেন বলে মনে হচ্ছে না।"

"একটু মাথা ঘুরছে, এই আর কী।"

"হয়েটের কেসের ফ্ল্যাশব্যাক হচ্ছে, তাই না? এগুলো দেখে আপনি ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠছেন।"

"কীভাবে জানলেন আপনি?"

কিছু সময় চুপচাপ থাকলো কর্সাক। এরপর ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করে বলল : "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিই বা জানবো কীভাবে?" কথাগুলো বলে আবারও বাড়ির পথে পা বাড়ালো সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রিজোলি তাকে ডাকলো : "কর্সাক?"

"হ্যাঁ?"

কিছু সময়ের জন্য হতবিহ্বলের মতো একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলো

BanglaBook.org

তারা। রাতের বাতাস খুব একটা খারাপ লাগছে না। মাঝে মাঝে ঘাস থেকে মিষ্টি একটা সুবাস ভেসে আসছে। কিন্তু ভয়ের প্রকোপটা রিজোলির পেটে চেপে বসেছে ভালোভাবেই।

"তার অনুভূতি আমি জানি," শান্তভাবে বলল সে। "জানি কিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সে।"

"মিসেস ইয়েগার?"

"তাকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনাকে যে-কোনো মূল্যে থামাতে হবে এগুলো।"

"তার ছবি সংবাদমাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ঢালাওভাবে তা সম্প্রচার করতে পারে। আমরা প্রত্যেকটি ফোন এবং খোঁজ পাওয়ার খবরগুলো গুরুত্বসহকারে দেখছি," কর্সাক মাথা নাড়িয়ে হাঁফ ফেলে বলল। "কিন্তু এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে, আপনার কী মনে হয় সে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে?"

"হ্যাঁ রেখেছে। আমি জানি সে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

"আপনি কীভাবে এতটা নিশ্চিত হয়ে বলছেন?"

রিজোলির শরীর কাঁপছে। এ থেকে মুক্তি পেতে দুহাতে নিজেই নিজেকে জড়িয়ে ধরল। এরপর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই একই কাজ ওয়ারেন হয়েটও করতো।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় তিন ।।

বোস্টন হোমিসাইড ইউনিটের একজন ডিটেক্টিভ হিসাবে অ্যালবানি স্ট্রিটে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা ব্রিক বিল্ডিংটিতে আসতে সবথেকে অপছন্দ করে রিজোলি। যদিও সে জানে তার অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীদের মতো পেটরোগা নয় সে, তারপরেও যে-কোনো অবস্থাতে নিজেকে শঙ্কার মধ্যে রাখতে নারাজ। পুরুষ মানুষ সাধারণত দুর্বল দিক খুঁজে বের করতে ওস্তাদ হয়ে থাকে, আর তারা সেই দুর্বল জায়গা লক্ষ করেই খোঁচাখোঁচি এবং বারবার ইয়ার্কি মারতে ভালোবাসে। এ কারণে নিজের নির্বিকার সত্ত্বা উপস্থাপন করতে এখন কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অটোপসি টেবিলে যতই ভয়াবহ কিছু থাকুক না কেন চোখের পাতা না ফেলেই দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কেউ আন্দাজ করতে পারে না স্নায়ুবিক অবস্থা কতটা দৃঢ় করে সে এই বিল্ডিংয়ে ঢোকে। সে জানে তার সহকর্মীরা তাকে দুর্বার সাহসী রিজোলি নামে চেনে। তাদের মতে কুত্তিটা কঠিন হৃদয়ের। কিন্তু এই মুহূর্তে মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিসের বাইরে পার্কিং লটে নিজের গাড়িতে বসে নিজেকে তার নির্ভীক কিংবা কঠিন দুটোর কোনোটাই মনে হচ্ছে না।

গতরাতে ভালো ঘুম হয়নি তার। সপ্তাহে এই প্রথমবারের জন্য ওয়ারেন হয়েট আবারও তার স্বপ্নে ফিরে এসেছে। ঘামে ভিজে জবজবে অবস্থায় হঠাৎ করেই জেগে ওঠে সে। ব্যথা শুরু হয় হাতের পুরোনো ক্ষতটায়।

নিজের ক্ষতবিক্ষত তালুর দিকে তাকালো সে। হঠাৎ ইচ্ছা করলো গাড়ি চালু করে এখান থেকে চলে যাবে কিনা। তার জন্য এই বিল্ডিংয়ে যা অপেক্ষা করছে, যে কোনোভাবে সেই অগ্নিপরীক্ষা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে সে। যদিও এখানে তার থাকার কথা ছিল না; নিউটনের হোমিসাইডের কেস হওয়ায় এটা তার দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না। কিন্তু জেন রিজোলি ভীতু ছিল না কখনও, আর পূর্বের মতোই নিজের ওপরে গর্বিত সে এখনও।

গাড়ি থেকে নেমে সজোরে ধাক্কা মেরে গাড়ির দরজা লাগিয়ে দিয়ে বিল্ডিংয়ের ভেতরে চলে গেল।

অটোপসি ল্যাবে সে-ই সবার শেষে পৌঁছেছে বলে মনে হলো। রুমের অন্য তাকে দেখে দ্রুত সম্ভাষণ পর্ব সেরে নিলো তিনজন মানুষ। কর্সাক নিজের থেকে অনেক বেশি বড়ো আকারের ও.আর গাউন এবং মাথায় ব্যুফান্ট পেপার ক্যাপ পরে রয়েছে। তাকে দেখে মাথায় হেয়ারনেট পরা স্থূলদেহের গৃহিণীর মতোই লাগছে।

BanglaBook.org

"আমি কী কিছু মিস করেছি?" অপ্রত্যাশিত কোনো জঘন্য জিনিস থেকে কাপড় রক্ষার স্বার্থে গাউন পরে নেওয়ার সময় কথাগুলো বলল সে।

"সেরকম কিছুই না। আমরা এইমাত্র ডাক্ট টেপের বিষয়ে কথা বলছিলাম।"

ডা. মৌরা আইয়েলস অটোপসির দায়িত্বে রয়েছে। এক বছর আগে যখন সে কমনওয়েলথ অব মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিসে কাজে যোগ দিয়েছিল ঠিক তখন থেকেই হোমিসাইড ইউনিট তার নাম দিয়েছে 'মৃতদের রানি'। ইউ.সি. সান ফ্রান্সিসকো মেডিক্যাল স্কুলের ফ্যাকাল্টি পদ থেকে সরিয়ে ডা. টিয়ার্নিই তাকে বোস্টনে নিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে সংবাদমাধ্যমেও তাকে *মৃতদের রানি* বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। বোস্টনে এসে প্রথমবারের জন্য মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিসের পক্ষ থেকে কোর্টে হাজিরার দিনে সে গথ ব্ল্যাকের একটা পোশাক পরে গিয়েছিল। ফ্যাকাশে মুখের আকর্ষণীয় এই নারী লাল রঙের লিপস্টিক, কাঁধ অবধি চৌকো করে কাটা কুচকুচে কালো চুল এবং অসংবেদি ঠান্ডা অভিব্যক্তি নিয়ে কোর্টহাউজের সিঁড়িতে যেদিন প্রথমবার পা রেখেছিল তার রাজসিক চালচলনের পুরোটাই টিভি ক্যামেরাগুলো ধারণ করেছিল। জায়গা মতো গিয়ে একটুও বিভ্রান্ত হয়নি সে। ডিফেন্স অ্যাটর্নির খোঁচাখুচি, প্রতারণামূলক মিষ্টি কথা এবং সবশেষে বিরক্তিকর পর্যায়ে পৌঁছালেও ডা. আইয়েলস নিজের অবস্থান থেকে একবিন্দুও নড়েনি; বরং অকাট্য যুক্তি দিয়ে, মুখে কিঞ্চিৎ মোনালিসার মতো আলতো হাসি ধরে রেখে নিজের কথাগুলোকে তুলে ধরেছিল। সংবাদমাধ্যমগুলো তাকে খুব ভালোবাসে। ডিফেন্স অ্যাটর্নিরাও সমীহ করে চলে তাকে। আর সারাদিন মৃতদের সাথে আলাপ করে পার করে দেওয়া এই নারীকে ভয় করে হোমিসাইড পুলিশেরা। আবার তার কাজে মুগ্ধও হয়।

ডা. আইয়েলস এখন নিজের চিরাচরিত বৈরাগ্য ভঙ্গিতে অটোপসির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারগুলো তত্ত্বাবধানের কাজ করে চলেছে। তার সহকারী, ইয়োশিমা, তারই মতো নিরস বদনে যন্ত্রপাতি ও লাইটগুলোকে অ্যাঙ্গেল করার কাজ করছে। তারা উভয়েই চেষ্টা করছে রিচার্ড ইয়েগারের মৃতদেহকে বিজ্ঞানীদের শান্ত চাহনিতে দেখার।

গতকাল রিজোলি যখন লাশটাকে শেষবারের মতো দেখেছিল, সেই সময়ের আন্দাজে এর রিগর মর্টিস দশা কেটে গেছে। ডা. ইয়েগারকে এখন ঢোসকা দেখাচ্ছে। কেটে ফেলা হয়েছে ডাক্ট টেপ। খুলে ফেলা হয়েছে পরনের বক্সার শর্ট। এরই মধ্যে মুছে ফেলা হয়েছে তার চামড়া থেকে রক্তের বেশিরভাগ অংশ। দুই হাত নিথর অবস্থায় দুইপাশে পড়ে আছে; ফুলে উঠেছে শক্ত বাঁধন আর লিভর মর্টিসের কারণে; বেগুনি রং ধারণ করেছে যেন জখমি গ্লাভস। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে এখন রুমের প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ গলার কাটা দাগের ওপরে।

Banglabook.org

"যাকে বলে মরণঘাতী আঘাত," বলল আইয়েলস। এরপর রুলারের সাহায্যে ক্ষত মেপে দেখল। "চৌদ্দ সেন্টিমিটার।"

"ব্যাপারটা অদ্ভুত তো! দেখে কেন এতটা গভীর ক্ষত বলে মনে হচ্ছে না তাহলে," কর্সাক বলল।

"কারণ এই জখমটি ল্যাঞ্জার'স লাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা। ত্বকের টানের কারণে ধারগুলো গুটিয়ে পড়েছে ফলে ফাঁকটা কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু দেখতে সেরকম কিছু মনে না হলেও, ক্ষতটা অনেক গভীর।"

"এই যে টাং ডিপ্রেসর লাগবে?" ইয়োশিমা বলল।

"ধন্যবাদ।" আইয়েলস তার হাত থেকে জিনিসটি নিয়ে আস্তে আস্তে সেটির গোলাকার কাঠের ধারটিকে ক্ষতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। নিজে নিজেই বিড়বিড় করতে থাকলো। "উম...বলছি..."

"কী হয়েছে?" কর্সাক বলল।

"ক্ষতের প্রশস্ততা মাপছি। মোটামুটিভাবে পাঁচ সেন্টিমিটারের মতো মনে হচ্ছে।"

এরপর আইয়েলস ক্ষতের ওপরে ম্যাগনিফায়ার এনে ধরে গাঢ় লাল রঙের কাটার ওপরের অংশটি দেখতে লাগল। "বাম ক্যারোটিড আর্টারি এবং বাম জ্যুগুলার উভয়েই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ট্রাকিয়াও চিরে গেছে। থাইরয়েড কার্টিলেজের নিচে ট্রাকিয়াল পেনেট্রেশনের লেভেল দেখে ধারণা করছি গলার অংশটিকে প্রথমে পেছনে টেনে ধরা হয়েছে। তারপর কাটা হয়েছে।" কথাটা বলে উভয় ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো সে। "আপনাদের অপরিচিত মানুষটি প্রথমে তার এই ভিক্টিমের মাথা পেছনের দিকে টেনে ধরেছে এবং এরপরে সুচিন্তিতভাবে বসিয়েছে কোপ।"

"অনেকটা প্রাণদণ্ড কার্যকর করার মতো করে," কর্সাক বলল।

রিজোলি মনে করতে পারলো কীভাবে ক্রাইমস্কোপ রক্তাক্ত দেওয়ালে লেগে থাকা চুলগুলো জ্বলজ্বলে অবস্থায় দেখিয়েছিল। ডা. ইয়েগারের চুল তার মাথার ত্বক থেকে উঠে এসেছিল যখন ব্লেডটি তার গলার চামড়াতে বসে গিয়েছিল।

"কী ধরনের ব্লেড হতে পারে সেটা?" জিজ্ঞেস করলো সে।

সাথে সাথে প্রশ্নটির উত্তর দিলো না আইয়েলস। তার বদলে সে ইয়োশিমার দিকে ঘুরে বলল, "স্টিকি টেপ দাও।"

"ইতোমধ্যেই টেপের কিছু অংশ আমি খুলে রেখেছি।"

"আমি এর মার্জিন নির্ধারণ করবো, আর তুমি টেপটা লাগাবে।"

কর্সাক হেসে ফেলল যখন বুঝতে পারলো তারা কী কাজ করতে চলেছে। "আপনি কী তাকে আবারও আটকাতে চলেছেন?"

BanglaBook.org

আইয়েলস তার দিকে হাস্যরসাত্মক শুকনো দৃষ্টিতে তাকালো। "আপনার কী মনে হয় তার ওপরে সুপার গ্লু লাগাবো?"

"কী করবে এটা, তার মাথাকে ধরে রাখতে সাহায্য করবে?"

"ডিটেক্টিভ। স্টিকি টেপ দিয়ে মাথা কখনও সোজা করে আটকিয়ে রাখা যায় না," ম্যাগনিফায়ার দিয়ে একঝলক দেখে নিয়ে মাথা নাড়ালো সে। "ঠিক আছে, ইয়োশিমা। দেখতে পাচ্ছি এখন।"

"কী দেখতে পাচ্ছেন?" কর্সাক বলল।

"স্কচ টেপের বিস্ময়। ডিটেক্টিভ রিজোলি, তুমি জিজ্ঞেস করেছো সে কী ধরনের ব্লেড ব্যবহার করেছিল, তাই তো?"

"দয়া করে বলো না যে এটা স্কালপেল ছিল।"

"না, স্কালপেল নয় অন্তত। এদিকে দেখে যাও।"

রিজোলি ম্যাগনিফায়ারের দিকে এগিয়ে গিয়ে ক্ষতের দিকে তাকালো। কাটা জায়গার ধারগুলো ট্রান্সপারেন্ট টেপের সাহায্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এখন যা দেখছে সেটা অস্ত্রের ক্রস সেকশনাল আকৃতির সুস্পষ্ট উপস্থাপন। ক্ষতের ধার বরাবর সমান্তরাল একটা খাঁজকাটা দাগের মতো দেখা যাচ্ছে।

"সেরেটেড ব্লেড," বলল সে।

"প্রথম দেখাতে, এটা দেখে এমনই মনে হবে।"

রিজোলি মুখ উঠিয়ে আইয়েলসের দিকে চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে তাকালো। "তাহলে এটা কী সেই ধরনের কিছু নয়?"

"যে অংশ দিয়ে কাটা হয়েছে সেটা অবশ্যই সেরেটেড নয়, কারণ অন্য পাশটা একেবারে মসৃণ। আর খেয়াল করে দেখ, এই সমান্তরাল স্ক্র্যাচগুলো কাটার শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে, তাই না? পুরোটা জুড়ে কিন্তু নয়। ব্লেডটা তুলে নেওয়ার সময় এই স্ক্র্যাচমার্কগুলো হয়েছে। বাম চোয়ালের কিছুটা নিচ থেকে খুনি তার গলার অংশ কাটতে শুরু করে এবং গলার সামনের দিকে এসে ট্রাকিয়াল রিং থেকে কিছুটা দূরে এসে কাটার কাজ সমাপ্ত করে। স্ক্র্যাচ মার্কগুলো তখন সৃষ্টি হয়েছে যখন সে নিজের কাজ শেষ করেছিল। অর্থাৎ প্যাঁচ খাইয়ে ব্লেডটা বের করে আনবার সময়।"

"তাহলে এই স্ক্র্যাচগুলো কী কারণে তৈরি হয়েছে?"

"যে দিক দিয়ে কাটা হয়েছে তার ফলার কারণে হয়নি তা। এই অস্ত্রের বিপরীত পাশে খাঁজকাটা অংশ রয়েছে, ফলে এরূপ অস্ত্র বের করে নিয়ে আসার সময় এ ধরনের সমান্তরাল স্ক্রাচ মার্ক তৈরি হয়ে থাকে।" আইয়েলস রিজোলির দিকে তাকালো। "এটা র‍্যাম্বো অথবা সারভাইভাল টাইপ ছুরি। যেমনটা শিকারিরা ব্যবহার করে থাকে।"

BanglaBook.org

একজন শিকারি। রিজোলি বলিষ্ঠ কাঁধের রিচার্ড ইয়েগারের দিকে তাকিয়ে ভাবলো   এই লোকটি কোনোভাবেই তার শিকারির ভূমিকা আগে থেকে ধারণা করতে পারেনি।

"আচ্ছা, তাহলে সরাসরি কথাতে আসা যাক," কর্সাক বলল। "এই ভিক্টিম অর্থাৎ ডা. ওয়েট লিফটার তার শিকারিকে একটা বড়োসড়ো আকৃতির লোমহর্ষক র‍্যাম্বো ছুরি বের করতে দেখেছিল। আর সে সেখানেই বসে নিজের গলাকে কাটতে দিয়েছিল?"

"তার কব্জি আর গোড়ালি শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল," আইয়েলস বলল।

"তাকে তুতেনখামেনের মতো আঁটসাঁট করে বেঁধে রেখেছিল কিনা সেটা আমার ভাবার বিষয় না। যে-কোনো লাল রক্তবিশিষ্ট প্রাণি এমতাবস্থায় খানিকটা বেঁকে গিয়ে হলেও নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে স্বভাজাত প্রবৃত্তির কারণে।"

রিজোলি বলল, "ঠিক বলেছে সে। নিজের কব্জি আর গোড়ালি বেঁধে রাখা অবস্থাতেও কিন্তু তার লাথি মারার মতো অবস্থা থাকার কথা। এমনকি মাথা দিয়ে বাড়ি দেওয়ার মতোও কিছু করতে পারতো সে। কিন্তু পক্ষান্তরে সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল।"

ডা. আইয়েলস সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কয়েক মুহূর্তের জন্য কিছুই বলল না সে, শুধুমাত্র অভিজাত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলো যেন তার সার্জিকাল গাউনটা কোনো পুরোহিতের পোশাক। এরপর ইয়োশিমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে একটি ভেজা টাওয়েল দাও। ঐ লাইটটি এই জায়গাতে নিয়ে এসো। এখন তাকে মোছার কাজ করব আমরা। সেই সাথে চামড়ার অংশ ভালোভাবে দেখব। প্রত্যেক ইঞ্চি।"

"কী খুঁজছি আমরা এভাবে?" জিজ্ঞেস করলো কর্সাক।

"আমি কিছু খুঁজে পেলে জানাবো আপনাকে।"

কিছুক্ষণ পরে, আইয়েলস যখন ডান হাত তুলে ধরল, তার বুকের অংশে কয়েকটা দাগ নজরে এল। ম্যাগনিফাইং লেন্সের নিচে দুটো লাল রঙের বিন্দুর মতো অংশ দেখতে পেল। তার গ্লাভস পরা হাতে চামড়ার ওপর নখ চালাতে লাগল আইয়েলস। "হুইলস," বলল সে। "এটাকে লুইস ট্রিপল রেসপন্স বলে।"

"লুইস কী?" রিজোলি জিজ্ঞেস করলো তাকে।

"লুইস ট্রিপল রেসপন্স। চামড়ার ওপরে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া বলতে পারো। প্রথমে এরিথেমা দেখতে পাবে–মানে লাল বিন্দুর মতো দাগ আর কী–আর এরপর কিউটেনাস আর্টেরিওলার ডায়েলেটেশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সেটা। সবশেষে তৃতীয় স্তরে, ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বর্ধনের কারণে এই ধরনের হুইলস দেখা যায়।"

"দেখে আমার কাছে অনেকটা টেজার মার্কের মতো মনে হচ্ছে," রিজোলি

BanglaBook.org

বলল।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো আইয়েলস। "একদম ঠিক। টেজারের মতো ডিভাইসের ইলেকট্রিক শকের সংস্পর্শে এলে আমাদের চামড়া এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, যা চিরাচরিত। হয়তো এটা সেই মুহূর্তে লোকটিকে অসাড়ও করে ফেলেছিল। হঠাৎ করে শক খাওয়ার ফলে নিউরোমাস্কুলার নিয়ন্ত্রণগুলো হারিয়ে ফেলেছিল সে। কারণ তার কব্জি আর গোড়ালির অংশ বাঁধা অবধি তাকে সেটা ভালোমতোই অসাড় করে রেখেছিল হয়তো।"

"এই ধরনের হুইলস ঠিক কত সময় ব্যাপী থাকতে পারে?"

"জীবন্ত কোনো কিছুর ওপর প্রয়োগ করলে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের মতো রেশ থাকে।"

"আর মৃতের ক্ষেত্রে?"

"মৃতের ক্ষেত্রে চামড়ায় কিছু প্রক্রিয়া দেখা যায়। এ কারণে আমরা এখনও এটা দেখতে পাচ্ছি। যদিও এটা খুব সামান্য।"

"অর্থাৎ, শক দেওয়ার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল তার?"

"ঠিক ধরেছ।"

"কিন্তু টেজার তো কয়েক মিনিট অবধি শান্ত রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে," কর্সাক বলল। "খুব বেশি হলে, পাঁচ কী দশ মিনিট হবে। তাকে সুস্থির করে রাখতে, আমার ধারণা, বেশ কয়েকবার শক দেওয়া হয়েছিল।"

"আর এ কারণেই তো আমরা আরও কিছু বিষয় খুঁজে চলেছি," আইয়েলস বলল। ধড়ের অংশ থেকে কিছুটা দূরে লাইটকে তাক করে নিলো সে।

আলোকচ্ছটা নির্দয়ভাবে রিচার্ড ইয়েগারের যৌনাঙ্গে এসে স্থির হয়ে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত আগ পর্যন্ত রিজোলি অ্যানাটমির এই অংশের দিকে দৃষ্টিপাতের বিষয়টি বারবার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো। লাশের যৌনাঙ্গের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার বিষয়টা তার কাছে নিষ্ঠুর বহিরাক্রমণ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এটা অনেকটা লাশের ওপরে আরেক দফা জুলুম কিংবা মানহানিকর লাগে। লাইটটি তার নিস্তেজ শিশ্ন ও স্ক্রোটামের ওপরে ফোকাস করা হলো। এতে করে রিচার্ড ইয়েগারের ওপরে হঠকারিতার বিষয়টি যেন পরিপূর্ণতা পেল।

"এখানে আরও কিছু হুইলস রয়েছে," চামড়ায় লেগে থাকা রক্ত মুছে ফেলে জায়গাটিকে পরিষ্কার করার সময় আইয়েলস বলল। "এই যে পেটের নিম্নাংশে।"

"আর তার উরুসন্ধিতে," শান্তভাবে বলল রিজোলি।

তার দিকে তাকালো আইয়েলস। "কোথায়?"

রিজোলি শিকারের স্ক্রোটামের বাম পাশে থাকা টেলটেল মার্কটি দেখাল। তাহলে রিচার্ড ইয়েগারের জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তগুলো এতটাই লোমহর্ষক ছিল,

BanglaBook.org

ভাবলো সে। পুরোপুরি জাগ্রত ও সতর্ক ছিল সে, কিন্তু নড়াচড়া করার মতো অবস্থাতে ছিল না। এমনকি নিজেকে রক্ষা করার জন্যও কিছু করতে পারছিল না। পেশিবহুল শরীর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিমে কাটানোর অভ্যাস শেষে এসে কোনো কাজে দেয়নি, কারণ তার দেহ অনেক আগেই তার সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিল। পা দুটো শর্ট সার্কিটের কারণে হয়ে পড়েছিল অকার্যকর, যা তার স্নায়ুতন্ত্রকে দিয়েছিল ভাজা ভাজা করে। নিজের বেডরুম থেকে টানতে টানতে বের করে নিয়ে আসা হয়েছিল তাকে। হত্যার পূর্বে অসহায় গরুর অবস্থা যেমন হয়, রিচার্ডের অবস্থাও ঠিক একই হয়েছিল। তাকে দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে বসিয়ে পরবর্তী ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী বানানো হয়েছিল।

কিন্তু টেজারের ক্রিয়া তার মধ্যে কম সময়ব্যাপীই ছিল। শীঘ্রই পেশিগুলো নাড়িয়েছিল। পেরেছিল মুঠো বদ্ধ করতে। নিজের স্ত্রীর অগ্নিপরীক্ষার একমাত্র দর্শক ছিল সে। ক্রোধ তার দেহে অ্যাড্রেনালিনের সাথে বয়ে যেতে শুরু করেছিল। সেই সময় একটু নড়লে তার পেশিগুলো তাকে মান্য করেছিল। উঠার চেষ্টাও করেছিল সে, কিন্তু কোলের ওপর রাখা চায়ের কাপ পড়ে ভেঙ্গে যাওয়ার শব্দ তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল মুহূর্তেই।

আরও একবার টেজারের আঘাতে পুরোপুরি নির্জীব হয়ে পড়েছিল সে, হতাশ হয়ে গিয়েছিল ঠিক যেমনটা সিজিফাস পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছিল।

রিচার্ড ইয়েগারের মুখের দিকে তাকালো রিজোলি। চিরে থাকা চোখের পাতার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভাবতে লাগলো তার ব্রেন শেষ মুহূর্তে ঠিক কী কী জিনিস টুকে রেখেছে। পা দুটো অসহায়ের মতো ছড়িয়ে রেখেছিল সে। তার স্ত্রী তারই চোখের সামনে ধূসর লোমশ কার্পেটটার ওপরে পরাভূত হচ্ছিল বার বার। আর সবশেষে শিকারির হাতে থাকা একটা ছুরি ইতি টেনেছিল সবকিছুর।

ডেরুমে প্রচুর শোরগোল হচ্ছে। মানুষগুলো এমনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে যেন খাঁচায় বন্দি একদল পশু। সেই সাথে উচ্চ শব্দে টিভি চলছে। ওপরের তলায় উঠে যাওয়া মেটাল সিঁড়িতে পড়া প্রতিটি পদক্ষেপের কারণে ক্ষণে ক্ষণে ঝনঝনানি শব্দ করছে সেটি। আমাদেরকে কখনও দৃষ্টির অগোচরে থাকতে দেওয়া হয় না। নজরদারির কাজে প্রতিটি জায়গায় রয়েছে ক্যামেরা। এমনকি শাওয়ার রুম, টয়লেটেও নজরদারি করার করার জন্য ক্যামেরা রয়েছে। গার্ড স্টেশনের জানালা দিয়ে কিপাররা আমাদের ওপরে সার্বক্ষণিক নজরদারির কাজ করে, যাতে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকতে পারি। আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের ওপরে নজর রাখে

Banglabook.org

তারা। সৌজা-ব্যারনোস্কি কারেকশনাল সেন্টার হলো ছয় স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থাসম্পন্ন এবং ম্যাসাচুসেটস কারেকশনাল ইন্সটিটিউটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নতুন। আর এ কারণে একে টেকনিক্যাল মার্ভেল বলা হয়ে থাকে। চাবিহীন তালাগুলো গার্ড টাওয়ারে থাকা কম্পিউটার টার্মিনাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদেরকে কমান্ড দিয়ে থাকে দেহহীন ইন্টারকমের স্বর। এই পডের প্রত্যেকটি সেল মানুষের সংস্পর্শ ছাড়াই রিমোট অ্যাকসেসের মাধ্যমে খোলে ও বন্ধ হয়। কখনও কখনও এমন দিন আসে যখন আমি অবাক হয়ে ভাবতে থাকি আমাদের এখানে কোনো গার্ড আদৌ রক্ত মাংসের মানুষ কিনা বা আমরা গ্লাসের পেছনে যাদের ছায়া দেখতে পাই তারা অ্যানিম্যাট্রোনিক রোবট কিনা যাদের ধড়ের অংশ অনড় এবং মাথা ঝাঁকাতে থাকে। মানুষ হোক আর মেশিনই হোক, আমাকে লক্ষ করে তারা, যেটা আমার কাছে কোনোভাবেই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, কারণ তারা কখনোই আমার অন্তরের অন্তস্থলের কথা জানতে পারে না; তারা আমার কল্পনার তমসাচ্ছন্ন দৃশ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। সেই জায়গা শুধুমাত্র আমার।

আমি আমার ডেরুমে বসে, টিভিতে ছয়টার খবর দেখছি এবং অন্তস্থলের দৃশ্যগুলোর কথা ভেবে চলেছি। খবর পড়ছে একজন মেয়ে, স্ক্রিনে হাসিমুখে দেখা যাচ্ছে তাকে, যে আমার সাথে কোনো একটা রাজ্যে ভ্রমণ করতে চলেছে হয়তো। আমি তার চুলগুলোকে বালিশের ওপরে কুচকুচে কালো ছিটার মতো কল্পনা করছি। তার চামড়ায় জমতে থাকা ঝকমকে ঘামের বিন্দুগুলোও দেখছি। আমার দুনিয়াতে, সে হাসছে না; ওহ না, তার চোখগুলো ভয়ে প্রশস্ত হয়ে গেছে, ঘোলাটে দৃষ্টি যেন তলাবিহীন পুল, ভয়ে ঠোঁট শুকিয়ে গেছে তার। সুন্দর উজ্জ্বল সবুজ রঙের স্যুট পরে থাকা সংবাদপাঠিকাকে দেখে এসব কিছু কল্পনা করছি। তার হাসি দেখতে পাচ্ছি, তার সুকণ্ঠের শব্দ পাচ্ছি, আর মনে মনে ভাবছি তার কণ্ঠে আর্তনাদ ঠিক কেমন শোনাবে।

এরপর টিভিতে একটি নতুন দৃশ্য ভেসে উঠলো। সংবাদপাঠিকাকে কেন্দ্র করে আমার সব চিন্তা অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যেই। ডা. রিচার্ড ইয়েগারের নিউটনের বাড়ির সামনে দেখা গেল একজন পুরুষ রিপোর্টারকে। মলিন কণ্ঠে বলছে সে ডাক্তারের খুন এবং তার স্ত্রীকে অপহরণের দুইদিন পার হয়ে গেলেও কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা যায়নি। আমি ডা. ইয়েগার ও তার স্ত্রীর এই কেসের ব্যাপারে ভালোভাবেই অবগত। কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে স্ক্রিনের ওপর গভীরভাবে তাকিয়ে আছি। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কিছু একটা দেখার জন্য।

অবশেষে দেখতে পেলাম তাকে।

বাড়ির চারিদিকে ঘুরছে ক্যামেরাটি। তখনই সামনের দরজা দিয়ে বের

BanglaBook.org

হচ্ছিল সে। এমন সময়ে ক্যামেরা ক্লোজআপ করে দেখালো তাকে। স্থূল গঠনের এক লোক তাকে অনুসরণ করে বের হচ্ছে। ফ্রন্ট ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে একে অপরের সাথে কথা বলছে তারা, খেয়াল নেই যে টিভি ক্যামেরাম্যান তাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছে। মোটা ও শূকরের মতো দেখতে লোকটার থলথলে চোয়াল ঝুলে পড়েছে। মাথায় যে কয়েকটা চুল অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলোকে সযত্নে আঁচড়ে রেখেছে সে। তার পাশে, মেয়েটিকে ছোটো আর অলীক দেখাচ্ছে। তাকে শেষবার দেখার পর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকটা পাল্টে গেছে সে। ওহ, তার চুল এখনও আগের মতোই অদম্য কালো কেশরের ন্যায় ঢেউখেলানো। এখনও আগের মতোই নেভি-ব্লু প্যান্টস্যুট পরে আছে। জ্যাকেটটা একটু ঢোলা হওয়াতে কাঁধের ওপর থেকে ঝুলে পড়ছে। তার ছোটোখাটো গড়নের তুলনায় পোশাকের এই ধরনটা কেমন যেন বেমানান লাগছে। কিন্তু তার মুখের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে কিছুটা। একসময় চৌকো আর আত্মবিশ্বাসী ছিল তা, খুব একটা সুন্দর নয় যদিও, কিন্তু তার মধ্যে একটা চিত্তাকর্ষক ভাব আছে যার বিশেষত্ব অনেকখানি, বিশেষত তার তীক্ষ্ণ চোখের বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। এখন তাকে দেখে কিছুটা ধৃত ও অস্থির মনে হচ্ছে। শরীরের ওজন কমেছে তার। আমি তার মুখে, বিশেষত তার গালের গর্ত হয়ে যাওয়া অংশে নতুন কিছুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

হঠাৎ তার চোখ টিভি ক্যামেরার ওপরে পড়লো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে সেটির দিকে, পক্ষান্তরে আমার দিকে। মনে হচ্ছে আমাকেই দেখছে, যেমনটা আমি দেখছি তাকে, যেন রক্ত মাংসের বলিষ্ঠ গঠনে সে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের উভয়ের অমলিন এক ইতিহাস আছে, সে আর আমি, আমাদের উভয়ের কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা আমাদের প্রেমিকযুগলের মতোই অন্তরঙ্গ করে রেখেছে।

কৌচ থেকে উঠে টিভির কাছে গেলাম। হাতটা চেপে ধরলাম স্ক্রিনে। রিপোর্টারের কোনো কথা কানে ঢুকছে না আমার; আমার মনোযোগ এখন শুধু তার মুখের ওপর নিবদ্ধ। আমার ছোট্ট জেনি। এখনও কী তোমার হাত তোমাকে বিরক্ত করে? এখনও কী হাতের তালু ডলতে থাকো তুমি, যেমনটা কোর্টরুমে করেছিলে, যেন মাংসের মধ্যে স্প্লিন্টার গেঁথে যাওয়াতে চিন্তিত? তুমি কী জখমগুলোর কথা সেভাবেই ভাবো যেমনটা আমি ভাবি, ঠিক লাভ টোকেনের মতো? আমার তরফ থেকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ছোট্ট একটি স্মৃতি?

"টিভির সামনে থেকে সরে দাঁড়া, বানচোত্! দেখতে পাচ্ছি না!" কেউ একজন উচ্চস্বরে বলে উঠল।

কিন্তু আমি সরলাম না। স্ক্রিনের সামনেই ঠাই দাঁড়িয়ে রইলাম। তার মুখ ছুঁয়ে দিতে দিতে মনে করতে থাকলাম কীভাবে তার কুচকুচে কালো চোখজোড়া

BanglaBook.org

একসময় আমার দিকে নতি স্বীকারের ভঙ্গিতে চেয়েছিল। মনে করতে পারছি তার চামড়ার মসৃণতা। নিখুঁত চামড়া, মেকআপ ব্রাশের হালকা স্ট্রোক দিলে হয়তো যাকে অবমাননা করা হবে।

"সরে যা, বানচোত!"

হঠাৎ চলে গেল সে, টিভির পর্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। উজ্জ্বল সবুজ রঙের জ্যাকেট পরে থাকা সংবাদপাঠিকা ফিরে এসেছে আবারও। কিছুক্ষণ আগে এই সুসজ্জিত ম্যানিকুইনকে নিয়ে কল্পনার রাজ্যে বিভিন্ন খেলাতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এখন বিস্বাদ লাগছে তাকে, শুধুমাত্র সুন্দর একটি চেহারা এবং কমনীয় গড়নের গলার অংশ ছাড়া কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছি না তার মধ্যে। জেন রিজোলির একঝলকই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বহুমূল্যবান শিকার ঠিক কেমন হয়ে থাকে।

ফিরে এসে বসে কৌচে পড়লাম। এখন লেক্সাস অটোমোবাইলের বিজ্ঞাপন হচ্ছে। কিন্তু টিভির দিকে ন্যূনতম মনোযোগ নেই আমার। তার বদলে, আমি স্বাধীনভাবে হেঁটে বেড়ানো স্মৃতিগুলোকে হাতড়াতে থাকি। শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, পাশে চলে যাওয়া মেয়েদের গায়ের সুবাস নেওয়ার মজাই আলাদা। কেমিস্টের বিজি ফ্লোরালগুলো যা বোতলে আসে সেগুলো নয়, মেয়েদের ঘাম এবং সূর্যের আলো পড়া চুলের উষ্ণতার সত্যিকারের গন্ধই পছন্দ আমার। গ্রীষ্মের দিনে, আমি হেঁটে চলা লোকদের একাংশ হয়ে যেতে পারতাম যারা ক্রসওয়াকের লাইট সবুজ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। রাস্তায় মানুষজনের ভিড়ে, কে-ই বা খেয়াল করবে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি চুলের গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করছে? কে-ই বা দেখবে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি একাগ্রচিত্তে গলার অংশের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, দেহের যেখানে রক্তের গন্ধ সবথেকে বেশি সুমিষ্ট সেখানকার পালস পয়েন্ট সে মার্ক করার কাজ করে চলেছে?

কিন্তু তারা একেবারেই খেয়াল করবে না তা। ক্রসওয়াকের লাইট সবুজ হয়ে পড়বে একসময়। লোকগুলো যে যার মনে এগোতে থাকবে। আর সেই মেয়েটি হেঁটে যাবে কিছু না জেনেই এবং সন্দেহ না করেই যে শিকারি তার গন্ধ ইতোমধ্যেই শিকার করে ফেলেছে।

"নাইটগাউন ভাঁজ করে রাখার ঘটনা দেখে এটা দয়া করে ধারণা করেন না যে আপনারা কপিক্যাট খুনির খেলায় নেমেছেন," ডা. লরেন্স জুকার বলল। "এটা শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ন্ত্রণের একটা বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। খুনি শিকারের ওপর নিজের

BanglaBook.org

প্রভুত্বের ব্যাপারটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমাদের। পাশাপাশি ক্রাইম সিনের ওপরেও।"

"যেমনটা ওয়ারেন হয়েট করতো," রিজোলি বলল।

"অন্যান্য খুনিও এই ধরনের কাজ করতে পারে। সার্জনের সাথেই যে শুধু মিল রয়েছে এমনটা তো নয়।"

ডা. জুকার তার দিকে অদ্ভুত এবং বন্য একটা চাহনিতে তাকিয়ে রয়েছে, তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ক্রিমিনাল সাইকোলজিস্ট এই মানুষটি বোস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে সবসময়। এক বছর আগে সার্জনের কেসে হোমিসাইড ইউনিটের সাথে কাজ করেছিল ডা. জুকার। অজানা খুনির যে ধরনের প্রোফাইল প্রাথমিক পর্যায়ে বানিয়েছিল সে শেষে গিয়ে তা ভূতুড়ে কায়দায় মিলেও গিয়েছিল। কখনও কখনও, রিজোলি এই ভেবে অবাক হয় যে মানুষ হিসাবে জুকার নিজে ঠিক কতটা স্বাভাবিক। শয়তানের আস্তানার সাথে অতিপরিচিত কোনো মানুষই নিজেকে ওয়ারেন হয়েটের মতো মানুষের জায়গায় প্রতিস্থাপিত করে সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারে। এই লোকটির সাথে কখনও স্বস্তিবোধ করেনি সে। তার ধূর্ত ভাব, ফিসফিসে কণ্ঠস্বর এবং গভীর চাহনি প্রতিবারই রিজোলিকে আক্রান্ত দশা এবং শঙ্কিত অবস্থায় ফেলে দেয়। কিন্তু জুকারই সেই সীমিত মানুষদের মধ্যে অন্যতম যে সত্যিকার অর্থে হয়েটকে বুঝতে সমর্থ হয়েছিল; আর হয়তো সে-ই একমাত্র মানুষ যে তার কপিক্যাটকেও ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

রিজোলি বলল, "শুধুমাত্র যে ভাঁজ করা নাইটক্লথ পেয়েছি তা কিন্তু নয়। আরও কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। ভিক্টিমকে বেঁধে রাখার জন্য ডাক্ট টেপ ব্যবহার করা হয়েছিল।"

"আবারও বলছি, সেরকম বিশেষ কিছুই নয় এটা। আপনি কী কখনও টিভি শো *ম্যাকগাইভার* দেখেছেন? সে আমাদেরকে ডাক্ট টেপের একহাজার একটা ব্যবহার শিখিয়েছে।"

"রাতের বেলায় জানালা দিয়ে অনুপ্রবেশ। ভিক্টিমকে তার বিছানায় ভড়কে দেওয়ার বিষয়—"

"তখন তারা সবথেকে বেশি শঙ্কিত অবস্থাতে থাকে। তাদের ওপরে আক্রমণের সবথেকে উৎকৃষ্ট সময় তো সেটাই, তাই না?"

"আর গলার অংশ এক পোঁচে কাটা।"

নির্বিকারভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো জুকার। "খুনের সবচেয়ে শান্ত এবং কার্যকর উপায়।"

"কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা মিলিয়ে দেখুন একবার। ভাঁজ করা নাইটগাউন। ডাক্ট

BanglaBook.org

টেপ। অনুপ্রবেশের ধরন। সেই সাথে তার হানা চরম আঘাত–"

"আর এ থেকেই ধরে নিয়েছেন, যে অচেনা খুনিকে আপনারা খুঁজছেন সে পরিচিত কিছু কৌশল অনুসরণ করে এগোচ্ছে। কিন্তু বৈসাদৃশ্যগুলো! শিকারের কোলে রাখা চায়ের কাপ–এটাও তো একটা বৈসাদৃশ্য, যা এর আগে সিরিয়াল রেপিস্টরা করতো না। এক্ষেত্রে তারা একটি প্লেট অথবা থালার মতো অন্য কোনো জিনিস স্বামীর কোলের ওপরে রাখত। এতে নড়াচড়া করতে গেলেই চিনামাটির তৈরি এসব জিনিসপত্র পড়ে যেত এবং খুনি তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে যেত। এ কৌশলগুলো খুবই সাধারণ এবং কাজে দেয় সহজেই।"

বাধ্য হয়ে রিজোলি নিউটন ক্রাইম সিনের ছবিগুলো তার সামনে ডেস্কের ওপরে রাখলো। "আমরা অপহৃত এক মহিলাকে খুঁজছি, ডা. জুকার। কিন্তু কাজের কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। যদি তাকে এখনও বাঁচিয়েও রাখা হয়ে থাকে তবে এই মুহূর্তে সে ঠিক কী অবস্থায় আছে আমি তা একদমই ভাবতে নারাজ। আমার মনে হয় আপনার উচিত এই বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া। আমাকে খুনির ব্যাপারে কিছু বলুন। বলে দিন, তাকে আমরা কীভাবে খুঁজে পাবো। কীভাবেই বা খুঁজে পাবো মিসেস ইয়েগারকে।"

ডা. জুকার চোখে চশমা লাগিয়ে প্রথম ছবিটি তুলে নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলো। মুখে কিছুই বলল না, কেবল একদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইলো। এরপর টেবিলের ওপরে সাজিয়ে রাখা ছবিগুলো দেখতে লাগলো একে একে। চামড়ার চেয়ারের ক্যাঁচকোচ শব্দ এবং আগ্রহে বিড়বিড়ানির শব্দ ছাড়া তেমন কোনো শব্দ শোনা গেল না। তার অফিসের জানালা দিয়ে রিজোলি নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস দেখতে পেল। গ্রীষ্মের এই দিনে ওটা প্রায় মরুভূমির মতো দেখাচ্ছে। শুধুমাত্র কয়েকজন শিক্ষার্থী অলসভাবে ঘাসের ওপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ব্যাকপ্যাক ও বইগুলো তাদের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এদের দেখলে খুব হিংসা হয় তার–তাদের শঙ্কাহীন দিন এবং নিষ্পাপ জীবনযাত্রাকে হিংসা করে সে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস। আর তাদের রাতগুলো–ঘুমের রাজ্যে দুঃস্বপ্নগুলো তাদেরকে কখনও তাড়া করে ফেরে না।

"আপনি বলেছেন আপনারা ঘটনাস্থলে বীর্যের আলামত পেয়েছেন?" ডা. জুকার বলল।

হঠাৎ ছাত্রছাত্রীদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ডা. জুকারের দিকে তাকালো রিজোলি। "হ্যাঁ। ছবির ঐ ডিম্বাকৃতি ছোট্ট কার্পেটটা থেকে। ল্যাব নিশ্চিত করেছে এর ব্লাড টাইপ স্বামীর সাথে মেলে না। কোডিস ডাটাবেজে ডিএনএ ইতোমধ্যেই প্রবেশ করানো হয়েছে।"

"জানি না কেন যেন আমার সন্দেহ হচ্ছে এই খুনি কিছু ব্যাপারে অনেক বেশি

BanglaBook.org

উদাসীন। ন্যাশনাল ডাটাবেজে তার ডিএনএ মিল পাওয়া যাবে কিনা সে দিকে খেয়াল রাখেনি সে। এর অর্থ এই নয় যে আমি বলতে চেয়েছি তার ডিএনএ কোডিসে থাকতে নেই।" জুকার ছবি থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকালো। "তবে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে সে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেখে যায়নি।"

"এমন কিছুই না যা ব্যবহার করে তাকে এএফআইএসে খুঁজে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, মিসেস ইয়েগারের মায়ের শেষকৃত্যের দিন ইয়েগারদের ওখানে প্রায় জনা পঞ্চাশেক মানুষের সমাগম হয়েছিল। যার মানে আমরা অনেকগুলো প্রিন্ট পেয়েছি, যেগুলো সনাক্ত করা যায়নি।"

ডা. ইয়েগারের একটি ছবির দিকে তাকাল জুকার, যেখানে রক্তাক্ত দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে সে। "এই হোমিসাইডের ঘটনা নিউটনে ঘটেছে।"

"হ্যাঁ।"

"এ ধরনের তদন্তে তো আপনাদের অংশ নেওয়ার মতো ব্যাপার সচরাচর দেখা যায় না। আপনি এতে জড়াতে গেলেন কেন?" আবারও ছবি থেকে চোখ সরিয়ে রিজোলির দিকে তাকালো সে। দৃষ্টিতে অস্বস্তির ছাপ।

"ডিটেক্টিভ কর্সাক ডেকেছিল আমাকে–"

"নামেমাত্র কেসটার দায়িত্বে রয়েছে যে। তাই তো?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু–"

"বোস্টনে কী হোমিসাইডের কেসের অভাব পড়েছে, ডিটেক্টিভ? কেন আপনি এই কেসটা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলেন?"

অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো রিজোলি। হঠাৎ তার কাছে মনে হলো কোনোভাবে তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ডা. জুকার যেন জেঁকে বসেছে। মস্তিষ্কের চারপাশে খোঁচাখুঁচি করছে। কিছু একটা খুঁজছে। আঘাতের সূক্ষ্ম দাগের মতো সামান্য কিছু হলেও সমস্যা নেই তার। "আগেও বলেছি আপনাকে," বলল সে। "মহিলাটি হয়তো এখনও বেঁচে আছে।"

"আর আপনি চাইছেন তাকে বাঁচাতে।"

"আপনি কী তা চাইছেন না?" আক্রমণাত্মক সুরে বলল রিজোলি।

"আমি কৌতূহলী ডিটেক্টিভ," তার রাগের বিষয়টি বুঝতে পেরে জুকার বলল। "আপনি কী কারো সাথে হয়েটের কেসের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন? আমি বলতে চাইছি, আপনার ওপর ব্যক্তিগতভাবে যে চাপ পড়েছে সে বিষয়ে?"

"আমি নিশ্চিত নই আপনি যা বোঝাতে চাচ্ছেন তা বুঝতে পেরেছি কিনা।"

"আপনি কী কোনো ধরনের কাউন্সেলিং গ্রহণ করেছেন?"

"আপনি কী জিজ্ঞেস করছেন চাইছেন আমি পাগলের ডাক্তারের কাছে গেছি

BanglaBook.org

কিনা?"

"বেজমেন্টে যা হয়েছিল সেটা আপনার ক্ষেত্রে খুবই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ছিল। ওয়ারেন হয়েট আপনার সাথে এমন কিছু করেছিল যা যে-কোনো পুলিশকে স্বাভাবিকভাবে ভয় পাইয়ে দিতে সক্ষম। মানসিক ও শারীরিক উভয়ভাবে সে জখম দিয়ে গেছে আপনাকে। অনেক মানুষই এই ধরনের ঘটনার পরে ট্রমাতে ভোগে। ফ্ল্যাশব্যাক, দুঃস্বপ্ন। হতাশা কাজ করে এক ধরনের।"

"স্মৃতিগুলো মোটেও ইয়ার্কি ধরনের কিছু ছিল না। কিন্তু আমি সেগুলোকে নিয়ে ভালোভাবেই বাঁচতে পারি।"

"এটা সবসময়ই আপনার রাস্তাতে এসে দাঁড়ায়, তাই না? শক্ত হয়ে থাকা। কোনো ব্যাপারে অভিযোগ না করা।"

"সবাই যেভাবে ব্যাপারগুলোর সাথে সমঝোতা করে, আমিও ঠিক তাই করি।"

"কিন্তু এমন কিছু করেন না যা দেখে আপনাকে কেউ কখনও দুর্বল ভাবে। অথবা শঙ্কিত।"

"ঘ্যানঘ্যানানি সহ্য করতে পারি না। আর নিজেও তা করতে বিরক্তবোধ করি।"

"আমি ঘ্যানঘ্যানানির কথা বলছি না। যে বিষয়ে বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো সমস্যাতে থাকেন সেটা স্বীকার করতে সমস্যাটা কোথায়।"

"কী ধরনের সমস্যা?"

"আপনিই আমাকে বলবেন, ডিটেক্টিভ।"

"না, আপনি বলবেন। যেহেতু আমাকে দেখে আপনার পাগল জাতীয় কিছু মনে হচ্ছে।"

"আমি কিন্তু সেটা বলিনি।"

"কিন্তু আপনি মনে মনে এমনটাই ভাবছেন হয়তো।"

"আপনিই সেই মানুষ যে নিজেকে পাগল সাব্যস্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। আপনি কী সেরকম কিছু অনুভব করছেন?"

"দেখুন, এসব ব্যাপারে পরে কথা হবে।" আবারও ইয়েগারের ক্রাইম সিনের ছবিগুলো সে তাকে দেখালো। "আমরা আমাকে নিয়ে কথা বলছি কেন?"

"কারণ আপনি যখন এই ছবিগুলোকে দেখছেন, আপনি ওয়ারেন হয়েট ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পাচ্ছেন না। আমি ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, ঠিক কেন।"

"ঐ কেস ক্লোজ হয়ে গেছে। আমি সামনে অগ্রসর হতে চাইছি।"

"পারছেন কী? সত্যি করে বলুন তো?"

প্রশ্নটি এমন কোমলস্বরে করলো, যা শুনে রিজোলি হয়ে পড়লো স্তব্ধ।

BanglaBook.org

রহস্যজনকভাবে তার ওপর প্রচণ্ড পরিমাণে ক্ষুব্ধ হলো সে। অত্যন্ত পরিমাণে ক্ষুব্ধ, অন্তত এই সত্যটা বুঝতে পেরে যে ডা. জুকার তার না বলা অনেক কথা ধরে ফেলেছে। ওয়ারেন হয়েট তার জীবনে একটা গভীর ক্ষত রেখে গেছে। হাতের দিকে তাকিয়ে তার শাস্তিস্বরূপ জখমের চিহ্নটি দেখা ছাড়া যেন আর কিছুই করার নেই তার। কিন্তু শারীরিকভাবে জখমটা সেই পরিমাণের বাজে নয়। গত গ্রীষ্মে বেজমেন্টে সে নিজের অপরাজেয় ভাবটা হারিয়েছে। তার আত্মবিশ্বাস খুইয়েছে। ওয়ারেন হয়েট তাকে শিখিয়েছে তার মতো মেয়ে ঠিক কতটা ভয় পেতে পারে।

"আমি এখানে ওয়ারেন হয়েটের ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি," বলল সে।

"হ্যাঁ, সে-ই মূল কারণ যার কারণে এখানে এসেছেন আপনি।"

"না। আমি এখানে এসেছি কারণ আমি এই দুই খুনির কিছু বিষয়ে সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছি। শুধু আমার সন্দেহই নয় এটা। ডিটেক্টিভ কর্সাকও বিষয়টি খেয়াল করেছে। তাহলে সেই বিষয়ে আসা যাক, ঠিক আছে?"

জুকার তার দিকে তাকিয়ে অমায়িক একটা হাসি দিলো। "ঠিক আছে।"

"এই খুনির ব্যাপারে কী মনে হচ্ছে আপনার?" ছবির দিকে নির্দেশ করল রিজোলি। "তার ব্যাপারে আমাকে কী কিছু বলতে পারবেন?"

জুকার আবারও ডা. ইয়েগারের ছবিগুলোর দিকে মনোযোগ দিলো। "আপনাদের অজ্ঞাত ব্যক্তিটি অনেক বেশি সংগঠিত। কিন্তু আপনি তো সেটা আগে থেকেই জানেন। সে ক্রাইম সিনে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল। গ্লাস কাটার, স্টান গান, ডাক্ট টেপ। সে এই দম্পতিকে এত সহজে পরাভূত করে ফেলেছে যাতে করে আপনার মনে হয়েছে..." ডা. জুকার তার দিকে তাকালো। "এখানে কী কোনো দ্বিতীয় খুনির থাকার সম্ভাবনা নেই? অথবা কোনো পার্টনার?"

"শুধুমাত্র এক সেট ফুটপ্রিন্ট পাওয়া গেছে।"

"তাহলে এই খুনিটি অনেক বেশি দক্ষ। আর নিজের কাজের ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নবান।"

"কিন্তু সে নিজের বীর্য কার্পেটের ওপর ফেলে রেখে গেছে। নিজের পরিচয়ের একটা অংশ সে আমাদের কাছে ফেলে গেছে। এটা তার সবথেকে বড়ো ভুল।"

"হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। আর আমার ধারণা এটা সে জেনেবুঝেই করেছে।"

"তাহলে সে মিসেস ইয়েগারের ওপরে সেই বাড়িতেই আক্রমণ করতে গেল কেন? কেন পরে করলো না কাজটা? কোনো সুরক্ষিত অবস্থানে? যদি সে বাড়িতে আক্রমণ এবং স্বামীকে নিয়ন্ত্রণের মতো সুসংগঠিত হয়েই থাকে তাহলে–"

"হয়তো এটাই তার বাস্তব প্রতিদান ছিল।"

"কী বলতে চাইছেন?"

"একটু ভাবুন। ডা. ইয়েগার সেখানেই বন্দী এবং অসহায় অবস্থায় বসে ছিল।

BanglaBook.org

অন্য লোকের দ্বারা তার *সম্পত্তি* অধিগ্রহণের বিষয়টি দেখতে বাধ্য হয়েছিল সে।"

"সম্পত্তি," কথাটির পুনরাবৃত্তি করলো রিজোলি।

"এই খুনির মনে, মেয়েমানুষ হয়তো এমনই। অন্য লোকের সম্পত্তি। অনেক যৌনবিকারগ্রস্ত শিকারি এই কারণে দম্পতির ওপরে আক্রমণ করার মতো ঝুঁকি নেয় না। তারা একাকী মেয়েদের ওপরে আক্রমণ চালায়, তুলনামুলকভাবে সহজ লক্ষ হয় যা। এই ছবিতে কোনো লোকের উপস্থিতি কিছুটা বিপজ্জনক হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সে তার সাথে মোকাবেলা করার মতো প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল। এটা কী তার মজার কোনো অংশ হতে পারে না বা তার উৎফুল্লভাবের অংশ, যে তার কাজের একজন দর্শক থাকবে?"

একটি ভয়াবহ ঘটনার দর্শক। রিচার্ড ইয়েগারের ছবির দিকে তাকালো সে, যে দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। হ্যাঁ, এটাই তার প্রথম ধারণা ছিল যখন সে-ও তাকে প্রথমবার এই অবস্থায় ফ্যামিলি রুমে দেখেছিল।

জুকার জানালার দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরে, যখন আবারও কথা বলল সে, তার কণ্ঠস্বর নরম এবং জড়ানো শোনালো; যেন শব্দগুলো তার স্বপ্নের ঘোর থেকে বের হয়ে আসছে।

"এটা শক্তির খেলা ছিল। সেই সাথে নিয়ন্ত্রণের। অন্য একটি মানুষের ওপর কর্তৃত্বের খেলা। শুধু মহিলাটি নয়, লোকটির ওপরেও কিন্তু সে এই খেলাটি খেলতে চেয়েছিল। হয়তো লোকটির অমন অবস্থা দেখে অধিক উত্তেজনা পেয়েছিল সে এবং সে-ই হয়তো তার কল্পনার বড়ো একটা অংশ ছিল। আমাদের খুনিটি ঝুঁকির অংশগুলো ভালোভাবেই জানতো, কিন্তু তারপরেও তার তাড়নাগুলো তাকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছিল। তার কল্পনাগুলো তাকে এবং তার বদলে সে তার শিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার চেষ্টা করে। সে অনেক বেশি শক্তিশালী। ডমিনেটর বলা যায় যাকে। তার শত্রু অথর্ব এবং অসহায় হয়ে তার সামনে বসে থাকবে এটাই চেয়েছিল সে। আমাদের খুনিটি ঠিক সেই কাজটাই করেছিল যা বিজয়ী সশস্ত্রবাহিনীর সৈনিকেরা করে থাকে। নিজের পুরস্কার হরণ। ধর্ষণ করেছিল সে মহিলাটিকে। তার আত্মতুষ্টি আরও বেড়ে গিয়েছিল যখন ডা. ইয়েগার নিজের সর্বোচ্চ বল দিয়ে ঘটনাটি সংগঠিত হওয়া থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। এই আক্রমণ শুধুমাত্র যৌন আগ্রাসন ছিল না; এটা তার পৌরুষত্বের পরীক্ষাও ছিল। একজন পুরুষের অন্য আরেকজনের বিপক্ষে জয়লাভ। বিজেতার লুণ্ঠনের ঘটনা এটা।"

বাইরে, ছাত্রছাত্রীরা লন থেকে নিজেদের ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে, পোশাক থেকে ঘাসগুলো ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়লো। বিকেলের সূর্যালোক সবকিছুকে সোনালি আভায় রঞ্জিত করেছে। দিনের বাকি সময়ে এই ছাত্রছাত্রীরা ঠিক কী করতে চলেছে? ভাবতে লাগলো রিজোলি। হয়তো জিরোবে নতুবা একে অপরের সাথে আড্ডা

BanglaBook.org

দেবে। নইলে পিজ্জা আর বিয়ার তো রয়েছেই। আর আছে দুঃস্বপ্নবিহীন ঘুমের গভীর রাজ্য। নিষ্পাপের ঘুম।

এমন একটা জিনিস যা হয়তো আমি আর কখনই ফিরে পাবো না।

তার সেল ফোন হঠাৎ বেজে উঠলো। "একটু আসছি," এই বলে ফোনটির ফোল্ড খুলে নিলো সে।

হেয়ার, ফাইবার অ্যান্ড ট্রেস এভিডেন্স ল্যাব থেকে এরিন ভলোচকো ফোন করেছে। "ডা. ইয়েগারের দেহ থেকে যেসব ডাক্ট টেপ নিয়ে আসা হয়েছিল আমি সেগুলোর প্রত্যেকটি স্ট্রিপ ইতোমধ্যেই পরীক্ষা করে ফেলেছি," বলল এলিন। "এরই মধ্যে আমি ডিটেক্টিভ কর্সাকের কাছে সেই রিপোর্ট ফ্যাক্স করেও দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি বিষয়টি তোমাকে জানানো প্রয়োজন।"

"কী পেয়েছ তুমি?"

"অ্যাডহেসিভের সাথে আমি কিছু ছোটো ছোটো বাদামি রঙের চুল পেয়েছি। পায়ের লোম, ভিক্টিমের দেহ থেকে টেপ উঠানোর সময় যা উঠে এসেছিল হয়তো।"

"ফাইবার?"

"সেগুলোর ব্যাপারে পরে আসছি। কিন্তু এখানে আমি একটা চমকপ্রদ জিনিস পেয়েছি। শিকারের গোড়ালির কাছ থেকে যে স্ট্রিপ তোলা হয়েছিল সেখানে একটি গাঢ় বাদামি রঙের চুলের তন্তু পেয়েছি, যা একুশ সেন্টিমিটার লম্বা।"

"তার স্ত্রী তো ব্লন্ড।"

"জানি আমি। এই কারণেই তো এই একটা চুলের তন্তু চমকপ্রদ লেগেছে।"

খুনির হবে তাহলে, ভাবলো রিজোলি। এটা আমাদের খুনির মাথা থেকেই এসেছে। জিজ্ঞেস করলো সে, "কোনো এপিথেলিয়াল সেল পেয়েছ কী?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তো সেই চুলের তন্তু থেকে আমরা সহজেই ডিএনএ বের করতে পারবো। যদি এটা বীর্যের আলামতের সাথে মেলে–"

"এটা বীর্যের আলামতের সাথে কোনোভাবেই মিলবে না।"

"কীভাবে বুঝলে তুমি?"

"কারণ এই চুলের তন্তু খুনির হতেই পারে না," এরিন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উত্তর দিলো। "যদি না সে জোম্বি হয়।"

BanglaBook.org

।। অধ্যায় চার ।।

বোস্টন পিডির হোমিসাইড ইউনিটের ডিটেক্টিভদের ক্রাইম ল্যাবে পৌঁছতে হলে শ্রোইডার প্লাজার রোদমাখা হলওয়ে ধরে সাউথ উইংয়ে দিকে সামান্য পথ হাঁটতে হয়। এই হল দিয়ে অসংখ্যবার হেঁটে গেছে রিজোলি। তখন প্রায়শ তার চোখ জানালা দিয়ে চলে যেত পার্শ্ববর্তী রক্সবারির দিকে, যেখানে দোকানগুলোকে রাতের বেলায় বার ও তালার ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয় এবং প্রত্যেক পার্কড গাড়ি আসে ক্লাবের সৌজন্যে। কিন্তু আজকে তার মন কিছু উত্তরের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, আর এ কারণে আশেপাশের কোনো কিছুর দিকে তাকানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না। তার লক্ষ সোজা রাস্তায় অবস্থিত রুম এস২৬৯ এর দিকে নিবদ্ধ–*হেয়ার, ফাইবার অ্যান্ড ট্রেস এভিডেন্স ল্যাব* বলা হয়ে থাকে যেটাকে।

জানালাবিহীন ঘরটার মধ্যে ঠাসাঠাসি করে রাখা মাইক্রোস্কোপ এবং একটি গামাটেক প্রিজম গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফের সাথে ল্যাবের প্রধান কর্মকর্তা ক্রিমিনালিস্ট এরিন ভলোচকোও রয়েছে। সূর্যের আলো এবং বাইরের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাইক্রোস্কোপিক লেন্সের এক ভিন্ন জগতে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। চোখগুলো ক্লান্ত দেখালেও দৃষ্টি তির্যক তার, দীর্ঘসময় ধরে মাইক্রোস্কোপের আইপিসে চোখ রাখার ফল এটা। রিজোলি ঘরের ভেতরে ঢুকলে, এরিন তার মুখোমুখি হলো।

"আমি কেবলমাত্র তোমাকে দেখানোর জন্যই এটিকে মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখলাম। দেখো।"

রিজোলি বসে টিচিং আইপিস দিয়ে জিনিসটিকে দেখতে লাগলো। সে এমন এক ধরনের হেয়ার শ্যাফট দেখতে পেল যাকে সমান্তরালভাবে ফিল্ডের সাথে আটকে রাখা হয়েছে।

"এটাই সেই লম্বা বাদামি চুলের তন্তু যেটা আমি ডা. ইয়েগারের গোড়ালির অংশের ডাক্ট টেপের স্ট্রিপ থেকে পেয়েছি," এরিন বলল। "এটাই একমাত্র এই ধরনের তন্তু যা অ্যাডহেসিভে পেয়েছি। মুখ যে স্ট্রিপ দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে সেখানে ভিক্টিমের পায়ের ছোটো ছোটো লোম এবং সেই সাথে তার মাথার একটি চুলও রয়েছে। কিন্তু সেসব আন্দাজে এই তন্তুটি একেবারেই ভিন্ন গোত্রের। আর কিছুটা ধাঁধাঁযুক্ত। ভিক্টিমের মাথার চুল কিংবা তার স্ত্রীর হেয়ারব্রাশ থেকে যেসব চুলের তন্তু পাওয়া গেছে তার কোনোটার সাথেই মেলেনি।"

রিজোলি ফিল্ড নাড়াচড়া করে, হেয়ার শ্যাফটটি আবারও ভালোভাবে নিরীক্ষা

BanglaBook.org

করতে লাগলো। "এটা তো কোনো না কোনো মানুষেরই চুল, তাই না?"

"হ্যাঁ, এটা মানুষের চুল।"

"তাহলে এটা আমাদের খুনির চুল হতে পারবে না কেন?"

"দেখো ভালো করে। কী দেখতে পাচ্ছো, বলো আমাকে।"

কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল রিজোলি। ফরেনসিক হেয়ার এক্সামিনেশনে যে বিষয়গুলো সে শিখেছে সেগুলোর প্রায় সব ক'টাই মনে করার চেষ্টা করলো। সে জানে কোনো কারণ তো অবশ্যই রয়েছে যার ফলে এরিন প্রক্রিয়াগুলো এত নিয়মমাফিকভাবে দেখাচ্ছে; তার কণ্ঠে সে উত্তেজিত হওয়ার বিষয়টিও লক্ষ করেছে। "চুলের তন্তুটি কিছুটা বাঁকানো, বক্রতার ধরন দশমিক এক কিংবা দশমিক দুইয়ের মতো হতে পারে। আর তুমি বলেছো শ্যাফট লেন্থ একুশ সেন্টিমিটারের মতো।"

"মেয়েদের চুলের স্টাইলের গোত্রে পড়ছে," এরিন বলল। "পুরুষের চুলের তুলনায় কিছুটা বড়ো।"

"এই দৈর্ঘ্যের ব্যাপারটিই কী তোমাকে ব্যাখ্যা করেছে সব?"

"না। চুলের দৈর্ঘ্য লিঙ্গ নির্ধারণ করে না কখনও।"

"তাহলে আমি কোন বিষয়টিতে মনোযোগ দেবো?"

"প্রক্সিম্যাল এন্ড। চুলের গোড়ার অংশে। তুমি কী অদ্ভুত কিছু দেখতে পাচ্ছো না?"

"চুলের গোড়ার দিকের অংশ কিছুটা জীর্ণ ধরনের। অনেকটা ব্রাশের মতো।"

"ঠিক এই একই শব্দটা ব্যবহার করবো আমিও। আমরা এটিকে *ব্রাশলাইক রুট এন্ড* বলে থাকি। কর্টিকাল ফাইব্রিলসের সম্মিলিত দশা। চুলের গোড়ার এই অংশ পরীক্ষা করে আমরা ঠিকভাবে বলে দিতে পারি চুলের এই তন্তুটি বৃদ্ধির ঠিক কোন পর্যায়ে ছিল। তোমার ধারণা কী বলে শুনি?"

রিজোলি চুলের গোড়ার কন্দের মতো অংশ এবং অতিশয় পাতলা আবরণের দিকে মনোনিবেশ করলো। "চুলের গোড়ার অংশে স্বচ্ছ কিছু একটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।"

"একটি এপিথেলিয়াল সেল," এরিন বলল।

"তার মানে এটা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ ধাপে ছিল, তাই তো?"

"হ্যাঁ। গোড়ার দিকের অংশটা কিছুটা প্রলম্বিত। তার মানে বলা যেতে পারে এই চুলটি অ্যানাজেন পর্যায়ের শেষের দিকে ছিল। অর্থাৎ বৃদ্ধিদশার শেষ পর্যায়ে। আর এই এপিথেলিয়াল সেল আমাদেরকে ডিএনএ'র সন্ধানও দেবে।"

রিজোলি মাথা উঁচু করে এরিনের দিকে তাকালো। "আমি তো বুঝতে পারছি না এটার সাথে জোম্বির সম্পর্ক কী?"

BanglaBook.org

আলতো করে হাসলো এরিন। "আক্ষরিক অর্থে আমি জিনিসটাকে ওভাবে বোঝাতে চাইনি তো।"

"মানে?"

"হেয়ার শ্যাফটের অংশটা আবারও দেখো। গোড়ার দিকের তন্তুর অংশটা খেয়াল করো ভালোভাবে।"

আবারও, রিজোলি মাইক্রোস্কোপের দিকে তাকিয়ে হেয়ার শ্যাফটের গাঢ় অংশের দিকে মনোনিবেশ করলো। "রং সবদিকে সমানভাবে বিন্যস্ত নেই," বলল সে।

"এরপর।"

"শ্যাফটে একটা কালো রঙের ব্যান্ডের মতো অংশ দেখা যাচ্ছে, গোড়ার একটু ওপরে। এটা কী?"

"এটাকে *ডিস্টাল রুট ব্যান্ডিং* বলে," এরিন বলল। "এখানেই সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড ডাক্ট ফলিকলে প্রবেশ করে। সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে এমন কিছু ধরনের এনজাইম নির্গত হয়ে থাকে যা কোষকে ভাঙতে সাহায্য করে, অনেকটা পরিপাক ক্রিয়ার মতো। এর কারণে চুলের গোড়া কিছুটা ফুলে উঠে এবং চুলের নিচের দিকে গাঢ় রঙের ব্যান্ড তৈরি হয়। আমি এটাই তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম। ডিস্টাল ব্যান্ডিং। আর কিছু হলেও এটা তোমাদের খুনির হতে পারে না। এটা হয়তো তার পোশাক থেকে পড়েছে। কিন্তু তার মাথা থেকে নয়।"

"কেন নয়?"

"ডিস্টাল ব্যান্ডিং এবং ব্রাশলাইক রুট এন্ডের মতো ঘটনা পোস্টমর্টেম চেঞ্জের ফলেই ঘটে।"

রিজোলি এক ঝটকায় মাথা উঠালো। একভাবে তাকিয়ে রইলো এরিনের দিকে। "পোস্টমর্টেম?"

"হ্যাঁ, ঠিক শুনেছ। এটা গলতে থাকা কোনো মাথার ত্বক থেকে আসে। চুলের তন্তুর এই ধরনের পরিবর্তন অনেক পুরোনো এবং এটা দেখে পরিষ্কারভাবে পচনের প্রক্রিয়ার বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে। এটা কোনোভাবেই তোমাদের খুনির মাথার চুল হতে পারে না, যদি না সে কোনো কবর থেকে উঠে না এসে থাকে।"

রিজোলির গলার স্বর ফিরে পেতে যেন কিছুটা সময় লাগলো। "এই মানুষটা আনুমানিক কতদিন আগে মারা গেছে বলে তোমার ধারণা? আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম চুলের এরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঠিক কতটা সময় লাগতে পারে?"

"দুর্ভাগ্যক্রমে, ব্যান্ডিং এর পরিবর্তন পোস্টমর্টেম ইন্টারভাল বলতে কোনো সাহায্যকারী ভূমিকা রাখে না। মৃতের মাথার ত্বক থেকে এই চুল আট ঘণ্টা কিংবা মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরেও তোলা হয়ে থাকতে পারে। অতিযত্নসহকারে মৃতদেহ

BanglaBook.org

থেকে তুলে রাখা অনেকদিন আগেকার চুলও দেখতে অনেকটা এরকমই হয়ে থাকে।"

"যদি জীবন্ত অবস্থাতেই কারো মাথা থেকে এই চুল তুলে নেওয়া হয় তো? এরপর হয়তো কোথাও ফেলে রেখেছিল? তাহলে কী এই ধরনের পরিবর্তন দেখা দেবে?"

"না। পচনের ফলে এ ধরনের পরিবর্তন একমাত্র তখনই ঘটে যখন সেটা মৃত মানুষের মাথার ত্বকের সংস্পর্শে থাকে। তারপর মৃত্যুর পরে সেটিকে হয়তো তুলে ফেলা হয়েছে, এমন হওয়াটাও অসম্ভব কিছু না।" এরিন রিজোলির হতবাক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলো। "তোমাদের অজ্ঞাত মানুষটির সঙ্গে মৃতদেহের সম্পৃক্ততা রয়েছে। নিজের পোশাকে এ ধরনের চুল নিয়ে এসেছিল সে। যখন ডা. ইয়েগারের গোড়ালি বাঁধছিল তখনই সেটা টেপের সাথে লেগে যায়।"

ধীরকণ্ঠে বলল রিজোলি "তাহলে তার আরও একজন ভিক্টিম রয়েছে।"

"এই সম্ভাব্যতাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আমি আরও একটা সম্ভাব্যতার কথা তোমাকে বলতে পারি।" এরিন আরেকটি কাউন্টারটপের দিকে এগিয়ে ছোটো একটা ট্রে নিয়ে এলো যেখানে ডাক্ট টেপের খোলা একটা অংশ রাখা। "এই অংশ ডা. ইয়েগারের কব্জি থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল। এটাকে ইউভি'র নিচে রেখে দেখাতে চাই। সুইচটা একটু বন্ধ করে দাও, পারবে?"

রিজোলি সুইচ বন্ধ করে দিলো। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে, এরিনের ছোটো ইউভি ল্যাম্প ভূতুড়ে নীলাভ-সবুজ রঙে জ্বলজ্বল করতে লাগলো। ইয়েগারদের বাড়িতে মিক যে ক্রাইমস্কোপ ব্যবহার করেছিল সেটার তুলনায় এটা অনেক অনেক কম শক্তিশালী, কিন্তু এর আলোকচ্ছটা টেপের স্ট্রিপ ভেদ করে চলে গেল। উন্মোচিত হলো চমকপ্রদ কিছু জিনিস। ক্রাইম সিনে যেগুলো অ্যাডহেসিভ টেপ থেকে যায় সেগুলো ডিটেক্টিভদের কাছে মূল্যবান সম্পদ হিসাবেই পরিগণিত হয়। ফাইবার, চুল, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এমনকি চামড়ার কোষে ফেলে যাওয়া অপরাধীর *ডিএনএ* এই টেপগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করে। ইউভির নিচে, রিজোলি ধূলিকণার কিছু নমুনা এবং ছোটো কিছু চুল দেখতে পাচ্ছে। সেই সাথে টেপের গা ঘেঁষে, খুব সূক্ষ্ম ধরনের ফাইবারের প্রান্ত।

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছো ফাইবারের এই ধারগুলো কীভাবে চলে গেছে?" এরিন প্রশ্ন করলো। "এগুলো তার কব্জিতে লাগানো টেপের প্রায় পুরোটা জুড়েই রয়েছে, এমনকি তার গোড়ালির টেপেও। এগুলো দেখে কোনো ম্যানুফ্যাকচারের আর্টিফ্যাক্ট বলে মনে হয়েছে আমার।"

"কিন্তু এগুলো তো তা নয়।"

"না। যদি তুমি কোনো টেপের রোল এর পাশে ফেলে রাখো তাহলে

BanglaBook.org

ধারগুলোর রোল যার ওপরে পড়ে থাকবে সেটার আকার গ্রহণ করবে। এগুলো কোনো পৃষ্ঠতলের ফাইবার। আমরা যেখানেই যাই না কেন, আমরা আমাদের আশেপাশের পরিবেশের অদেখা অনেক কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই এবং এ ধরনের নমুনা আমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ফেলে আসি। একই কাজটি তোমাদের খুনিও করেছে।" এরিন রুমের লাইট জ্বালিয়ে দিলে হঠাৎ আলোর সংস্পর্শে এসে রিজোলি চোখ পিটপিট করতে লাগলো।

"এগুলো কোন ধরনের ফাইবার?"

"দেখাচ্ছি তোমাকে," এরিন চুলের তন্তুর স্লাইডটা সরিয়ে সেই জায়গায় আরেকটা স্লাইড রাখলো। "টিচিং হেড দিয়ে একে দেখো এবার। আমি ব্যাখ্যা করছি এখানে কী দেখবে তুমি।"

রিজোলি আইপিসে চোখ লাগিয়ে একটা গাঢ় রঙের ফাইবার দেখতে পেল, যা ইংরেজি সি অক্ষরের মতো বেঁকে আছে।

"এটা আমি ডাক্ট টেপের ধার থেকে পেয়েছি," এরিন বলল। "এরপর গরম বাতাস ব্যবহার করে টেপের প্রত্যেকটি স্তর আলাদা করে ফেলেছি। এই গাঢ় নীল ফাইবার প্রায় পুরোটা জুড়েই রয়েছে। এখন তোমাকে আমি ক্রস সেকশনটা দেখাই।" এরিন একটি ফাইল ফোল্ডার নিয়ে সেখান থেকে একটা ছবি বের করলো। "স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে জিনিসটা ঠিক এমন দেখায়। দেখতে পাচ্ছো ঠিক কীভাবে ফাইবারটি ডেল্টা আকৃতি ধারণ করেছে? যেন ছোট্ট একটা ত্রিভুজ। এভাবেই তৈরি করা হয়েছে এটা যেন এতে ময়লা কম জমে। এই ধরনের ডেল্টা আকৃতি কার্পেটের ফাইবারে দেখা যায়।"

"তাহলে এটা হাতে তৈরি কোনো জিনিস?"

"ঠিক ধরেছ।"

"বাইরেফ্রিঞ্জেন্স কী বলে?" রিজোলি জানে যখন আলো কোনো সিনথেটিক ফাইবারের মধ্য দিয়ে নির্গত হওয়ার চেষ্টা করে তখন এটা সবসময়েই দুটো ভিন্ন তল বরাবর বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে, যেন ক্রিস্টালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের দ্বৈত বিচ্ছুরণের ঘটনাকে বাইরেফ্রিঞ্জেন্স বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রতিটা ফাইবারের ক্যারেক্টার ইনডেক্স রয়েছে যা পোলারাইজিং মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে নির্ধারণ করা হয়।

"এই বিশেষ ধরনের নীল ফাইবারের," এরিন বলল, "বাইরেফ্রিঞ্জেন্স ইনডেক্স শূন্য দশমিক শূন্য ছয় তিনের কাছাকাছি।"

"এটা কি কোনো বিশেষ কিছুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?"

"নাইলন সিক্স, সিক্স। মূলত কার্পেট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে কারণ এটি দাগনিরোধক, স্থিতিস্থাপক ও শক্ত। বিশেষত, এই ফাইবারের ক্রস সেকশনাল

BanglaBook.org

আকৃতি এবং ইনফ্রারেড স্পেক্ট্রোগ্রাফ একটা ডুপয়েন্ট প্রোডাক্ট অ্যান্ট্রনের সদৃশ যা কার্পেট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।"

"আর এটার রং গাঢ় নীল, তাই তো?" রিজোলি বলল। "বেশিরভাগ মানুষই এ ধরনের রং বাড়িতে ব্যবহার করবে না। তোমার কথা শুনে একে অটো কার্পেটের মতো কিছু মনে হচ্ছে।"

মাথা নাড়ালো এরিন। "সত্যি বলতে কি, এ ধরনের রং, নাম্বার এইট-ও-টু ব্লু অনেকদিনব্যাপীই আমেরিকান অভিজাত গাড়ির ক্ষেত্রে উত্তম জিনিস হিসাবে বিবেচ্য হয়ে আসছে। কখনও কখনও ক্যাডিলাক ও লিংকনে এটি ব্যবহার করতে দেখা যায়।"

ঘটনাগুলো কোন দিকে এগোচ্ছে তৎক্ষণাৎ ঠাহর করতে পারলো রিজোলি। তর সইতে না পেরেই বলল সে, "ক্যাডিলাকের তো লাশবাহী গাড়িও রয়েছে।"

মুচকি হাসলো এরিন। "শুধু ক্যাডিলাকেরই নয়, লিংকনেরও এ ধরনের যান রয়েছে।"

উভয়ের মাথাতেই একই জিনিস ঘুরতে লাগলো *এই খুনি এমন একজন মানুষ যার সাথে মৃতদেহের কোনো না কোনো সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।*

রিজোলি সেই সব মানুষের ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলো যারা সচরাচর লাশের আশেপাশে থাকে। এই মানুষগুলোর দলে রয়েছে পুলিশ আর মেডিক্যাল এক্সামিনাররা, যাদেরকে সর্বাগ্রে কোনো ক্রাইম সিনে লাশের কাছে পৌছাতে হয়। প্যাথলজিস্ট আর তার সহকারী। মৃতদেহ সংরক্ষণকারী এবং ফিউনেরাল ডিরেক্টর। রিস্টোরার–যারা লাশের চুল পরিষ্কার করে এবং মুখে মেকআপ দিয়ে শেষবারের জন্য তার প্রিয়জনদের কাছে উত্তমরূপে উপস্থাপন করে। মৃত মানুষ এভাবে প্রায় অনেকেরই সংস্পর্শে এসে থাকে। তাদের কোনো কিছুর ট্রেস সেই মানুষগুলোর সংস্পর্শে খুব সহজেই আসার কথা যারা মৃতদেহে কোনো না কোনোভাবে হাত লাগায়।

এরিনের দিকে তাকালো রিজোলি। "নিরুদ্দেশ মহিলাটি, অর্থাৎ গেইল ইয়েগার..."

"কী হয়েছে তার?"

"তার মা গতমাসে মারা গেছে।"

জোয়ি ভ্যালেন্টাইন মৃতদেহে নতুন করে প্রাণসঞ্চারের কাজ করে থাকে।

হুইটনি ফিউনারেল হোম অ্যান্ড চ্যাপেলের আলো ঝলমলে প্রিপারেশন রুমে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে রিজোলি ও কর্সাক। জোয়ির গ্রাফটোবিয়ান মেকআপ কিট খুঁজে বের করে নিয়ে আসার ঘটনা দেখছে ওরা। এর মধ্যে ক্রিম হাইলাইটারের ছোটো ছোটো জার, রুজ এবং লিপস্টিক পাউডার আছে। দেখে কোনো থিয়েটারের মেকআপের মতো মনে হলেও, এই ক্রিম ও রুজ লাশের ধূসর চামড়াতে প্রাণের পরশ ফিরিয়ে দিতেই ব্যবহৃত হয়। যখন জোয়ি লাশের হাতে মডেলিং ওয়াক্স মাখাচ্ছে, পাশে রাখা বুমবক্স থেকে এলভিস প্রিসলির মখমলি কণ্ঠে গাওয়া "লাভ মি টেন্ডার" গানটি ভেসে আসছে। আইভি ক্যাথেটার এবং আর্টেরিয়াল কাট ডাউনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন ছিদ্র এবং জখম ঢাকার অস্থায়ী ব্যবস্থা এটা।

"এটা মিসেস ওবারের সবথেকে প্রিয় গান ছিল," কাজের ফাঁকে প্রিপারেশন টেবিলের পাশে রাখা ইজেলের ছবি তিনটির দিকে একঝলক দেখে নিয়ে বলল সে। জোয়ি যে ধূসর ও নষ্ট হয়ে যাওয়া লাশের ওপর মেকআপ লাগাচ্ছে তার সাথে ছবিগুলোর যথেষ্ট মিল রয়েছে। রিজোলির ধারণা ইজেলের ছবিগুলো মিসেস ওবারের।

"তার ছেলে বলেছে সে নাকি এলভিসের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল," জোয়ি বলল। "গ্রেসল্যান্ডে তিনবারের মতো গিয়েছিল। তার ছেলেই এই ক্যাসেটটি এনে দিয়েছে যেন মেকআপ করার সময় আমি গানগুলো বাজাতে পারি। আমি সবসময়েই মৃত ব্যক্তিদের পছন্দের গান অথবা সুর বাজানোর কাজটা করি। এতে তাদেরকে চিনতে এবং অনুভব করতে আমার সুবিধা হয়। আপনি কারো পছন্দের মিউজিক শুনে তার সম্পর্কে অনেকটাই আন্দাজ করে নিতে পারবেন।"

"এলভিসের এই ফ্যানকে তাহলে কেমন মেক-আপ লাগাবেন আপনি?" কর্সাক বলল।

"আপনি জানেন। উজ্জ্বল রঙের লিপস্টিক। বড়ো চুল। সোস্তাকোভিচ যারা শুনে তাদের মতো দেখতে হবে না অন্তত।"

"মিসেস হ্যালো ওয়েল তাহলে কী ধরনের মিউজিক পছন্দ করতো?"

"আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"এক মাস আগেই আপনি তাকে সাজানোর কাজ করেছেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু বিস্তারিত কিছু মনে নেই আমার।" জোয়ি লাশের হাতে ওয়াক্স লাগানোর কাজ শেষ করলো। এরপর টেবিলের দিকে অগ্রসর হলো এবং 'ইউ এইন্'ট নাথিং বাট অ্যা হাউন্ড ডগ' বিটের তালে তালে মাথা নাড়াতে লাগলো। কালো জিন্স ও ডক মার্টিনস পরা মানুষটিকে দেখে শূন্য ক্যানভাসের প্রতিপন্থি তরুণ শিল্পী বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মাংসের ঠান্ডা দলা তার ক্যানভাস, মেকআপ ব্রাশ এবং রুজের পট তার আঁকিবুঁকির উপকরণ। "ব্রোঞ্জ ব্রাশ লাইট দিলে ভালো দেখাবে মনে হয়," কথাটা বলে রুজের উপযুক্ত পাত্রটি নিয়ে এলো। এরপর মিক্সিং স্প্যাটুলা

BanglaBook.org

দিয়ে, স্টেইনলেস স্টিলের প্যালেটের ওপরে রংগুলোকে মিশিয়ে নিলো। "হ্যাঁ, এই বুড়ো এলভিস কন্যাটির জন্য এটা একদম মানানসই হবে।" লাশের গালে আস্তে আস্তে রুজের রং বোলাতে লাগলো। সেই সাথে চুলের রেখা পর্যন্ত মিলিয়ে দিল নিখুঁতভাবে, যেখানে চুলের কালো ডাইয়ের বিপরীতে রুপালি চুলের গোঁড়াগুলো উঁকিঝুঁকি মারছে।

"আপনি কী মিসেস হ্যালো ওয়েলের মেয়ের সাথে কথা বলার বিষয়টি স্মরণ করতে পারবেন?" এই কথা বলে গেইল ইয়েগারের একটি ছবি বের করে জোয়িকে দেখালো রিজোলি।

"আপনার মি. হুইটনিকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করা উচিত। সে-ই এখানকার বেশিরভাগ কাজের তদারকি করে থাকেন। আমি শুধুমাত্র তার সহকারী–"

"কিন্তু আপনি ও মিসেস ইয়েগার একে অপরের সাথে শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে তার মায়ের মেকআপের বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যেহেতু এই কাজগুলো আপনিই করে থাকেন।"

জোয়ির দৃষ্টি গেইল ইয়েগারের ছবির ওপরে নিবদ্ধ। "হ্যাঁ, মনে পড়ছে আমার। সে খুবই অমায়িক একজন মহিলা ছিল," কোমলস্বরে জানালো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রিজোলি। "কীভাবে?"

"দেখুন, আমি নিয়মিত খবর দেখি এবং তার ব্যাপারে প্রচারিত খবরেও নজর আছে আমার। আপনার কী এখনও মনে হয় মিসেস ইয়েগার বেঁচে আছে?" জোয়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্সাকের দিকে ভ্রুকুটি করে বলল, যে এতসময় প্রিপারেশন রুমে পায়চারি করে ক্যাবিনেটগুলোর মধ্যে দেখার চেষ্টা করছে। "ওহ...ডিটেক্টিভ? আপনি কী বিশেষ কোনো কিছু খুঁজছেন?"

"না। আপনারা মর্চুয়ারিতে ঠিক কোন ধরনের জিনিসপত্র রাখেন, সেটাই একটু দেখছি আর কি।" একটা ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল কর্সাক। "এটা কী কার্লিং আয়রন?"

"হ্যাঁ। আমরা শ্যাম্পু করে চুল ওয়েভ করার কাজ করি। ম্যানিকিউর। আমাদের গ্রাহকদের যেটাতে সবথেকে ভালো লাগবে।"

"আমি শুনেছি আপনি এই কাজে অনেক ভালো।"

"তারা সবাই আমার কাজে সন্তুষ্ট।"

হাসলো কর্সাক। "এই মৃত মানুষগুলোই কি আপনাকে কথাটা বলে গেছে?"

"আসলে আমি তাদের পরিবারের কথা বলতে চেয়েছিলাম। তাদের পরিবার আমার কাজে সন্তুষ্ট।"

কর্সাক কার্লিং আয়রনটা রেখে দিলো আগের জায়গায়। "আপনি মি. হুইটনির এখানে প্রায় সাত বছর ধরে কাজ করছেন, তাই তো?"

BanglaBook.org

“ঐরকমই হবে।”

“নিশ্চয় হাই স্কুল পাশ করার পরেই এসেছেন।”

“আমি তার শবযান পরিষ্কার করার কাজ দিয়ে শুরু করেছিলাম। এরপর প্রিপারেশন রুম। পিকআপের জন্য নাইট কল। এরপর মি. হুইটনি মৃতদেহগুলোকে সংরক্ষণের কাজে তার সহকারী বানায় আমাকে। এরপর সে কিছুটা বুড়িয়ে যাওয়াতে, এখন আমিই এসব কাজ করে থাকি।”

“তাহলে আপনার মৃতদেহ সংরক্ষণকারীর লাইসেন্স রয়েছে, তাই তো?”

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলো সে। “উহু, না। আমি কখনও আবেদন করিনি সেখানে। আমি মি. হুইটনিকে সাহায্য করি শুধু।”

“কেন আবেদন করেননি আপনি? তাহলে তো আপনার একটু হলেও লাভ হতো বলে মনে হয়।”

“আমার কাজ যেমনভাবেই চলুক না কেন, আমি তাতে খুশি,” আবারও মিসেস ওবারের দিকে নজর ফেরালো জোয়ি। তার চেহারায় এখন গোলাপি আভা ফোটানোর চেষ্টা করছে সে। আইব্রো কম্ব নিয়ে ধূসর হয়ে যাওয়া পাপড়িগুলোর ওপরে বাদামি রঙের স্ট্রোক মারতে লাগলো। মার্জিতভাবে নিজের কাজটুকু নিজের মতো করেই করছে। তার বয়সী বেশিরভাগ পুরুষেরা যখন নিজেদের জীবন সামলানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, সেখানে দিনের বেশিরভাগ সময় মৃতদের সঙ্গে কাটানোর জন্য বেছে নিয়েছে জোয়ি ভ্যালেন্টাইন। হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের গুমট পরিবেশ থেকে এখানে এই উজ্জ্বল ও পরিষ্কার রুমে সে মৃতদের নিয়ে আসার কাজ করে থাকে। পরিষ্কার করে তাদের মুছিয়ে দেয়। চুলে শ্যাম্পু করে দেয়। ক্রিম ও পাউডার লাগিয়ে দেয় যেন তাদের মধ্যে পুনরায় এক টুকরো প্রাণ সঞ্চার হয়। মিসেস ওবারের গালে রং লাগানোর সময়, বিড়বিড় করে বলল সে : “ওহ, সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আশা করি আপনাকে দেখতে ভালোই লাগবে...”

“তাহলে, জোয়ি,” কর্সাক বলল। “আপনি এখানে সাত বছর ধরে কাজ করছেন, তাই তো?”

“আমি কী কিছুক্ষণ আগে বিষয়টি নিশ্চিত করিনি?”

“আর আপনি অন্য কোনো কাজের জন্য কখনও আবেদনও করেননি, যেমন প্রফেশনাল ক্রেডেনশিয়াল জাতীয় কিছু?”

“আপনি বার বার একই প্রশ্ন কেন করছেন বলুন তো?”

“কারণ আপনি খুব ভালো করেই জানতেন যে কখনও লাইসেন্স পাবেন না।”

কেবল লিপস্টিক লাগাতে যাবে, এমন সময় কথাগুলো শুনে জোয়ির হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এলো। জবাবে কিছু না বলে চুপ করে রইলো।

“বৃদ্ধ হুইটনি কি আপনার ক্রিমিনাল রেকর্ডের ব্যাপারে জানে?” কর্সাক

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলো।

অবশেষে জোয়ি তার দিকে তাকালো। "আপনি কী তাকে জানিয়ে দিয়েছেন সবকিছু?"

"হয়তো জানানো উচিত। কেমন করে সেই মেয়েটিকে আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, এটা কী তাকে জানানো উচিত না।"

"তখন আমার বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। একটা ভুল ছিল সেটা—"

"ভুল? আপনি ভুল জানালাতে টুকি মেরেছিলেন? ভুল মেয়ের পেছনে লেগেছিলেন?"

"আমরা একই সাথে হাই স্কুলে পড়তাম তখন! এমন তো নয় যে আমি তাকে চিনতামই না!"

"তাহলে আপনি সেসব মেয়ের জানালাতেই টুকি মারতেন যাদের চিনতেন? আর কী কী করেছেন আপনি, যার কারণে কখনও ধরা পড়েননি?"

"আমি বলেছি আপনাকে, সেটা একটা ভুল ছিল!"

"কখনও কারো বাসায় চুপিসারে ঢুকেছেন? তাদের বেডরুমে গিয়েছেন? তাদের ব্রা কিংবা সুন্দর এক জোড়া প্যান্টি চুরি করেছেন?"

"ওহ, ঈশ্বর।" মেঝেতে সদ্য ফেলে দেওয়া লিপস্টিকের দিকে তাকালো জোয়ি। এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন যে-কোনো মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

"আপনি কী জানেন, পিপিং টম মানে যাদের এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যদেরকে দেখার অভ্যাস থাকে তারা অন্য কিছুর দিকেও অগ্রসর হয়ে থাকে," কঠোরভাবে বলল কর্সাক। "...খারাপ কিছুর দিকে।"

জোয়ি বুমবক্সের দিকে এগিয়ে গেল এবং বন্ধ করে দিলো সেটিকে। রাস্তার বাইরের কবরস্থানের দিকে একভাবে তাকিয়ে নিরবে সে তাদের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। "আমার সাড়ে সর্বনাশ করার জন্য কেন উঠেপড়ে লেগেছেন আপনি?"

"না, জোয়ি। আমরা এখানে কিছু সাধারণ কথা সারতে এসেছি।"

"মি. হুইটনি এসবের ব্যাপারে কিছুই জানেন না।"

"আর তিনি সেসব জানবেনও না।"

"যদি না?"

"আপনি রবিবার রাতে কোথায় ছিলেন?"

"বাসায়।"

"একাই?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জোয়ি। "দেখুন, আমি জানি মূল ব্যাপারগুলো কী। এও জানি আপনারা কী করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আপনাদেরকে আমি আগেই বলেছি,

BanglaBook.org

মিসেস ইয়েগারকে খুব ভালোভাবে চিনি না। আমি কেবল তার মাকে সাজানোর কাজ করেছি, এই যা। ভালোভাবেই নিজের কাজটাই কেবল করেছিলাম। পরবর্তীতে আমার কাজের প্রশংসা করেছিল সবাই। বলেছিল, অনেক বেশি প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিলো তাকে।"

"যদি কিছু মনে না করেন আপনার গাড়ি তল্লাশি করবো আমরা?"

"কেন?"

"একটা জিনিস দেখার জন্য।"

"হ্যাঁ, সমস্যা আছে আমার। কিন্তু এরপরেও আপনারা কাজটি করবেন, তাই না?"

"শুধুমাত্র আপনার অনুমতি মিললে," একটু থেমে বলল কর্সাক। "আপনি হয়তো জানেন, সহযোগিতা দ্বিমুখী রাস্তার মতো হয়ে থাকে।"

জোয়ি জানালা দিয়ে একভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। "ওখানে আজকে একজনকে কবর দেওয়া হবে," মৃদুস্বরে বলল সে। "প্রত্যেকটি লিমোজিনের দিকে একটু নজর দিয়েছেন কী? শৈশব থেকেই, আমার শেষকৃত্যের যাত্রা দেখতে ভালো লাগতো। এত সুন্দর এগুলো। এত মর্যাদা সম্পন্ন। এটাই একমাত্র কাজ যেটা মানুষ এখনও একটু নিষ্ঠার সাথে করার চেষ্টা করে। একমাত্র জিনিস যা এখনও ধ্বংস করতে পারেনি তারা। বিয়ের মতো, যেখানে তারা অনেকসময় প্লেন থেকে ঝাঁপ দেওয়ার মতো পাগলের কাজ করে। অথবা ন্যাশনাল টেলিভিশনে বিয়ের শপথ নেয়। কিন্তু শেষকৃত্যে, এখনও আমরা যথাযথ সম্মানটুকু দেখানোর চেষ্টা করে থাকি..."

"আপনার গাড়ি, জোয়ি।"

অবশেষে জোয়ি ঘুরে ক্যাবিনেটের একটি ড্রয়ারের কাছে চলে গেল। ভেতরে হাতড়ে এক সেট চাবি বের করে কর্সাকের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "বাদামি রঙের হোন্ডা গাড়ি।"

রিজোলি আর কর্সাক পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে জোয়ি ভ্যালেন্টাইনের গাড়ির ট্রাঙ্কে স্তূপ করে রাখা ট্যুপ কার্পেটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

"শিট," ট্রাঙ্কের দরজা লাগানোর সময় বলল কর্সাক। "এই লোককে তো এত সহজে ছাড়ছি না।"

"আপনি এখনও তার ব্যাপারে এমন কিছুই পাননি?"

"আপনি তার জুতোজোড়া দেখেছেন? দেখে তো আমার এগারো নম্বর

BanglaBook.org

সাইজের মনে হয়েছে। আর শবযানের কার্পেটের রংও তো নেভি ব্লু।"

"অন্যান্য হাজারটা গাড়িতেও এই একই জিনিস থাকে। তার মানে কিন্তু দাঁড়ায় না এটা আপনার খুনি।"

"মানলাম, তাই বলে বৃদ্ধ হুইটনির দ্বারা এ কাজ কখনোই সম্ভব নয়।"

জোয়ির বস লিও হুইটনি, ছেষট্টি বছর বয়সী।

"দেখুন আমাদের কাছে খুনির ডিএনএ আছে," কর্সাক বলল। "আমাদের এখন জোয়ির ডিএনএ প্রয়োজন।"

"আপনার কী মনে হয় আপনার কথাতে সে কাপের মধ্যে থুতু ফেলে আপনাকে দিয়ে দেবে?"

"যদি সে নিজের চাকরি না হারাতে চায় তো। আমার মনে হয় সে কুত্তার মতো বসে আমার কাজ এমনিই করে দেবে।"

রাস্তার অপরপাশে তাকালো রিজোলি। গরমে আশেপাশের সবকিছু যেন একটু বেশিই জ্বলজ্বল করছে। কবরস্থানের দিকে তাকালে দেখতে পেল শেষকৃত্যের শবযাত্রা যথাযথ মর্যাদার সাথেই শেষ হতে চলেছে। একবার দেহটিকে দাফন করে ফেলা হলে, জীবনগুলো আবারও নতুন করে এগোবে, ভাবলো সে। দুঃখ যতটুকুই থাকুক না কেন জীবন কখনো কারো জন্য থেমে থাকে না। *আর আমারও থেমে থাকা উচিত না।*

"এই কেসে আমি আর বেশি সময় দিতে পারবো না," রিজোলি বলল।

"কী?"

"আমার নিজস্ব কেসও তো রয়েছে। আর আমার মনে হয় না ইয়েগারের এই কেসের সাথে ওয়ারেন হয়েটের কোনো সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।"

"তিনদিন আগেও তো আপনার ভাবনা এমন ছিল না।"

"হয়তো ভুল ছিলাম।" পার্কিং লট পার হয়ে নিজের গাড়ির কাছে গেল সে। এরপর দরজা খুলে জানালার কাঁচ নামিয়ে ফেলল।

গাড়ির ভেতর থেকে গরম ওভেনের ভেতরকার মতো তাপ বের হচ্ছে।

"আমি কি কোনো ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করছি, না এরকম কিছু হয়েছে বলুন?" জিজ্ঞেস করলো কর্সাক।

"না।"

"তাহলে আপনি এই কেস ছেড়ে যেতে চাইছেন কেন?"

গাড়ির ভেতরে ঢুকলো সে। স্ল্যাকস ভেদ করে সিটের গরম আবহ তার দেহে গিয়ে যেন বাড়ি মারল। "গতবছরের পুরোটা সময় আমি সার্জনের সেই ঘটনা থেকে বের হয়ে আসার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয় তার চিন্তা আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত। মনে হয় যেখানেই আমি যাই না কেন তার সংশ্লিষ্টতা খোঁজা বাদ দেওয়া

BanglaBook.org

উচিত।”

“আপনি কী জানেন, কখনও কখনও আপনার অন্তঃস্থলের কথা আপনাকে ঠিক পথে চালনা করতে সক্ষম হয়।”

“কখনও কখনও এটাই সবকিছু হয়। অনুভূতিটাই সবকিছু হয়ে দাঁড়ায়, সত্যগুলো নয়। পুলিশি সহজাত ধারণা যে সবসময় শুদ্ধ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আর তা বাদে এই সহজাত ধারণাই বা কী? কতবার আমাদের এই ধারণাগুলো ভুল বলে প্রমাণিত হয়?” ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো রিজোলি। “খুব কমবারই।”

“তাহলে আপনাকে আমি বিরক্ত করিনি?”

গাড়ির দরজা লাগিয়ে নিলো। “নাহ।”

“সত্যি বলছেন?”

খোলা জানালা দিয়ে কর্সাকের দিকে তাকালো। সূর্যের আলোর কারণে চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে সে, মোটা ভ্রুযুগলের মাঝে চোখ দুটো কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। বগলের নিচের ঘন লোমগুলো লেগে রয়েছে চামড়ার সাথে। এমনভাবে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে সে যা দেখে মনে হলো রিজোলি তাকিয়ে রয়েছে কোনো জবুথবু গরিলার দিকে। না, সে বিরক্ত করেনি তাকে। কিন্তু তার দিকে বিরাগভাজন দৃষ্টিতে ছাড়া কেন জানি সে তাকাতে পারে না।

“আমি এই কেসে আর বেশি সময় দিতে পারবো না, ব্যস,” বলল সে। “আপনি বুঝতেই পারছেন আমার কাছে বিষয়গুলো ঠিক কেমন লাগছে।”

নিজের ডেস্কে ফিরে এসে জমে থাকা পেপারওয়ার্কের দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলো রিজোলি। সবার ওপরে, এয়ারপ্লেন ম্যানের ফাইল রয়েছে যার পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। লোকটার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া বেওয়ারিশ মৃতদেহখানা এখন পর্যন্ত মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিসে পড়ে আছে। এই শিকারকে সে বহুদিন ধরে অবজ্ঞার খাতাতে ফেলে রেখেছে। ফোল্ডার নিয়ে তার অটোপসির ছবিগুলো দেখার সময়েও তার মাথাতে ইয়েগারদের বিষয়টা ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই লোকটার কথাই বারবার তার মাথার মধ্যে ঘুরছে, যে নিজের পোশাকে মরা মানুষের চুল নিয়ে ঘুরে। লোগান এয়ারপোর্টের জেট ল্যান্ডিং এবং টেক অফের শিডিউল দেখার সময়ও তার মনে বারবার গেইল ইয়েগারের চেহারাটাই ভাসতে লাগলো—ড্রেসারে থাকা যে ছবিটিতে হাসছিল সে। মনে করতে পারলো সে সেসব মেয়েদের ছবির গ্যালারির কথা যা এক বছর আগে কনফারেন্স রুমে সার্জনের তদন্তের সময়ে টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। সেসব মেয়েরাও একইভাবে হেসেছিল, তাদের সেই

BanglaBook.org

হাস্যজ্জ্বল মুখের ছবি এমন সময়ে তোলা হয়েছিল যখন তাদের রক্ত গরম ছিল, যখন তাদের চোখে প্রাণোচ্ছল জীবনের ঝিলিক দেখা যেতো। আগের মেয়েগুলোর মৃত্যুর ঘটনা ব্যতিরেকে সে গেইল ইয়েগারের কথা কোনোভাবেই ভাবতে পারছে না।

গেইলও তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে কিনা, ভাবছে সে।

পেজার ভাইব্রেট করে উঠলে তার বেল্টে যেন ইলেকট্রিক শকের মতো লাগলো। সেই দিনে তার আবিষ্কার করতে চলা কোনো কিছুর পূর্ব সতর্কতা, যা তার দিন হয়তো নাড়িয়ে দিতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন নিয়ে কল করলো সে।

কিছু সময় পরে, বিল্ডিং ছেড়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হলো জেন রিজোলি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় পাঁচ ।।

কুকুরটি ইয়েলো ল্যাব প্রজাতির, আশেপাশের পুলিশ অফিসারদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একদণ্ড স্থির নেই। গাছের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা অবস্থাতেই ক্রমাগত লাফালাফি আর ঘেউ ঘেউ করছে। কুকুরটির মালিক মধ্যবয়সী ও পেশিবহুল দেহের মানুষটির পরনে রানিং শর্ট। হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বড়ো একটা পাথরের ওপরে এমনভাবে বসে আছে, মনে হচ্ছে মনোযোগ লাভের জন্য কুকুরটির তীক্ষ্ণ চিৎকার উপেক্ষা করার চেষ্টা করছে।

"মালিকের নাম পল ভ্যান্ডারস্লুট। রিভার স্ট্রিটে থাকে সে, এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে," পেট্রোলম্যান গ্রেগরি ডাউড বলল, যে ক্রাইম সিনটি প্রাথমিকভাবে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছে এবং এরইমধ্যে গাছগুলোতে পুলিশের টেপ অর্ধবৃত্তাকারে লাগিয়ে দিয়েছে।

তারা মিউনিসিপাল গলফ কোর্সের এক ধারে দাঁড়িয়ে স্টোনি ব্রুক রিজার্ভেশনের ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে, যা গলফ কোর্স সংলগ্ন জায়গাটিতেই অবস্থিত। এই রিজার্ভেশনটি বোস্টন শহরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত যার আশেপাশে অনেকগুলো শহরতলি এলাকা রয়েছে। কিন্তু এই স্টোনি ব্রুকের ৪৭৫ একরের মতো জায়গা জঙ্গলে আচ্ছন্ন পাহাড়, উপত্যকা, পাথুরে স্তর এবং ক্যাটটেইল বেষ্টিত জলাশয়ে পরিমণ্ডিত। শীতের সময়, ক্রস কান্ট্রির স্কি চালকেরা পার্কের দশ মাইলব্যাপি রাস্তা নিজেদের কাজে ব্যবহার করে। গরমের সময়ে জগাররা এর শান্ত কোলাহলমুক্ত জঙ্গলের শরণাপন্ন হয়ে থাকে।

আর এভাবেই মি. ভ্যান্ডারস্লুট এখানে এসেছিল এবং একসময় তার কুকুর তাকে গাছের নিচে পড়ে থাকা জিনিসটির কাছে নিয়ে যায়।

"তার ভাষ্য অনুযায়ী, রোজ বিকেলে এখানে নিজের কুকুরকে এখানে নিয়ে আসে দৌড়ানোর জন্য," অফিসার ডাউড বলল। "মূলত সে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ইস্ট বাউন্ডারি রোডের দিকেই প্রথমে অগ্রসর হয়, এরপর গলফ কোর্সের চারপাশে একটা চক্কর মেরে এদিক দিয়ে বের হয়ে যায়। চার মাইলের মতো দৌড় হয়ে যায় তাতে। সে আরো জানিয়েছে, নিজের কুকুরটাকে সবসময় শিকল দিয়েই বেঁধে রাখে। কিন্তু আজকে কুকুরটি তার কাছ থেকে ছিটকে চলে যায়। তারা প্রতিদিন যে রাস্তা দিয়ে যায়, আজকেও সেদিক দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু কুকুরটি তাকে ফেলে জঙ্গলের পশ্চিমাংশের দিকে চলে যায়। এরপর আর ফিরে আসেনি।

BanglaBook.org

ভ্যান্ডারস্লুট কুকুরটাকে খুঁজতে খুঁজতে চলে যায় সেই জায়গায়। আর তখনই হোঁচট খেয়ে লাশটির ওপরে পড়ে যায়।" ডাউড এরপর জগারের দিকে তাকালো যে এখনও পাথরের ওপরে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। "তারপর নয়-এক-এক এ ফোন করে।"

"সেল ফোন ব্যবহার করেছিল?"

"না, ম্যাডাম। এখান থেকে বেরিয়ে থম্পসন সেন্টারে গিয়ে একটা ফোন বুথ থেকে ফোন দিয়েছিল। আমি দুটো বিশের দিকে এসে পৌঁছাই। সতর্ক ছিলাম যাতে কোনোকিছু স্পর্শ না করতে হয়। জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম সেখানে কোনো লাশ আছে কিনা। প্রায় পঞ্চাশ গজের মতো ভেতরে যেতেই দুর্গন্ধটা নাকে এসে লাগছিল। এরপর, আরও পঞ্চাশ গজ সামনে এগোলে দেখতে পাই সেটিকে। তারপর ফিরে এসে ক্রাইম সিনটি আটকে দেই এবং বাউন্ডারি রোড হিলের উভয় দিক বন্ধ করে দেই।"

"আর অন্যান্যরা কোন সময়ে এসেছে এখানে?"

"ডিটেক্টিভ স্লিপার ও ক্রো এসে পৌঁছেছে তিনটার সময়। তিনটা ত্রিশের দিকে এসেছে মেডিক্যাল এক্সামিনার।" কিছুক্ষণ থেমে আরও যোগ করল, "আমি বুঝতে পারিনি, আপনিও আসবেন।"

"ডা. আইয়েলস ফোন করেছিল আমাকে। আমার মনে হয় এখনকার মতো গলফ কোর্সের মধ্যে গাড়িগুলোকে পার্ক করতে হবে আমাদের?"

"ডিটেক্টিভ স্লিপার এভাবেই নির্দেশ দিয়েছে। সে চায় না এনেকিং পার্কওয়ে থেকে কোনো গাড়ি দেখা যাক। মানুষের নজর থেকে আমাদেরকে দূরে রাখতে চায়।"

"মিডিয়া থেকে কেউ এসেছে কী?"

"না, ম্যাডাম। আমি সতর্ক আছি যেন ঘুণাক্ষরেও এই বিষয়ে জানতে না পারে কেউ। এ কারণে রাস্তার ঐ কল বক্স ব্যবহার করেছি।"

"ভালো। সৌভাগ্যবানই বলতে হয় আমাদের যে এখনও তারা এসে পৌঁছায়নি।"

"ওহ হো," ডাউড বলল। "আমাদের প্রথম শিয়াল কী চলে এলো তাহলে?"

গলফ কোর্সের ঘাসগুলোর ওপর দিয়ে একটা গাঢ় নীল রঙের মারকুইস এসে মেডিক্যাল এক্সামিনারের ভ্যানের পাশে দাঁড়ালো। পরিচিত স্থূল গঠনের এক লোক বের হলো সেখান থেকে। হাতের সাহায্যে মাথার ত্বকের সাথে বিলুপ্তপ্রায় চুলগুলোকে সিটিয়ে নিলো।

"সে রিপোর্টার না," রিজোলি বলল। "এই লোকটির অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি।"

BanglaBook.org

কর্সাক থপথপ করে করে পা ফেলে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। "আপনার কী মনে হয় আমরা তাকে খুঁজে পেতে যাচ্ছি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"ডা. আইয়েলস বলেছে জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এমন হয়, তাহলে আপনাদের হোমিসাইডের কেসটি বর্তমানে বোস্টনের মধ্যে এসে পড়েছে।" ডাউডের দিকে তাকালো রিজোলি। "আমরা কোন পথ ধরে অগ্রসর হবো? খেয়াল রেখো মূল সূত্রগুলো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।"

"আপনারা পূর্ব দিক ধরে এগোন। স্লিপার ও ক্রো ইতোমধ্যেই জায়গাটি ভিডিও করার কাজ করে ফেলেছে। ফুটপ্রিন্ট আর টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন অন্যদিকে অর্থাৎ ঐ দিকের এনেকিং পার্কওয়ে থেকে এসেছে। নাকের সাহায্য নিয়ে এগোতে থাকুন।"

পুলিশ টেপের নিচ দিয়ে ঢুকে কর্সাক ও রিজোলি জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল। এই অঞ্চলের সেকেন্ড গ্রোথ গাছগুলো ঘন জঙ্গলের মতোই গভীর। কাঁটা কাঁটা কিছু ডাল এসে বিঁধে তাদের মুখ ছিলে দিলো। তাদের উভয়ের ট্রাউজার বেঁধে গেল কাঁটাঝোপের সাথে। ইস্ট বাউন্ডারি জগিং ট্রেইল ধরে এগোতে লাগলো তারা। দেখতে পেল সামনের গাছগুলোতে ঝুলে থাকা আরও কিছু পুলিশ টেপ।

"জগার এই রাস্তা ধরেই দৌড়াচ্ছিল যখন তার কুকুরটি তাকে ছেড়ে অন্য দিকে চলে যায়," বলল রিজোলি। "দেখে মনে হচ্ছে স্লিপার আমাদের জন্য টেপ দিয়ে পথ তৈরি করে রেখে গেছে।"

তারা জগিংয়ের রাস্তা পার হয়ে আবারও জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

"ওহ ঈশ্বর। মনে হয় ইতোমধ্যেই গন্ধ পেতে শুরু করেছি," কর্সাক বলল।

লাশটি দেখার আগে থেকেই তারা শুনতে পেল মাছির ভনভনানির শব্দ। মরা পাতাগুলো পায়ের তলায় পড়ে এমনভাবে মর্মর শব্দ তুলল যেন বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ছে কেউ। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে স্লিপার ও ক্রোকে দেখলো তারা; মুখ বিকৃত করে পোকা তাড়াচ্ছে। ডা. আইয়েলস তাদের সামনে গুটিসুটি মেরে মাটির ওপর বসে আছে। জঙ্গলের উঁচু উঁচু গাছগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে আসা সূর্যালোক তার কালো চুলে পড়ে ঠিক হীরার মতোই চকচক করছে। একটু কাছে এগোতেই দেখতে পেল, আইয়েলস সেখানে আদৌতে কী করছে।

কর্সাক গোঙিয়ে উঠল। "আহ, শিট। আমি এসব কিছু দেখতে চাই না।"

"ভিট্রিয়াস পটাশিয়াম," আইয়েলস বলল। শব্দগুলো তার কণ্ঠ থেকে যেন আবেশের সুরে ভেসে এলো। "এর মাধ্যমে আমরা পোস্টমর্টেম ইন্টার্ভালের ঠিক সময় বের করতে পারবো।"

মৃত্যুর সময় নিশ্চিত করা খুব কঠিন হবে, লাশটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাবলো। লাশটা সিট দিয়ে ঢেকে দিয়েছে আইয়েলস। মুখ উঁচু করে শুয়ে আছে।

BanglaBook.org

গরমে ক্রানিয়ামের টিস্যু থেকে চোখদুটো যেন ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাইছে। গলার কাছে নেকলেসের মতো ডিস্ক আকৃতির দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লম্বা ব্লন্ড চুলগুলো শুকনো খড়ের মতোই নির্জীব। পেটের নিম্নাংশ ফুলে উঠেছে। ঈষৎ সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে ওপরের অংশ। রক্তের ব্যাকটেরিয়াল ব্রেকডাউনের ফলে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে রক্তনালীগুলো। শিরাগুলো চামড়ার নিচে প্রবাহিত হতে থাকা কালো নদীর মতো ফুটে উঠেছে। কিন্তু শিউরে ওঠার মতো এই ব্যাপারগুলো আইয়েলসের কার্যপ্রণালির কাছে ফিকে হয়ে গেল মুহূর্তেই। মানবদেহে চোখের চারিদিকের মেমব্রেনগুলো সবথেকে সংবেদী ক্ষেত্র হয়ে থাকে; যেখানে চোখের একটি পাপড়ি কিংবা বালুর ছোটো টুকরো চোখের পাতাতে গেলে তা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে আইয়েলসকে লাশের চোখে টুয়েন্টি-গজ নিডল বিদ্ধ করতে দেখে রিজোলি আর কর্সাক উভয়েই ছটফট করতে লাগলো। আস্তে আস্তে ১০ সিসি সিরিঞ্জের মাধ্যমে বের করে নিলো ভিট্রিয়াস ফ্লুইড।

"দেখে ভালো আর পরিষ্কার বলেই মনে হচ্ছে," সন্তুষ্টির সাথেই জানালো আইয়েলস। বরফে ঢাকা কুলারে সিরিঞ্জটিকে রেখে উঠে দাঁড়াল। এরপর সিনের আশেপাশের এলাকা দেখতে লাগলো নিজের চিরাচরিত অভিজাত ভঙ্গিতে। "লিভারের তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার তুলনায় মাত্র দুই ডিগ্রি কম," বলল সে। "আর পোকামাকড় কিংবা প্রাণির দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির কোনো চিহ্ন মেলেনি। অর্থাৎ, এখানে তাকে দীর্ঘ সময় ধরে ফেলে রাখা হয়নি।"

"তাহলে খুব কম সময় আগেই ফেলা হয়েছে?" স্লিপার জিজ্ঞেস করলো।

"লিভিডিটি দেখে মনে হচ্ছে মুখ সম্মুখদিকে রাখা অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটেছে। দেখ, পিঠের অংশটা গাঢ় বর্ণ ধারণ করেছে। রক্ত সম্পূর্ণভাবে সামনের অংশ থেকে সরে গিয়ে জমা হয়েছে এখানে? কিন্তু আমি তাকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই পেয়েছি।"

"এখানে তাকে ওভাবে নিয়ে আসা হয়েছে।"

"চব্বিশ ঘণ্টার কিছু কম সময় আগে।"

"দেখে মনে হচ্ছে এখানে আনার অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে," ক্রো বলল।

"হ্যাঁ। দেহ ফুলে উঠে ঢোসকা হয়ে পড়েছে। চামড়া ইতোমধ্যে পিচ্ছিলও হতে শুরু করেছে।"

"নাকে রক্তক্ষরণ হয়েছিল নাকি তার?" কর্সাক জিজ্ঞেস করলো।

"নষ্ট হয়ে গেছে রক্ত। পেটের ভেতরের সবকিছু নষ্ট হতে শুরু করেছে এরইমধ্যে। ভেতরকার ফ্লুইডগুলো সৃষ্টি হওয়া গ্যাসের কারণে বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।"

"মৃত্যুর সময়?" রিজোলি জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ থেকে আইয়েলস ভয়ঙ্করভাবে বিকৃত হয়ে যাওয়া লাশটির দিকে তাকালো, যাকে তারা গেইল ইয়েগার ভাবছে। মাছি ক্রমাগত উড়ছে। তাদের ক্ষুধার্ত গুনগুন শুনশান জায়গাটিতে একমাত্র শব্দ হিসাবে প্রতিধ্বনি তুলছে। শুধুমাত্র লম্বা ব্লন্ড চুলের বিষয়টি ছাড়া ছবিতে থাকা মহিলাটি যে একসময় নিজের এক চিলতে হাসিতে যে-কোনো পুরুষের মনে ঝড় তোলার মতো ক্ষমতা রাখতো, লাশটিকে দেখে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলো তাদের কাছে। ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া মাংসের এই পিণ্ড দেখে তাদের কাছে মনে হলো সুন্দর ও সুপরিচিত মহিলাটির অত্যন্ত ভয়াবহ এক স্মৃতিচিহ্ন।

"আমি উত্তর দিতে পারব না," আইয়েলস বলল। "অন্ততপক্ষে এই মুহূর্তে।"

"একদিনের বেশি হবে কি?" রিজোলি জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।"

"অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল রবিবার রাতে। তাহলে কী সেই দিনেই মৃত্যু হয়েছে তার?"

"চারদিন? ব্যাপারগুলো পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। পোকামাকড় দ্বারা কম ক্ষয়ক্ষতির চিহ্নের ব্যাপারটি দেখে আমার মনে হয়েছে দেহটিকে সাম্প্রতিক সময়ে বের করা হয়েছে। বাইরের পরিবেশ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল তাকে। হয়তো কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জায়গাতে, যাতে পচনের গতি হ্রাস পায়।"

রিজোলি ও কর্সাক একে অপরের দিকে তাকালো, উভয়ের মাথাতে যেন একই চিন্তা খেলা করছে। কেন আমাদের এই খুনি লাশটিকে ফেলতে এত বেশি সময় লাগিয়েছে?

সেই মুহূর্তে হঠাৎ করে ডিটেক্টিভ স্লিপারের ওয়াকি-টকি বেজে উঠল। তারা ডাউডের স্বর শুনতে পেল "ডিটেক্টিভ ফ্রস্ট কেবলই এসে পৌঁছেছে। সিএসইউ এর ভ্যানও এসে পড়েছে। আপনারা কি তৈরি?"

"দাঁড়াতে বলো," স্লিপার বলল। ইতোমধ্যেই তাপদাহের ফলে তাকে দেখে অত্যন্ত বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। ইউনিটের সবথেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ডিটেক্টিভ সে-ই, অবসর গ্রহণের আর বছর পাঁচেক হয়তো বাকি এবং নিজেকে প্রমাণের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখে না সে। কথা বলে রিজোলির দিকে তাকালো স্লিপার। "আমরা এই কেসের মোক্ষম অংশে পৌঁছে গেছি। তুমি কী এই কেসে নিউটন পিডির সাথে কাজ করছো?"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো সে। "হ্যাঁ, সোমবার থেকে।"

"তাহলে এই কেসের দায়িত্ব তুমি নিচ্ছো?"

"হ্যাঁ," রিজোলি বলল।

BanglaBook.org

“হেই,” বাধা দিয়ে বলল ক্রো। “আমরা এখানে প্রথমে পৌছেছি।”

“অপহরণের ঘটনা নিউটনে ঘটেছিল,” মধ্যখানে বাধা দিয়ে বলল কর্সাক।

“কিন্তু লাশ তো বোস্টনে পাওয়া গেছে,” প্রতিবাদ করে বলল ক্রো।

“হে, ঈশ্বর,” স্লিপার বলল। “আমরা এগুলো নিয়ে হঠাৎ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে নামলাম কেন?”

“এটা আমার কেস,” রিজোলি বলল। “আমি দায়িত্ব নিচ্ছি এর।” চোখের পলক না ফেলে একদৃষ্টিতে ক্রোয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো সে, যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে তাকে। তাদের চিরাচরিত শত্রুতাতে আরও একটা পালক যেন যুক্ত হলো এই মুহূর্তে। দেখতে পেল, ক্রোয়ের মুখের একদিকের অংশ আস্তে আস্তে বিকৃত হয়ে পড়ছে।

এরপর স্লিপার তার ওয়াকি টকিতে বলল : “ডিটেক্টিভ রিজোলি এই কেসটার প্রধান দায়িত্বে থাকবে।” আবারও তার দিকে তাকালো সে। “এখন কি তুমি সিএসইউ-এর আসার জন্য প্রস্তুত?”

আকাশের দিকে তাকালো রিজোলি। ইতোমধ্যেই পাঁচটা বেজে সূর্য গাছের আড়ালে হারিয়ে গেছে। “তারা যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাবে সেই সময়ের মধ্যেই তাদেরকে এখানে ডেকে নিয়ে আসা হোক।”

অস্ত যেতে চলা দিনে বাইরের একটি ক্রাইম সিনকে সহজে স্বাগতম জানানোর মতো কিছু পাচ্ছে না রিজোলি। বিশেষ করে জঙ্গলের এদিকটাতে লাফিয়ে পড়ার জন্য বন্য প্রাণি সবসময়ই ওত পেতে থাকে। পড়ে থাকা অবশিষ্টাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা বা প্রমাণ টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজ করবে তারা। এক পশলা বৃষ্টি রক্ত ও বীর্যের নমুনা ধুয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং দমকা বাতাস ফাইবার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে কোনো দরজা নেই, যার মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত কারো প্রবেশে তারা বাধা দিতে পারবে। আর বাধা দিলেও অতি আগ্রহে তারা সেটিকে উঠিয়ে এই সীমারেখার মধ্যে এসে পড়ে সমস্ত কিছু লন্ডভণ্ড করে দেবে। তাই সে জরুরিভাবে হলেও ক্রাইম সিনে গ্রিড সার্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। নিজেদের সাথে তারা মেটাল ডিটেক্টর, তীক্ষ্ণ চোখ এবং প্রমাণ জড়ো করার থলে নিয়ে এসেছে–যা উদ্ভট কিছু সম্পদ দিয়ে পূর্ণ হবে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গলফ কোর্সের দিকে যাওয়ার প্রাক্কালে ঘেমে-নেয়ে একাকার রিজোলি। বেশভূষা নোংরা হয়ে গেছে। সেই সাথে মশা মারতে মারতে ক্লান্ত। একটু থেমে মাথা থেকে ছোটো ছোটো পাতাগুলো ঝেরে নিয়ে পরনের স্ল্যাকসে লেগে থাকা চোরকাঁটাগুলো তুলে ফেলল। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার চোখ পড়লো উজ্জ্বল বাদামি চুলের স্যুট-টাই পরা এক লোকের ওপর। মেডিক্যাল এক্সামিনারের ভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে লোকটা।

BanglaBook.org

পেট্রোলম্যান ডাউডের দিকে এগিয়ে গেল রিজোলি, যে এখনও সীমারেখা নজরদারি করার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছে। "স্যুট পরা যে লোকটি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, কে উনি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

ডাউড লোকটির দিকে তাকালো। "তার কথা বলছেন? বলছে এফবিআই থেকে এসেছে।"

"কী?"

"নিজের ব্যাজ দেখিয়ে ঐদিকে যেতেও চেয়েছিল। আমি বলেছি আপনার সাথে আগে কথা বলতে হবে। দেখে তো মনে হয়েছে খুব একটা খুশি হয়নি।"

"ফিবিরা কী করছে এখানে?"

"আমারও কথা তাই।"

কিছুক্ষণ ধরে লোকটার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো রিজোলি। হঠাৎ করে ফেডারেল এজেন্টের আগমনে কিছুটা বিরক্ত সে। প্রধান তদন্তকারি হিসাবে সে নিজের কর্তৃত্ব ছাড়তে নারাজ। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মতো দেখতে এবং বিজনেসম্যান স্যুট পরে থাকা লোকটা ইতোমধ্যেই এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সবকিছুর ওপরেই কব্জা করে ফেলেছে। লোকটির দিকে রিজোলি এগিয়ে গেলেও সে তার উপস্থিতি টের পেল না যতক্ষণে না তার একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

"শুনতে পাচ্ছেন," বলল সে। "আমি জানতে চাইছি আপনি কী এফবিআই থেকে এসেছেন?"

নিজের সেল ফোনটা দ্রুত বন্ধ করে রেখে তার দিকে ঘুরে তাকালো লোকটা। বলিষ্ঠ গঠন, দেখতে সুদর্শন এবং ঠান্ডা চাহনির এক মানুষের সম্মুখীন হলো রিজোলি।

"আমি ডিটেক্টিভ জেন রিজোলি, এই কেসের প্রধান দায়িত্বে রয়েছি," বলল সে। "আমি কী আপনার আইডিটা দেখতে পারি?"

নিজের জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করলো ব্যাজটা। পড়ার সময় খেয়াল করলো রিজোলি, লোকটা আপাদমস্তক একনজর চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো। তার নিরবে পর্যবেক্ষণের ঘটনাতে প্রচণ্ড বিরক্তবোধ করলো সে। তাকে যেভাবে পরীক্ষা করে দেখছে তাতে অনেক বেশি ক্ষুব্ধ হলো, যেন এই জায়গার ওপরে নতুন আসা লোকটি নিয়ন্ত্রণ ফলাও করতে চাইছে।

"এজেন্ট গ্যাব্রিয়েল ডিন," তাকে ব্যাজটি ফেরত দেওয়ার সময় বলল সে।

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

"আমি কী জানতে পারি এফবিআই এখানে কী করছে?"

"আমি জানতাম না আমরা একে অপরের প্রতিপক্ষ দল।"

"আমি কী বলেছি যে আমরা প্রতিপক্ষ?"

BanglaBook.org

“আপনার কথা শুনে আমার পরিষ্কারভাবে তাই মনে হচ্ছে যে এখানে আসা মোটেও উচিত হয়নি আমার।”

“সচরাচর এফবিআই আমাদের ক্রাইম সিনে আসে না। সত্যি বলতে ব্যক্তিগতভাবেই আমার কিছুটা কৌতূহল হচ্ছে যে কী এমন কারণ আছে যার জন্য এখানে এসেছেন আপনি।”

“ইয়েগারের হোমিসাইডের ব্যাপারে নিউটন পিডি থেকে আমরা উপদেষ্টা পাঠানোর অনুরোধ পেয়েছি।” একটা অসম্পূর্ণ উত্তর দিলো ডিন; যেন নিজের গোপনীয়তা চাপা দিয়ে রাখতে চাইছে তার কাছ থেকে। রিজোলি যেন নিজের আগ্রহে বাকিটুকু জেনে নেয় তার কাছ থেকে এমন একটা ভাব দেখালো। তথ্য গোপন রাখা শক্তি প্রদর্শনের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। রিজোলি বুঝতে পারলো ঠিক কী ধরনের খেলা গ্যাব্রিয়েল ডিন খেলতে চলেছে।

“আমি জানি আপনাদেরকে এরকম রুটিন উপদেষ্টা হিসাবে ঠিক কত জায়গায় পৌঁছানো লাগে,” বলল সে।

“হ্যাঁ এবং আমরা সেটা করিও।”

“প্রত্যেক হোমিসাইডের কেসে করেন, তাই না?”

“আমাদেরকে জানানো হয়।”

“এই কেসটাতে কি বিশেষ কিছু রয়েছে?”

রিজোলির দিকে সরলদৃষ্টিতে এবং অভেদ্য অভিব্যক্তি নিয়ে তাকিয়ে রইলো ডিন। “আমার মনে হয় ভিক্টিমগুলোই বলে দেবে তা।”

তার রাগ যেন ক্রমে ফুলকির মতো তৈরি হতে লাগলো। “মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই এই লাশ পাওয়া গেছে,” বলল সে। “উপদেষ্টার বিষয়টা কী এতটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে গেছে নাকি?”

আলতো করে শুকনো হাসি দিলো ডিন। “আমরা একেবারেই বিচ্ছিন্ন কেউ নই, ডিটেক্টিভ। আমরা অনেক বেশি কৃতজ্ঞ থাকবো যদি আপনারা আপনাদের কেসের খুঁটিনাটি বিষয়াবলি আমাদেরকে অবগত করেন। অটোপসি রিপোর্ট। ট্রেস এভিডেন্স। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের প্রত্যেক কপি–”

“অনেক পেপারওয়ার্ক করতে হবে এই ব্যাপারে।”

“আমি জানি তা।”

“আর আপনার সবকিছু চাই, তাই তো?”

“হ্যাঁ।”

“বিশেষ কোনো কারণে?”

“একটা খুন এবং অপহরণ কী আমাদেরকে আগ্রহী করে তুলতে যথেষ্ট নয়? আমাদের এই কেসটা অনুসরণ করা প্রয়োজন।”

BanglaBook.org

ঠিক তার মতোই ক্ষমতা আরোপের ভঙ্গিতে সে তার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, "কখন থেকে আপনারা এ ধরনের কাজ করতে শুরু করেছেন?"

"এটা আপনার কেসই থাকবে। আমি শুধুমাত্র সাহায্য করবো আপনাকে।"

"যদি আমি এর কোনো প্রয়োজনীয়তা না দেখি তো?"

তার দৃষ্টি দুইজন সহকারীর দিকে গেল, যারা স্ট্রেচার করে লাশটিকে জঙ্গল থেকে বের করে নিয়ে এসে এম.ই'র ভ্যানে তুললো। "সত্যি কী এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ যে কেসটা কার দায়িত্বে থাকবে?" শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ডিন। "যতদিন না এই খুনিকে আমরা ধরতে পারছি?"

ভ্যানটাকে পচন ধরা লাশটিকে নিয়ে চলে যেতে দেখলো তারা, যার পরবর্তী গন্তব্য হতে চলেছে অটোপসি স্যুটের উজ্জ্বল আলো। গ্যাব্রিয়েল ডিনের উত্তর শাস্তিস্বরূপ তাকে পরিষ্কারভাবে মনে করিয়ে দিয়েছে যে আইনগত অধিকার ঠিক কতটা খেলো হতে পারে। গেইল ইয়েগারের কাছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে কে তার খুনিকে ধরার ক্রেডিট নেবে। শুধুমাত্র বিচারের আশা করে সে, এমন কেউ যে তার প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারবে। বিচারটাই সবটুকু যা রিজোলি তাকে দিতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু সে তার সহকর্মীদেরকে নিজের কঠোর পরিশ্রমের ফল ভাগাভাগি করে নেওয়ার মতো হতাশাজনক ঘটনার সাক্ষী। একাধিকবার দেখেছে সে, পুরুষ মানুষ ঠিক কীভাবে একদিন হঠাৎ এসে হাজির হয়ে রক্ত জল করে তৈরি করা কেস অধিগ্রহণ করে। এই কেসটার ক্ষেত্রে সে এরকম হতে দেবে না।

সে বলল, "আমি ব্যুরোর সাহায্যের বিষয়টিকে বাহবা না দিয়ে পারছি না। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমরাই যথেষ্ট। যদি কোনো দরকার পড়ে আমি আপনাকে জানাবো।" এই কথা বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল সে।

"আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারগুলো বুঝতে চাইছেন না আপনি," বলল ডিন। "এখন থেকে আমরা একই টিমের অংশ।"

"আমার মনে পড়ে না কবে আমি এফবিআই এর সাহায্য নিয়েছিলাম।"

"এটা আপনার ইউনিট কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মারকুয়েট পরিষ্কার করে দেবে। আপনি কী তার সাথে কথা বলে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন?" এই বলে নিজের সেলফোনটা বের করে দিলো সে।

"আমার কাছেও আছে সেলফোন, দরকার নেই আপনারটা।"

"তাহলে আমি বলবো তাকে কল করুন। তাহলে হয়তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের বিতর্ক করার দরকার পড়বে না।"

রিজোলি অবাক হচ্ছে এই দেখে যে লোকটি কত সহজে নিজের অপরিচিত

BanglaBook.org

পরিসরে ঢোকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। আর কীভাবে তাকে পর্যবেক্ষণের কাজটা যথাযথভাবে করে যাচ্ছে। এই লোক আর কিছু হলেও সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে থাকার মতো নয়।

নিজের ফোন বের করে নম্বর ডায়াল করতে লাগলো সে। কিন্তু মারক্যুয়েটের ফোনে উত্তর দেওয়ার আগে সে তার নাম ধরে পেট্রোলম্যান ডাউডের ডাকার বিষয়টি খেয়াল করলো।

"ডিটেক্টিভ স্লিপার আপনার সাথে কথা বলতে চায়," ডাউড বলে তার ওয়াকিটকি ধরিয়ে দিলো।

ট্রান্সমিট বাটন প্রেস করলো সে, "রিজোলি বলছি।"

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে স্লিপার বলে উঠলো "এখানে আবারও তোমাকে আসতে হবে, রিজোলি।"

"কেন, কী পেয়েছ তোমরা?"

"আহ...নিজের চোখেই দেখা ভালো হবে। আমরা পঞ্চাশ গজ উত্তরে অবস্থান করছি, যেখানে আরও একজনকে পাওয়া গেছে।"

"আরও একজন?"

ডাউডের হাতে সে ওয়াকিটকি ধরিয়ে দিয়ে জঙ্গলের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল। এত তাড়াহুড়োতে এগিয়ে চলল যার ফলে সে খেয়ালও করলো না যে গ্যাব্রিয়েল ডিনও অনুসরণ করছে তাকে। মরা পাতার শব্দ শুনে যখন ঘুরে তাকালো একমাত্র তখনই তাকে নিজের পেছনে দেখতে পেল। কঠোর ও অনমনীয় দেখাচ্ছে তার চেহারা। তার সাথে ঝগড়া করার মতো আর কোনো ধৈর্য্য অবশিষ্ট নেই রিজোলির। তাই সে তাকে উপেক্ষা করেই এগিয়ে যেতে লাগলো।

ভেতরে গিয়ে দেখতে পেল মুখে কঠিন অভিব্যক্তি নিয়ে কয়েকজন লোক গাছগুলোর নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন মাথা নিচু করে থাকা শোকার্ত কিছু মানুষ। স্লিপার ঘুরে তার দিকে তাকালো।

"তারা মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের ঝাঁট দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করতে যাচ্ছিল," বলল সে, "ক্রাইম সিন টেক গলফ কোর্সের দিকে অগ্রসর হতে যাবে ঠিক তখন তাদের অ্যালার্ম বেজে উঠলো।"

সে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেল এবং দেখার চেষ্টা করলো কী পেয়েছে তারা।

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মাথার খুলি এবং এরকম পৃথক অবস্থাতেই কঙ্কালপ্রায় দেহাবশেষ দেখতে পেল। সোনায় বাঁধানো একটি ক্রাউন নোংরা দাঁত সম্পন্ন মুখ থেকে জলদস্যুদের দাঁতের মতো জ্বলজ্বল করছে। কোনো পোশাক নেই তার। এমনকি কোনো অন্তর চিহ্নও নেই দেহে। শুধুমাত্র কিছু পচতে থাকা মাংস

BanglaBook.org

এবং চামড়ার হাড়ের স্তর বাদে। দীর্ঘ বাদামি চুলগুলো মরা পাতার সাথে লুটিয়ে রয়েছে যেন প্রমাণ করছে দেহটি একজন মহিলার।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের মাটির ওপরে চোখ বোলাতে লাগলো সে। মশা তার মুখের ওপর ক্রমাগত উড়ে বেড়াচ্ছে আর তার রক্ত পানীয় হিসাবে গ্রহণ করছে। কিন্তু তাদের কামড়ের প্রতি খেয়ালই করলো না রিজোলি। তার মনোযোগ শুধুমাত্র মরা পাতা, ডালের স্তর এবং ঘন ঝোপের ওপরেই নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অরণ্যময় এই পরিবেশ এখন তার মধ্যে ভয়ার্ত এক অনুভূতির সৃষ্টি করছে।

এই জঙ্গলে আর কতজন মহিলাকে ফেলে রেখে গিয়েছে সে?

"এটা তার ডাম্প সাইট।"

ঘুরে গ্যাব্রিয়েল ডিনের দিকে তাকালো সে, যে কিছুক্ষণ আগেই কথাটি বলল। কয়েক ফুট দূরে গুটি মেরে বসে গ্লাভস পরা হাতে পাতার স্তরগুলোকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে সে। রিজোলি তার গ্লাভস পরার ঘটনাটিও খেয়াল করেনি আগে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে আবারও সে রিজোলির দিকে তাকালো।

"আপনাদের এই খুনি এর আগেও এই জায়গাটিকে ব্যবহার করেছে," ডিন বলল। "আর সে হয়তো আবারও এই জায়গাটি ব্যবহার করতে চলেছে।"

"যদি আমরা তাকে ভয় না পাইয়ে দেই।"

"আর এটা একটা চ্যালেঞ্জের মতো। চুপচাপ থাকতে হবে আমাদের। যদি আমরা তাকে সতর্ক না করে দেই, তাহলে এখানে আবারও তার ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র আরও একটি লাশ ফেলার জন্য নয়, বরং ঘোরার জন্য। আবারও শিহরিত হওয়ার জন্য।"

"আপনি বিহাভিয়োরাল ইউনিট থেকে এসেছেন। তাই না?"

তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না সে, শুধুমাত্র জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে এক ঝলকের জন্য নিরীক্ষা করতে লাগলো। "যদি আমরা এই জায়গাটিকে প্রেসের অগোচরে রেখে দেই, আবারও তাকে এখানে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোর হতে হবে।"

আমাদের। শুধুমাত্র একটা শব্দ দিয়েই, সে তার সাথে পার্টনারশিপের সম্পর্ক যেন বানিয়ে ফেলতে চাইলো যা রিজোলি আশা করে না কখনও। এতে সে কখনও একমত হবেও না। পক্ষান্তরে, ডিন ফরমান জারি করার চিন্তা করছে। ব্যাপারটা আরও বেশি অপ্রীতিকর হয়ে পড়লো কারণ আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই তাদের কথোপকথন শুনে ইতোমধ্যেই ধারণা করতে নিতে শুরু করেছে যে এখানে হয়তো একে অপরের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে তারা।

শুধুমাত্র কর্সাক, তার চিরাচরিত স্থুলবুদ্ধির প্রভাবে তাদের কথার মধ্যখানে পদার্পণ করার সাহস দেখালো "এক্সকিউজ মি, ডিটেক্টিভ রিজোলি," বলল সে।

BanglaBook.org

"এই ভদ্রলোক কে?"

"এফবিআই," বলল সে, এখনও ডিনের দিকে একভাবে তাকিয়ে।

"কেউ কি আমাকে দয়া করে বোঝাবে এই কেস কখন ফেডারেল কেসে পরিণত হলো?"

"হয়নি এখনও," বলল রিজোলি। "এজেন্ট ডিন কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সাইট ছেড়ে চলে যাবে। কেউ কী তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবেন?"

কয়েক মুহূর্তের জন্য ডিন আর সে একে অপরের দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। এরপর সে তার মাথা ঝোঁকাল যেন এই পর্বে হার মেনে নেওয়াটা নিরবে স্বীকার করেছে সে। "আমি নিজের রাস্তা খুঁজে নেবো," বলল সে। এরপর ঘুরে গলফ কোর্সের দিকে হেঁটে চলে গেল ডিন।

"ফিবিরা এখানে কী করছে?" কর্সাক বলল। "সবসময় নিজেদেরকে তারা রাজা ভাবে। ব্যুরোর কাজ কী এখানে?"

জঙ্গলের সেই অংশে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো রিজোলি যেদিকে গ্যাব্রিয়েল ডিন গোধূলির আলোতে ধূসর কোনো ছায়ার মিলে যাওয়ার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। "যদি জানতাম আমি।"

৫৫৫

লেফটেন্যান্ট মারক্যুয়েট ক্রাইম সিনটিতে আধঘণ্টার মাথাতে এসে পৌঁছলো।

ধৃষ্ট কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিকে স্বাগতম জানানোর বিষয়টি রিজোলি সবসময় শেষের দিকে রাখে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার তার কাজে মাথা ঘামানোর বিষয়টি অত্যন্ত অপছন্দ করে সে। কিন্তু মারক্যুয়েট কোনোকিছুতে নাক গলালো না। গাছের ফাঁকে, এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো–যেন নিরবে জায়গাটি গলাধঃকরণের চেষ্টা করছে।

"লেফটেন্যান্ট," বলল সে।

চাঁছাছোলাভাবে উত্তর দিলো সে। "রিজোলি।"

"ব্যুরোর সাথে কী হয়েছে? তারা এখানে একজন এজেন্ট পাঠিয়েছে, যে পূর্ণ অধিগমনের আশা করছে।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো সে। "ওপিসি থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।"

সুতরাং এটা শীর্ষ পর্যায় অর্থাৎ পুলিশ কমিশনারের অফিস থেকেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সিএসইউইয়ের সদস্যদের নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ভ্যানের দিকে চলে যেতে দেখলো সে। তারা বোস্টন শহরের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকলেও স্টোনি

BanglaBook.org

ব্রুক রিজার্ভেশনের এই অন্ধকার অংশ তাদের কাছে নিরিবিচ্ছিন্ন ঘন জঙ্গলের মতোই মনে হচ্ছে। বাতাসে পাতাগুলো উড়ে পচনের গন্ধ আশেপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাছগুলোর মধ্য দিয়ে সে দেখতে পেল ব্যারি ফ্রস্ট ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ক্রাইম সিন টেপের অংশগুলো খুলে ফেলছে, যেন এখানে পুলিশি কার্যক্রমের কোনো প্রমাণ না থাকে। আজ রাত থেকে সেই খুনিকে নজরদারি করার কাজ গুপ্তভাবে শুরু করতে চলেছে তারা, যে অর্ধনষ্ট দেহের গন্ধ খুঁজতে প্রবলভাবে আকর্ষিত এবং যে কারণে হয়তো সে একাকী অরণ্যে, গাছগুলোর এই নিরব উদ্যানে আবারও ফিরে আসতে পারে।

"তাহলে আমার আর কোনো উপায় নেই, তাই তো?" বলল রিজোলি। "এজেন্ট ডিনের সাথে তাহলে মিলেমিশে কাজ করতে হবে আমার।"

"আমি ওপিসিকে এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছি।"

"ব্যুরোর এই কেসে মাথা ঘামানোর কারণ কী?"

"তুমি কী ডিনকে জিজ্ঞেস করেছো বিষয়টি?"

"তার সাথে আর বটগাছের সাথে কথা বলা একই বিষয়। কোনো উত্তর দেয় না। আমাকে মোটেও শিহরিত করেনি বিষয়টি। আমরা তাকে সব তথ্য জানাব, কিন্তু সে তার কাজের হলফটুকু দেবে না, কীভাবে কী হবে।"

"হয়তো তুমি তার সাথে ভালোভাবে কথা বলোনি।"

তার রক্তের মধ্যে ক্রোধ যেন বিষবাণের মতো প্রবাহিত হতে লাগলো। তার কথার গুপ্ত সত্যটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে *তোমার মধ্যে হম্বিতম্বি ভাব আছে রিজোলি। তুমি সবসময়েই পুরুষ মানুষ অপেক্ষা নিজেকে বড়ো কিছু ভাবো।*

"তুমি কী কখনও এজেন্ট ডিনের সাথে দেখা করেছো?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"না।"

তার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গাত্মকভাবে হাসলো সে। "ভাগ্যবানই বলতে হয় তোমাকে।"

"দেখো, আমি যতটুকু পারি চেষ্টা করবো। তুমি তার সাথে কাজ করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে?"

"কেউ কী বলেছে আমি করবো না তা?"

"ফোন কল বলেছে। আমি শুনতে পেয়েছি তুমি তাকে এই সাইট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। এটা কোনো সহযোগিতার সম্পর্ক হতে পারে না।"

"সে আমাকে আমার ক্ষমতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিল। আমি তাকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছি মাত্র। আমি কী এই কেসের প্রধান? না অন্য কেউ?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো মারক্যুয়েট। "তুমিই প্রধান।"

"আমার মনে হয় এজেন্ট ডিনেরও সেই মেসেজ পাওয়া উচিত।"

BanglaBook.org

"আমি দেখছি বিষয়টা।" ঘুরে দাঁড়িয়ে মারক্যুয়েট জঙ্গলের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। "তাহলে আমাদের কাছে এখন দুটো দেহাবশেষ আছে? আর দুটোই মহিলাদের?"

"কঙ্কালের আকৃতি এবং চুলের গুচ্ছ দেখে অন্যজনকে তো মহিলা বলেই মনে হচ্ছে। তার দেহে নরম কোনো টিস্যু অবশিষ্ট নেই। পোস্টমর্টেম স্ক্যাভেঞ্জার ড্যামেজ এবং অবশ্যই তার মৃত্যুর কারণ পাওয়া যায়নি।"

"আমরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে এই জায়গাতে আর কোনো দেহ নেই?"

"লাশ খোঁজা কুকুর আর একটাও পায়নি।"

মারক্যুয়েট যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। "ধন্যবাদ ঈশ্বর।"

তার পেজার হঠাৎ বেজে উঠলো। বেল্টের দিকে তাকালে ডিজিটাল রিডআউটে ভেসে থাকা নম্বরটি পরিচিত লাগলো তার কাছে। মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিস।

"ঠিক গত গ্রীষ্মের মতো," গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে মারক্যুয়েট বিড়বিড় করতে থাকলো। "সার্জনও এই সময়ে খুনগুলো করতে শুরু করেছিল।"

"গরমকাল," সেলফোন বের করার সময় বলল রিজোলি। "হ্যাঁ, এই সময়েই দানবগুলো শিকারে বের হয়।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় ছয় ।।

হাতের মুঠোয় স্বাধীনতা ধরে রেখেছি।

এক পাশে এমএসডি ৯৭ লেখা পঞ্চভুজ আকারের সাদা ছোট্ট জিনিসটি আমার কাছে এসেছে। ডেকাড্রন, চার মিলিগ্রাম। একটা পিলের জন্য কতটা সুন্দর আকার হতে পারে। অন্যান্য ওষুধের বিরক্তিকর ডিস্ক কিংবা টর্পেডো আকৃতির ক্যাপলেটের থেকে একেবারে ভিন্নতর। এ ধরনের ডিজাইন করার জন্য পরিবর্তনশীল কল্পনা এবং অদ্ভুত খেয়ালের দরকার পড়ে। আমি মার্ক ফার্মাসিউটিক্যালসের মার্কেটিংয়ের লোকজনকে কনফারেন্স রুমের টেবিলে একে অপরের সাথে কথা বলার বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি "এই ট্যাবলেটটিকে আমরা কীভাবে সবার মাঝে অতি দ্রুতই পরিচয় করিয়ে দিতে পারবো?" আর এর ফলশ্রুতিতেই এই পঞ্চভুজাকার পিলের সৃষ্টি হয়েছে, এখন যা কোনো ছোট্ট রত্নের মতোই আমার হাতে পড়ে আছে। ম্যাট্রেসের ছেঁড়া এক কোণায় লুকিয়ে রেখে আমি এটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, অপেক্ষা করেছি ঠিক সময়ের যখন এর জাদুকরি ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়।

এতদিন কেবল একটা ইশারার অপেক্ষায় ছিলাম।

আমার সেলের খাটে হাঁটুর সাথে একটি বই ভিড়িয়ে রেখে গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছি। নজরদারি করার ক্যামেরাটা দেখবে পড়ুয়া কোনো আসামি 'দ্য কমপ্লিট ওয়ার্ক অফ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার' পড়ছে। বইয়ের কভার ভেদ করে সেটা কিছুই দেখতে পাবে না। এমনকি আমার হাতে কী রয়েছে সেটাও না।

নিচের তলায় ডে রুমের টিভিতে কমার্শিয়াল এবং টেবিলে পিংপং বলের নাচানাচির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সেল ব্লক সি তে আরও একটি উচ্ছ্বসিত সন্ধ্যা। এক ঘণ্টার মধ্যে, ইন্টারকম এখানকার লাইট বন্ধ করার ঘোষণা দেবে এবং লোকগুলো তাদের সেলে আসার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলে ধাতব সিঁড়িতে জুতো পড়ার ঝনঝনানি শব্দ হবে। তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব খাঁচায় চলে যাবে যেমনটা প্রভুর কথা শুনে অনুগত ইঁদুর বাক্সের মধ্যে ঢুকে। গার্ড বুথে, কম্পিউটারে কমান্ড টাইপ করা হবে যার ফলে প্রত্যেক সেলের দরজা আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে যাবে এবং এভাবেই রাতের মতো ইঁদুরগুলো নিজেদের খাঁচাতে আটকে যাবে।

আমি গুটিসুটি অবস্থাতে বসে থেকেই সামনে এগিয়ে পৃষ্ঠার কাছাকাছি মাথা এগিয়ে নিয়ে আসি যেন লেখার প্রিন্টগুলো অতিশয় ক্ষুদ্র। গভীর মনোযোগ

BanglaBook.org

সহকারে এই লাইনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি "বারোতম রাত, অ্যাক্ট তিন. দৃশ্য তিন একটি রাস্তা। অ্যান্টনিও ও সেবাস্টিয়ান সামনের দিকে আগাচ্ছে... বন্ধুরা আমার, এখানে দেখার মতো কিছুই নেই। একজন সামান্য মানুষ নিজের খাটে বসে মনোযোগ সহকারে পড়ছে, ব্যস এই তো। লোকটি হঠাৎ কেশে আচমকাই হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল। ক্যামেরা আমার হাতের মধ্যে থাকা ছোট্ট ট্যাবলেটটিকে কোনোমতেই ধরতে পারবে না। এমনকি এটা আমার জিহ্বার নড়াচড়ার বিষয়টিও খেয়াল করবে না অথবা পিলটা যে এর সাথে বিশ্রি স্বাদের ওয়েফারের মতো জড়িয়ে গেল সেটাও। পানি ছাড়াই আমি এমনি এমনিই ট্যাবলেটটি গিলে ফেললাম। এটা এতটাই ছোটো যে সহজভাবে তা ভেতরে চলে যাবে।

পাকস্থলির সাথে মিশে যাওয়ার আগে আমি নিজের রক্তধারায় এর শক্তিশালী ক্ষমতা অনুভব করতে পারলাম। ডেক্সামেথাসোনের ব্র্যান্ড নেম ডেকাড্রন, এটা এক ধরনের অ্যাড্রেনোকর্টিকাল স্টেরয়েড যা মানব দেহের প্রত্যেক অংশেই গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। গ্লুকোকর্টিকয়েড যেমন ডেকাড্রন ব্লাড সুগার থেকে শুরু করে ফ্লুইড রিটেনশন এবং ডিএনএ সংশ্লেষ পর্যন্ত প্রায় সবকিছুতেই প্রভাব ফেলে। তাদের ছাড়া দেহ একসময় নির্জীব হয়ে পড়ে। এগুলো আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, আঘাতের চোট এবং ইনফেকশন প্রতিহত করতে সাহায্য করে। এ বাদে এগুলো হাড় বৃদ্ধি, উর্বরতা, উন্নত পেশী এবং দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে।

এটি আমাদের রক্তের উপাদানগুলোও রুপান্তর করে ফেলতে পারে।

যখন শেষের খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে লাইটগুলো বন্ধ হয়ে গেল, আমি নিজের রক্তের স্পন্দন অনুভব করার জন্য ছোট্ট খাটটাতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। তাদের কোষগুলোকে কল্পনা করতে লাগলাম যা শিরা ও ধমনির মধ্যে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে।

মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বহুবার আমি রক্তের কোষগুলোকে দেখেছি। এদের আকার এবং প্রত্যেকের কাজ সম্পর্কে ভালোভাবেই জানি। লেন্সের মাধ্যমে এক দেখাতেই বলতে পারি ব্লাড স্মিয়ার স্বাভাবিক রয়েছে কিনা। এর ফিল্ড স্ক্যান করে তৎক্ষণাৎ এতে বিদ্যমান লিউকোসাইটের শতকরা ভাগ পরিমাপ করে দিতে পারি—এটা রক্তের শ্বেত কণিকা যা আমাদেরকে ইনফেকশন প্রতিহত করতে সাহায্য করে। এ ধরনের টেস্টকে হোয়াইট ব্লাড সেল ডিফারেন্সিয়াল বলা হয়ে থাকে এবং মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান হিসাবে এ কাজ আমাকে বহুবার করতে হয়েছে।

আমি এখন আমার নিজের লিউকোসাইটের সঞ্চালনের বিষয়ে চিন্তা করছি।

BanglaBook.org

এই মুহূর্তে, আমার ডিফারেন্সিয়াল হোয়াইট কাউন্ট পরিবর্তিত হচ্ছে। ডেকাড্রনের ট্যাবলেট যা ঘণ্টা দুয়েক আগে খেয়েছিলাম, আমার পাকস্থলিতে পুরোপুরি মিশে গেছে। হরমোনগুলো পুরো দেহের তন্ত্রসমূহে পাক খেয়ে চলেছে, বর্তমানে নিজেদের জাদুর খেলা দেখাচ্ছে। আমার শিরা থেকে বের করে নেওয়া রক্তের একটি নমুনা এখন চমৎকার এক অস্বাভাবিকতা প্রকাশ করবে হোয়াইট ব্লাড সেল মাল্টিলোবড নিউক্লিই এবং গ্রানুলার স্টাপ্লিং এর সাথে মিলে এক ধরনের নিমজ্জিত হোস্ট তৈরি করেছে। এগুলোকে নিউট্রোফিলস বলে, যারা নিজেরাই ইনফেকশনের ঝুঁকি দেখা দিলে দুর্বার গতিতে নিজেদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক্ষুরের শব্দ পাবার ক্ষেত্রে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়, তারা যেন সবসময় সেটাকে ঘোড়ার হিসাবেই কল্পনা করে, জেব্রার নয়। কিন্তু যে ডাক্তার আমার ব্লাড কাউন্ট দেখবে এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে সে ঘোড়ার কথাই ভাববে। তৎক্ষণাৎ এক যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছবে। কিন্তু তার কাছে বিষয়টি একবারের জন্যও মনে হবে না যে এইবার একটি দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকা জেব্রা সমস্ত পরিস্থিতিকে বিভ্রান্তিকর বানিয়েছে।

চেঞ্জিং রুমে অটোপসি স্যুট অর্থাৎ ডনিং গাউন, শু্য কভার, গ্লাভস ও পেপার ক্যাপ পরছে রিজোলি। স্টোনি ব্রুক রিজার্ভেশন থেকে টহল দিয়ে ফিরে গোসল করে নেওয়ার মতো সময়ও হয়নি। এ রুমের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঠান্ডা পরিবেশেও শরীর থেকে দরদর করে ঘাম বেড়াচ্ছে, যেন চামড়ার ওপরে শিশিরবিন্দু জমছে। রাতের খাবারটাও খেতে পারেনি আজ। তাই ক্ষুধার কারণে কিছুটা দুর্বল লাগছে। নিজের ক্যারিয়ারে প্রথমবার নাকের নিচে ভিকস লাগানোর কথা ভাবলো যাতে অটোপসির কটু গন্ধ কোনোক্রমে তার নাকে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এই চিন্তাও সরিয়ে ফেলল মাথা থেকে। এ কারণে না যে সে কখনো জিনিসটা ব্যবহার করেনি, বরং এ কারণে যে এটা দুর্বলতা প্রকাশের চিহ্ন হিসাবে দেখা দেবে। হোমিসাইডের পুলিশদেরকে চাকরির প্রত্যেকটা দিকের সাথে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে হয়, যদি সেটা অপ্রীতিকর হয় তবুও। এ কারণে যখন তার সহকর্মীরা মেন্থলের একটা ঢালের সাহায্যে নিজেদেরকে এই জায়গাতে বাঁচায়, তাদের তুলনায় জেদ করে অটোপসি স্যুটের এই গন্ধকে হজম করার চেষ্টা করে।

গভীরভাবে দম নিলো। পরিচ্ছন্ন বাতাস যেন প্রাণভরে শেষবারের জন্য গ্রহণ করতে চাইছে। এরপর পাশের রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো।

ডা. আইয়েলস ও কর্সাক যে তার অপেক্ষায় রয়েছে, বিষয়টা আগেই আশা

BanglaBook.org

করেছিল। কিন্তু একইসাথে সেখানে যে গ্যাব্রিয়েল ডিনেরও দেখা পাবে এই বিষয়টা একেবারেই আশা করেনি। টেবিলে তার থেকে কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে ডিন, সার্জিক্যাল গাউন তার পরনের শার্ট ও টাই ঢেকে ফেলেছে। এদিকে কর্সাকের চোখেমুখে এবং কাঁধের অংশে প্রচণ্ড ক্লান্তিভাবের রেখাটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল রিজোলি। কিন্তু সেই তুলনায় এজেন্ট ডিনকে দেখে ক্লান্ত বা দিনের কোনো অংশ তার মধ্যে প্রভাব ফেলেছে এমন কিছুই মনে হলো না। শুধুমাত্র বেলা পাঁচটার মতো ছায়া তার সুদর্শন চেহারাটিতে গাঢ় ছাপ ফেলেছে। সে তার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন বুঝিয়ে দিতে চাইলো এখানে তার থাকার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

পরীক্ষণের উজ্জ্বল আলোর নিচে, লাশটিকে কয়েক ঘণ্টা আগের তুলনায় যেন আরও বিকৃত দেখালো। পার্জ ফ্লুইড নাক ও মুখ দিয়ে রক্তের রেখা ধরে ক্রমাগত বের হচ্ছে। পেটের অংশ এতটাই বেশি ফেঁপে উঠেছে যে দেখে মনে হচ্ছে গর্ভকালীন সময়ের শেষাবস্থা চলছে। চামড়ার নিচে তরলে পূর্ণ ফোস্কা দেখা দিয়েছে, আর তা ডার্মিস থেকে কাগজের মতো উঠে আসছে। ধড়ের অংশের চামড়া ছিলে রাখা হয়েছে যা স্তনের কাছে ভাঁজ হয়ে এসে পার্চমেন্টের মতো স্তরীভূত হয়ে আছে।

রিজোলি খেয়াল করে দেখলো ইতোমধ্যেই ফিঙ্গারপ্যাডে কালি লাগানো হয়ে গেছে। "তুমি এরইমধ্যে প্রিন্ট নিয়ে ফেলেছ।"

"তুমি আসার কিছুক্ষণ আগেই নিয়েছি," ডা. আইয়েলস বলল। তার মনোযোগের সম্পূর্ণটুকু এখন ইয়োশিমার টেবিলের কাছে নিয়ে আসা যন্ত্রপাতির ট্রে-র ওপরে নিবদ্ধ। জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা আইয়েলস মৃত মানুষের মধ্যে বেশি আগ্রহ খুঁজে পায় এবং এই রুমে জমতে থাকা আবেগী বিষয়গুলো সম্পর্কে বরাবরের মতোই অন্যমনস্ক সে।

"হাতের ব্যাপারে কিছু বলো? কালি লাগানোর কিছু আগে?"

এজেন্ট ডিন বলল, "আমরা এক্সট্রাটার্নাল এক্সাম সেরে ফেলেছি। তার চামড়াতে ইতোমধ্যেই স্টিকি টেপ লাগানো হয়েছে যাতে কোনো ফাইবারের সূত্র পাওয়া যায় এবং নেইল ক্লিপিংসও নিয়ে ফেলা হয়েছে।"

"এজেন্ট ডিন আপনি এখানে কখন এসেছেন?"

"সে এখানে আমারও আগে এসে পৌঁছেছে," কর্সাক বলল। "খাদ্যচক্রের হিসাবে মনে হয় একে অপরের তুলনায় ওপরের অবস্থানেই থাকি আমরা।"

যদি কর্সাক এই কথা রিজোলিকে বিরক্ত করার জন্য বলে থাকে তো, সে পুরোপুরি সফল হয়েছে তাতে। ভিক্টিমের নখে শিকারির চামড়ার কিছু অংশ হয়তো বা থেকে যেতেও পারে। চুল ও ফাইবার বদ্ধ মুষ্টির সাহায্যে হয়তো ধরে রেখেছিল। ভিক্টিমের হাতের পরীক্ষা অটোপসিতে অন্যতম কঠিন একটা ধাপ এবং এটাই সে

BanglaBook.org

আজকে মিস করেছে।

কিন্তু ডিন তা করেনি।

"আমরা ইতোমধ্যেই তার পজিটিভ আইডি পেয়ে গেছি," আইয়েলস বলল। "গেইল ইয়েগারের ডেন্টাল এক্সরে ঐ যে লাইট বক্সের ওপরে টাঙ্গানো রয়েছে।"

রিজোলি লাইটবক্সের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেখানে সাজিয়ে রাখা ছোটো ছোটো ফিল্মের ক্লিপগুলো দেখতে লাগলো। ফিল্মের কালো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে দাঁতগুলো সারিবদ্ধ স্তম্ভের মতোই যেন জ্বলজ্বল করছে।

"মিসেস ইয়েগারের ডেন্টিস্ট গত বছরে তার দাঁতে ক্রাউন লাগানোর কাজ করেছে। তুমি এখানেও সেটা দেখতে পাবে। পেরিঅ্যাপিক্যাল সিরিজের বিশ নম্বর দাঁতে সোনার ক্রাউন লাগিয়ে রাখা হয়েছে। সেই সাথে তিন, চৌদ্দ ও ঊনত্রিশ নম্বরে সিলভার অ্যামালগাম ফিলিংস রয়েছে।"

"মিলেছে কী?"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো ডা. আইয়েলস। "এটা যে গেইল ইয়েগারের দেহাবশেষ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

রিজোলি টেবিলে রাখা লাশটির দিকে আবারও এগিয়ে গেল। গলার অংশটুকুতে গভীর দাগের ওপরে তার নজর নিবদ্ধ। "তুমি কি গলার অংশের এক্সরে করেছ?"

"হ্যাঁ। সেখানে বাইল্যাটেরাল থাইরয়েড হর্ন ফ্রাকচারস পাওয়া গেছে। গলা টিপে মেরে ফেলার সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।" ইয়োশিমার দিকে ঘুরলো আইয়েলস, যার শান্ত ও ভূতুড়ে চালচলনে মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয় রুমে আদৌ কেউ আছে কিনা। "ভ্যাজাইনাল সোওয়াব নেওয়ার জন্য তাকে ঠিক অবস্থানে আনতে হবে।"

এর পরের ব্যাপারগুলো দেখে রিজোলির নারীসত্ত্বার অবমাননা ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না। পেট পুরোটা কেটে ফেলার থেকে অথবা হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস টুকরো করে আনার থেকেও এটা কয়েকগুণ বেশি জঘন্য। ইয়োশিমা ফুলে থাকা পায়ের অংশটিকে ব্যাঙের পা ছড়িয়ে থাকার মতো করে ধরলো যাতে উরুসন্ধিস্থল পেলভিক এক্সামের জন্য বিস্মৃত হয়ে পড়ে।

"কিছু মনে করবেন না, ডিটেক্টিভ?" ইয়োশিমা কর্সাককে উদ্দেশ্য করে বলল। গেইল ইয়েগারের বাম উরুর অংশের দিকে দাঁড়িয়ে আছে কর্সাক। "আপনি কী পা-টা একটু ঠিক অবস্থানে ধরতে সাহায্য করবেন?"

কর্সাক আতঙ্কিতের মতো তার দিকে চেয়ে বলল। "আমি?"

"শুধু হাঁটুর এই অংশটিকে একটু টেনে ধরতে হবে, যাতে আমরা সোয়াব সংগ্রহ করতে পারি।"

অনিচ্ছাকৃতভাবে কর্সাক লাশের উরুর অংশ চেপে ধরতে গেলে তার গ্লাভসের

BanglaBook.org

সাথে লাশের চামড়ার স্তর উঠে এলো। সাথে সাথে এক ঝটকায় সরে গেল সে। "ঈশ্বর, ওহ ঈশ্বর।"

"চামড়া এমনভাবে খুলে আসবে, আপনি যাই করুন না কেন। আপনি কী পা-টা একটু টেনে ধরতে পারবেন?"

গভীরভাবে দম নিলো কর্সাক। রুমের দুর্গন্ধ ছাপিয়ে, রিজোলি ভিকস মেন্থলের গন্ধ পেল। কর্সাক অন্তত এই জিনিসটি নিজের ওপরের ঠোঁটে লাগিয়ে নিতে গর্ববোধ করে না। মুখ বিকৃত করে সে উরুর অংশ চেপে ধরে এক পাশে ঘোরালো যাতে গেইল ইয়েগারের যৌনাঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। "যেন এতে করে এরপর থেকে যৌনাকাঙ্ক্ষা আরও বাড়বে," পা ধরে থাকার সময় বিড়বিড় করে বলল।

ডা. আইয়েলস লাশের পেরিনিয়াম অংশে পরীক্ষণের জন্য আলো ফেলল। কোমলভাবে সে ফুলে থাকা ল্যাবিয়ার অংশটি ছড়িয়ে দিলো যাতে করে ইন্ট্রোইটাস উন্মুক্ত হয়। সবসময়ের জন্য নির্বিকার থাকা রিজোলি, কোনোভাবেই এই বিদঘুটে আক্রমণ সহ্য করতে পারলো না। মুখ ঘুরিয়ে ফেলল অন্যদিকে।

গ্যাব্রিয়েল ডিনের দিকে নজর পড়লো তার।

কয়েক মুহূর্ত আগ পর্যন্ত, সে প্রক্রিয়াগুলোর খুঁটিনাটি অংশ অনাসক্তির ভঙ্গিতে খেয়াল করছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে, তার চোখে হঠাৎ করেই রাগ দেখতে পেল রিজোলি। এটা সেই রাগ যা সে নিজেও সেই লোকের প্রতি অনুভব করছে যে গেইল ইয়েগারের এমন অধঃপতনের জন্য দায়ী। একে অপরের দিকে তাকিয়ে তারা ভাগাভাগি করে নিতে চাইলো নিজেদের ক্রোধ। এতে করে মুহূর্তের মধ্যে তাদের মধ্যকার শত্রুভাবাপন্ন ভাবটাও যেন উবে গেল।

ডা. আইয়েলস লাশের ভ্যাজাইনাতে কটন সোয়াব প্রবেশ করিয়ে, সেটিতে লেগে থাকা জিনিস একটি মাইক্রোস্কোপিক স্লাইডের ওপরে নিয়ে রাখলো ট্রে-র ওপরে। এরপর সে বীর্যের উপস্থিতি জানার প্রয়োজনে রেক্টাল সোয়াবও সংগ্রহ করলো। তার সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর গেইল ইয়েগারের পা দুটোকে আবারও আগের মতো সোজা অবস্থানে টেবিলের ওপরে রেখে দেওয়া হলো। রিজোলির মনে হলো তার দুর্বিষহ অবস্থার ইতি ঘটেছে। এরপর আইয়েলস ডান কাঁধের অংশ থেকে স্টার্নামের শেষ অবধি তীর্যকভাবে Y ইন্সিশন শুরু করলে, কিছুক্ষণ আগে এই লাশটির সাথে ঘটে যাওয়া অবমাননার ঘটনাটির কাছে এটিকে তেমন কিছুই মনে হলো না রিজোলির।

একইভাবে সে বাম কাঁধের অংশ থেকে ইন্সিশন শুরু করতে যাবে এমন সময়ে ডিন বলল, "ভ্যাজাইন্যাল স্মিয়ারগুলোর কী হবে?"

"স্লাইডগুলো ক্রাইম ল্যাবে যাবে," ডা. আইয়েলস উত্তর দিলো।

BanglaBook.org

"আপনি কী ওয়েট প্রেপ করবেন না?"

"ল্যাব শুকনো স্লাইডেও বীর্যের নমুনা খুঁজে নিতে পারবে।"

"তাজা অবস্থায় নমুনা পরীক্ষা করার এটাই আপনার একমাত্র সুযোগ।"

হঠাৎ করে থ মেরে গেল ডা. আইয়েলস, ডিনের কথা শুনে চামড়ার ওপরে স্কালপেলের ফলা আটকে গেল। তার দিকে বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। এরপর ইয়োশিমাকে বলল, "কয়েক ফোঁটা স্যালাইনের ড্রপ স্লাইডের ওপরে ফেলে সেটিকে মাইক্রোস্কোপের নিচে লাগাও। আমি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটিকে পরীক্ষা করে দেখতে চলেছি।"

এরপর অ্যাবডমিনাল ইন্সিশনের কাজ করলো ডা. আইয়েলস। তার হাতের স্কালপেল ফুলে থাকা পেটের অংশ চিরে ফেলল। নষ্ট হয়ে যাওয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহের গন্ধ রিজোলির সহ্যসীমার বাইরে চলে গেল। গুলিয়ে উঠল পেটের ভেতরে। সিঙ্কের ধারে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকলো কেন সে বোকার মতো নিজের সহ্যক্ষমতার পরীক্ষা দিতে বসেছে। সে ভাবছে এজেন্ট ডিন এই মুহূর্তে তাকে দেখে টেক্কা দেওয়ার কোনো মনোভাব তৈরি করছে কিনা। সে তার ঠোঁটের ওপরে ভিকসের চকচকানি প্রলেপ দেখেনি। অটোপসির কাজ চলার সময় টেবিলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে কান খাড়া রেখে সবকিছু শোনার চেষ্টা করলো। একইসাথে ভেন্টিলেশন সিস্টেম দিয়ে চলা বাতাসের গতিবিধি, গড়িয়ে চলা পানি এবং ধাতব যন্ত্রপাতির সমন্বিত শব্দও শুনতে পেল।

এরপর কাঁপাকাঁপা স্বরে ইয়োশিমার ডাক দেওয়ার শব্দ পেল, "ডা. আইয়েলস?"

"হ্যাঁ?"

"আমি স্কোপের নিচে স্লাইডটিকে স্থাপন করেছি এবং..."

"বীর্য পেয়েছ কী?"

"আপনি নিজেই এসে দেখুন।"

বমি বমি ভাবটা হঠাৎ করেই উবে গেলে রিজোলি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো আইয়েলস তার গ্লাভস খুলে মাইক্রোস্কোপে গিয়ে বসেছে। মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে সে যখন স্লাইড দেখছে ইয়োশিমা তার ওপরে যেন ঝুলে পড়ছে।

"আপনি কী সেগুলো দেখতে পেয়েছেন?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"হ্যাঁ," বিড়বিড় করে বলল সে। এরপর হতভম্বের ন্যায় সোজা হয়ে বসে রইলো।

রিজোলির দিকে ঘুরে তাকালো। বলল, "বেলা দুটোর কাছাকাছি সময়ে লাশটা পাওয়া গেছে, তাই না?"

"হ্যাঁ, ওরকমই হবে।"

BanglaBook.org

"আর এখন রাত নয়টা বাজে–"

"সেখানে কী বীর্য আছে?" কথার মধ্যখানে বাধা দিয়ে বলল কর্সাক।

"হ্যাঁ, বীর্য আছে," আইয়েলস বলল। "আর শুক্রাণুগুলো এখনও তৎপর।"

ভ্রুকুটি করলো কর্সাক। "মানে কী? তারা এখনও সচল অবস্থাতে আছে?"

"হ্যাঁ। তারা সচল অবস্থাতেই আছে।"

হঠাৎ করেই রুমের মধ্যে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এলো। জিনিসটা খুঁজে পাবার গুরুত্বটা যেন নাড়িয়ে দিয়ে গেল সবাইকেই।

"শুক্রাণু প্রকৃতপক্ষে কত সময় ধরে সচল থাকে?" জানতে চাইলো রিজোলি।

"এটা নির্ভর করে পরিবেশের ওপর।"

"তাও একটা অনুমান করে বলুন ঠিক কত সময় অবধি থাকে?"

"স্খলনের পরে, তারা এক থেকে দুই দিন অবধি সক্রিয় থাকে। এখানে মাইক্রোস্কোপের নিচে অন্ততপক্ষে অর্ধেক শুক্রাণু সক্রিয় অবস্থাতে রয়েছে। এর স্খলনের ঘটনা নব্য। হয়তো এক দিনের বেশি সময়ের হবে না।"

"আর শিকারটির মৃত্যু কবে হয়েছে বলে ধারণা করছেন আপনি?" ডিন জিজ্ঞেস করলো।

"পাঁচ ঘণ্টা আগে আমি যে ভিট্রিয়াস পটাশিয়াম লেভেল বের করেছিলাম সেই অনুসারে তার মৃত্যু হয়েছে প্রায় ষাট ঘণ্টা আগে।"

আরও একবার নিস্তব্ধতার পরিবেশ নেমে এলো রুমে। রিজোলি প্রত্যেকের মুখে প্রায় একই ধরনের রেখা দেখতে পেল। এরপর গেইল ইয়েগারের দিকে তাকালো সে যার ধড়ের অংশ চিরে অঙ্গসমূহ উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে। মুখে হাত দিয়ে সিঙ্কের কাছে এগিয়ে গেল রিজোলি। তার পুলিশি ক্যারিয়ারে জেন রিজোলি প্রথমবারের জন্য অসুস্থবোধ করলো।

৫৫৫

"সে জানতো," কর্সাক বলল। "কুত্তার বাচ্চা আগে থেকেই সবকিছু *জানতো*।"

মেডিক্যাল এক্সামিনারের বিল্ডিং থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে পেছনের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কর্সাক ইতোমধ্যেই সিগারেটে আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছে। অটোপসি রুমের ঠান্ডা বাতাস থেকে বেরিয়ে এসে গ্রীষ্মের এই রাতে দরদর করে ঘামতেও কেন যেন স্বস্তিবোধ করছে সে, প্রসিডিউর লাইটের তুলনায় নিজেকে এই অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যেতে দিতে বেশি আরামবোধ করছে। দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলাতে এখন অপমানিত বোধ করছে রিজোলি। আর এই ব্যাপার আরও বেশি গায়ে বাঁধছে কারণ পুরো ঘটনা এজেন্ট ডিনের সম্মুখেই ঘটেছে। যদিও আর

BanglaBook.org

কিছু না হলেও কোনো রকমের খোঁচা মারা মন্তব্য করেনি সে। এমনকি তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন বা উপহাসও করেনি। বরং নির্বিকারভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল।

"ডিন-ই সেই মানুষ যে বীর্যের সেই টেস্ট করাতে বলেছিল," কর্সাক বলল। "সেটাকে সে যাই বলুক না কেন–"

"ওয়েট প্রেপ।"

"হ্যাঁ, ওয়েট প্রেপ না কী যেন। আইয়েলস এই ব্যাপারটাকে কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেখতে চায়নি। সে সেটিকে প্রথমে শুকাতে চেয়েছিল। এই ফিবির চামচা এসে ডাক্তারকে শেখাচ্ছে কী করতে হবে। যেন সে জানে সে কী দেখতে চলেছে এবং কী খুঁজে পেতে চলেছে। কীভাবে জানতো সে? আর এই কেসে ঐ এফবিআইদেরই বা ভূমিকা কী?"

"আপনি ইয়েগারদের ব্যাকগ্রাউন্ডের খবর নিয়েছিলেন। এফবিআইয়ের চোখে ধরা পড়ার মতো তেমন কী কিছু আছে?"

"কিছুই নাই তেমন।"

"তারা কী এমন কিছুর মধ্যে এসেছে যাতে তাদের থাকার কথাই না?"

"মানে আপনি কী বলতে চাইছেন ইয়েগাররা নিজেরাই নিজেদেরকে খুনের ব্যবস্থা করেছিল কিনা?"

"সে ডাক্তার ছিল। আমরা কী এখানে ড্রাগ ডিলসের ব্যাপারে কথা বলছি? অথবা সে কী রাজস্বাক্ষী ছিল?"

"তার ক্ষেত্রে আমি সবকিছু পরিষ্কার পেয়েছি। তার স্ত্রীর ক্ষেত্রেও।"

"*ক্যুপ ডি গ্রেস* মানে চূড়ান্ত মরণ আঘাতটা দেখে তো মৃত্যুদণ্ডের মতো মনে হচ্ছে। হয়তো এটা কোনো কিছুর প্রতীক। গলা চিরে তাকে নিরব করার প্রক্রিয়া।"

"হায় ঈশ্বর, রিজোলি, আপনি এগুলো কী বলছেন। আপনি তো পুরো কেসকে একশ আশি ডিগ্রি কোণে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন! প্রথমে আমরা ভাবছিলাম কোনো যৌন বিকারগ্রস্ত খুনির শিহরণ লাভের উদ্দেশ্যে করা কাজ এটা। এখন আপনার মাথাতে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ঘুরছে।"

"আমি বোঝার চেষ্টা করছি ডিনের এই কেসে সংশ্লিষ্টতার কারণ কী হতে পারে। এফবিআইইয়ের তো আমাদের কোনো কাজে মাথাব্যথা থাকে না। তারা আমাদের রাস্তা থেকে দূরে থাকে। একইভাবে আমরাও তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখি। আর এভাবেই কাজ করতে পছন্দ করে সবাই। সার্জনের ক্ষেত্রে তো আমরা তাদের সাহায্য নেইনি। আমরা নিজেরাই কেসটি নিজেদের মতো করে সামলে নিয়েছি, নিজস্ব প্রোফাইলার ব্যবহার করেছি। কারণ তাদের বেহাভিয়োরাল ইউনিট হলিউডের তাবেদারি করতে এতটাই ব্যস্ত থাকে যে আমাদের জন্য নূন্যতম সময় তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। তাহলে এই কেসে আলাদা কী এমন পেল

BanglaBook.org

তারা? ইয়েগারেরা এত বিশেষই বা হলো কীভাবে?”

“আমরা তাদের সম্পর্কে সন্দেহজনক তেমন কিছুই পাইনি,” কর্সাক বলল। “কোনো ঋণ নেই, অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন কোনোকিছু হেরফেরের চিহ্ন নেই। কোনো কেস ঝুলন্ত অবস্থাতেও নেই। এমনকি দুজনের কারো সম্পর্কেই কোনো নেতিবাচক কথা বলেনি কেউ।”

“তাহলে এফবিআইয়ের এতে নজর কাড়লো কেন?”

কর্সাক আবারও কিছু একটা যেন ভেবে নিলো। “হতে পারে ওপর পর্যায়ে ইয়েগারদের কোনো বন্ধু রয়েছে। এমন কেউ যে ন্যায় বিচারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।”

“ডিন কী এই ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু জানাতে পারে না?”

“ফিবিরা নিজেদের যে-কোনো কথাই অন্যকে বলতে অপছন্দ করে,” কর্সাক বলল।

আবারও বিল্ডিংয়ের দিকে তাকালো রিজোলি। মধ্যরাত চলছে। এখনও তারা মৌরা আইয়েলসকে এই জায়গা ছেড়ে যেতে দেখেনি। যখন অটোপসি স্যুইট থেকে রিজোলি বেরিয়ে আসছিল, আইয়েলস তখন রিপোর্ট লেখার কাজে ব্যস্ত। এমনকি সে তাকে শুভরাত্রি জানানোর সুযোগ পায়নি। মৃতদের রাণী জীবন্তদের ওপরে খুব সামান্যই নজর দিয়ে থাকে।

আমি কী একটু আলাদা? যখন রাতে বিছানায় শুয়ে পড়ি, আমি মৃত মানুষদের চেহারা দেখতে পাই।

“এই কেসের পরিধি আমাদের চিন্তার পরিধি অপেক্ষা বড়ো, ইয়েগাররা এখানে নস্যি মাত্র,” কর্সাক বলল। “আমাদের কাছে আরও একজনের দেহাবশেষ রয়েছে।”

“আমার মনে হয় এ কারণে জোয়ি ভ্যালেন্টাইনকে সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে,” রিজোলি বলল। “কারণ এটা ইতোমধ্যেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছে কীভাবে আমাদের খুনি সেই মৃতের চুল পেয়েছে–পূর্বের অন্য এক ভিক্টিম থেকে।”

“জোয়ির সাথে আমার এখনও সব কাজ শেষ হয়ে যায়নি। স্ক্রুয়ের শেষ প্যাঁচ বাকি আছে এখনো।”

“আপনি কী তার সম্পর্কে তেমন কিছু পেয়েছেন?”

“খুঁজে দেখছি আমি; খুঁজে চলেছি।”

“পুরোনো ভয়েরিজমের চার্জ ছাড়া আপনাকে তার বিরুদ্ধে আরও বেশি কিছু পেতে হবে।”

“কিন্তু জোয়ি ছেলেটা কিছুটা উদ্ভট। মৃত মহিলার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানোর

BanglaBook.org

সময় খুশি খুশি থাকার ভাবটা কী উদ্ভট নয়।"

"উদ্ভট হওয়াটা যথেষ্ট কারণ নয়।" বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে মৌরা আইয়েলসের কথা ভাবলো রিজোলি। এরপর বলল, "কোনো না কোনোভাবে আমরা সবাই-ই উদ্ভট।"

"কিন্তু আমরা উদ্ভট হলেও যথেষ্ট স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছি। কিন্তু জোয়ির মধ্যে কেন যেন সেই স্বাভাবিক ভাবটা নেই।"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো রিজোলি। এই কথোপকথন এখন হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, আর এই অবস্থায় নিজেকে ধরে রাখার মতো ধৈর্য্য তার মধ্যে নেই।

"আমি এমন কী বললাম?" কর্সাক জিজ্ঞেস করলো।

নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল রিজোলি। "খুবই ক্লান্ত লাগছে। যাকে বলে একেবারে বিধ্বস্ত। বাসায় গিয়ে ঘুমিয়ে নিতে হবে একটু।"

"আপনি কী এখানে হাড়ের ডাক্তারের জন্য আসবেন?"

"হ্যাঁ, আসবো।"

আগামীকাল বিকেলে, একজন ফরেনসিক অ্যান্থ্রোপলোজিস্ট আইয়েলসের সাথে যোগ দিবে। দ্বিতীয় মহিলার কঙ্কালের অংশগুলো পরীক্ষা করে দেখবে সে। যদিও ভূতুড়ে কাজের কারখানা এই বাড়িটিতে আসার ইচ্ছা পোষণ করে না সে, তারপরেও এটা তার কর্তব্য যা সে কোনোভাবেই খণ্ডাতে পারে না। গাড়ির কাছে গিয়ে সেটির দরজা খুলল।

"হেই, রিজোলি?" কর্সাক ডাকল।

"হ্যাঁ?"

"ডিনার করেছেন? বার্গার বা সেরকম কিছু খাবেন নাকি?"

এই ধরনের আমন্ত্রণ এক পুলিশ আরেক পুলিশকে সচরাচর দিয়েই থাকে। একটা হ্যামবার্গার, একটা বিয়ার, সারাদিনের ক্লান্তির পর কিছু সময়ের জন্য বিনোদন। এটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয় বা অনাকাঙ্ক্ষিত। তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা তাকে কিছুটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিলো, কারণ সে এই লোকটার একাকিত্ব, হতাশা বুঝতে পেরেছে। আর এই মানুষটির প্রয়োজনের বেড়াজালে কোনোভাবেই জড়াতে চায় না।

"অন্য কোনো সময়," বলল সে।

"আচ্ছা, ঠিক আছে," বলল কর্সাক। "অন্য কোনো সময়।" তাড়াতাড়ি হাত নাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে ঘুরে নিজের গাড়ির দিকে হেঁটে চললো কর্সাক।

BanglaBook.org

যখন নিজের বাসায় ফিরলো রিজোলি, আনসারিং মেশিনে সে তার ভাই ফ্রাঙ্কির মেসেজ পেল। মেইল দেখার সময় হঠাৎ করেই তার ভাইয়ের কণ্ঠস্বর পেয়ে লম্বা-চওড়া কথা এবং বিরক্তিকর চেহারার বিষয়টি কল্পনা করলো সে।

"হেই, জেনি? বাসায় আছো?" এরপর কিছুক্ষণ নিরবতা। তারপর আবারও বলল সে, "ওহ, শিট। দেখো, আমি আগামীকালকে যে মায়ের জন্মদিন এই কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমরা দুজনে যদি উপহারটা একসাথেই দেই তাহলে বিষয়টা কেমন হবে, বলতো? আমার নামও যোগ করে দেবে তুমি। পরে আমি তোমাকে একটা চেক মেইল করে দেবো। শুধু জানাবে আমাকে, তুমি আমার কাছে কত পাবে, ঠিক আছে? বাই। ওহ, শোন শোন, তুমি কেমন আছো?"

নিজের মেইলগুলোকে টেবিলের ওপরে ফেলে দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলো, "হ্যাঁ, ফ্রাঙ্কি। যেমনটা তুমি শেষবারের উপহারের জন্য ডলার পাঠিয়েছিলে।" যদিও অনেক দেরি হয়ে গেছে। উপহার ইতোমধ্যে হয়তো পৌঁছেও গেছে। এক বক্স পিচরঙা বাথ টাওয়েল পাঠিয়েছে সে, যাতে অ্যাঞ্জেলার নামের আদ্যক্ষর মনোগ্রাম করা রয়েছে। এই বছরে, জেনি সম্পূর্ণ ক্রেডিট পাবে। যদি তাতে কিছুটা পরিবর্তন আসে। ফ্রাঙ্কি হাজারটা বাহানা দেওয়ার মানুষ, যাদের মধ্যে সবগুলোই তাদের মায়ের মতে বিশুদ্ধ কারণ। ক্যাম্প পেন্ডেলটনে ড্রিল সার্জেন্ট সে। অ্যাঞ্জেলা তাকে নিয়ে প্রায় সবসময় চিন্তিত থাকে। তার সুরক্ষার বিষয়টি তাকে সবথেকে বেশি ভাবায় যেন সে প্রতিনিয়ত ক্যালিফোর্নিয়ার স্ক্রাব ব্রাশের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে শত্রুর গুলির সম্মুখীন হয়। এমনকি এটাও ভাবে সে যে ফ্রাঙ্কিকে সেখানে ঠিকমতো খেতে দেওয়া হয় কিনা। হ্যাঁ, ঠিক মা। ইউ.এস মেরিন কর্পস তোমার ২২০ পাউন্ড ওজনের বাচ্চাকে না খাইয়ে প্রতিনিয়ত মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। অবশ্য জেনের পেটে একটা খাদ্যকণাও পড়েনি দুপুরের পরে। অটোপসি ল্যাব সিঙ্কে সেই লজ্জাজনক বমির ঘটনার পরে তার পেটে যেটুকু ছিল সেটুকুও খালি হয়ে গেছে। এখন সে খুবই ক্ষুধার্ত।

নিজের কাপবোর্ডে তল্লাশি চালালে অলস মেয়ের একমাত্র সম্পদ স্টারকিস্ট টুনা খুঁজে পেল, যা সে একমুঠো নোনতা ক্রাকারের সাথে ক্যান থেকেই খেয়ে ফেলল। আবারও পেটে ক্ষুধা নিয়ে কাপবোর্ডের কাছে ফিরে গেল। পিচফলের কিছু ফালি খুঁজে পেল, যেগুলোকে ভালোভাবে মুছে সেখান থেকে কাটাচামচ দিয়ে সিরাপ বের করে নেওয়ার সময় চোখ পড়লো দেওয়ালে আটকে থাকা বোস্টনের ম্যাপের ওপর।

স্টোনি ব্রুক রিজার্ভেশন কয়েকটি শহরতলিকে ঘিরে রাখা এক টুকরো সবুজে ঘেরা এলাকা-যার উত্তরে রক্সবারি এবং ক্লারেন্ডন হিলস ও দক্ষিণে ডেডহ্যাম এবং রিডভিল রয়েছে। গ্রীষ্মের যে-কোনো দিনে, রিজার্ভেশনের এই জায়গাটি অনেক

BanglaBook.org

পরিবার, জগার এবং পিকনিক করা মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের জায়গা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মধ্যে কে-ই বা একজন একাকী মানুষকে গাড়িতে করে এনেকিং পার্কওয়ে দিয়ে ড্রাইভ করে যাওয়া অবস্থায় সেখানে খেয়াল করবে? কারই বা দরকার পড়েছে দেখার যে কে সেখানকার সার্ভিস পার্কিং এরিয়াতে গাড়ি থামিয়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে ছিল? শহরতলির এ ধরনের পার্কে ক্লান্তিকর কনক্রিট ও অ্যাস্ফাল্ট, জ্যাকহ্যামার এবং বাজতে থাকা হর্নের ঘটনা অনিবার্য। এসব কিছুর সাথে যে এই ধরনের ঠান্ডা জঙ্গল এবং ঘাসের আশ্রয়ে অভিগমনের জন্য আসে তাদের মনে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য তো থাকেই। একজন শিকারি এভাবেই তার শিকারকে ফেলার জায়গা খুঁজে নেয়। শিকারের দৃষ্টিকোণেই রিজোলি বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করছে; গাছের ঘন পরিবেশ সাথে মরা পাতার আস্তরণ। এই সেই পৃথিবী যেখানে কীটপতঙ্গ এবং জঙ্গলি জানোয়ার নিষ্পত্তির কাজটা সম্মিলিতভাবে করতে পারবে।

কাঁটাচামচটি রেখে দিতে গেলে সেটি টেবিলে ছনছন করে উঠল উচ্চশব্দে।

নিজের বুকশেলফ থেকে সে বিভিন্ন রঙের পুশপিনের প্যাকেট নিয়ে এলো। নিউটনে যে রাস্তায় গেইল ইয়েগার বাস করতো সেখানে এবং স্টোনি ব্রুক রিজার্ভেশনে তারা যেখানে গেইল ইয়েগারের লাশ পেয়েছে সেখানে দুটো লাল রঙের পিন লাগালো। স্টোনি ব্রুকে নীল রঙের দ্বিতীয় পিনটি লাগাল–যা অন্য আরও একজন অজ্ঞাত মহিলার দেহাবশেষকে নির্দেশ করছে। এরপর বসে সে খুনির পৃথিবীর ভূগোলটা এক নজরে দেখার চেষ্টা করলো।

সার্জনের খুনগুলোর সময় থেকেই সে সিটি ম্যাপকে শিকারির শিকারের জায়গা হিসাবে দেখতে শিখেছে। সে নিজেও যেহেতু একজন শিকারি, তাই নিজের এই শিকারকে পাকড়াও করতে হলে তাকে আগে খুনির পরিমণ্ডলটা বুঝতে হবে। কোন রাস্তায় হেঁটে বেড়ায় সে, কোন জায়গায় ঘুরে ফিরে সে–এসবকিছু। সে জানে মানব শিকারিরা তাদের পরিচিত জায়গার বাইরে নিজেদের শিকারের জায়গা নির্ধারণ করে না। অন্যান্যদের মতো তাদের নিজেদেরও কমফোর্ট জোন আছে এবং তারা নিজস্ব প্রাত্যহিক রুটিনে আবদ্ধ। তাই ম্যাপে আটকানো পিনগুলোর দিকে দেখার সময় সে ভালোভাবেই জানে যে ক্রাইম সিন এবং লাশ ফেলার জায়গার থেকেও বেশিকিছু দেখছে। খুনির কর্মকাণ্ডের পরিধির দিকে এখন নজর বোলাচ্ছে।

নিউটন শহর উচ্চবিত্তদের পছন্দের জায়গা। অনেক বেশি ব্যয়বহুল হওয়ায় প্রফেশনাল কিছু মানুষের শহরতলি এলাকা সেটা। স্টোনি ব্রুক রিজার্ভেশন সেখান থেকে তিন মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। সেটি নিউটনের উল্টো ধরনের জায়গা দিয়ে পরিবেষ্টিত। খুনির বাসা কী তাহলে এই জায়গাগুলোর কোনোটায়? বাসা থেকে অফিসে যাওয়ার সময়ই কী সে নিজের ভিক্টিমগুলোকে পছন্দ করে ফেলে? সে এমন কেউ যে এসবের সাথে মিলে যায়, বরং এমন কেউ নয় যাকে দেখে বহিরাগত বলে

BanglaBook.org

মনে হয়। যদি সে নিউটনে থেকে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয় উচ্চবিলাসী চরিত্রের বিত্তশালী লোক।

আর উচ্চবিত্ত শিকারকেই পছন্দ করে সে।

বোস্টনের রাস্তার গ্রিডগুলো তার পরিশ্রান্ত চোখের সামনে আস্তে আস্তে ঝাঁপসা হতে লাগলো। কিন্তু এরপরেও ম্যাপ দেখা বাদ দিয়ে বিছানায় গেল না; প্রচণ্ড ক্লান্তি উপেক্ষা করে ঘুমঘুম অবস্থাতেই বসে রইলো। মাথায় একশ একটা ছোটোখাটো জিনিস কাজ করছে। নষ্ট হতে থাকা লাশে বীর্যের তাজা উপস্থিতির কথা ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো নামবিহীন কঙ্কালের অধিকারিণীর কথা। নেভি ব্লু কার্পেট ফাইবার। এমন এক খুনির কথা মাথায় ঘুরতে লাগলো তার যে তার আগের শিকারের চুল ক্রাইম সিনে ফেলে আসে। একটি স্টান গান, শিকারির ছুরি এবং ভাঁজ করা নাইটক্লথের কথা ভাবলো।

আর সেই সাথে ভাবতে লাগলো গ্যাব্রিয়েল ডিনের কথাও। এসব ক্ষেত্রে এফবিআই এর ভূমিকা কী?

হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলো। মনে হলো যেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তথ্যের ভারে তা ফেটে যাবে। এই কেসের প্রধান ডিটেক্টিভ হতে চেয়েছিল এবং দাবিও করেছিল। এখন এই তদন্তের ভারটাই যেন কাজ করছে তাকে পিষে ফেলার। ভাবার জন্য অনেক বেশি ক্লান্তবোধ করছে। ঘুমানোর জন্য নিজেকে আস্তে আস্তে ফেলছে গুটিয়ে। ভাবছে ভেঙ্গে পড়ার ভাবটা কী ঠিক এমনই হয় এবং হঠাৎই চলে আসা চিন্তাটাকে চাইলো এক ঝটকায় মাথা থেকে সরিয়ে দিতে। জেন রিজোলি নিজেকে মেরুদণ্ডহীন হিসাবে দেখতে চায় না যাতে নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভোগে সে। তার ক্যারিয়ারের বিভিন্ন পর্যায়ে ছাদের ওপরে এক খুনিকে তাড়া করেছে, দরজা ভেঙ্গেছে, এমনকি অন্ধকার এক সেলারে নিজের মৃত্যুর সম্মুখীনও হয়েছে।

এক লোককে খুনও করেছে।

কিন্তু আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত, নিজেকে কখনো ভঙ্গুর মনে হয়নি।

৫৫৫

জেলের নার্স রাবার ব্যান্ডের মতো লেটেক্স পরে আমার ডান হাতে যেভাবে ট্যুরনিকেট বেঁধেছে তারপর থেকে আমার তাকে অন্তত নরম গোত্রের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। আমার চামড়াতে খামচিয়ে ধরেছে এটা; লোমগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে; কিন্তু এতকিছুর পরেও তার ভ্রুক্ষেপ নেই; তার কাছে আমি যেন শুধুমাত্র রোগভানকারী যে তাকে তার প্রিজন ক্লিনিকের শিফটে সুখনিদ্রা থেকে অসময়ে উঠে আসতে বাধ্য করেছে। মধ্যবয়সী সে-দেখে এমনই লাগছে। চোখ ফোলা

BanglaBook.org

এবং ভ্রুযুগল চিকন করে প্লাক করা। তার শ্বাসে ঘুম এবং সিগারেটের সম্মিলিত গন্ধ বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বোপরি সে একজন মেয়ে এবং যখন ঝুঁকে পড়ে আমার শিরা খুঁজে চলেছে তখন আমি তার ঢিলেঢালা এবং বিজড়িত গলার দিকে অতি আগ্রহে তাকিয়ে থেকে চিন্তা করছি তার সাদা চামড়ার নিচে ঠিক কোন ধরনের লোমহর্ষক জিনিস অপেক্ষমান রয়েছে। উজ্জ্বল রক্ত সম্বলিত ক্যারোটিড ধমনি এবং তার পাশে থাকা জুগ্যুলার শিরা যা শিরাস্থ রক্তের ধারার জন্য ফুলে আছে। আমি মেয়েদের অ্যানাটমির সাথে খুব অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত এবং এ কারণেই নিরীক্ষা করছি তাকে. যদিও সে খুব একটা আকর্ষণীয় নয়।

আমার অ্যান্টেকিউবিটাল শিরা উঁচিয়ে উঠার দরুণ কিছুটা খুশিই দেখাচ্ছে তাকে। অ্যালকোহল সোয়াব নিয়ে আমার চামড়ার অংশটুকু মুছে নিলো। তার কাজের ধরনে গুরুত্বহীন এবং অগোছালো একটা ভাব রয়েছে। মেডিক্যাল প্রফেশনাল কারও কাছে বিষয়টি কেউ এমনভাবে একেবারেই আশা করবে না। হয়তো অভ্যাসবশত এমনটা করছে. তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

"ব্যথা লাগবে আপনার," ঘোষণার সুরে বলল।

আমি সূচবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটা চোখ বন্ধ না করেই গ্রহণ করলাম। সেটিকে সে শিরাতে ভালোভাবেই বিদ্ধ করেছে এবং এর কারণে কিছুক্ষণের মধ্যেই লাল মাথার ভ্যাকিউটেইনার টিউবে রক্তের ধারা জমা হয়ে গেল। অগণিত মানুষের রক্ত নিয়ে বহুবার কাজ করেছি, কিন্তু নিজেরটা নিয়ে কাজ করার সৌভাগ্য কখনো হয়ে উঠেনি। তাই অতি আগ্রহে ব্ল্যাক চেরির মতো গাঢ় রঙের রক্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি।

টিউবটি প্রায় পূর্ণ হয়ে গেল। ভ্যাকিউটেইনার নিডল থেকে সেটিকে বের করে নিয়ে সেটির সাথে আরও একটি টিউব লাগালো সে। এই টিউবের মাথার অংশ হালকা বেগুনি, যা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন সেটিও পূর্ণ হয়ে গেল, আমার শিরা থেকে সূচটি বের করে নিয়ে ট্যুরনিকেটটিকে কিছুটা আলগা করে দিয়ে ছিদ্রের জায়গাতে তুলো লাগিয়ে দিলো।

"ধরে রাখুন," নির্দেশ দিলো।

অসহায়ের মতো আমি হাতকড়া পরে থাকা হাতটি নাড়িয়ে দেখাই যা ক্লিনিকের ছোটো খাটটির সাথে আটকানো রয়েছে। "পারবো না আমি," প্রতিরক্ষার সুরে বললাম তাকে।

"ওহ, ঈশ্বরের দোহাই," হাঁফ ফেলল সে। কোনো সহানুভূতি নয় বরং তার মধ্যে বিরক্তি কাজ করছে। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা দুর্বলকে ঘৃণা করে এবং এই মেয়েটি তাদের মধ্যেই হয়তো একজন হবে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং অরক্ষিত অবস্থা পেলে সেও হয়তো কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদিদের ওপরে অত্যাচার করা

BanglaBook.org

দানবদের মতো নিজেকে রূপান্তরিত করে ফেলবে। নিষ্ঠুরতা তার মধ্যে সাদা ইউনিফর্মের ছদ্মবেশে এবং আর. এন ট্যাগের আড়ালে লুক্কায়িত অবস্থায় আছে।

সে গার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল। "ধরে রাখুন।"

কিছুক্ষণের জন্য ইতস্ততবোধ করে আমার চামড়ার সাথে তুলোটি চেপে ধরলো। তার আমার কাছে আসার অনিচ্ছার কারণ আমার সত্ত্বার আক্রমণাত্মক অংশ নয়: তাদের কাছে আমি সবসময় শান্তশিষ্ট ধরনের মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছি, আদর্শ আসামি বলে যাকে এবং এই গার্ডদের কেউই ভয় পায় না আমাকে। এটা আমার রক্ত যা উদ্বিগ্ন করেছে তাকে। সে দেখতে পেল তুলোটি রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে পড়ছে এবং নিজের আঙুলে লেগে থাকা জীবাণুর ভয়াবহতার কথাই হয়তো কল্পনা করছে। অবশেষে সে মুক্তি পেল যখন নার্স একটি ব্যান্ডেজ ছিঁড়ে কটন ওয়াডটিকে জায়গামতো লাগিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্কে গিয়ে সাবান এবং পানি দিয়ে নিজের হাত পরিষ্কার করে নিলো। রক্তের মতো এহেন প্রাকৃতিক জিনিস দেখে তার ভয় পাবার ঘটনা দেখে মন খুলে হাসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার বদলে ছোটো খাটটিতে পা দুটোকে সোজা এবং চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে শুয়ে রইলাম যেন নিজের মধ্যে থেকে সাময়িক এই যন্ত্রণাগুলোকে কাটিয়ে ফেলতে পারি।

নার্স আমার রক্তের টিউবগুলো নিয়ে বের হয়ে গেল রুম ছেড়ে। আর গার্ড বারবার হাত ধোয়ার পর অবশেষে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

আর অপেক্ষা।

কেমনভাবে ঠান্ডা কোনো জীবাণুনাশক রুমে ঘণ্টাগুলো অতিবাহিত হয়। আমরা নার্সের কাছ থেকে তেমন কিছুই জানতে পারলাম না; দেখে মনে হলো আমাদেরকে মাঝপথে ফেলে রেখে চলেই গেছে সে, ভুলে গেছে আমাদের কথা। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো গার্ডটি, ভাবতে লাগলো কী কারণে এত দেরি হচ্ছে তার।

কিন্তু আমি তা ইতোমধ্যেই জানি।

এতক্ষণে, মেশিন আমার রক্তের বিশ্লেষণী কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং তার হাতে ফলাফল রয়েছে। নম্বরগুলো তাকে ভালোভাবেই সতর্ক করে দিয়েছে। আপাতত রোগভানকারী আসামির চিন্তা মাথা থেকে উবে যাবে তার; সে প্রমাণ দেখছে, প্রিন্টআউটে সবকিছু পরিষ্কারভাবেই রয়েছে যে আমার দেহে এক ভয়ঙ্কর ধরনের ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। আমার পেটের ব্যথার অনুযোগটা যথাযথ। যদিও আমার পেট পরীক্ষা করেছে, পেশির টানটান ভাবের বিষয়টা লক্ষ করেছে। তার স্পর্শে আমার গোঙিয়ে ওঠার ঘটনাটিও দেখেছে, কিন্তু আমার উপসর্গ দেখে প্রথমে অনেক কিছুই বিশ্বাস করেনি। এই জেলে নার্স হিসাবে প্রায় দীর্ঘ সময়ব্যাপী

BanglaBook.org

রয়েছে এবং তার অভিজ্ঞতা এই জেলের কয়েদিদের শারীরিক অনুযোগকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখার বিষয়টি শিখিয়েছে। তার চোখে আমরা সবাইই ম্যানিপুলেটর এবং ধূর্ত মানুষ। আমাদের প্রত্যেক উপসর্গ ড্রাগ নেওয়ার ভণিতামাত্র।

কিন্তু ল্যাব টেস্ট বাস্তব হয়ে থাকে। মেশিনে ব্লাড যাওয়ার পর একটি নম্বর বেরিয়ে আসে। সে হোয়াইট ব্লাড সেল কাউন্টের অস্বাভাবিকতার বিষয়টি কোনোভাবেই অবহেলা করতে পারবে না। আর এ কারণে তাকে এখন টেলিফোনে মেডিক্যাল অফিসারের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে।

"আমার এখানে একজন আসামি পেটের তীব্র ব্যথা নিয়ে এসেছে। পেটে শব্দ হচ্ছে তার, কিন্তু তার পেটের ডান অংশের নিম্নভাগ নরম রয়েছে। তার হোয়াইট কাউন্ট আমাকে ভীষণ চিন্তায় ফেলেছে...

দরজা খুলে গেলে লিনোলিয়ামের ওপরে আমি নার্সের জুতোর শব্দ পেলাম। যখন সে আবারও আমাকে ডাকলো, তার কণ্ঠে আগের মতো অবজ্ঞাভাব দেখতে পেলাম না। এখন নিজের আসল রাস্তাতে এসেছে, এমনকি শ্রদ্ধাবোধও কাজ করছে তার মধ্যে। সে জানে যে ভীষণভাবে অসুস্থ একজন লোককে দেখছে এখন এবং যদি বিপরীত কোনো কিছু ঘটে যায় আমার সাথে, তাহলে তাকেই দায়ী করা হবে। হঠাৎ করেই আমি অবজ্ঞার বিষয় থেকে টাইম বোমায় রূপান্তরিত হয়ে গেলাম যা তার ক্যারিয়ারকে যে-কোনো মূল্যে শেষ করে দিতে সক্ষম। আর ইতোমধ্যেই অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছে সে।

"আমরা আপনাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবো," এই কথা বলে গার্ডের দিকে তাকালো। "তাকে এখান থেকে জলদি নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

"শাটাক?" জিজ্ঞেস করলো লোকটি, বোস্টনের লেমুয়েল শাটাক হাসপাতালের কারেকশনাল ইউনিটের নাম নিয়ে।

"না, সেটি অনেক দূরে। সে অত সময় অপেক্ষা করতে পারবে না। তাকে ফিচবার্গ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।" তার কণ্ঠে জরুরিভাব ফুটে উঠলো। আর গার্ডটি আমার দিকে তাকালো উদ্বেগের দৃষ্টিতে।

"সমস্যা কী হয়েছে তার?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে গেছে হয়তো। আমি ইতোমধ্যেই পেপারওয়ার্ক সেরে ফেলে ফিচবার্গ ইমার্জেন্সি রুমে ফোন দিয়েছি। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

"ও...শিট। তাহলে তো তার সাথে আমাকেও যেতে হবে। ওখানে পৌঁছতে কত সময় লাগতে পারে?"

"তাকে ভর্তি করে নেওয়া হবে হয়তো। আমার মনে হয় তার সার্জারির

BanglaBook.org

প্রয়োজন।"

নিজের হাতঘড়ি এক ঝলকে দেখে নিলো গার্ডটি। নিজের শিফটের শেষ সময়টুকুর কথা যেন ভেবে নিলো সে। ভাবলো হয়তো যদি কেউ সময়মতো উদয় হয়ে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া থেকে তাকে মুক্তি দেয়। আমার কথা ভাবছে না বরং নিজের সময় ও জীবনের কথা ভাবছে। আমি হয়তো তার কাছে জগদ্দল পাথরের মতো।

নার্স একগুচ্ছ কাগজ বান্ডেল করে একটি খামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। এরপর তা তুলে দিলো গার্ডের হাতে। "ফিচবার্গ ই.আর এর জন্য দিলাম এটা। ডাক্তার যেন পায়, বিষয়টা নিশ্চিত করবে।"

"অ্যাম্বুলেন্সে করেই তাকে নিয়ে যেতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

"নিরাপত্তার ঝুঁকি হবে না।"

আমার দিকে তাকালো নার্সটি। এখনও হাতকড়া দিয়ে আমার হাতটিকে খাটের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। হাঁটু কিছুটা ভাঁজ করে স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছি আমি, এক্সক্রুসিয়েটিং পেরিটোনাইটিসে ভোগা কোনো রোগীর প্রাচীন ভঙ্গি এটাই। "আমি নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে অতটা ভাবছি না। এই লোকটি এতটাই অসুস্থ যে তার পক্ষে মারামারি করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব না।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় সাত ।।

"নেক্রোফিলিয়া," ডা. লরেন্স জুকার বলল, "অথবা বলা যেতে পারে 'মৃতদের প্রতি আসক্তি' সবসময়ের জন্যই মানবজাতির অন্ধকারতম গুপ্তরহস্যগুলোর একটি ছিল। গ্রিক থেকে এসেছে শব্দটি, কিন্তু তারও অনেক আগে থেকে ফারাওদের মধ্যে এই জিনিসের চর্চার প্রমাণ মেলে। সুন্দরি ও উচ্চপর্যায়ের কোনো নারী যখন মারা যেত তখন তাকে মৃত্যুর অন্ততপক্ষে তিনদিন অবধি মৃতদেহ সংরক্ষণকারীদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হতো। শুধুমাত্র নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে তার দেহ যারা শেষকৃত্যের জন্য প্রস্তুত করবে তাদের দ্বারা যেন সে কোনোভাবেই যৌন নির্যাতনের শিকার না হয়। মৃতদের প্রতি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ইতিহাসের বিভিন্ন অংশ জুড়ে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এমনকি বলা হয়ে থাকে রাজা হেরড তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাত বছর পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতো।"

রিজোলি কনফারেন্স রুমের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে জায়গাটির আধিভৌতিক পরিচিত ভাবটা তাকে অবাক করলো যদিও সেখানে কিছু ক্লান্ত ডিটেক্টিভের জমায়েত এবং টেবিলে ফাইল ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্রাইম সিন ফটো বাদে তেমন কিছুই নেই। সাইকোলজিস্ট লরেন্স জুকারের হিসহিসানি কণ্ঠের প্রভাবে তারা সবাই যেন বিচরণ করতে লাগলো শিকারীর অন্ধকার মনের মধ্যে। সর্বোপরি হিমশীতল পরিবেশ–এই রুমের ঠান্ডা ভাবটা তার হাড়ের মধ্যে যেন জেঁকে বসলো। এর ফলে জড়োসড়ো করে নিলো হাত। অনেকগুলো মুখ একই অবস্থায় রয়েছে : ডিটেক্টিভ জেরি স্লিপার, ড্যারেন ক্রো এবং তার পার্টনার ব্যারি ফ্রস্ট। এই পুলিশদের সাথেই সে সার্জনের তদন্ত এক বছর আগে কাজ করেছিল।

আরেকটি গ্রীষ্ম, আরেকজন দানব।

কিন্তু এইবারের টিম থেকে একটি মুখ হারিয়ে গেছে। ডিটেক্টিভ থমাস মুর তাদের সাথে নেই। তার অভাববোধটা রিজোলি প্রতিনিয়ত অনুভব করে। অভাববোধ করে তার শান্ত কণ্ঠের নিশ্চয়তাগুলোর, তার স্থিরভাবের। যদিও সার্জনের কেস তদন্তের সময়েই তাদের উভয়ের সম্পর্কে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরও তাদের বন্ধুত্ব পুনরুদ্ধার করেছিল তারা এবং এখন এই মুহূর্তে তার অনুপস্থিতি যেন বড়ো কোনো গর্তের মতোই মনে হচ্ছে তার কাছে।

মুরের জায়গায় অর্থাৎ যে চেয়ারে মুর বসতো, সেখানে যে মানুষটিকে বর্তমানে একফোঁটার জন্যও বিশ্বাস করতে পারে না সে বসে আছে নির্বিকারভাবে : সে আর

BanglaBook.org

কেউ নয়, গ্যাব্রিয়েল ডিন। যে কেউ এই মিটিংয়ে এসে সহজেই বুঝতে পারবে যে পুলিশদের এই জমায়েতে ডিন বহিরাগত ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। সুনিপুণ ধাঁচে গড়া স্যুট থেকে শুরু করে সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের মতো গঠন–সবকিছুই যেন তাকে অন্যান্যদের থেকে কিছুটা হলেও আলাদা বানিয়ে রেখেছে, একটা লক্ষণরেখা টেনেছে। কেউ কথা বলছে না ডিনের সাথে; নিরব দর্শকের মতো সে সবকিছু দেখে যাচ্ছে, ব্যুরোর এমন একটি লোক সে যার ভূমিকা সবার কাছেই রহস্যমণ্ডিত হয়ে রয়েছে।

কথা বলতে থাকলো ডা. জুকার। "মৃতদেহের সাথে সঙ্গম এমন একটি ঘটনা যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা চিন্তা করার বিষয়ের মধ্যে ধরি না। কিন্তু সাহিত্যে, ইতিহাসে এমনকি অনেক অনেক অপরাধের সাথে এসবের কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে। নয় শতাংশ সিরিয়াল কিলারের শিকাররা তাদের শিকারিদের দ্বারা মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যৌন আক্রমণের শিকার হয়ে থাকে। জেফ্রি ডাহমার, হেনরি লি লুকাস এবং টেড বান্ডি সহ সবাইই একই বিষয় স্বীকার করেছিল।" এরপর গেইল ইয়েগারের অটোপসির ছবিগুলোর দিকে তাকালো। "সুতরাং এই শিকারের দেহে টাটকা স্খলনের বিষয়টি বিস্ময়কর কিছুই নয়।"

ড্যারেন ক্রো বলল, "তারা সাধারণত বলে যে এ ধরনের কাজ কোনো জঘন্য মানসিকতার মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। এই কথাটা একবার এক এফবিআই প্রোফাইলারও বলেছিল আমাকে। এই শুয়োরের বাচ্চাগুলো সচরাচর নিজেদের সাথে নিজেরাই কথা বলতে বলতে হেঁটে বেড়ায়।"

"হ্যাঁ, একটা সময় ভাবা হতো এদের মধ্যে ভয়াবহ রকমের ডিসঅর্ডারড কিলারের লক্ষণ থাকে," জুকার বলল। "এমন কেউ যে নিজের মানসিক বিকৃতির জগতে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করে। এটা সত্যি, এদের অনেকেই সাইকোটিক হয়ে থাকে যাদেরকে অসংলগ্ন খুনির কাতারে ফেলা যায়–মাথা ঠিক থাকে না যাদের এবং বুদ্ধিমানও হয় না। নিজেদের ওপরে এতটাই কম নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে যে কাজের প্রত্যেকটা প্রমাণ তারা এমনিই ফেলে রেখে যায়। চুল, বীর্য, ফিঙ্গারপ্রিন্ট। এদেরকে ধরা সবচেয়ে সহজ, কারণ তারা ফরেনসিকের ব্যাপারে জানেও না এবং জানলেও খুব একটা পরোয়া করে না।"

"তাহলে এই খুনির ব্যাপারে আপনার কী মনে হচ্ছে?"

"এই খুনি আর কিছু হলেও সাইকোটিক নয়। সে একদম ভিন্ন গোত্রের মানুষ।" জুকার ইয়েগারদের বাড়ির ছবিগুলোর ফোল্ডার বের করে টেবিলের ওপরে সেগুলোকে সাজিয়ে রাখল। এরপরে রিজোলির দিকে তাকিয়ে বলল, "ডিটেক্টিভ, আপনি এই ক্রাইম সিনে গিয়েছিলেন।"

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল রিজোলি। "এই খুনি সুশৃঙ্খল। নিজের সাথে করে

BanglaBook.org

খুনের অস্ত্র নিয়ে এসেছিল। পরিচ্ছন্ন আর দক্ষ। কোনো ধরনের ট্রেস এভিডেন্স ফেলে যায়নি।"

"বীর্য ফেলে গেছে তো," ক্রো বিষয়টি মনে করিয়ে দিলো।

"কিন্তু এমন কোনো জায়গায় না যেখানে আমরা সেটিকে খুঁজে বের করতে পারবো। আমরা সহজেই হয়তো সেটাকে অগ্রাহ্যও করতে পারতাম। সত্যি বলতে গেলে, আমরা সেটিকে প্রথমে ধর্তব্যের বাইরেই রেখেছিলাম।"

"তো এই লোকটার ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?"

"বেশ গোছালো, যাকে বলে সুশৃঙ্খল। বুদ্ধিমান।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরও একটু যোগ করলো রিজোলি, "একদম সার্জনের মতো।"

জুকারের দৃষ্টি তার ওপরেই আটকে গেল। জুকার সবসময়ই তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। তার এই দূরভিসন্ধি চাহনি রিজোলির কাছে আক্রমণাত্মক লাগে। কিন্তু ওয়ারেন হয়েটের বিষয়টা তাদের প্রত্যেকের মাথাতেই খেলা প্রয়োজন। সে একমাত্র মানুষ কেন হবে যে এই নতুন কাজগুলোর মাঝেও পুরোনো কোনো দুঃস্বপ্নের আভাস দেখতে পাবে!

"আমি আপনার সাথে একমত," জুকার বলল। "আমাদের এই খুনি অনেক বেশি সুশৃঙ্খল। কিছু প্রোফাইলার যাকে কগনিটিভ অবজেক্ট থিম বলে থাকে, আমাদের এই খুনি ঠিক সেটাই অনুসরণ করে চলে। বিলম্বহীন পরিতৃপ্তির বিষয়টিই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তার কাজের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ আছে, আর সেটি হলো কোনো নারীদেহের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার–এই কেসে তার ভিক্টিম গেইল ইয়েগার। এই খুনি তার ওপর পূর্ণ অধিকার ফলাতে চেয়েছিল, এ কারণে মৃত্যুর পরেও তাকে ব্যবহার করেছে সে। তার স্বামীর সামনে তাকে নির্যাতন করার অর্থ হচ্ছে, তার ওপর নিজের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা। সে তাদের উভয়ের অধিকর্তা অর্থাৎ ডমিনেটর হতে চেয়েছিল।"

এরপর অটোপসির ছবিগুলো বের করলো। " তাকে না কাটাকুটি করা হয়েছে, না কোনো ধরনের অঙ্গহানি; আমার কাছে এ বিষয়টা কৌতূহল জাগানিয়া লেগেছে। পচনের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রাকৃতিক কিছু পরিবর্তন ছাড়া দেখে তো মনে হচ্ছে লাশটি মোটামুটিভাবে ভালো অবস্থাতেই ছিল।" রিজোলির দিকে সম্মতির জন্য তাকালো সে।

"হ্যাঁ, কোনো ধরনের উন্মুক্ত ক্ষত পাওয়া যায়নি তার দেহে," বলল সে। "শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছিল তাকে।"

"যা কাউকে খুন করার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ প্রক্রিয়া।"

"অন্তরঙ্গ?"

"একবার ভাবুন কারো শ্বাসরোধ করার ব্যাপারটি ঠিক কেমন হবে। কতটা

BanglaBook.org

ব্যক্তিগত। নিকটে আসার ব্যাপারটা কিন্তু থেকেই যায়। চামড়ার সাথে চামড়ার স্পর্শ লাগে। আপনার হাত তার মাংসের নাগাল খুঁজে। গলা টিপে থাকার সময়ে আপনি প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করতে পারবেন যে আস্তে আস্তে জীবন তার সঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছে।"

রিজোলি ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। "হে ঈশ্বর।"

"এভাবেই চিন্তা করে সে। তার অনুভূতিটাও ঠিক একই। এই পরিমণ্ডলেই বেঁচে থাকে এবং তাকে খুঁজতে হলে আমাদেরকেও এই একই পরিমণ্ডলে বিচরণ করতে হবে।" জুকার গেইল ইয়েগারের ছবির দিকে দেখালো। "সে তার দেহের ওপর অধিকার লাভের জন্যই সেখানে গিয়েছিল। তার ওপর পূর্ণ দখল অর্জনের জন্য; হয় মৃত কিংবা জীবিত–যে-কোনো অবস্থায়। এ সেই লোক যার লাশের প্রতি প্রচণ্ড রকমের আসক্তি কাজ করে এবং এভাবে সে তাকে নিয়ে খেলতে থাকে। যৌন আক্রমণের শিকার বানায়।"

"তাহলে কেন ফেলে এসেছে সেটিকে?" স্লিপার জিজ্ঞেস করলো। " তাহলে সে নিজের কাছে কেন সেটিকে সাত বছর পর্যন্ত রেখে দিলো না? যেমনটা রাজা হেরড তার স্ত্রীর সাথে করেছিল।"

"স্বাভাবিক কারণে?" জুকার বলল। "স্বভাবতই সে একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে বাস করে যেখানে নষ্ট হতে থাকা দেহের গন্ধ মানুষের আগ্রহের বস্তুতে পরিণত হবে। লাশটিকে নিজের কাছে তিনদিন পর্যন্ত রেখে দেওয়াই তো বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার।"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ক্রো। "তিন সেকেন্ডই আগে থাকুক।"

"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন লাশের প্রতি তার আকর্ষণ ঠিক প্রেমিকের মতো," রিজোলি বলল।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো জুকার।

"হয়তো তাকে সেখানে ফেলে আসাটাও তার জন্য অনেক পরিমাণে কঠিন ছিল। স্টোনি ব্রুকে।"

"হ্যাঁ, সত্যিই কঠিন। ঠিক প্রেমিকযুগলের একজনের চলে যাওয়ার মতোই।"

সে জঙ্গলের সেই জায়গাটির কথা আবারও ভাবতে লাগলো। গাছগুলো এবং তাদের রংবেরঙের পাতার ছায়ামণ্ডিত অঞ্চল। তাপবর্জিত পৃথিবী এবং শহর থেকে কিছুটা অগোচরে। "এটা শুধুমাত্র তার লাশটিকে ফেলার জায়গা ছিল না," বলল সে। "হয়তো এটা তার কাছে পবিত্রতম জায়গাও ছিল।"

তার দিকে তাকালো সবাই।

"আবারও বলুন?" ক্রো বলল।

"ডিটেক্টিভ রিজোলি ঠিক জায়গাতেই নির্দেশ করেছে যেটা আমি কিছুক্ষণের

BanglaBook.org

মধ্যেই বলতে চাইছিলাম," জুকার বলল। "রিজার্ভের সেই স্পট শুধুমাত্র তার ব্যবহৃত লাশ ফেলে আসার জায়গা নয়। নিজেদের একটু জিজ্ঞেস করুন তো, কেন সে তাদেরকে কবর দেয়নি? কেনই বা সে সেগুলোকে পরবর্তীতে খুঁজে পাবার জন্য ফেলে রেখে এসেছে?"

ধীরকণ্ঠে বলল রিজোলি, "কারণ মাঝেমধ্যে সে তাদের সাথে সেখানে দেখা করতে যায়।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো জুকার। "এগুলো তার প্রেমিকা। আর জায়গাটা তার হারেম। সে সেখানে বারবার ফিরে যায়, তাদেরকে দেখার জন্য, তাদেরকে স্পর্শ করার জন্য। হয়তো তাদেরকে আলিঙ্গনও করার জন্য। এই কারণে সে লাশের চুল বিভিন্ন জায়গায় ফেলে রেখে আসে। যখন সে দেহগুলোকে সামলায়, নিজের পোশাকের সাথে সেগুলোর চুল বয়ে নিয়ে বেড়ায়।" জুকার রিজোলির দিকে তাকালো। "পোস্টমর্টেমের সেই চুলের তন্তু কী দ্বিতীয় দেহাবশেষের সাথে মিলেছে?"

হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলো রিজোলি। "ডিটেক্টিভ কর্সাক এবং আমি প্রথমে ধারণা করতে শুরু করেছিলাম যে এই চুলের তন্তু সে নিজের কাজের জায়গা থেকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এখন আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি যে চুলের তন্তুটি ঠিক কোথায় থেকে এসেছে। ফিউনারেল হোমের দিকে কী আমাদের তাড়া করার বিষয়টি অর্থপূর্ণ?"

"হ্যাঁ," জুকার বলল। "আর আমি আপনাকে বলছি ঠিক কেন। নেক্রোফাইলেরা লাশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তারা মৃতদেহতে হাত দেওয়ার সময়েও যৌনানন্দ লাভ করে থাকে। তাদেরকে সংরক্ষণ করে, তাদেরকে পোশাক পরায়। এমনকি তাদেরকে মেকআপও লাগিয়ে দেয়। এই কারণে শিহরণ লাভের জন্য তারা ডেথ ইন্ডাস্ট্রির চাকরিগুলোতে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। যেমন মৃতদেহ সংরক্ষণকারীর সহকারী কিংবা মর্চুয়ারি বিউটিশিয়ান। মনে রাখতে হবে, অজ্ঞাত কোনো দেহাবশেষকে যে সবসময়েই কোনো খুনের শিকার হতে হবে তা কিন্তু নয়। সবথেকে নামকরা একজন নেক্রোফিলিয়াক সাইকোটিক এড গেইনের কথাই যদি বলি, সে কবর চুরি করে নিজের অভিযান শুরু করেছিল। নারীর লাশ কবর থেকে তুলে সে বাড়িতে নিয়ে যেত। পরবর্তীকালে সে খুনের ঘটনাগুলোতে জড়িয়ে পড়েছিল শুধুমাত্র লাশ প্রাপ্তির আশায়।"

"ওহ, ঈশ্বর," বিড়বিড় করতে লাগলো ফ্রস্ট। "কথাগুলো চরম থেকে চরমতম পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।"

"মানুষের বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন বর্ণালির একটা বর্ণ ধরে নিন। নেক্রোফিলিয়াকরা আমাদের কাছে অসুস্থ এবং বিকৃতমনা হয়ে থাকে। কিন্তু এই গোত্রভুক্ত লোকেরা

BanglaBook.org

তাদের বিদঘুটে খেয়াল নিয়ে আমাদের সাথেই চিরকাল ছিল। তাদের ক্ষুধা উদ্ভট। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে কিছু কিছু সাইকোটিক হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু আবার আর দশটা মানুষের মতো স্বাভাবিকও হয়।"

ওয়ারেন হয়েটও একদম স্বাভাবিক ছিল।

পরবর্তী কথাটা গ্যাব্রিয়েল ডিন বলল। ততসময় পর্যন্ত, পুরো মিটিংয়ে একটাবারের জন্যও কথা বলেনি সে এবং রিজোলি তার গভীর ব্যারিটোন দেখে অবাক না হয়ে পারলো না।

"আপনি বলতে চাইছেন এই খুনি সেই জঙ্গলে তার হারেম ঘোরার জন্য হলেও আবার আসবে।"

"হ্যাঁ," জুকার বলল। "এই কারণে স্টোনি ব্রুকের ওপর থেকে নজরদারি পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়াটা ঠিক হবে না।"

"আর কী হবে যদি সে টের পেয়ে যায় তার হারেম পুরোই উধাও হয়ে গেছে?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলো জুকার। "ভালোভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করবে না সে।"

রিজোলির শিরদাঁড়াতে শব্দগুলো যেন ঠান্ডা একটা বাড়ি দিলো। *তারা তার প্রেমিকা। যখন কোনো পুরুষের কাছ থেকে তার প্রেমিকাকে সরিয়ে নেওয়া হয় তখন তার প্রতিক্রিয়া ঠিক কেমন হতে পারে?*

"সে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে," জুকার বলল। "অনেক বেশি রাগ হবে তার এই ভেবে যে কেউ তার অধীনঃস্থ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেছে। আর এর সাথে সে নিজের হারিয়ে যাওয়া জিনিসকে ঠিক করার আশাতে উদ্বিগ্নও হয়ে পড়বে। এটা তাকে আবারও বাধ্য করবে শিকার করতে।" রিজোলির দিকে তাকালো জুকার। "পুরো বিষয়টিকে মিডিয়ার চোখের বাইরে রাখতে হবে, যতদিন সম্ভব। সেই জায়গার ওপর নজর রাখার বিষয়ের ওপর তাকে ধরার সম্ভাবনা নির্ভর করছে। কারণ সে সেই জঙ্গলে ফিরে যাবে আবারও, শুধুমাত্র যদি সে ভাবে জায়গাটি নিরাপদ। একমাত্র তখনই সে ওখানে যাবে যখন বিশ্বাস করবে যে তার হারেম সেখানেই রয়েছে, তার অপেক্ষায়।"

কনফারেন্স রুমের দরজা খুলে গেল হঠাৎ। রুমের দরজা গলিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দাঁড়ানো লেফটেন্যান্ট মারক্যুয়েটের দিকে দৃষ্টি পড়লো সবার। "ডিটেক্টিভ রিজোলি?" বলল সে। "তোমার সাথে একটু কথা বলা প্রয়োজন।"

"এখনই?"

"যদি কিছু মনে না করো আমার অফিসে এখনই আসো।"

রুমে উপস্থিত অন্যান্যদের অভিব্যক্তি মেপে বুঝতে পারলো তাদের সবার মাথাতে একই জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছে রিজোলিকে প্রশাসনিক নিয়মশৃঙ্খলা

BanglaBook.org

শেখানোর জন্য নিভৃতে ডাকছে। আর তার কোনো ধারণা নেই ঠিক কেন। মুখ লাল করে, নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল রিজোলি।

মারক্যুয়েট হোমিসাইড ইউনিটের হলে যাওয়ার পথটুকুতে নিরবই রইলো। অফিসে ঢুকার পর দরজা লাগিয়ে দিলো সে। গ্লাস পার্টিশন দিয়ে সে দেখতে পেল ডিটেক্টিভরা তাদের ওয়ার্কস্টেশন থেকে তার দিকে হাবার মতো তাকিয়ে রয়েছে। মারক্যুয়েট জানালার কাছে গিয়ে ব্লাইন্ডগুলো নামিয়ে দিলো। "বসছো না কেন, রিজোলি?"

"না, ঠিক আছি আমি। শুধুমাত্র জানতে চাই কী হচ্ছে এসব।"

"প্লিজ।" তার কণ্ঠস্বর আগের থেকে শান্ত শোনাচ্ছে, এমনকি নম্রও। "বসে পড়ো।"

মারক্যুয়েটের এ ধরনের নতুন অনুনয়ের ভাবটা কেন যেন তার মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করলো। তারা দুজন একে অপরের প্রতি এত অমায়িক ছিল না কখনোই। হোমিসাইড ইউনিটে এখনও পুরুষদের একছত্র আধিপত্য চলে। আর রিজোলি এটা ভালো করেই জানে যে সে এখানে নেড়ি কুকুরের মতো। কথা না বাড়িয়ে চেয়ারে আরাম করে বসে পড়লো। তার হৃদস্পন্দন হঠাৎ করেই যেন বেড়ে গেল।

কিছুসময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো, যেন ঠিক শব্দ খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে। "অন্য কারো জানার আগে আমি বিষয়টি তোমাকে বলতে চাইছিলাম। কারণ আমার মনে হয় বিষয়টি তোমার ক্ষেত্রে অনেক কঠিন হবে। আমি নিশ্চিত এটা সাময়িক অবস্থা এবং কয়েক ঘণ্টাতে না হলেও কয়েক দিনের মধ্যে তা হয়তো ঠিকও হয়ে যাবে।"

"কী ধরনের অবস্থা?" প্রশ্ন করলো রিজোলি।

"আজকে সকাল পাঁচটার কাছাকাছি সময়ে, ওয়ারেন হয়েট কাস্টডি থেকে পালিয়েছে।"

এখন সে বুঝতে পারলো কেন তাকে বসতে বলেছে মারক্যুয়েট; যেন নিজেকে ভগ্নদশা থেকে সামলে নিতে পারে।

কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। পরিবর্তে স্থিরভাবে বসে রইলো। আবেগগুলো হঠাৎ করেই যেন উবে গেছে। প্রতিটি স্নায়ু কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। যখন মুখ খুললো, তার স্বর অবাক করে দেওয়ার মতো এতটাই শান্ত শোনালো যে সেটা তার নিজের বলে মনেই হলো না।

"কীভাবে ঘটলো এসব?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"মেডিকেলে স্থানান্তরের সময়ে ঘটনাগুলো ঘটেছে। তাকে গতরাতে ইমার্জেন্সি অ্যাপেনডেক্টোমি করার জন্য ফিচবার্গ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সত্যি বলতে আমরা প্রকৃত ঘটনাটা এখনও জানি না কী ঘটেছিল সেখানে। কিন্তু

BanglaBook.org

অপারেটিং রুমে...” কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নিলো মারক্যুয়েট। “কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ জীবিত নেই।”

“কতজন মারা গেছে?” জিজ্ঞেস করলো। তার কণ্ঠ এখনও আগের মতোই শোনাচ্ছে। এখনও অপরিচিত কারো মতোই লাগছে তা।

“তিনজন। একজন নার্স এবং একজন নারী অ্যানেস্থেটিস্ট যে তাকে সার্জারির জন্য তৈরি করছিল। সাথে সেই গার্ডকেও খুন করেছে সে যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল।”

“সৌজা-ব্যারানোয়স্কি লেভেল সিক্স ফ্যাসিলিটি সম্পন্ন কয়েদখানা।”

“হ্যাঁ।”

“আর তারা তাকে এভাবে কোনো সিভিলিয়ান হাসপাতালে যেতে দিলো?”

“যদি সেটা কোনো রুটিন ভর্তির আওতাধীন হতো, তাহলে তারা তাকে শ্যাটাক প্রিজন ইউনিটে নিয়ে যেত। কিন্তু মেডিক্যাল ইমার্জেন্সির কেসে, এমনটাই এমসিআই'র নিয়ম যে আসামিদের কাছেধারের কোনো চুক্তিভিত্তিক হাসপাতালের অধীনেই চিকিৎসা করাতে নিয়ে যেতে হবে। আর ঐ মুহূর্তে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সবচেয়ে কাছে ছিল এই ফিচবার্গ হাসপাতাল।”

“কে নির্ধারণ করেছিল যে এটা ইমার্জেন্সির ঘটনা ছিল?”

“জেলের নার্স। হয়েটকে পরীক্ষা করে দেখে তাকে নিয়ে এমসিআই'র চিকিৎসকের সাথে আলোচনা করেছিল। তারা উভয়েই এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে দেরি না করেই তার প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।”

“কী ধরনের জিনিসের ওপরে ভিত্তি করে এগিয়েছিল তারা?” তার কণ্ঠস্বর আবারও আগের মতো তীক্ষ্ণতা ফিরে পেয়েছে। হারিয়ে যাওয়া আবেগ যেন কিছুটা ফিরে পেল সে।

“অনেকগুলো লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। পেটের ব্যথা–”

“হয়েট মেডিক্যাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সে জানে ঠিক কী বলতে হবে তাদের।”

“ল্যাব টেস্টের রেজাল্টেও অস্বাভাবিক কিছু পেয়েছিল তারা।”

“কী ধরনের টেস্ট?”

“হোয়াইট ব্লাড সেল কাউন্টের উচ্চমাত্রা সম্পর্কিত।”

“তারা কী ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে কার পাল্লাতে পড়েছে তারা? তাদের কী এ ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না?”

“ব্লাড টেস্টের রেজাল্ট তো কেউ মিথ্যা বানাতে পারে না।”

“সে সব পারে। ভুলে যেও না হয়েট হাসপাতালে চাকরি করতো। খুব ভালো মতোই জানে ল্যাব টেস্টের রেজাল্টকে কীভাবে বিভ্রান্ত করতে হয়।”

“ডিটেক্টিভ–”

BanglaBook.org

“ঈশ্বরের নামে কসম খেয়ে বলছি, কুত্তার বাচ্চা একসময় ব্লাড টেকনিশিয়ান ছিল!” আওয়াজ কেঁপে ওঠার ঘটনা তাকে হঠাৎ করেই যেন অবাক করে দিলো। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে। হঠাৎ করে তাকে রেগে উঠতে দেখে মারকুয়েট অবাক হয়েছে খুব। অবশেষে তার অভ্যন্তরীণ চেতনার বহিঃপ্রকাশ দেখে সে হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। যেখানে কিছুটা রাগ আছে। আর আছে কিছুটা অসহায়ত্ব।

আর ভয়। এই কয়েক মাসে, সে অনুভূতিগুলোকে চাপা দিয়ে রেখেছে কারণ সে জানে ওয়ারেন হয়েটকে ভয় পাওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি অযৌক্তিক। তাকে এমন জায়গায় বন্ধ করে রাখা হয়েছে যেখান থেকে বেরিয়ে এসে তার নাগাল সে কোনোভাবেই পাবে না। কোনো আঘাত করতে পারবে না। দুঃস্বপ্নগুলো ঘটনা পরবর্তী ধাক্কার মতো ছিল, পুরোনো ভয়ের প্রতিধ্বনি যার ব্যাপারে ধারণা করেছিল সে দিন গেলে ফিকে হয়ে যাবে। কিন্তু এখন সেই ভয়টাই তার ভেতরে আঁকড়ে বসে তার সত্ত্বাতে কামড় বসালো।

এক ঝটকায় সে উঠে দাঁড়িয়ে রুম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

“ডিটেক্টিভ রিজোলি!”

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

“কোথায় যাচ্ছো তুমি?”

“আমার মনে হয় তুমি ভালো করেই জানো, কোথায় যাচ্ছি।”

“ফিচবার্গ পি.ডি এবং স্টেট পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।”

“সত্যি? তাদের কাছে, সে হয়তো ছিঁচকে চোরের মতো হবে। তারা আশা করবে সেও সে একই ভুল করবে যা বাকিরা করে থাকে। কিন্তু সে এমন কিছুই করবে না। সে তাদের পেতে রাখা জাল ফসকে বারবার পালাতে সক্ষম।”

“তুমি তাদেরকে তাহলে এই ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছো না।”

“তারা হয়েটকে ঠিক গুরুত্ব দিচ্ছে না। বুঝতে পারছে না কার মোকাবেলা করতে নেমেছে,” বলল সে।

কিন্তু আমি ভালোভাবেই তা জানি। সুনিপুণভাবে।

বাইরে, পার্কিং লট গনগনে সূর্যের আলোতে চকমক করছে। রাস্তা থেকে ভেসে আসছে ভারি সালফার মিশ্রিত বাতাস। যখন সে নিজের গাড়িতে উঠলো, তার শার্ট ঘামে ভিজে জবজব। হয়েট এ ধরনের উষ্ণ তাপমাত্রা অত্যন্ত পছন্দ করে, ভাবলো সে। মরুভূমির গরম বালির স্পর্শে কোনো যেরকম সরীসৃপ মাথা চাড়া দেয়, এরকম আবহাওয়াতে সেও সতেজ হয়ে ওঠে। আর হয়েট ঠিক সরীসৃপের মতোই, যে জানে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে নিজের গা বাঁচাতে হবে।

BanglaBook.org

তারা কোনোভাবেই খুঁজে পাবে না তাকে।

ফিচবার্গের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়, সে সার্জনের কথা ভাবতে লাগলো, যে আবারও মুক্ত পৃথিবীর স্বাদ লাভ করেছে। ভাবতে লাগলো শহরের রাস্তায় তার হেঁটে যাওয়ার কথা, অবশেষে শিকারি নিজের শিকারদের মাঝে ফিরেই গেছে। ভাবছে, তার মুখোমুখি হওয়ার মতো এখনো সীমিত সাহসটুকু আছে কিনা। তাকে একবার পরাজিত করে নিজের জীবনের সাহসের কোটা শেষ করে ফেলেনি তো। নিজেকে ভীতু হিসাবে দেখতে পছন্দ করে না; চ্যালেঞ্জ থেকে কখনো পিছপাও হয় না এবং যে-কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সর্বদা প্রস্তুত সে। কিন্তু এত কিছুর পরেও ওয়ারেন হয়েটের সাথে পুনরায় মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি ভেতরে ভেতরে তাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি তাকে একবার পরাজিত করেছি এবং সেইবার প্রায় মরেই যেতে বসেছিলাম। আমি জানি না আমার পক্ষে আবারও একই কাজ সম্ভব হবে কিনা। একমাত্র একভাবেই সেই দানবকে আবারও তার খাঁচাতে ফেরানো সম্ভব, যদি আমি তার সাথে লড়াই করতে পারি।

৭৭৭

ক্রাইম সিনের ঘেরা জায়গাটিতে কাউকেই দেখতে পেল না। হাসপাতালের করিডরে ইউনিফর্ম পরা কোনো অফিসারের সাক্ষাত লাভের আশাতে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু আশেপাশে কয়েকজন নার্সকেই শুধু দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেল সে, যাদের মধ্যে দুইজন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে; আর অন্যরা বিশৃঙ্খলভাবে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে কথা বলছে। আকস্মিক এই ঘটনার ধাক্কাতেই হয়তো তাদের মুখ পাংশুটে দেখাচ্ছে।

ঝুলে থাকা হলুদ টেপের নিচ দিয়ে মাথা গলিয়ে ঢুকে পড়লো সে। বিনা ভ্রুক্ষেপে প্রবেশ করলো ডাবল ডোরের মধ্য দিয়ে, যা তাকে অপারেটিং রুমের রিসিপশন এরিয়াতে পৌঁছে দিলো। মেঝেতে রক্তের থেবড়ে যাওয়া দাগ এবং রক্তাক্ত ফুটপ্রিন্টের বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেখতে পেল সে। ইতোমধ্যেই একজন সিএসটি তার যন্ত্রপাতিসমূহ গুছিয়ে তুলছে। থিতিয়ে পড়া সিন এটা, পরীক্ষা করে জায়গাটিকে পদদলিত করে সেটিকে এখন পরিষ্কারের জন্য রাখা হয়েছে।

কিন্তু থিতিয়ে এবং একইসাথে দূষিত হয়ে পড়ার পরেও সে রুমে যা ঘটেছিল তা এখনো সেগুলো পরিষ্কারভাবে দেয়ালের রক্তের লেখনির সহায়তায় পড়তে পারছে। সে দেখলো ভিক্টিমের স্পন্দিত ধমনির রক্তের ছিটাগুলো পরিধির আকারে শুকিয়ে গেছে সেখানে। রক্তের ছিটাগুলো সাইন তরঙ্গের মতো দেওয়ালে এবং বড়ো

BanglaBook.org

আকারের ইরেজেবল বোর্ড যেখানে দিনের সার্জারির শিডিউল, ও. আর রুম নম্বর, রোগীর নাম, সার্জনের নাম এবং অপারেটিং প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হয় সেখানে ঢেউ তুলেছে। একটি পূর্ণাঙ্গ দিনের শিডিউল বুক করা থাকে যেখানে। ভাবতে লাগলো রিজোলি সে সব রোগীর কী হবে যাদের অপারেশনের ঘটনা অপারেটিং রুমের এক জলজ্যান্ত ক্রাইম সিনে পরিণত হওয়ার দরুণ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ভাবছে, পিছিয়ে যাওয়া কোলসিস্টেক্টটোমির পরিণতি কী হতে পারে–সেটা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন। এই শিডিউলের চার্টটা তার কাছে ক্রাইম সিনটিকে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে ফেলার বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। বাঁচার আশায় থাকা মানুষদের প্রয়োজনে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছে তারা। এমনি এমনি চাইলে কেউ ফিচবার্গ শহরের ব্যস্ততম এই ও.আরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করতে পারে না।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রক্তের পরিধি শিডিউল বোর্ড পর্যন্ত এগিয়ে কোণায় গিয়ে পড়েছে এবং পাশের দেওয়ালেও। এখানে রক্তের রেখাতে কিছুটা চ্যুতি দেখতে পাচ্ছে সে, যেন সিস্টোলিক প্রেসার নেমে পড়েছে এবং পালসেশনের ঘটনা মেঝে বরাবর অবনমিত হয়ে রিসেপশন ডেস্কের কাছে একটি থেবড়ে পড়া রক্তের হ্রদের সৃষ্টি করেছে।

ফোন। যেই এখানে মারা যাক না কেন, সে শেষ মুহূর্তে ফোনের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিল।

রিসেপশন এরিয়া থেকে কিছুটা দূরে একটি প্রশস্ত করিডর আছে যেখানে আলাদা আলাদা অপারেটিং রুমের পাশে সিঙ্কগুলো রয়েছে। কিছু লোকের কণ্ঠস্বর পেল সে। পোর্টেবল রেডিও-র শব্দ যা তাকে খোলা থাকা দরজাটির কাছে এগিয়ে নিয়ে গেল। স্ক্রাব সিঙ্কের সারি ধরে সিএসটি এর পাশ কাটিয়ে হেঁটে গেল, যে তাকে দেখেছে বলে মনে হলো না। এখানে কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো নেই। যখন ও.আর #৪ এ ঢুকলো, হত্যালীলার প্রমাণ দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে। যদিও সেখানে কোনো ভিক্টিম নেই, কিন্তু তাদের রক্ত চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দেওয়াল, ক্যাবিনেট এমনকি কাউন্টারটপ থেকেও রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে এবং সেই সাথে সবখানে ছড়িয়ে গেছে, যেখানে খুনের খেলার প্রত্যক্ষদর্শিদের পদচিহ্ন পড়েছে।

"ম্যাম? ম্যাম?"

দুইজন লোক স্বাভাবিক পোশাকে যন্ত্রপাতির ক্যাবিনেটের কাছে তার দিকে ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে লম্বা লোকটি তার দিকে এগিয়ে আসতে গেলে চিটচিট করতে থাকা মেঝেতে তার পেপার শ্যুর কভার আটকে গেল। বয়স ত্রিশের মাঝামাঝি মতো হবে। পেশিবহুল লোকেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিপত্তির যে ভাব নিয়ে এগিয়ে আসে সেই একই কাজ করলো সে। পুরুষত্বের দান, ঝরে পড়া

BanglaBook.org

চুলের ধরন দেখে ভাবলো রিজোলি।

কেবল প্রশ্ন করতে যাবে লোকটি, এমন সময় নিজের ব্যাজ তুলে ধরলো রিজোলি। "জেন রিজোলি, হোমিসাইড, বোস্টন পিডি।"

"বোস্টনের মানুষ এখানে কী করছে?"

"আমি দুঃখিত। আপনার নামটা জানতে পারি কী," উত্তরে বলল সে।

"সার্জেন্ট ক্যানাডি। ফিউজিটিভ আপ্রিহেনশন সেকশন।"

ম্যাসাচুসেটসের স্টেট পুলিশ অফিসার সে। তার সাথে করমর্দন করে নিলো, এরপর হঠাৎই খেয়াল করলো লেটেক্সের গ্লাভস পরে আছে সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে ভদ্রতার খাতিরে সে তাকে স্বাগতমও জানাবে।

"আমরা আপনাকে কী ধরনের সাহায্য করতে পারি?" জিজ্ঞেস করলো ক্যানাডি।

"হয়তো আমিই আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি।"

ক্যানাডিকে দেখে মনে হলো না কথাটি তাকে কোনোরকমের অবাক করতে পেরেছে। "কীভাবে?"

দেওয়ালে জমে থাকা রক্তের অসংখ্য ছিটার দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, "যে লোক এই কাজটি করেছে–ওয়ারেন হয়েট–"

"কী হয়েছে তার?"

"আমি তাকে খুব ভালোভাবেই চিনি।"

এবার তার সাথে ছোটোখাটো গড়নের লোকটিও যোগ দিলো। মুখ ফ্যাকাশে ও ডাম্বোর মতো কান তার এবং একজন পুলিশ হলেও তার মধ্যে ক্যানাডির মতো কর্তৃত্বপূর্ণ ভাব দেখা গেল না। "হেই, আমি আপনাকে চিনি। রিজোলি। আপনিই তো তাকে ধরেছিলেন।"

"আমি সেই টিমের অংশ ছিলাম।"

"না, না, লিথিয়া থেকে আপনিই তো তাকে খুঁজে বের করেছিলেন।" ক্যানাডির থেকে একেবারে উল্টো বৈশিষ্ট্যের এই মানুষটি গ্লাভস পরেনি, এবং সেও তার সাথে করমর্দন করলো। "ডিটেক্টিভ আর্লেন। ফিচবার্গ পিডি। এই একটা কারণে এত দূর থেকে এসেছেন আপনি?"

"খবরটা কানে এসে পৌছানোর সাথে সাথেই।" তার চোখ আবারও দেয়ালের দিকে ফিরে গেল। "আপনারা কি ঠাহর করতে পেরেছেন কাকে খুঁজতে চলেছেন?"

কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলল ক্যানাডি: "সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে।"

"আপনি কী তার পূর্বের ইতিহাস জানেন?"

"আমরা জানি সে এখানে কী করেছে?"

BanglaBook.org

"কিন্তু আপনি কী তাকে চেনেন?"

"সৌজা-ব্যারানোয়স্কি থেকে আমরা তার ফাইলগুলো ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি।"

"আর সেখানকার গার্ডদের কি কোনো ধারণা ছিল না তারা কার খপ্পরে পড়েছে? নাকি এটা এমনি এমনিই হয়ে গেছে।"

"আমি কাউকে ফেরত নিয়ে আসতে কখনো বিফল হইনি," ক্যানাডি বলল। "তারা সবাই একই ভুল করে থাকে।"

"এই মানুষ তা করবে না।"

"মাত্র ছয় ঘণ্টা পেয়েছে সে।"

"ছয় ঘণ্টা?" মাথা ঝাঁকালো সে। "হয়তো ইতোমধ্যেই আপনি তাকে হারিয়েও ফেলেছেন।"

কিছুটা ক্ষুব্ধ হলো ক্যানাডি। "আমরা আশেপাশের এলাকা তল্লাশি করে দেখছি। রোডব্লক দিয়ে রেখেছি। সেই সাথে যানবাহন তল্লাশির কাজও করে চলেছি। মিডিয়াকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তার ছবি স্থানীয় প্রত্যেকটি টিভি স্টেশনে সম্প্রচার করা হচ্ছে। যেমনটা বললাম আমি, পরিস্থিতি এখনও আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।"

কোনো উত্তর দিলো না সে বরং রক্তের দাগগুলোর দিকে মনোনিবেশ করলো। "কে মারা গেছে এখানে?" থিতুকণ্ঠে জানতে চাইলো সে।

জবাবটা দিলো আর্লেন। "অ্যানেস্থেসিস্ট এবং ও. আর নার্স। অ্যানেস্থেসিস্ট টেবিলের ঐ কোণার জায়গায় পড়ে ছিল। নার্সটিকে ওখানে দরজার কাছে পাওয়া গিয়েছে।"

"তারা চিৎকার করেনি? গার্ডকে সতর্ক করেনি?"

"তারা সেই সময়টুকুও তো পায়নি। মহিলা দুজনেরই তো ল্যারিংক্স চিরে ফেলা হয়েছে।"

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। আই.ভি সল্যুশন যে পোলে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে সেই মেটাল পোলের দিকে তাকালো। প্ল্যাস্টিক টিউব ও ক্যাথেটার থেকে তা ক্রমাগত মেঝেতে পড়ে সেখানে ছোটোখাটো হ্রদ তৈরি করে ফেলেছে। টেবিলের নিচে গ্লাসের তৈরি একটি সিরিঞ্জ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে।

"তারা আই.ভি দিয়েছিল তাকে," বলল সে।

"ইমার্জেন্সি রুমে থাকতেই দেওয়া হয়েছিল," আর্লেন বলল। "নিচতলায় সার্জন তাকে পরীক্ষা করে দেখার পরপরই তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারা তার ফেটে যাওয়া অ্যাপেন্ডিক্সের বিষয়টি লক্ষ করে।"

"সেই সার্জন তার সাথে আসেনি কেন? কোথায় ছিল সে?"

BanglaBook.org

"ইমার্জেন্সি রুমে আরও একজন রোগীকে দেখছিল। সবকিছু ঘটে যাওয়ার প্রায় পনেরো মিনিট পরে দশটার সময় এসেছিল সে। ডাবল ডোর দিয়ে ঢুকেই দেখে এমসিআই গার্ড রিসেপশন এরিয়াতে পড়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ দৌড়ে ফোন করতে গিয়েছিল। আসলে ইমার্জেন্সি রুমের প্রত্যেক স্টাফরা জমা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনো ভিক্টিমের জন্যই তাদের আর কিছু করার মতো অবস্থা ছিল না।"

মেঝের দিকে তাকালো সে এবং অনেকগুলো জুতোর লেপ্টে থাকা দাগ দেখতে পেলো। বুঝতে পারলো এখানে এতসময়ে অনেকজনই এসেছে।

"আসামিকে তদারকির প্রয়োজনে গার্ড এখানে আসেনি কেন?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"অপারেটিং রুম জীবাণুনাশক এলাকা। রাস্তাতে পরা কোনো পোশাকে এখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাকে হয়তো এ কারণে রুমের বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল।"

"কিন্তু এটা কী এমসিআই'র পলিসি নয় যে তাদেরকে কয়েদিদের ওপরে সার্বক্ষণিক নজরদারি করতে হবে যখন তারা ফ্যাসিলিটির বাইরে তাদেরকে নিয়ে আসবে?"

"হ্যাঁ।"

"এমনকি অপারেটিং রুমে, অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়ার সময়েও হয়েটের হাত ও পা টেবিলের সাথে কড়া লাগিয়ে রাখা উচিত ছিল।"

"হ্যাঁ, উচিত ছিল।"

"কিন্তু আপনি কী হাতকড়া জাতীয় কোনো কিছু পেয়েছেন?"

আর্লেন ও ক্যানাডি একে অপরের দিকে তাকালো।

ক্যানাডি বলল, "মেঝেতে ঐ টেবিলের নিচে হাতকড়া পড়ে ছিল।"

"তাহলে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল?"

"একভাবে বলতে গেলে, হ্যাঁ–"

"তাহলে তারা তাকে খুলে দিলো কেন?"

"মেডিক্যাল কোনো কারণে হয়তো।" আর্লেন বলল। "হয়তো অন্য আরেকটা আই.ভি দেওয়ার প্রয়োজনে? তার দেহাবস্থান ঠিক করার জন্য?"

অসম্মতিতে মাথা নাড়ালো সে। "তাহলে তো তাদের হাতকড়া খুলে দেওয়ার জন্য সেই গার্ডকে এখানে ডেকে আনার দরকার পড়তো। গার্ডও অবশ্যই তার আসামিকে এখানে হাতকড়া খুলে রাখা অবস্থাতে ছেড়ে যেত না।"

"তাহলে সে হয়তো অসাবধান হয়ে পড়েছিল," ক্যানাডি বলল। "ইমার্জেন্সি রুমের প্রায় সবার মধ্যেই তো একই প্রভাব পড়েছিল যে হয়েট হয়তো খুব

BanglaBook.org

ভয়ঙ্করভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং লড়ার মতো কোনো শক্তি নেই তার। স্পষ্টত তাদের পক্ষে তো কোনো কিছু চিন্তা করার মতো ব্যাপারটা সম্ভবই না..."

"ঈশ্বর," বিড়বিড় করলো রিজোলি। "তার নিজের জ্ঞান হারায়নি।" অ্যানেস্থেশিয়া কার্টের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো সেখানকার একটা ড্রয়ার খোলা রয়েছে। তার মধ্যে থাকা থিওপেন্টালের ভায়ালটি অপারেটিং রুমের অত্যুজ্জ্বল আলোতে চকচক করছে। অ্যানেস্থেটিক। তারা যখন কেবল তাকে অজ্ঞান করতে যাবে ঠিক এমন সময়েই আক্রমণটা করেছে, ভাবলো সে। সে এই টেবিলেই শুয়ে ছিল, হাতে ঐ আই.ভি লাগিয়ে। ব্যথায় মুখ বেঁকিয়ে গিয়েছিল তার। তাদের কোনো ধারণাই ছিল না ঠিক কী হতে চলেছে; তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল। নার্সটি ভাবছিল কোন যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে নিতে হবে, ডাক্তারের কোনগুলো প্রয়োজন পড়বে। অ্যানেস্থেশিস্ট ড্রাগের ডোজ হিসাব করছিল রুগির হার্টরেটের বিষয়টি মনিটরে লক্ষ করার ফাঁকে। হয়তো সে দেখতে পেয়েছিল হৃদপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি হচ্ছে, আর সেটা ব্যথার কারণেই। সে তখন বুঝতেই পারেনি যে তাদের ওপরে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল হয়েট। উদ্যত হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করতে।

"আর তারপর...কী হয়েছিল তারপর?"

টেবিলের পাশে থাকা যন্ত্রপাতির ট্রে-র দিকে তাকালো সে। শূন্য সেটা। "সে কী কোনো স্কালপেল ব্যবহার করেছিল?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"আমরা এখনও তার অস্ত্রটি পাইনি।"

"এটা তার অতি পছন্দের একটি যন্ত্র। সে সবসময়ের জন্য স্কালপেল ব্যবহার করে..." হঠাৎ মাথায় আসা তড়িৎ এক খেয়ালে ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল তার। আর্লেনের দিকে তাকালো সে। "সে যে এখনও এই বিল্ডিংয়ে নেই তার প্রমাণ কী?"

ক্যানাডি কথার মধ্যখানে বাধা দিয়ে বলল। "সে এই বিল্ডিংয়ে নেই।"

"সে তো এর আগেও ডাক্তারের ছদ্মবেশ ধরেছে। সে জানে মেডিক্যালের কর্মচারিদের মাঝে কীভাবে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে হয়। আপনারা কী হাসপাতালের প্রত্যেকটা অংশ তল্লাশি করেছেন?"

"আমাদের দরকার হয়নি তা।"

"তাহলে আপনারা কী করে জানেন সে এখানে নেই?"

"কারণ আমাদের কাছে তার বিল্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। ভিডিওতে আছে তা।"

রিজোলির হৃদস্পন্দন হঠাৎ করেই বেড়ে গেল। "সিকিউরিটি ক্যামেরাতে আপনারা তাকে দেখতে পেয়েছেন?"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো ক্যানাডি। "আমার মনে হয় আপনারও সেটা দেখা উচিত।"

BanglaBook.org

।। অধ্যায় আট ।।

"সে যা করেছে দেখতে কিছুটা উদ্ভট লাগছে," আর্লেন বলল। "এই টেপটি বেশ কয়েকবার দেখার পরেও আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

নিচতলায় হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে এসেছে তারা। রুমের একপাশে একটা রোলিং ক্যাবিনেট, যেখানে একটা টিভি ও ভিসিআর রয়েছে। ক্যানাডিকে রুমের সব সুইচ অন করতে এবং রিমোটের ওপর কতৃত্ব খাটাতে দিলো আর্লেন। রিমোট কন্ট্রোলের কাজটা যেন দলের মোড়লের দায়িত্ব এবং ক্যানাডি নিজেকে সেই দায়িত্বে বসালো যা তার জন্য খুব প্রয়োজন। আর্লেনের যেন কোনোকিছুর ওপরে ভ্রুক্ষেপ নেই।

ক্যানাডি টেপ ভিসিআরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "আসুন। দেখা যাক বোস্টন পিডি ব্যাপারটার কিছু উদ্ধার করতে পারে কিনা।" শান্তি দেওয়ার বাক্যসূচক প্রকাশভঙ্গি যেন এটা। এরপর প্লে বাটন টিপলো সে।

স্ক্রিনে করিডোরের শেষভাগের একটি বন্ধ দরজা দেখা গেল।

"দোতলার হলওয়েতে এই ক্যামেরাটি সিলিং'র ওপরে লাগানো রয়েছে," আর্লেন বলল। "যে দরজাটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেটি সরাসরি বাইরে স্টাফ পার্কিং লটের দিকে যায়, বিল্ডিংয়ের পূর্বদিকে অবস্থিত যা। এটা বেরিয়ে যাওয়া চারটা পথের একটা। স্ক্রিনের নিচে দেখা যাচ্ছে রেকর্ডিংয়ের সময়।"

"পাঁচটা বেজে দশ মিনিট," পড়লো রিজোলি।

"ইমার্জেন্সি রুমের লগ অনুসারে, প্রায় চারটা পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি সময়ে আসামিকে ওপরতলার ইমার্জেন্সি রুমে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এটা প্রায় পঁচিশ মিনিট পরের ঘটনা। এখন দেখুন। সেই ঘটনা পাঁচটা এগারোর সময় ঘটেছে।"

স্ক্রিনে, সেকেন্ডের গতি আস্তে আস্তে বাড়ছে। এরপর ৫:১১:১৩-তে এসে হঠাৎ একটা অবয়বকে দেখা গেল। শান্তভাবে, নিশ্চিন্তগতিতে সে বাইরের দরজার দিকে এগোচ্ছে। ক্যামেরার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে রাখায় তারা সাদা রঙের ল্যাব কোটের কলার বরাবর ছোটো ছোটো করে কাটা বাদামি চুলের অংশটুকুই দেখতে পেল। সার্জনের স্ক্রাব প্যান্ট এবং পেপার শ্যু কভার পরে রয়েছে সে। এভাবেই দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল সে এবং এক্সিট বারে কেবল প্রেস করতে যাবে এমন সময়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

BanglaBook.org

"এবার দেখুন," আর্লেন বলল।

আস্তে আস্তে লোকটি ঘুরে দাঁড়ালো। তার চোখ এখন ক্যামেরার দিকে।

রিজোলি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এলো, গলা শুকিয়ে আসছে তার, ওয়ারেন হয়েটের মুখের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় মনে হচ্ছে ওয়ারেনও যেন ক্যামেরার মাধ্যমে তার দিকে তাকিয়ে আছে গভীরভাবে। এরপর ক্যামেরার দিকে এগিয়ে এলে দেখতে পেল সে নিজের বাম হাতে কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে ওয়ারেন। কোন কিছুর বান্ডেল হয়তো। লেন্সের দিকে লক্ষ করে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে এলো সে।

"এখানেই সেই উদ্ভট বিষয়টি রয়েছে," আর্লেন বলল।

ক্যামেরার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, হয়েট নিজের ডান হাত তুলে তালু উঁচিয়ে ধরলো যেন কোর্টে সত্য বলার শপথ নিতে চলেছে। বাম হাতের সাহায্যে, সে তার খোলা তালুর দিকে নির্দেশ করে মুচকি হাসি দিলো।

"এটা কী করছে সে?" ক্যানাডি বলল।

কোনো উত্তর দিলো না রিজোলি। নিরবে সে হয়েটের এক্সিটের দিকে ঘুরে এগিয়ে অদৃশ্য হওয়ার ঘটনাটি দেখতে লাগলো।

"আবারও চালু করুন তো," ধীরকণ্ঠে বলল রিজোলি।

"আপনার কী কোনো ধারণা আছে হাত দেখিয়ে কী বোঝাতে চাইছে সে?"

"আবারও চালু করুন।"

ক্যানাডি মুখ গোমড়া করে রিওয়াইন্ড বাটন টিপে, আবারও চালু করলো ভিডিওটা।

আবারও হয়েটকে দরজার দিকে হেঁটে যেতে দেখা গেল। এরপর ঘুরে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে এলো সে, তার চোখ যেন তাকে দেখা দর্শকদের ওপরেই নিবদ্ধ।

পেশী টানটান হয়ে গেল রিজোলির, হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে পড়লো যেন তার পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষা করছে। যা সে আগে থেকেই হয়তো জানে।

নিজের হাতের তালু তুলে ধরলো সে।

"পজ করুন," বলল সে। "এখানে!"

ক্যানাডি পজ বাটন টিপলো।

স্ক্রিনে হয়েটকে হাসিমুখে নিথর হয়ে যাওয়া অবস্থায় দেখতে পেলো সে, তার বাম তর্জনী ডান হাতের খোলা তালুর দিকে নির্দেশ করছে। ছবিটি দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লো রিজোলি।

আর্লেনই কথা বলে তাদের মাঝের নিরবতা ভেঙ্গে দিলো। "এটার মানে কী? আপনি কি জানেন?"

BanglaBook.org

ঢোক গিলে বলল সে। "হ্যাঁ।"

"কী এটা?" ক্যানাডি বলল।

নিজের হাত খুলে মেলে ধরলো সে, যা এতক্ষণ নিজের কোলে মুঠো করে গুটিয়ে রেখেছিল। তার উভয় তালুতে হয়েটের এক বছর আগে দিয়ে যাওয়া আক্রমণের দাগটি এখনও রয়েছে, স্কালপেল দিয়ে ছিদ্র করা অংশদুটো শক্ত গিঁটের মতো হয়ে গেছে।

আর্লেন ও ক্যানাডি তার হাতের দাগের দিকে তাকালো।

"হয়েটের কাজ এটা?" আর্লেন বলল।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো রিজোলি। "সে যা দেখাচ্ছে তার মানে এটাই। এই কারণে নিজের হাত তুলে ধরেছিল।" টিভির দিকে তাকালো যেখানে হয়েটের মুখের হাসি এখনও দেখা যাচ্ছে। হাতের তালু ক্যামেরার দিকে ধরে রেখেছে। "এটা একটা ছোট্ট ইয়ার্কি, আমাদের মধ্যে। আমাকে হ্যালো বলার একটা ধরন বলতে পারেন। সার্জন হয়তো আমার সাথে এভাবে কথা বলে গেছে।"

"আপনি তার অনেকদিনের শত্রু কি?" ক্যানাডি বলল। স্ক্রিনের দিকে রিমোট তাক করে টিপল। "দেখুন এদিকে। যেন সে বলতে চাইছে, 'আপ ইয়োরস।' "

"অথবা 'আমি জলদি তোমার সাথে দেখা করতে আসছি,' " শান্তকণ্ঠে বলল আর্লেন।

তার বলা শব্দগুলো ঠিক যেন ঠান্ডা বাতাসের মতো রিজোলির শিরদাঁড়া বেয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, আমি জানি যে তোমার দেখা পেতে চলেছি। শুধুমাত্র কখন এবং কোথায় এটা জানি না।

ক্যানাডি প্লে বাটন টিপলে টেপটি আবারও চালু হয়ে গেল। তারা দেখলো হয়েট নিজের হাত গুটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে এক্সিটের পথের দিকে চলে যাচ্ছে। তার চলে যাওয়ার সময়, রিজোলি তার হাতে ধরে থাকা বান্ডেলের দিকে তাকালো।

"এখানে থামান একটু," বলল সে।

ক্যানাডি আবারও পজ বাটন টিপলো।

একটু ঝুঁকে সে স্ক্রিন স্পর্শ করলো। "সে নিজের সাথে করে এটা কী নিয়ে যাচ্ছে? দেখে টাওয়েলে জড়ানো কিছু মনে হচ্ছে।"

"এটা সেটাই," ক্যানাডি বলল।

"কেনই বা সেটিকে সে নিয়ে গেল?"

"এটা টাওয়েল না। এখানে সেগুলো জিনিস রয়েছে যেগুলোর নিচে পড়তে গিয়েছিল সে।"

ভ্রুকুটি করলো রিজোলি, ভাবলো ওপরতলার অপারেটিং রুমে কী দেখে এসেছে। মনে করতে পারলো টেবিলের পাশে থাকা ট্রে-টি খালি অবস্থায় পড়েছিল।

BanglaBook.org

আর্লেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "যন্ত্রপাতি রয়েছে ওখানে। সে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি নিয়ে গেছে।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো আর্লেন। "রুম থেকে *ল্যাপারোটমি* সেট খোয়া গেছে।"

"ল্যাপারোটমি? সেটা কী?"

"পেট কেটে চিরে ফেলার কাজকে মেডিকেলের ভাষাতে ল্যাপারোটমি বলে," ক্যানাডি বলল।

এদিকে স্ক্রিনে, হয়েটকে এক্সিটের বাইরে চলে যেতে দেখলো তারা। তার পেছনে শূন্য একটি হলওয়ে পড়ে থাকলো। আর বন্ধ দরজা। ক্যানাডি টিভি বন্ধ করে রিজোলির দিকে তাকালো। "দেখে মনে হচ্ছে আপনাদের ছেলেটির কাজে যাওয়ার অতিরিক্ত তাড়া আছে।"

সেলফোনের আকস্মিক শব্দে আঁতকে উঠলো রিজোলি। ফোন নেওয়ার সময় খেয়াল করলো হৃদপিণ্ড জোরে জোরে বুকে বাড়ি দিচ্ছে। লোক দুটো তার দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকায় ফোন রিসিভ করার আগে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে ঘুরে গেল।

গ্যাব্রিয়েল ডিন তাকে ফোন করেছে। "আজ বেলা তিনটার সময় ফরেনসিক অ্যান্থ্রোপলোজিস্টের দেখা করার বিষয়টা কি আপনার মনে আছে?" বলল সে।

হাতঘড়ি এক ঝলকে দেখে নিলো। "ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবো আমি।" কোনোমতে বলল সে।

"কোথায় আপনি?"

"দেখুন, আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব, বুঝেছেন?" এই বলে ফোনটা কেটে দিলো। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে দম নিলো। *আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না*, ভাবল সে। *দানবগুলো ইতোমধ্যেই আমাকে ঠুনকো করে ফেলেছে...*

"ডিটেক্টিভ রিজোলি?" ক্যানাডি বলল।

তার দিকে ঘুরলো। "দুঃখিত আমি। আমাকে শহরের দিকে ফিরতে হবে। হয়েটের কোনো খবর পেলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে কি জানাতে পারবেন?"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে আলতো করে হাসলো সে। "আমাদের মনে হয় না তাকে খুঁজতে আমাদের খুব একটা বেশি সময় লাগবে।"

এই মুহূর্তে সবথেকে কম সংখ্যক কথা সে যে মানুষটির সাথে বলার প্রয়োজনীয়তা

BanglaBook.org

অনুভব করলো, সে আর কেউ না বরং গ্যাব্রিয়েল ডিন। কিন্তু যখন সে মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিসের পার্কিং লটে এসে পৌছলো, তাকে নিজের গাড়ি থেকে বের হতে দেখলো সে। তাড়াতাড়ি শূন্য জায়গায় গাড়িটি নিয়ে গিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করার সময় ভাবতে লাগলো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে কিনা, যাতে ডিন তার আগে বিল্ডিংটিতে প্রবেশ করে এবং তার সাথে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে না হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তাকে দেখে ফেললো ডিন। পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ঠিক উটকো ঝামেলার মতো সে তার জন্য অপেক্ষা করলো। তার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর আপাতত কোন উপায় রইলো না তার।

ত্যানা হয়ে যাওয়ার মতো গরম উপেক্ষা করেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লো রিজোলি এবং তার দিকে এমন গতিতে হেঁটে এগিয়ে গেল যেন একফোঁটা সময় নষ্ট না হয়।

"সকালে পরে আর মিটিংয়ে ফিরে এলেন না তো," বলল সে।

"মারক্যুয়েট তার অফিসে আমাকে ডেকেছিল।"

"সে আমাকে সেই ব্যাপারে বলেছে।"

দাঁড়িয়ে সে তার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। "কী বলেছে আপনাকে?"

"আপনার পুরোনো এক আসামি পালিয়েছে।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে।"

"আর এই কারণেই আপনি চিন্তিত।"

"মারক্যুয়েট আপনাকে এটাও বলেছে?"

"না। কিন্তু যখন থেকে আপনি আর মিটিংয়ে ফেরেননি, আমি ধারণা করে নিয়েছি আপনি কোনো বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন।"

"অন্যান্য অনেক কিছুই কিন্তু আমার ভাবনার বিষয়ে পড়ে।" কথাটি বলে বিল্ডিংয়ের দিকে পা বাড়াল রিজোলি।

"আপনি এই কেসটার প্রধান, ডিটেক্টিভ রিজোলি," পেছন থেকে বলল ডিন।

একটু থেমে পেছন ফিরে ডিনের দিকে তাকালো। "এই বিষয়টি আমাকে মনে করানোর প্রয়োজনীয়তা কী, আমি কি তা জানতে পারি?"

আস্তে আস্তে ডিন তার দিকে হেঁটে এলো যতক্ষণ না একেবারে কাছাকাছি এসে পৌছলো। হয়তো এটাই তার উদ্দেশ্য। তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এখন, যদিও নিজের জায়গা থেকে কখনো টালমাতাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই রিজোলির কিন্তু তারপরেও ডিনের দিকে নজর পড়লে কিছুটা বিভ্রান্ত ভাব কাজ করলো তার মধ্যে। শুধুমাত্র শারীরিকভাবে তার মধ্যে কর্তৃত্বপূর্ণ ভাব নেই যার কারণে শঙ্কিতবোধ করে সে; হঠাৎ করেই তার আকর্ষণী ক্ষমতাটুকুকেও অনুভব করতে পারলো সে-রাগের মধ্যেও এক ধরনের বিপথগামি প্রতিক্রিয়া যা। সে তার প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারটি

BanglaBook.org

দমনের চেষ্টা করতে গেলে মনে হলো সেটি যেন হঠাৎ করে তার মধ্যে আঁকড়ে বসেছে এবং কোনোভাবেই তা নিজের মধ্যে থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না।

"এই কেসে আপনার পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া জরুরি," বলল সে। "দেখুন, আমি জানি আপনি ওয়ারেন হয়েটের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে খুব বিষণ্ন। কোনো পুলিশের সম্বিত হারানোর জন্য এই ধরনের ঘটনাই যথেষ্ট। আর ভারসাম্য হারানোর জন্যও–"

"আপনি আমাকে খুব কমই চেনেন। আমার পরামর্শদাতা হওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

"আমি শুধুমাত্র ভাবছিলাম যে এই তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থেই আপনার এতে পরিপূর্ণ মনোযোগ দেওয়া জরুরি। অথবা আপনার অন্য কোনো সমস্যা যদি এতে মাথা ভরে থাকে।"

নিজের রাগকে কোনোরকমে সংবরণ করলো রিজোলি। কোমলস্বরে জিজ্ঞেস করলো সে "আপনি কী জানেন আজকে সকালে হয়েট কয়জন মানুষকে খুন করেছে? এজেন্ট ডিন, তিনজনকে মেরে ফেলেছে সে। তার মধ্যে একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা। তাদের গলা কেটে মেরেছে। আর সাধারণভাবেই হাসপাতাল থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেছে। যেমনটা সে প্রতিবার করে।" নিজের হাত উঁচিয়ে ধরে হাতের দাগটা দেখালো। "গতবছর এই স্যুভেনির সে আমাকে দিয়ে গেছে, গলা কাটতে যাওয়ার কিছু আগে।" এরপর হাত নামিয়ে হঠাৎই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। "আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার সাথে তার কোনো সমস্যা তো আছেই।"

"আপনার কিছু কাজও তো আছে। এখানে।"

"আমি করছি তা।"

"আপনি হয়েটের কারণে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে আছেন। প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাকে টেনে এনে সমস্যার সৃষ্টি করছেন।"

"আমার একমাত্র সমস্যা এখন আপনি। কারণ আমি এখনও পর্যন্ত এটাই জানি না যে আপনি এখানে ঠিক কী করছেন।"

"আন্তর্বিভাগীয় সহযোগীতা। সাধারণভাবে এটাই কি নয়?"

"একমাত্র আমিই আপনাকে সহযোগীতা করে চলেছি। বদলে আপনি কী করেছেন?"

"আপনি কী আশা করেন?"

"কেন ব্যুরো এই বিষয়ে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করেছে চাইলে সেটা দিয়েই শুরু করুন। তারা কখনও আগে আমার কেসে নিজেদের নাক গলাতে আসেনি। কেন ইয়েগারের এই কেস আলাদা হলো? তাদের ব্যাপারে আপনি এমন কী জানেন

BanglaBook.org

যা আমি জানি না?"

"আমিও তাদের ব্যাপারে সেটুকুই জানি যতটা আপনি জানেন," বলল সে।

এটাই কি সত্যি? জানে না রিজোলি। এই মানুষটার ভেতরে ঠিক কী আছে কোনোভাবেই কেন যেন সে পড়তে পারে না। এখন যৌনাকর্ষণের বিষয়টি তাকে আরও বেশি বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মেসেজ যেন ঠেলাঠেলি করে এগোচ্ছে।

হাতঘড়ি দেখে নিলো ডিন। "তিনটা বেজে কয়েক মিনিট পার হয়ে গেছে। তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

কথাটা বলে বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল সে, কিন্তু রিজোলি সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করলো না। কিছুক্ষণের জন্য একাই দাঁড়িয়ে রইলো পার্কিং লটে। ডিনের প্রতি তার নিজের প্রতিক্রিয়া ভেতরে ভেতরে নাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। অবশেষে গভীরভাবে দম নিয়ে আরও একবার মৃতদের সাক্ষাত লাভের উদ্দেশ্যে মর্গের দিকে হেঁটে গেল।

ৎৎৎ

এবার অন্তত রিজোলির পেট মুচড়ে ওঠার উপক্রম হলো না। গেইল ইয়েগারের অটোপসির সময় পচনের ফলে ক্রমবর্ধমান দুর্গন্ধে সে অসুস্থবোধ করেছিল, দ্বিতীয়জনের দেহাবশেষের ক্ষেত্রে তা হলো না। তারপরেও, কর্সাক নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে ফেলেছে। আর এ কারণে আবারও নাকের নিচে ভিকস লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। হাড়ের সাথে এখনও কিছু চামড়া মিশ্রিত কানেক্টিভ টিস্যু লেগে রয়েছে। যদিও তার থেকে আগত গন্ধ খুব একটা সুবিধের নয়, তারপরেও সেটা রিজোলিকে সিঙ্কে যাওয়ার মতো অবস্থায় ফেলল না। দৃঢ়ভাবে ভেবে এসেছে সে, আর কিছু হোক, গতরাতের মতো লজ্জাস্কর অবস্থা আর হতে দেবে না, বিশেষ করে যখন গ্যাব্রিয়েল ডিন তার একেবারে সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে তার মুখের প্রত্যেকটি ভাঁজের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল আছে। ডা. আইয়েলস ও ফরেনসিক অ্যান্থ্রোপলোজিস্ট ডা. কার্লস পেপে যখন বাক্স খুলে খুব সতর্কতার সাথে কঙ্কালের অংশগুলো বের করে নিয়ে মর্গ টেবিলের ওপর পেতে রাখা শিটের ওপর রাখছে, সে তখন নির্বিকারভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

বাক্স থেকে জিনিসগুলো বের করে নেওয়ার সময় ষাট বছর বয়সী, বামনের মতো দেখতে ডা. কার্লস পেপের মধ্যে একেবারে শিশুসুলভ উৎসাহ দেখা গেল যেন প্রত্যেকটা অংশে সোনার খোঁজ পেয়েছে সে। যেখানে রিজোলির কাছে সেগুলো কিছু মাটি লেগে থাকা হাড়ের অংশ বৈ আর কিছুই না, যা গাছের মরা ডালের

BanglaBook.org

মতোই আকৃতিবিহীন, ঠিক সেই জায়গাতেই ডা. পেপে র‍্যাডি, আলনা ও ক্ল্যাভিকল দেখতে পাচ্ছে, যেগুলোকে সনাক্ত করে অ্যানাটমিক্যাল বিন্যাসে সাজিয়ে রাখছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা পাঁজর এবং বুকের হাড়গুলো স্টেইনলেস স্টিলের ওপরে ঠকঠক শব্দ তুলল। সার্জারির মাধ্যমে যে দুটো কশেরুকাকে একত্রিত করা হয়েছে, টেবিলের মধ্যখানে পেলভিসের শূন্য রিঙের মতো অংশকে ঘিরে গিঁটযুক্ত চেইনের মতো বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে, যেন ভয়াল দর্শনের রাজার মুকুট। বাহুর হাড়গুলো কাঠির মতো হাতের অংশ গঠন করেছে যা শেষ হয়েছে কিছু নোংরা নুড়ি পাথরের মতো ছোটো ছোটো অংশে, বস্তুত এই ছোটো ছোটো হাড়গুলোই মানুষের হাতের বহুমুখি সৌন্দর্য দানে ভূমিকা রাখে। স্পষ্টত তারা দেহাবশেষটিতে পুরোনো আঘাতের প্রমাণ পেলো বাম পায়ের জঙ্ঘাস্থিতে স্টিল সার্জিকাল পিনের উপস্থিতির মাধ্যমে। এদিকে টেবিলের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ডা. পেপে খুলি এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা চোয়ালের হাড়টিকে ঠিক জায়গাতে সাজাচ্ছে। শক্ত হয়ে যাওয়া নোংরা মাটির অংশে সোনার দাঁতটি ঝকঝক করছে। অবশেষে তারা প্রত্যেকটি হাড়কে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সাজানোর কাজ সম্পন্ন করলো।

কিন্তু এরপরেও বাক্সটি খালি হলো না।

সেটিকে উল্টে ফেলল ডা. পেপে। কাপড়ে ঢাকা ট্রে'র ওপরে বাকি থাকা অংশগুলোও ঢেলে নিলো। নোংরা মাটি, পাতা ও বাদামি রঙের জট পাকিয়ে থাকা চুল পড়লো সেখানে। পরীক্ষণের আলো ট্রে'র ওপরে ফেলে একজোড়া টুইজারের সাহায্যে ময়লার স্তূপ থেকে কিছু একটা আলাদা করে বের করার চেষ্টা করলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, যা খুঁজছিল হয়তো তা পেয়েও গেল : নোংরা অংশগুলো থেকে চালের মোটা দানার মতো একটি ছোটো আকারের কালো দলার মতো অংশ বের করলো।

"প্যুপেরিয়াম," বলল সে। "অনেক সময়ই এটিকে ইঁদুরের মলের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়।"

"আমিও এটাই বলতে যাচ্ছিলাম," কর্সাক বলল। "ইঁদুরের মল।"

"এখানে অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে। খালি জানতে হবে আপনাকে, আদৌতে আপনি কী দেখতে চাইছেন।" ডা. পেপে আরও কিছু কালো দলার মতো অংশ বের করে এনে ছোট্ট একটি স্তূপের আকারে সেগুলোকে সাজিয়ে রাখলো।

"ক্যালিফোরিডি প্রজাতিভুক্ত।"

"কী?" কর্সাক বলল।

গ্যাব্রিয়েল ডিন পাশ থেকে জানালো, "ব্লোফাই।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো ডা. পেপে। "এগুলো ব্লোফাইয়ের সেই আবরণ যার অভ্যন্তরে লার্ভা জন্ম নিয়ে থাকে। অনেকটা কোকুনের মতো। লার্ভার তৃতীয়

BanglaBook.org

পর্যায়ের দশার বহিরাবরণ এটা। এখান থেকে তারা পূর্ণাঙ্গ মাছিতে পরিণত হয়ে বের হয়।” সে ম্যাগনিফায়ারটি প্যুপেরিয়ার ওপরে নিয়ে এলো। “এগুলোর প্রত্যেকটাই ইক্লোজড।”

“এর মানে কী? ইক্লোজড?” রিজোলি জানতে চাইলো।

“এর মানে এগুলো খালি। মাছিগুলো ডিম রেখে গেছে।”

ডিন জিজ্ঞেস করলো, “এই ধরনের এলাকায় ক্যালফোরিডি ঠিক কতদিনে বৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক ধাপে পৌঁছায়?”

“বছরের এই সময়ে, পঁয়ত্রিশ দিনের মতো লাগতে পারে। কিন্তু খেয়াল করে দেখেন, এই দুই ধরনের প্যুপারিয়ার রং এবং ক্ষয়ের ক্ষেত্রে ঠিক কতটা পার্থক্য দেখা হচ্ছে? এগুলো সবাই একই গোত্রের, কিন্তু এই আবরণ পরিবেশের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময়ব্যাপি রয়েছে।”

“দুটো ভিন্ন প্রজন্ম?” আইয়েলস বলল।

“আমার ধারণা তাই। কীটতত্ত্ববিদদের কী মত সেটা শুনতে আগ্রহী আমি।”

“যদি প্রত্যেক প্রজন্মের পূর্ণাঙ্গ দশাতে পৌঁছতে পঁয়ত্রিশ দিন লাগে,” রিজোলি বলল, “তার মানে কী এটা দাঁড়াচ্ছে যে সে জায়গাতে এটি প্রায় সত্তর দিন অবধি উন্মুক্ত রয়েছে? শিকারটিও কী তাহলে এতদিন ব্যাপিই ওখানে পড়ে ছিল?”

ডা. পেপে টেবিলে রাখা হাড়গুলোর দিকে তাকালো। “আমি এখানে যা দেখতে পাচ্ছি তার সাথে দুই মাস অবধি পোস্টমর্টেম ইন্টার্ভালের বিষয়টি মোটেও বেমানান লাগছে না।”

“আপনি কী আরও কিছুটা পরিষ্কার করে সময়টা বলতে পারবেন?”

“কঙ্কালের এই অংশগুলো দেখে সম্ভব নয়। হয়তো এই দেহাবশেষটি ঐ জঙ্গলে প্রায় দুই মাসের মতো পড়ে ছিল। অথবা ছয় মাসও হতে পারে।”

রিজোলি দেখলো কর্সাক হাড় বিশেষজ্ঞের তত্ত্বতে খুব একটা খুশি না হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু ডা. পেপে তার বর্ণনা কেবল শুরু করেছে। টেবিলে পড়ে থাকা জিনিসগুলোর দিকে আবারও মনোযোগ দিলো সে। “একজন মানুষেরই অংশবিশেষ এগুলো, আর সেটা একজন নারীর।” বিন্যস্ত অবস্থায় পড়ে থাকা হাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, “ছোটোখাটো গড়ন ছিল তার–পাঁচ ফুট এক ইঞ্চির বেশি হবে না। স্পষ্টভাবে হিল্ড ফ্রাকচারস দেখা যাচ্ছে। পুরোনো একটি কমিন্যুটেড ফেমোরাল ফ্রাকচারের নমুনা রয়েছে যা সার্জিকাল স্ক্রু প্রয়োগে ঠিক করা হয়েছিল।”

“দেখে তো স্টেইনম্যান পিন বলে মনে হচ্ছে,” আইয়েলস বলল। মেরুদণ্ডের লাম্বার অংশের দিকে নির্দেশ করে দেখালো সে। “আর L-2 ও L-3 অংশে সার্জিকাল ফিউশন করা হয়েছে।”

BanglaBook.org

"একের অধিক কি আঘাত রয়েছে?" রিজোলি জিজ্ঞেস করলো।

"এই ভিক্টিমের সাথে বড়ো কোনো রকমের দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছিল।"

ডা. পেপে তার বর্ণনাগুলো দিয়ে যেতে লাগলো। "বাম পাঁজরের দুটো হাড় নেই এখানে, যেমনটা..." সে শক্ত হাড়গুলোকে উল্টে পাল্টে কিছু একটা খুঁজতে লাগলো। "...তিনটি কার্পাল এবং বাম হাতের বেশিরভাগ ফ্যালাঞ্জেস অংশ পাওয়া যায়নি। কিছু স্ক্যাভেঞ্জার এগুলোকে স্ন্যাকস হিসাবে খেয়ে গেছে মনে হয়।"

"হ্যান্ড স্যান্ডউইচের মতো," কর্সাক বলল। কিন্তু তার কথা শুনে সেখানে উপস্থিত কেউই হাসলো না।

"লং বোন্সের প্রায় প্রত্যেকটিই রয়েছে। যেমনটা সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর থাকে..." হঠাৎ করে কথা থামিয়ে ঘাড়ের হাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। "হাইওয়েড নেই।"

"আমি সেটিকে পাইনি," আইয়েলস বলল।

"আপনি কী খুঁজেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমি হাড়গুলোকে খোঁজার জন্য সেই জায়গাতে আবারও গিয়েছিলাম।"

"হয়তো কোনো লাশখেকো প্রাণির খাদ্যের অংশ হয়ে গেছে," ডা. পেপে বলল। একটি স্ক্যাপুলা তুলে–কাঁধের অংশে প্রসারিত হয়ে থাকা উইং বোন বের করে আনলো। "এখানে ভি আকৃতির ছিদ্রের বিষয়টি লক্ষ করেছেন? এগুলো ক্যানাইন এবং কারনিশিয়্যাল দাঁতের ফলে সৃষ্ট।" এরপর তাদের দিকে তাকালো। "কঙ্কালের মাথাটি কী দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে পাওয়া গেছে?"

উত্তরে রিজোলি জানালো, "ধড়ের অংশ থেকে মাথাটা প্রায় এক ফিট দূরত্বে পাওয়া গিয়েছিল।"

মাথা নাড়ালো পেপে। "কুকুরের স্বভাবজাত কাজ। তাদের কাছে, মাথার অংশটি বিরাট একটি বলের মতো হয়ে থাকে। খেলার বস্তু। তারা সেটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু কোনোভাবেই নিজেদের দাঁত বসাতে পারে না মাথার অংশে, যা পা কিংবা গলার ক্ষেত্রে করে।"

"একটু দাঁড়ান," কর্সাক বলল। "আমরা কী এখানে ফিফি কিংবা রোভার জাতীয় কুকুরের কথা বলছি?"

"ক্যানিড গোত্রের প্রত্যেকের কথাই বলছি, সে বুনোই হোক কিংবা কারো পোষা, সময় বিশেষে সবাই একই আচরণ করে। এমনকি কয়োটিজ ও নেকড়েরাও বল নিয়ে খেলতে অভ্যস্ত থাকে, ঠিক ফিফি ও রোভারের মতোই। যেহেতু এই কঙ্কালবিশেষ শহরতলির একটি পার্কে পাওয়া গেছে, যার আশেপাশে অনেক আবাসিক এলাকা রয়েছে, তাহলে সেই জঙ্গলে পোষা কুকুরের যাওয়ার সম্ভাবনাই

BanglaBook.org

বেশি থাকার কথা। অন্যান্য ক্যানিডদের মতো, তারাও এগুলো নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে পছন্দ করে। নিজেদের চোয়াল যেসব জিনিসে বসাতে পারে সেসব জিনিস কামড়াতে তারা খুব পছন্দ করে। স্যাক্রামের মার্জিনে, অর্থাৎ স্পাইনাস প্রসেসে। পাঁজরে কিংবা ইলিয়াক ক্রেস্টে। আর অবশ্যই, তারা সেসব নরম টিস্যুর স্তরও ছিঁড়ে ফেলতে পছন্দ করে যা অবশিষ্ট অবস্থায় লেগে থাকে।"

কর্সাকের মুখে আতঙ্কের রেখা ফুটে উঠলো। "আমার স্ত্রীর একটি হাইল্যান্ড টেরিয়ার আছে। শেষবারের জন্য আমি তাকে নিজের মুখ চাটার সুযোগ দিয়ে ফেলেছি, আর নয়।"

পেপে ক্রেনিয়াম অংশের দিকে এগিয়ে আইয়েলসের দিকে দুষ্ট চাহনিতে তাকালো। "তাহলে আসুন, পিম্প টাইম খেলা যাক ডা. আইয়েলস। আপনার ধারণা কী বলছে এটার সম্পর্কে?"

"*পিম্প টাইম?*" কর্সাক জিজ্ঞেস করলো।

"মেডিক্যাল স্কুলের একটি টার্ম এটা," আইয়েলস বলল। "কাউকে পিম্প করার অর্থ হচ্ছে তার জ্ঞানের পরিধি পরীক্ষা করা। তাদেরকে রাস্তায় নামানোর প্রক্রিয়া।"

"আমি নিশ্চিত ইউ.সি তে আপনার প্যাথলজির শিক্ষার্থীদের এরকম কিছু একটা জিজ্ঞেস করেছেন," পেপে বলল।

"হ্যাঁ, বলতে পারেন নিষ্ঠুরভাবেই," আইয়েলস স্বীকার করলো। "তারা ভয়ে কুঁকড়ে যেত যখন আমি তাদের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাতাম। তারা বুঝতে পারতো কোনো না কোনো শক্ত প্রশ্ন আসতে চলেছে।"

"এখন আপনাকে আমার পিম্প করার পালা," মুখে খুশির ঝিলিক নিয়ে বলল পেপে। "এই জিনিসটির বিশেষত্ব বলুন।"

দেহাবশেষের দিকে মনোযোগ দিলো আইয়েলস। "ইন্সিজর, প্যালেট আকৃতি এবং খুলির দৈর্ঘ্য ককেশয়েড গোত্রের মানুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ছোট্ট আকৃতির মাথার খুলি এটা, মিনিমাল সুপ্রাঅরবিটাল রিজ সম্পন্ন। এরপর পেলভিস অংশে তো বিশেষত্ব রয়েছেই। ইনলেটের আকৃতি, সুপ্রাপিউবিক অ্যাঙ্গেল দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা ককেশিয়ান নারীর দেহাবশেষ।"

"আর বয়স কত মনে হচ্ছে আপনার?"

"ইলিয়াক ক্রেস্টে অসম্পূর্ণ এপিফিজিল ফিউশন দেখা যাচ্ছে। কশেরুকার অংশে আর্থ্রাইটিক কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ, পূর্ণবয়স্ক তরুণী ছিল সে।"

"একমত হলাম," ডা. পেপে ম্যান্ডিবলের অংশ তুলে নিলো। "তিনটি সোনার ক্রাউন দেখা যাচ্ছে," উল্লেখ করলো সে। "আর বিস্তীর্ণভাবে আমালগাম

BanglaBook.org

রিস্টোরেশনের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। আপনি কী এক্স-রে করিয়েছিলেন?"

"আজকে সকালে ইয়োশিমা করেছিল। লাইট বক্সে লাগানো আছে সেগুলো," আইয়েলস বলল।

পেপে সেগুলোকে এক ঝলক দেখার জন্য এগিয়ে গেল। "তার দাঁতে দুইবারের মতো রুট ক্যানাল করা হয়েছে।" ম্যান্ডিবলের ফিল্মের অংশ দেখিয়ে বলল সে। "দেখে তো গ্যাটা পার্চা ক্যানাল ফিলিং বলে মনে হচ্ছে। এদিকে দেখুন। খেয়াল করেছেন কী, সাত থেকে দশ এবং বাইশ থেকে সাতাশ নম্বর দাঁতের মূলগুলো ছোটো ও ভোঁতা? পরিষ্কারভাবে এখানে অর্থোডন্টিক মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে।"

"আমি খেয়াল করিনি তো," আইয়েলস বলল।

মুচকি হাসি দিলো পেপে। "আমি খুব খুশি হচ্ছি এই দেখে যে আপনাকেও কিছু শেখানোর মতো বাকি থেকে গেছে ডা. আইয়েলস। আপনি আমার মধ্যে অনাবশ্যক কিছু অনুভূতির সৃষ্টি করছেন।"

এজেন্ট ডিন বলল, "তাহলে আমরা এমন একজন মানুষের ব্যাপারে কথা বলছি যার দাঁতের চিকিৎসা করার মতো যথেষ্ট অর্থ ছিল?"

"অনেক ব্যয়বহুল দাঁতের চিকিৎসা করানোর," পেপে কথাটা একটু শুধরে বলল।

রিজোলি গেইল ইয়েগারের কথা ভাবলো এবং তাঁর সুনিপুণ ধাচে গড়া দাঁতের কথাও। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হওয়ার আগে, মাংসে পচন-ধরারও আগে, এটা সেই দাঁতের অবস্থাই থাকে যা ধনী থেকে গরিবের একটা সীমারেখা তৈরি করে ফেলে। অর্থ সংস্থান যাদের ক্ষেত্রে অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তারাই তীব্র ব্যথা সম্পন্ন মোলার দাঁত কিংবা কিম্ভুতকিমাকার দেখতে ওভারবাইট নিয়ে ঘোরে। এসব শিকারের বৈশিষ্ট্য শুনতে কিছুটা হলেও ভয়াবহ লাগে।

তরুণী। শ্বেতাঙ্গ। অবস্থাশালী।

পেপে ম্যান্ডিবলের অংশটি রেখে ধড়ের দিকে নিজের মনোযোগ দিলো। কিছু সময়ের জন্য, নিথর হয়ে থাকা খাঁচার মতো দেখতে পাঁজর এবং স্টার্নামের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো সে। এরপর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা একটি পাঁজরের হাড় তুলে নিয়ে বুকের হাড়ের সাথে কোণাকুণি করে ধরে দুটো হাড়ের মধ্যকার অবস্থানে সৃষ্ট কোণের বিষয়টি নিরীক্ষা করলো।

"পেক্টাস এক্সকাভ্যাটাম," বলল সে।

প্রথমবারের জন্য আইয়েলসকে আতঙ্কিত দেখালো। "আমি তো খেয়াল করিনি এই বিষয়।"

"টিবিয়ার অবস্থা কী?"

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে সে টেবিলের পায়ের অংশে গিয়ে লম্বা একটি হাড় খুঁজে বের করলো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো গভীরভাবে। এরপর অনুরূপ আরেকটি পায়ের হাড় নিয়ে তাদেরকে পাশাপাশি রাখলো।

"বাইল্যাটেরাল জেন্যু ভেরাম," বলল সে, এখন কিছুটা বিরক্ত দেখাচ্ছে তাকে। "পনেরো ডিগ্রির মতো হবে বোধ হয়। আমি জানি না ব্যাপারটা কীভাবে ছাড়া পেয়ে গেছে।"

"আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ ফ্রাকচারের ওপর ছিল। সার্জিকাল পিন মুখের দিকে যেন একদৃষ্টে চেয়ে থাকার ফলেই এমনটা হয়েছে। আর এ ধরনের ঘটনা মানুষ তো সচরাচর দেখতে পায় না। আমার মতো বুড়োর পক্ষেই এই ধরনের জিনিস বের করা সম্ভব।"

"এটা কোনো অজুহাত হতে পারে না। আমার এটা সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেওয়া উচিত ছিল।" হঠাৎ করেই চুপ হয়ে পড়লো আইয়েলস, তার বিক্ষুব্ধ চাহনি পায়ের হাড় থেকে বুকের হাড়ের দিকে অগ্রসর হলো। "ব্যাপারগুলো কিছুটা উদ্ভট লাগছে। দাঁতের বিষয়গুল্যের সাথে এটা কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেখে মনে হচ্ছে দুজন ভিন্ন মানুষের দেহাবশেষ নিরীক্ষা করতে বসেছি আমরা।"

মধ্যখানে কথা বলে উঠলো কর্সাক, "যদি কিছু মনে না করেন আমাদেরকে কি বলবেন কী নিয়ে কথা বলছেন আপনারা? কী মিলছে না আপনাদের মতে?"

"বিশেষ এই অবস্থাকে জেন্যু ভেরাম বলা হয়ে থাকে," ডা. পেপে বলল। "সাধারণভাবে এটাকে ধনুক আকৃতির পা বলা হয়। তার শিনবোন স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় পনের ডিগ্রি বেঁকিয়ে রয়েছে। টিবিয়ার স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা যা প্রায় দ্বিগুণ কোণে বাঁকানো।"

"তাহলে আপনারা এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কেন? ধনুকের মতো পা তো অনেকেরই হয়ে থাকে।"

"আমাদের উত্তেজিত হওয়ার কারণটা যে কেবল ধনুকের মতো বাঁকা পা তা একদমই নয়," আইয়েলস বলল। "বুকের অংশেও এমনটা দেখা গেছে, পাঁজরের হাড়গুলো স্টার্নামের সাথে কত ডিগ্রি কোণ করে রয়েছে একটু খেয়াল করুন। তার পেক্টাস এক্সক্যাভাটাম রয়েছে অথবা যাকে ফানেল চেস্ট বলে। অস্বাভাবিক হাড় ও তরুণাস্থির গঠনের কারণে স্টার্নাম অর্থাৎ বুকের হাড় ভেতরের দিকে ঢুকে পড়েছে। যদি এটা মারাত্মক পর্যায়ে যায়, শ্বাসকষ্ট ও কার্ডিয়াক সমস্যা হতে পারে। এই কেসে, এটা মধ্যাবস্থায় রয়েছে এবং হয়তো তার এরকম কোনো লক্ষণ সৃষ্টি হয়নি। হয়তো এই সমস্যা শুধু বাহ্যিক গঠনের ক্ষেত্রেই সমস্যা করেছে।"

"আর এটা হাড়ের অস্বাভাবিক গঠনের জন্য হয়েছে, তাই তো?" রিজোলি বলল।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। বোন মেটাবলিজমের একটা ত্রুটিই বলতে পারো।"

"আমরা কী ধরনের অসুখের ব্যাপারে কথা বলছি?"

আইয়েলস ইতস্ততবোধ করে অবশেষে ডা. পেপের দিকে তাকালো। "তার দৈহিক উচ্চতা খাটোর মধ্যেই পড়ে।"

"ট্রোটার-গ্লেইসার এস্টিমেট কী বলে?"

আইয়েলস একটি টেপ বের করে ফিমার এবং টিবিয়ার দৈর্ঘ্য মাপার কাজ করতে লাগলো। "আমার মনে হয় একষট্টি ইঞ্চি। তার সাথে তিন যোগ বিয়োগ হতে পারে।"

"সুতরাং আমরা পেক্টাস এক্সক্যাভাটামের বিষয়টা পেলাম। বাইল্যাটেরাল জেন্যু ভেরাম। খাটো গড়নের তরুণী।" কথাগুলো বলে মাথা নাড়ালো সে। "এটা শুধুমাত্র একটা বিষয়ের দিকেই কঠিনভাবে ইঙ্গিত করছে।"

আইয়েলস রিজোলির দিকে তাকালো। "শৈশবে তার রিকেটস হয়েছিল।"

রিকেটস শুধুমাত্র একটা উদ্ভট শব্দ বৈ আর কিছু নয়। রিজোলির চোখের সামনে হঠাৎ করেই ভগ্নপ্রায় কুঁড়েতে থাকা খালি পায়ের শিশু, কাঁদতে থাকা বাচ্চা এবং করাল দারিদ্র্যের চিত্র ভেসে উঠলো। সেপিয়া রঙা একটি ভিন্ন যুগ ছিল সেটা। রিকেটস সেই শব্দ নয় যা সেই মহিলার ক্ষেত্রে মানিয়ে যায় যার তিনটি সোনার ক্রাউনে বাঁধানো দাঁত ছিল এবং অর্থোডন্টিক্যালি যে নিজের দাঁতগুলোকে সোজা করিয়েছিল।

গ্যাব্রিয়েল ডিনও ধরা পড়া এই বিপরীত বিষয়টি নোট করে রাখলো। "আমি তো জানতাম রিকেটস পুষ্টির অভাবে হয়ে থাকে," বলল সে।

"হ্যাঁ," ডা. আইয়েলস বলল। "ভিটামিন ডি এর অভাবে এটা হয়ে থাকে। অনেক বাচ্চা দুধ ও সূর্যালোক থেকে পরিমিত পরিমাণের ভিটামিন ডি পেয়ে থাকে। কিন্তু যদি কোনো বাচ্চার খাবারের কমতি থেকে যায়, কিংবা তাকে ঘরের অভ্যন্তরে রেখে মানুষ করা হয়, তার শরীরে ভিটামিনের অভাব দেখা দেয় এবং এই কারণে ক্যালসিয়াম মেটাবোলিজম এবং হাড়ের গঠনে বাধার সৃষ্টি হয়।" কথাগুলো বলে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলো সে। "আমি আসলে এরকম ধরনের কোনো কেস আগে পাইনি।"

"আমার সাথে একদিন খননকাজে চলুন," ডা. পেপে বলল। "আমি আপনাকে গত শতাব্দির এরকম বহু কেস দেখাতে পারবো। স্ক্যান্ডিনেভিয়া, রাশিয়ার উত্তরাংশ–"

"কিন্তু আজকের যুগে? ইউ.এস.এ?" ডিন জিজ্ঞেস করলো।

মাথা ঝাঁকালো পেপে। "কিছুটা অসম্ভব হয়তো। হাড়ের অস্বাভাবিক গঠন, সাথে তার ছোটো গড়ন দেখে বোঝা যাচ্ছে এই মহিলা খুব দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে

BanglaBook.org

বড়ো হয়েছে। অন্ততপক্ষে তার কৈশোর পর্যন্ত।”

“কিন্তু তার দাঁতের অবস্থার সাথে তো তা খাপ খাচ্ছে না।”

“না। আর এ কারণে ডা. আইয়েলস বলেছে দেখে মনে হচ্ছে দুজন ভিন্ন মানুষের দেহাবশেষ পেয়েছি আমরা।”

একটি বাচ্চা এবং একটি পূর্ণবয়স্ক, রিজোলি ভাবল। রিভারে নিজের শৈশবের ঘটনা মনে পড়লো তার, তার পরিবারকে গুটিসুটি মেরে একটি ভাড়া বাসাতে থাকতে হতো যখন। জায়গাটি এতটাই ছোটো ছিল যে তার একান্তে থাকার ব্যাপারটা ততটাও সহজ ছিল না। আর এ কারণে তাকে ফ্রন্ট পোর্চের নিচে একটি গুপ্ত জায়গায় নিজের অবস্থান তৈরি করে নিতে হয়েছিল। তার মনে পড়ে সেই অল্প সময়ের কথা যখন তার বাবার হাতে কোনো কাজ ছিল না, তার বাবা-মায়ের রুম থেকে ভেসে আসা সেই আতঙ্কিত ফিসফিসানির শব্দ এবং ক্যানড কর্ন ও পটেটো বাড দিয়ে রাতের খাবার সারার ব্যাপারটাও। কিন্তু সেই খারাপ সময়গুলো বেশিদিন ছিল না; এক বছরের মধ্যেই তার বাবা কাজ পেয়ে গিয়েছিল এবং টেবিলে আবারও মাংসের দেখা পেয়েছিল তারা। কিন্তু দারিদ্র্য তাদের মধ্যে একটা ছাপ রেখেই গিয়েছিল–শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে। রিজোলিরা তিন ভাইবোনই তাদের ক্যারিয়ার ধীরস্থিরভাবে নির্ধারণ করেছিল, দৃষ্টি আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য না থাকলেও যাতে মোটা আয়ের বিষয়টি জড়িত থাকে এই ব্যাপারটা মাথাতেই ছিল তাদের–এই কারণে জেন আইন প্রয়োগকারী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, ফ্রাঙ্কি মেরিনে এবং মাইকি ইউ.এস পোস্টাল সার্ভিসে। তাদের প্রত্যেকেই যেন শৈশবের নিরাপত্তাহীন অবস্থাকে সংগ্রাম করে দূরে সরাতে চায়।

কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে বলল, “ছেঁড়া কম্বল থেকে লাখপতি। এটা হতে পারে।”

“ডিকেন্সের সৃষ্টির মতো বলতে চাইছেন,” ডিন বলল।

“হ্যাঁ, ওরকমই।” কর্সাক তালে তাল মিলিয়ে বলল। “টাইনি টিম কিড।”

মাথা নাড়ালো ডা. আইয়েলস। “আমাদের এই টাইনি টিম তার জীবদ্দশাতে রিকেটসে ভুগেছিল।”

“আর এরপর সে সুখেশান্তিতে বসবাস করেছিল, কারণ বুড়ো স্ক্রুজ হয়তো তার জন্য অনেক অর্থ রেখে গিয়েছিল,” কর্সাক বলল।

কিন্তু তুমি সুখে শান্তিতে থাকতে পারোনি, দেহাবশেষের দিকে তাকিয়ে রিজোলি ভাবল। কিছু হাড়ের স্তূপ নয়, বরং রিজোলির মনে এমন একজন মহিলার চিত্র ভেসে উঠলো যার জীবন কেবল গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। সে এমন একটি বাচ্চাকে কল্পনা করতে পারলো যার পা বাঁকানো এবং বুকের অংশ ফাঁপা, দারিদ্র্যের কারণে যার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে। দেখতে পেলো বাচ্চাটির কৈশোর কেটেছে

BanglaBook.org

উল্টোপাল্টাভাবে লাগানো বোতামের ব্লাউজ পরে যার কাপড় আস্তে আস্তে হয়তো মলিন হয়ে গেছে। এমনকি তখনও, কিছু কী আলাদা ছিল, এই মহিলাটির মধ্যে বিশেষ ছিল কি? নাকি চোখের মধ্যে দৃঢ়ভাব এবং মুখে গৌরবভাব নিয়ে সে নিজে নিজেই ভেবে নিয়েছিল যে যেমন অবস্থাতেই জন্মে থাক না কেন সে তার তুলনায় বেশি কিছু পাবার দাবি রাখে?

কারণ এই মহিলাটি পূর্ণাঙ্গ দশাতে যাওয়ার পরে ভিন্ন একটি পৃথিবীর অংশ হয়েছে, যেখানে অর্থ দাঁত সোজা করতে পারে এবং দাঁতে সোনার ক্রাউন পরাতে পারে। সৌভাগ্য অথবা কঠোর পরিশ্রম অথবা কোনো ঠিক মানুষের মনোযোগ তাকে এই ধরনের আরামপ্রদ পারিপার্শ্বিকতা দিয়েছিল হয়তো। কিন্তু শৈশবের দারিদ্র্য তার হাড়ে, তার বেঁকে থাকা পায়ে এবং বুকের ঢেউ খেলানো অংশে জেঁকে বসেছিল।

তার দেহে ব্যথার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে, এমন কোনো বড়ো দুর্ঘটনা তার সাথে ঘটেছিল হয়তো যা তার বাম পা এবং কশেরুকা ভেঙ্গে দিয়েছিল। দুটো কশেরুকার স্থায়ী ক্ষতি এবং জঙ্ঘাস্থিতে সারাজীবনের মতো স্টিল রড লাগিয়ে রাখতে বাধ্য করেছিল।

"তার দাঁতের চিকিৎসার ধরন দেখে এবং তার আর্থসামাজিক অবস্থার কথা ধারণা করে বলা যায়, এই মহিলা এমন কেউ ছিল যার অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে চোখে ধরা পড়বে," ডা. আইয়েলস বলল। "অন্ততপক্ষে দুই মাস আগেই মারা গেছে সে। এনসিআইসি ডাটাবেজে তার উপস্থিতির সম্ভাবনা ফেলানো যায় না।"

"হ্যাঁ, তার ও তার মতো আরও এক হাজারের," কর্সাক বলল।

এফবিআই'র ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফর্মেশন সেন্টার নিখোঁজ ব্যক্তিদের ফাইল তত্ত্বাবধানের কাজ করে থাকে, যাদেরকে অজ্ঞাতভাবে পাওয়া দেহাবশেষের সাথে ক্রস চেক করে সম্ভাব্য ব্যক্তির লিস্ট বানানো হয়ে থাকে।

"স্থানীয়ভাবে এমন কিছু পাওয়া যায়নি?" পেপে জিজ্ঞেস করলো। "নিরুদ্দেশ হওয়া কোনো ব্যক্তির সাথে তার বৈশিষ্ট্য কী মেলেনি?"

মাথা নাড়ালো রিজোলি। "উহু...ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের মধ্যে তো নয়-ই।"

BanglaBook.org

***

বিধ্বস্ত অবস্থাতেও সেই রাতে ঘুম এলো না রিজোলির। বিছানা থেকে নেমে দরজার লক ও ফায়ার এস্কেপের সাথে লাগোয়া জানালার খিড়কি বন্ধ আছে কিনা তা দেখতে গেল আবারও। এক ঘণ্টা পরে, কিছু একটার খসখসে শব্দ পেল। কল্পনার চোখে স্কালপেল হাতে ওয়ারেন হয়েট তার বেডরুমের দিকে এগিয়ে আসছে এমন কলিজা কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো দৃশ্য দেখতে পেলো। নাইটস্ট্যান্ড থেকে নিজের অস্ত্রটা

হাতে তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে রইলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘেমে নেয়ে উঠল। বন্দুক উঁচিয়ে ধরে অপেক্ষা করলো দরজার কাছে কোনো ছায়া দেখতে পাওয়ার জন্য।

কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পেল না। এমনকি কিছু শুনতেও পেল না। নিজের উচ্চশব্দে ধ্বনিত হওয়া হৃদপিণ্ডের শব্দ এবং রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়ির মিউজিকের শব্দটাই যেন সর্বস্ব দখল করেছে।

অবশেষে একটু থিতু হয়ে এলে হলওয়েতে গিয়ে লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিলো।

কেউই অনুপ্রবেশ করেনি।

লিভিং রুমে গিয়ে আরেকটা লাইট জ্বালালো। দরজার দিকে এক ঝলক তাকাল। ঠিকভাবে লাগিয়ে রাখা চেইনটা দেখে নিলো একবার। পরক্ষণেই ফায়ার এস্কেপ লাগোয়া জানালার খিড়কির দিকে তাকাল, যা এখনও শক্ত করে আটকানো রয়েছে। বের হয়ে এসে সে রুমের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো : *আমি আমার মনের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি।*

বন্দুকটি রেখে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে আরাম করে কৌচে বসল। মনে মনে আশা করলো যদি ওয়ারেন হয়েটের সব চিন্তা নিজের ব্রেন থেকে বের করে ফেলতে পারতো। কিন্তু সে সবসময়ের জন্য সেখানেই থাকে, ঠিক টিউমারের মতো যা কেটে ফেলা হয়নি এবং তার জীবনের সর্বত্র যার মারণাত্মক কোষগুলো ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। বিছানাতে গিয়ে গেইল ইয়েগার কিংবা সেই অজ্ঞাত নারীর কথা ভাবতে পারেনি যার হাড় আজকে পরীক্ষণের কাজ করা হয়েছে। না সেই এয়ারপ্লেন ম্যানের কথা ভেবেছে, যার ফাইল তার কাজের ডেস্কে পড়ে আছে। কত নাম এবং রিপোর্ট তার কিছুটা মনোযোগ প্রাপ্তির অপেক্ষায় বসে রয়েছে। কিন্তু যখনই রাতে একটু জিরোনোর জন্য শুয়ে অন্ধকারের দিকে তাকায়, তার মনের মধ্যে বারবার শুধু ওয়ারেন হয়েট-ই চলে আসে।

ফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলো। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে বাড়ি দিতে লাগলো। নিজেকে শান্ত করতে কিছুটা সময় নিয়ে গভীরভাবে দম নিয়ে এরপরে রিসিভার তুলল।

"রিজোলি?" থমাস মুর বলল। কণ্ঠস্বরটি শুনবে একেবারেই তা আশা করেনি সে। কিছু সময়ের জন্য নিজেকে খেয়ালেই হারিয়ে ফেলল। এক বছর আগে, মুর আর সে পার্টনার হিসাবে সার্জনের তদন্তে কাজ করেছে। যদিও তাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র ভালো সহকর্মীর থেকে বেশি দূরে এগোয়নি, তারপরেও তারা একে অপরকে নিজেদের জীবনে সব থেকে বেশি বিশ্বাস করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্তরঙ্গতা বিবাহিত সম্পর্কের থেকে কয়েক গুণ বেশি পাকাপোক্ত হয়। এই কণ্ঠস্বর তাকে হঠাৎ করে মনে করিয়ে দিলো সে মুরকে ঠিক কতটা মিস করে। আর

BanglaBook.org

ক্যাথারিনের সাথে তার বিয়ের ব্যাপারটি এখনও তাকে কতটা বিরক্ত করে।

"হেই, মুর," আবেগ দমিয়ে রেখে নিজের চিরাচরিত ভঙ্গিতে বলল সে। "এখন কয়টা বাজে ওখানে?"

"পাঁচটার কাছাকাছি। এত দেরিতে ফোন করার জন্য আমি দুঃখিত। আমি চাইনি ক্যাথারিন আমাদের কথোপকথন শুনুক।"

"ঠিক আছে তো। আমি এখনও জেগে আছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমারও ঘুমের সমস্যা।" প্রশ্ন নয় বরং কোনো জবানবন্দি দিলো। সে জানে একই ভূত তাদের উভয়কেই তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

"মারক্যুয়েট ফোন করেছিল তোমাকে?" বলল সে।

"হ্যাঁ। আমি আশা করছি এখনও–"

"কিছুই হয়নি। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলেছে এবং তার চুলটাও পাওয়া যায়নি।"

"তাহলে তাকে ধরার বিষয়টি শিথিল হয়ে পড়ছে।"

"যে চিহ্ন রেখে গেছে তাতে তাকে কোনোভাবেই ধরা সম্ভব না। সে অপারেটিং রুমের তিনজন মানুষকে মেরে ফেলেছে এবং অদৃশ্য মানবের মতো হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেছে। ফিচবার্গ ও স্টেট পুলিশ আশেপাশের প্রত্যেক এলাকায় নজরদারি চালিয়েছে। রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। সন্ধ্যার প্রত্যেকটি খবরে তার চেহারা দেখানো হয়েছে। তারপরেও কিছুই হয়নি।"

"সে হয়তো একটি জায়গায় যেতে পারে। একজন মানুষ..."

"তোমার বিল্ডিং এরইমধ্যে নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে। হয়েট সেটার আশেপাশে কোথাও পৌছালেই আমাদের হাতে ধরা পড়বে।"

দীর্ঘক্ষণের জন্য তাদের মধ্যে নিরবতা বিরাজ করলো। এরপর শান্তকণ্ঠে বলল মুর "তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারবো না। এখানেই রাখবো তাকে, যেখানে আমি জানি সুরক্ষিত থাকবে সে।"

রিজোলি তার কণ্ঠে ভয়ের আভাস লক্ষ করলো, নিজের জন্য না বরং তার স্ত্রীর জন্য এবং কিছুটা হিংসাত্মক মনোভাব নিয়েই ভেবে অবাক হলো : গভীরভাবে কাউকে ভালোবাসলে ঠিক কেমন অনুভব হতে পারে?

"ক্যাথারিন কী জানে সে পালিয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"হ্যাঁ। আমি জানিয়েছি তাকে।"

"কীভাবে নিয়েছে সে?"

"আমার থেকে কিছুটা ভালোভাবে। বরং সে-ই আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।"

BanglaBook.org

"সে ইতোমধ্যেই নিজের জীবনে খারাপ থেকে খারাপতর জিনিসগুলোর মুখোমুখি হয়েছে, মুর। সে তাকে দুইবার পরাজিতও করেছে। আর প্রমাণ করেছে সে হয়েট অপেক্ষা শক্তিশালী।"

"সে ভাবে সে শক্তিশালী। সেটা তখন যখন বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় সে।"

"যাই হোক, এখন তোমার দায়িত্বে রয়েছে সে।" *আর আমার জন্য আমি একাই রয়েছি।* যেমনটা আগে ছিলাম এবং হয়তো থাকবোও।

মুর তার কণ্ঠে ক্লান্তির আভাস লক্ষ করে তাকে বলল "এটা তোমার জন্য অনেক কঠিন রিজোলি।"

"ঠিক আছি আমি।"

"তাহলে হয়তো বিষয়গুলো আমার থেকে অনেক ভালোভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা তোমার রয়েছে।"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো রিজোলি। তীক্ষ্ণ ও ভয় সৃষ্টি করার মতো শব্দ যা এই মুহূর্তের প্রভাব কিছুটা হলেও কাটিয়ে দিতে সক্ষম হলো। "যেন হয়েটকে নিয়ে ভাবার জন্য অফুরন্ত সময় রয়েছে আমার। নতুন টাস্ক ফোর্সে ভেড়া চরানোর দায়িত্ব পেয়েছি আমি। স্টোনি ব্রুক রিজার্ভেশনে আমরা লাশ পরিত্যক্ত অবস্থাতে পেয়েছি।"

"কতজন শিকার?"

"দুইজন নারী, সাথে অপহরণের সময় একটি লোককেও খুন করা হয়েছে। এটা আরেক হারামি, মুর। তুমি তো জানোই যে বিষয়টা আরও ভয়াবহ লাগে যখন জুকার তাকে কোনো ডাকনাম দেয়। সে হিসাবেই আমরা এই খুনিকে ডমিনেটর বলছি।"

"ডমিনেটর কেন?"

"আপাতদৃষ্টিতে দেখে তার কাজের ধরন সেরকমই তো বলছে। ক্ষমতা খাটাচ্ছে। স্বামীকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। দানব একটা। আর জঘন্য সব রীতি।"

"দেখে তো গত গ্রীষ্মের খেলার পুনরাবৃত্তি মনে হচ্ছে।"

শুধুমাত্র এইবার আমাকে বাঁচানোর জন্য তুমি আমার পাশে নেই। তোমার জীবনে অগ্রাধিকার পেয়েছে অন্য কেউ।

"কোনো অগ্রগতি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো মুর।

"আস্তে আস্তে হচ্ছে। একের অধিক এখতিয়ার ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে গেছে, যাতে একের অধিক খেলোয়াড় খেলে চলেছে প্রতিনিয়ত। নিউটন পিডি কাজ করছে এতে, এবং–ধারণা করতে পারছো–মোড়ল হিসাবে ব্যুরোও এতে মাথা ভরছে।"

"কী?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। গ্যাব্রিয়েল ডিন নামের এক ফিবি। বলছে উপদেষ্টা হিসাবে এসেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ কেসকে নিজের হাতের মুঠোতে রেখেছে সে। তুমি এরকম কি কখনো দেখছো আগে?"

"কখনই না।" এরপর তারা উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো। "কিছু একটা সমস্যা তো রয়েছেই, রিজোলি।"

"জানি আমি।"

"মারক্যুয়েট কী বলছে?"

"নিজেকে গুটিয়ে মরা মানুষের মতো খেলা দেখছে সে কারণ ওপিসি আমাদেরকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে।"

"ডিনের ঘটনা কী?"

"মুখ এঁটে থাকে সবসময়। বুঝতেই পারছো, ইফ-আই-টেল-ইউ-দেন-আই-হ্যাভ-টু-কিল-ইউ ধরনের মানুষ সে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে ডিনের চাহনির কথা ভাবতে লাগলো। নীল কাঁচের মতো স্বচ্ছ ঐ দুটো চোখ সামনের মানুষকে সহজেই বিদ্ধ করতে সক্ষম। হ্যাঁ, চমকে না উঠেই হঠাৎ করে ট্রিগার টানার ক্ষমতা সে রাখে যা কল্পনার চোখে দেখতে পেলো রিজোলি। "যাই হোক," বলল সে, "ওয়ারেন হয়েট এই মুহূর্তে আমার উদ্বেগের প্রথম কারণ নয়।"

"কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তো রয়েছে," বলল মুর।

"যদি কোনো খবর পাই, তোমাকেই আমি প্রথমে ফোন দিয়ে জানাবো।"

কথাগুলো বলে ফোন রেখে দিলো সে। মুরের সাথে কথা বলার সময় নিজের মধ্যে যে সাহসী ভাব ফিরে পেয়েছিল, হঠাৎ করেই যেন তা আবারও উবে গেল। আবারও দরজা লাগানো এবং জানালার খিড়কি টানা অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করে ভয়ের সাথে তার একাই মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তার একমাত্র সঙ্গী হিসাবে শুধুমাত্র বন্দুকটি রয়েছে।

হয়তো তুমিই একমাত্র বেস্টফ্রেন্ড আমার, ভাবলো সে। এরপর অস্ত্রটি হাতে নিয়ে আবারও বেডরুমে চলে গেল রিজোলি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় নয় ।।

"এজেন্ট ডিন আজকে সকালে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল," লেফটেন্যান্ট মারক্যুয়েট বলল। "তোমাকে নিয়ে তার মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে।"

"আমাদের উভয়ের অনুভূতি বলতে গেলে প্রায় একই," রিজোলি বলল।

"সে তোমার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। তার মতে তুমি অনেক ভালো একজন পুলিশ।"

"তাহলে?"

"সে ভাবছে এই কেসে প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য তুমি ঠিক কিনা।"

কিছু মুহূর্তের জন্য কিছুই বলল না সে, শান্তভাবে মারক্যুয়েটের ডেস্কে তার মুখোমুখি হয়ে বসে রইলো। আজকে সকালে মারক্যুয়েট যখন তার অফিসে তাকে ডেকে এনেছে, ঠিক তখনই সে ধারণা করে নিয়েছে এই মিটিংয়ের বিষয় কী হতে পারে। নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করেই এখানে এসেছে রিজোলি, তাকে কোনোরকম হলফ করতে না দিয়েই যে কিসের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে ডিন : কারণ তার জায়গা রদবদলের সংকেত ইতোমধ্যেই তার মধ্যে দেখে ফেলেছে সে।

শান্ত এবং যুক্তিসঙ্গত ভাব নিয়েই কথা শুরু করলো সে। "তার উদ্বেগের কারণটা কী জানতে পারি?"

"তুমি বিচলিত হয়ে পড়েছ। ওয়ারেন হয়েট সংক্রান্ত সমাধানহীন বিষয়ে বেশি জড়িয়ে পড়েছ তুমি। সার্জনের তদন্ত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারোনি।"

"সে বেরিয়ে আসতে পারেনি বলতে কী বোঝাতে চাইছে?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি। যদিও ভালো করেই জানে ঠিক কী বলতে চেয়েছে মারক্যুয়েট।

ইতস্ততবোধ করে অবশেষে বলেই ফেলল সে, "ঈশ্বরের দোহায় রিজোলি। আমার পক্ষে এটা বলা খুব একটা সহজ না। তুমি জানো আমার দ্বারা এটা হবে না।"

"আমি চাই তুমি আমাকে সবকিছু খোলাখুলিভাবেই বলো।"

"তার মতে তুমি অস্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছ, বুঝতে পেরেছো কী?"

"লেফটেন্যান্ট তোমার কী মনে হয়?"

"আমার মনে হয় তোমার ঘাড়ে একটু বেশি দায়িত্ব পড়ে গেছে। হয়েটের পালানোর বিষয়টি নিয়ে তুমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছো।"

"তোমার কী মনে হয় আমি অস্থিতিশীল অবস্থায় আছি?"

"ডা. জুকারও এসব ব্যাপার নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্নভাব প্রকাশ করেছে। গত

BanglaBook.org

শীতে তুমি কাউন্সেলিংয়ের জন্য যাওনি।"

"আমার ওপর সেই নির্দেশ ছিল না।"

"তুমি কী সবসময় এভাবেই কাজ করো? নির্দেশ পেতে হবে তোমাকে?"

"আমার মনে হয়েছিল আমার তা দরকার হবে না।"

"জুকার ভাবে সার্জনের বিষয়টিকে এখনও তুমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারোনি। যে কারণে সবকিছুতেই তুমি ওয়ারেন হয়েটের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাও। যদি তুমি এভাবেই পুরোনো জিনিস নিয়ে পড়ে থাকো তাহলে কীভাবে এই তদন্তে অগ্রগতি হবে তোমার?"

"লেফটেন্যান্ট এখানে আমি তোমার কাছে এগুলো শোনার আশা নিয়েই এসেছিলাম। তোমার কী মনে হয় আমি অস্থিতিশীল অবস্থাতে আছি?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মারক্যুয়েট। "জানি না। কিন্তু যখন এজেন্ট ডিন এখানে এসে নিজের উদ্বিগ্ন হওয়ার ব্যাপারটি জানিয়েছে, আমাকে তখন তাতে গুরুত্ব দিতে হয়েছে।"

"আমার মনে হয় না এজেন্ট ডিন যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মানুষ।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো মারক্যুয়েট। এরপর কিছুটা এগিয়ে এসে ভ্রুকুটি করে বলল, "এটা অনেক গম্ভীর একটা বিষয়।"

"আমাকে ছোটো দেখানোর তুলনায় গম্ভীর কিছু না।"

"তোমার কাছে এই প্রসঙ্গে কোনো তথ্য আছে কী?"

"আজকে সকালে আমি এফবিআই অফিসে ফোন করেছিলাম।"

"হ্যাঁ?"

"এজেন্ট গ্যাব্রিয়েল ডিন সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা।"

নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মারক্যুয়েট কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। হঠাৎ করেই যেন বন্ধ হয়ে গেল তার কথা।

"সরাসরি ওয়াশিংটন থেকে এসেছে সে," জানালো রিজোলি। "বোস্টনের অফিসের সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। অন্ততপক্ষে এসবের সাথে তার কাজের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। যদি আমরা তাদের কাছে ক্রিমিনাল প্রোফাইল চাই, এটা সবসময়েই তাদের ফিল্ড ডিভিশন কোঅর্ডিনেটরের আওতায় পড়ে। আমাদের কেসের বিষয়টি তাদের ফিল্ড ডিভিশনে যায়নি। ওয়াশিংটন থেকে এসেছে সরাসরি। এফবিআই কেন প্রধান দায়িত্বে এসে আমার কেসে মাথা ভরবে? এবং ওয়াশিংটনের এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কই বা কী?"

এরপরেও কিছুই বলল না মারক্যুয়েট।

নিজেকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও, রিজোলির হতাশা যেন ক্রমশ বেড়ে নিয়ন্ত্রণের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলতে চলেছে। "তুমি আমাকে বলেছ পুলিশ কমিশনারের

BanglaBook.org

কাছ থেকে তাকে সহযোগিতার নির্দেশ এসেছে।"

"হ্যাঁ, এসেছে তো।"

"এফবিআই'র কে ওপিসির সান্নিধ্যে এসেছে জানতে পারি? ব্যুরোর কোন অংশের সাথে কাজ করছি আমরা?"

মাথা নাড়ালো মারক্যুয়েট। "ব্যুরো থেকে বিষয়টা আসেনি তো।"

"কী?"

"এফবিআই থেকে অনুরোধের বিষয়টা আসেনি। আমি গত সপ্তাহে ওপিসির সাথে কথা বলেছিলাম, ডিন যেদিন প্রথম এসেছিল। আমিও তাদেরকে এই একই প্রশ্ন করেছিলাম।"

"আর কী বলেছিল তারা?"

"তাদেরকে আমি কথা দিয়েছিলাম ব্যাপারটা গোপন রাখবো। আমি তোমার কাছেও ঠিক একই জিনিস চাইছি।" যখন সে তার কথাতে সম্মতি জানালো একমাত্র তখন মারক্যুয়েট বাকি কথাগুলো জানালো। "সিনেটর কনওয়ের অফিস থেকে অনুরোধটা এসেছিল।"

হতভম্বের মতো তার দিকে চেয়ে রইলো রিজোলি। "আমাদের সিনেটরের এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতার অর্থ কী?"

"জানি না।"

"ওপিসি জানায়নি তোমাকে?"

"তারাও জানে না হয়তো। স্বয়ং কনওয়ের কাছ থেকে আসা অনুরোধ তো তারা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। আর সে তো হাতে চাঁদ পেতে চাইছে না। শুধুমাত্র এজেন্সি ভিত্তিক সহযোগিতার আশা করছে। আমরা সবাই-ই তা একটা না একটা সময় করে থাকি।"

একটু ঝুঁকে এগিয়ে এসে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল রিজোলি "কিছু একটা সমস্যা তো রয়েছে, লেফটেন্যান্ট। তুমি সেটা জানো। ডিন আমাদের সাথে সোজাসুজি কোনো কথাই কিন্তু বলছে না।"

"ডিনের ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমি তোমাকে এখানে ডাকিনি। তোমার ব্যাপারে কথা বলার জন্য এখানে তোমাকে ডেকেছি।"

"কিন্তু তার কথার ওপর ভিত্তি করেই তো তুমি আমাকে ডেকেছ। এখন কী এফবিআইয়ের নির্দেশে বোস্টন পিডির কাজকর্ম চলবে নাকি?"

মারক্যুয়েটকে যেন আচমকাই পেছন থেকে কিছু টেনে ধরলো। হঠাৎ করে সোজা হয়ে বসলো সে, তার চোখ ডেস্কের ওপাশে বসে থাকা রিজোলির ওপরে নিবদ্ধ। ঠিক জায়গাতেই যেন সে আঘাত করেছে। ব্যুরো ভার্সেস আমরা। তুমি কী সত্যিই প্রধান হিসাবে দায়িত্বরত?

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," বলল মারক্যুয়েট। "আমরা কথা বললাম। সবকিছু শুনলে তুমি। এটাই আমার জন্য যথেষ্ট।"

"আমার জন্যও," কথাটি বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো রিজোলি।

"কিন্তু সবকিছুতেই নজর থাকবে আমার রিজোলি।"

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলল সে। "তুমি কি সবসময় এমনটাই করো না?"

"আমি কিছু চমকপ্রদ ফাইবারের অংশ খুঁজে পেয়েছি," এরিন ভলোচকো বলল। "গেইল ইয়েগারের চামড়াতে লাগানো স্টিকি টেপ থেকে তা উঠে এসেছে।"

"আরও নেভি-ব্লু কার্পেট কী?" জানতে চাইলো রিজোলি।

"না। সত্যি বলতে, আমি ঠিক জানি না এগুলো আসলে কী।"

সচরাচর এরিন নিজের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে না। তাই এই একটা কারণেই রিজোলি মাইক্রোস্কোপের নিচের স্লাইডটি দেখার জন্য হয়ে উঠলো আরও আগ্রহী। লেন্সের মধ্য দিয়ে একটি গাঢ় রঙের তন্তু দেখতে পেল।

"আমরা একটি সিন্থেটিক ফাইবার দেখছি, যার রং আমার কাছে গাঢ় হলুদাভ সবুজের মতো মনে হয়েছে। এর রিফ্রাক্টিভ ইন্ডিসেসের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, এটা আমাদের সেই পুরোনো বন্ধু ডুপয়েন্ট নাইলন, টাইপ সিক্স, সিক্স।"

"নেভি-ব্লু ফাইবারের সদৃশ।"

"হ্যাঁ। শক্তিমত্তা ও স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্যের কারণে নাইলন সিক্স, সিক্স অনেক সুপরিচিত একটি ফাইবার। তুমি অনেক ধরনের ফেব্রিকে এই ধরনের অনেক কিছু পাবে।"

"তুমি বললে গেইল ইয়েগারের চামড়া থেকে এটি পেয়েছো?"

"এই ফাইবার তার কোমর, স্তন এবং কাঁধের অংশের সাথে লেগে ছিল।"

ভ্রুকুটি করলো রিজোলি। "একটি সিট? এমন একটি জিনিস যা দিয়ে সে লাশটিকে জড়িয়ে রেখেছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এটা সিট না। কম মাত্রার পানি শোষণ ক্ষমতার জন্য নাইলন এসব কাজে ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্ত। আবার, এই ধরনের ছোটো ছোটো তন্তুর অংশ আরও কিছু পাতলা পাতলা যেমন ত্রিশ ডেনিয়ার ফিলামেন্ট দিয়ে তৈরি, যেখানে দশ ফিলামেন্টে একটি তন্তু হয়। আর এই ধরনের তন্তুগুলো মানুষের চুলের থেকেও বেশি সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। এই ধরনের ফাইবার এমন এক ধরনের পণ্য তৈরি করে যেগুলো অনেক বেশি শক্ত। ওয়েদারপ্রুফ।"

"তাঁবু? অথবা ত্রিপল জাতীয় কিছু?"

BanglaBook.org

"হতে পারে। এই ধরনের ফেব্রিক দিয়ে কেউ হয়তো লাশটিকে জড়ানোর কাজ স্বাচ্ছন্দ্যেই করবে।"

হঠাৎ করেই রিজোলির মাথাতে ওয়ালমার্টে ঝুলন্ত প্যাকেজড টার্পের কথা এলো, প্রস্তুতকারক লেবেলের ওপরে এই ধরনের প্রিন্ট করা থাকে : ক্যাম্পিং এর জন্য যথাযথ, ওয়েদারপ্রুফ এবং লাশ জড়ানোর জন্য উপযুক্ত।

"যদি এটা শুধুমাত্র টার্পের অংশ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা বিশেষ কোনো ধরনের জেনেরিক ফেব্রিক পেয়েছি," রিজোলি বলল।

"ডিটেক্টিভ এদিকে এসো। আমি কি তোমাকে নিখুঁত একটি জেনেরিক ফাইবার দেখাতে পারি?"

"এটা নয় তাহলে?"

"আসলে খুবই চমকপ্রদ এটা।"

"নাইলন টার্পের ব্যাপারে চমকপ্রদ বিষয় আবার কী থাকতে পারে?"

এরিন ল্যাবের কাউন্টারটপ থেকে একটি ফোল্ডার নিয়ে কম্পিউটারে তৈরি একটি গ্রাফ বের করলো, যেখানে আবছায়ার মতো একটি খাঁজকাটা লাইন এগিয়ে গেছে। "এই ফাইবারে *এটিআর* অ্যানালাইসিস করেছিলাম। এ ফলাফল এসেছে।"

"*এটিআর* কী?"

"অ্যাটেনুয়েটেড টোটাল রিফ্লেকশন। একটি ফাইবার পরীক্ষণের জন্য এক্ষেত্রে ইনফ্রারেড মাইক্রোস্পেক্ট্রোস্কোপি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে ইনফ্রারেড রেডিয়েশনের ছটা ফাইবারের ওপর পড়লে যেসব বর্ণালির রশ্মি বিকিরিত হয়ে ফিরে আসে, আমরা সেগুলোকে নির্ণয় করে থাকি। এই গ্রাফ ফাইবারের ইনফ্রারেড বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করছে। আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি, এটা সেই নাইলন সিল্ক, সিল্ক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করছে।"

"কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় পেলাম না তো।"

"এখনও শেষ হয়নি পুরোটা," মুখে চাতুর্যপূর্ণ হাসি নিয়ে এরিন বলল। ফোল্ডার থেকে আরেকটি গ্রাফ বের করে নিয়ে প্রথমটার পাশে রাখলো সে। "এই একই ফাইবারের আমরা আইআর ট্রেসিং দেখছি। কিছু দেখতে পেলে কী?"

রিজোলি দুটো গ্রাফেই খুব ভালোভাবে নজর বোলাতে লাগল। "এরা একে অপরের তুলনায় ভিন্ন।"

"হ্যাঁ, সেটাই।"

"কিন্তু এরা যদি একই ফাইবারের অংশ হতো, তাহলে গ্রাফ দুটো সদৃশ হতো।"

"দ্বিতীয় গ্রাফে এই কারণে আমি ইমেজ প্লেন পরিবর্তন করে দিয়েছি। এই এটিআর ফাইবারের পৃষ্ঠতলের প্রতিফলনের অংশ দেখাচ্ছে। ভেতরের অংশ নয়।"

BanglaBook.org

"তাহলে এর ওপরের অংশ এবং ভেতরের অংশ আলাদা।"

"ঠিক ধরেছো।"

"দুটো ভিন্ন ধরনের ফাইবার একসাথে জড়িয়ে রয়েছে কী?"

"না। এটা একটাই ফাইবার। কিন্তু ফেব্রিকে হয়তো সার্ফেস ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। এটাই দ্বিতীয় গ্রাফটিতে ধরা পড়েছে–সার্ফেস কেমিক্যাল। আমি এটা ক্রোমাটোগ্রাফে দিয়ে দেখেছিলাম এবং দেখে মনে হচ্ছে তা সিলিকন দিয়ে তৈরি। ফাইবার বোনা এবং রং করার কাজ সম্পন্ন হলে, তৈরি হওয়া ফেব্রিকে সিলিকন রাব ব্যবহার করা হয়েছে।"

"কেন?"

"এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নয়। ওয়াটারপ্রুফিং এর জন্য হয়তো? যাতে ছিঁড়ে না যায় সেই ব্যবস্থা করার জন্য। এটা হয়তো খুব ব্যয়বহুল একটি প্রক্রিয়া। আমার মনে হয় এই ফেব্রিকের বিশেষ কোনো কাজ রয়েছে। আমি শুধু বুঝতে পারছি না, কী হতে পারে সেটা।"

রিজোলি ল্যাব টুলে হেলান দিয়ে বসলো। "এই ফেব্রিকটি খুঁজে বের করলেই," বলল সে, "আমরা আমাদের খুনিটিকেও সহজেই ধরতে পারবো।"

"হ্যাঁ। জেনেরিক নীল রঙের কার্পেটের থেকে একেবারে বিপরীত, এই ফেব্রিকটা বিশেষ কোনো দিকেই নির্দেশ করছে।"

মনোগ্রাম করা টাওয়েলগুলোকে বারোক কার্লিক্যু দিয়ে জড়িয়ে কফি টেবিলে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যাতে পার্টিতে আসা সব অতিথি AR অক্ষরদুটো দেখতে পায় যার মানে দাঁড়ায় অ্যাঞ্জেলা রিজোলি। জেন সেগুলোকে পিচ রং দেখেই পছন্দ করেছে কারণ সে জানে এটা তার মায়ের প্রিয় রং। অ্যাপ্রিকট রিবন এবং সিল্কের ছোটো ছোটো ফুল সজ্জিত ডিলাক্স বার্থডে গিফট র‍্যাপিং এর জন্য কিছুটা বেশি অর্থ দিয়েছে সে। এদিকে ফেডারেল এক্সপ্রেস ডেলিভারির কাজটি বিশেষভাবে করেছে কারণ তার মায়ের মতে লাল, সাদা ও নীলে সজ্জিত ঐ ট্রাকগুলো বিস্ময়কর সব প্যাকেজ এবং খুশির মুহূর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

আর অ্যাঞ্জেলা রিজোলির ঊনষাটতম জন্মবার্ষিকী নির্দ্বিধায় খুশির মুহূর্তগুলোর মধ্যেই পড়ে। রিজোলি পরিবারে, জন্মদিনগুলো একটু বিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। প্রত্যেক ডিসেম্বরে, নতুর বছরের জন্য অ্যাঞ্জেলা যখন একটি নতুন ক্যালেন্ডার নিয়ে আসে, সবার প্রথমে সে বিভিন্ন মাসের পাতা উল্টিয়ে পরিবারের প্রত্যেকের জন্মদিন চিহ্নিত করে রাখে। প্রিয়জনের বিশেষ একটি দিন ভুলে যাওয়ার মানে তাদের কাছে

BanglaBook.org

গর্হিত অপরাধতুল্য। আর মায়ের জন্মদিন ভুলে যাওয়া তো ক্ষমার অযোগ্য পাপের মতো এবং জেন ভালোভাবেই জানে সেলিব্রেট করা ছাড়া কোনোবারই এই দিনটিকে যেতে দেওয়া হয় না। সে-ই আইসক্রিম কিনে আনে, বাড়ি সাজানোর কাজ করে এবং রিজোলিদের লিভিং রুমে এখন যেসব ডজনখানেক প্রতিবেশী জমায়েত হয়েছে তাদেরকে আমন্ত্রণ করার কাজটিও করে জেন। এখন সে কেক কেটে পেপার প্লেটে করে তা অতিথিদেরকে পরিবেশনের কাজ করছে। নিজের কর্তব্যটুকু সবসময় পালন করার চেষ্টা করে সে। এসবকিছুর পরেও এই বছরের পার্টিটা কেন যেন একটু ম্যাড়মেড়ে মনে হচ্ছে তার। আর এর কারণ ফ্র্যাঙ্কি।

"কিছু একটা সমস্যা তো রয়েছেই," অ্যাঞ্জেলা বলল। স্বামী ও ছোটো ছেলে মাইকেলের সাথে কৌচে বসে কফি টেবিলের ওপরে সাজিয়ে রাখা গিফটগুলোর দিকে নিরুৎসাহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সে-পরবর্তী যুগ পর্যন্ত মিষ্টি সুগন্ধ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণের বাথ ওয়েল বিডস এবং ট্যালকম পাউডার জমা হয়ে গেছে সেখানে। "হয়তো অসুস্থ। বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং আমাকে এখনও পর্যন্ত কেউ ফোন করেনি।"

"মা, ফ্র্যাঙ্কি ভালো আছে," জেন বলল।

"হ্যাঁ," সহমত জানালো মাইকেল। "হয়তো তারা তাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়েছে-কী যেন বলে সেটাকে? ঐ যে যখন তারা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলে?"

"ম্যানুয়েভার," জেন বলল।

"হ্যাঁ, হয়তো কোনো ম্যানুয়েভারে। দেশের বাইরেও তো যেতে পারে। এমন কোনো জায়গা যার কথা কাউকে জানাতে পারবে না, যেখান থেকে ফোন করারও কোনো ব্যবস্থা নেই।"

"সে একজন ড্রিল সার্জেন্ট, মাইক। র‍্যাম্বো না।"

"এমনকি র‍্যাম্বোও তার মাকে জন্মদিনের কার্ড পাঠাতে ভুল করে না," ফ্র্যাঙ্ক সিনিয়র কথার মধ্যখানে বলে উঠলো।

হঠাৎ নিরব হয়ে গেল সবাই। প্রতিটি অতিথি নিজেদের মতো গুটিয়ে পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেকে কামড় দিলো। গভীর মনোযোগ ক্ষয় করে কয়েক সেকেন্ডব্যাপী তারা সেটিকে চিবোতে লাগলো।

রিজোলিদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী গ্রেসি ক্যামিনেস্কি নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কথা বলে উঠলো। "কেকটা ভীষণ ভালো লাগছে, অ্যাঞ্জেলা। কে বানিয়েছে এটা?"

"আমি নিজেই বানিয়েছি," অ্যাঞ্জেলা বলল। "কল্পনা করুন, আমি নিজের জন্মদিনের কেক নিজেই বানিয়েছি। কিন্তু আমার পরিবারে সবকিছু বহুবছর ধরে এভাবেই চলছে।"

গালে হঠাৎ করে চপেটাঘাত করলে মানুষ যেভাবে লজ্জা পায় জেনের অবস্থা

BanglaBook.org

তাই হলো। এগুলো সব ফ্র্যাঙ্কির দোষ। তার ওপরে অ্যাঞ্জেলা চরম ক্রুদ্ধ হয়ে থাকলেও প্রতিবারের মতো তার মা জেনের ঘাড়েই সব দোষের পাহাড় চাপালো। শান্তস্বরে যৌক্তিকভাবে বলল সে : "আমি তো কেক আনতেই চেয়েছিলাম, মা।"

বিদ্রুপাত্মকভাবে কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাঞ্জেলা। "বেকারি থেকে।"

"নিজে বানানোর মতো অফুরন্ত সময় আমার নেই।"

এটা সত্যি, কিন্তু বলার জন্য সময়টা যেন ভুল হয়ে গেছে। শব্দগুলো বেরিয়ে যাওয়ার সময়েই বুঝে ফেলল জেন। সে দেখলো মাইকি কৌচে মাথা নিচু করে এবং তাদের বাবা মুখ লাল করে, হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে।

"সময় নেই মানে," অ্যাঞ্জেলা বলল।

উন্মত্তের মতো হাসি দিলো জেন। "আমার কেকগুলো এমনিতেও সবসময়ই বাজে হয়ে থাকে।"

"তোমার সময় নেই মানে," আবারও কথাটির পুনরাবৃত্তি করলো অ্যাঞ্জেলা।

"মা, তুমি কী আইসক্রিম খাবে? কোনটা–"

"যেহেতু তুমি অনেক ব্যস্ত, আমার মনে হয় হাঁটু গেড়ে বসে মায়ের জন্মদিনে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

কোনো কথা বলল না জেন, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মুখ লাল হয়ে গেল তার, চোখের পানি আটকানোর প্রবল চেষ্টা করছে সে। অতিথিরা সবাই কেক খাবার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মনোনিবেশ করলো। কেউ তাদের দিকে তাকানোর মতো সাহস দেখালো না।

এরমধ্যেই ফোন বেজে উঠলে হতবাক দৃষ্টিতে তাকালো সবাই।

অবশেষে ফ্র্যাঙ্ক সিনিয়র ফোনটি রিসিভ করে বলল, "তোমার মা এখানেই রয়েছে," কথাটা বলে পোর্টেবল ফোনটি তার হাতে ধরিয়ে দিলো।

হায় যীশু, ফ্র্যাঙ্কি, এত সময় কেন নিলে তুমি? মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেন পেপার প্লেট ও প্ল্যাস্টিকের কাঁটাচামচগুলো গুছিয়ে নিতে লাগলো।

"কিসের উপহার?" তার মা বলল। "আমি তো কিছুই পাইনি।"

চোখ কুঁচকালো জেন। *ওহ, না, ফ্র্যাঙ্কি। দয়া করে আমার ওপর আর দোষ চাপানোর চেষ্টা করো না।*

কিছুক্ষণ পরে তার মায়ের কণ্ঠ থেকে রাগ জাদুকৌশলে চলে যাওয়ার যেন আভাস পেল সে।

"ওহ, ফ্র্যাঙ্কি, আমি বুঝতে পারছি, সোনা। হ্যাঁ, বুঝছি তো। মেরিনগুলো তোমাকে দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করায়, তাই না?"

মাথা ঝাঁকিয়ে, জেন কিচেনের দিকে এগোতে যাবে কেবল এমন সময় তার মা তাকে ডাক দিলো :

BanglaBook.org

"সে তোমার সাথে কথা বলতে চায়।"

"আমার সাথে?"

"হ্যাঁ, সেটাই তো বলল ফ্র্যাঙ্কি।"

জেন তার হাত থেকে ফোনটি নিয়ে নিলো। "হেই ফ্র্যাঙ্কি," বলল সে।

তার ভাই রাগে ফেটে পড়লো যেন : "কী ঘোড়ার ডিমের কাজ করেছো তুমি?"

"দুঃখিত, কী বলছো?"

"তুমি ভালোভাবেই জানো, কী বলতে চাইছি আমি।"

কিছু সময়ের মধ্যে সে রুম ছেড়ে বেরিয়ে ফোনটি নিয়ে কিচেনে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলো।

"আমি তোমাকে আমার হয়ে শুধুমাত্র একটা কাজ করতে বলেছিলাম।"

"তুমি কী গিফটের ব্যাপারে কথা বলছো?"

"আমি হ্যাপি বার্থডে বলার জন্য ফোন করেছিলাম এবং আমার কাছ থেকে কিছু আশা করেছিল সে।"

"সে আশা করতেই পারে।"

"আমি হলফ করে বলতে পারি বিষয়টা তোমার কাছে খুব মজার মনে হচ্ছে, তাই না? আমাকে ফালতুদের তালিকায় ফেলে দেওয়া।"

"তুমি নিজেকে নিজেই এই তালিকার অংশ বানিয়েছো। আর শুনে মনে হচ্ছে নিজেকে কোনোরকমে বাঁচানোর চেষ্টা করছো তুমি।"

"আর এটাই তোমাকে রাগিয়ে দিচ্ছে তাই তো?"

"এসব ব্যাপারে আমার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই ফ্র্যাঙ্কি। এটা মা ও তোমার পারস্পরিক বিষয়।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি সবসময়েই আমার পিঠে ছুরি মারার জন্য এসবের মধ্যে এসেই পড়ো, যাতে আমি হেয় প্রতিপন্ন হই। তোমার দেওয়া ঐ ফালতু উপহারটায় আমার নামটাও পর্যন্ত লাগাতে পারলে না তুমি।"

"*আমার* উপহার ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে।"

"আর আমার হয়ে ছোট্ট একটা কিছু এনে দিতে হয়তো অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছিলো তোমার?"

"হ্যাঁ, সত্যি। আমি এখানে তোমার জন্য ফরমায়েশ খাটার কাজে আসিনি। দিনে আঠারো ঘণ্টা কাজের মধ্যে থাকতে হয় আমাকে।"

"ওহ, তাই নাকি। এই কথা তো আমি সবসময়েই তোমার কাছ থেকে শুনি। 'আমি কতটা দূর্ভাগা, এত খাটাখাটনি করি যে রাতে ঘুমানোর জন্য মাত্র পনেরো মিনিট পাই!' "

"আর তাছাড়াও এর আগের গিফটের কোনো খরচ তুমি এখনও আমাকে শোধ

BanglaBook.org

করোনি।"

"করেছি তো অবশ্যই।"

"না দাওনি তুমি।" *আর এটা আমাকে এখনও বিরক্ত করে যে মা সেটাকে বলে বেড়ায় "ঐ সুন্দর ল্যাম্প আমাকে ফ্র্যাঙ্কি দিয়েছে।"*

"তাহলে অর্থটাই মূল সমস্যা, তাই তো?" সে বলল।

রিজোলির বিপার হঠাৎ করেই বেজে উঠলে বেল্টের সাথে ঘর্ষণ খেয়ে তা শব্দ করতে লাগলো। নম্বরের দিকে তাকালো সে। "আমি অর্থের ব্যাপারে কিছু বলিনি। তুমি বারবার যেভাবে পাশ কাটিয়ে যাও আমার সমস্যা সেটাই। এমনকি তুমি চেষ্টাও করো না কখনও। কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন সম্পূর্ণ ক্রেডিট নিজের ব্যাগেই নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তোমার।"

"তাহলে আবারও কী 'বাজে ছেলেটা' নিজের আগের চেহারায় নামবে বলতে চাইছো?"

"আমি রাখছি, ফ্র্যাঙ্কি।"

"আমাকে মায়ের সাথে কথা বলিয়ে দাও।"

"প্রথমে আমি আমার পেজের নম্বরে ফোন দেবো। এক মিনিটের মধ্যে আবারও ফোন করবে তুমি।"

"এগুলো হচ্ছে কী? আমি আরও একটা লং ডিস্টেন্স কল করতে পারবো না–"

ফোন কেটে দিলো রিজোলি। নিজের রাগকে বশ মানানোর জন্য কিছুক্ষণ থেমে বিপারের রিডআউটে ভেসে উঠা নম্বরে ডায়াল করলো সে।

ফোন ধরলো ড্যারেন ক্রো।

আরও একটা বিরক্তিকর লোকের সাথে কথা বলার মতো মাথার অবস্থা না থাকলেও বিরক্তিভরা কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করলো সে : "রিজোলি বলছি। আমাকে পেজ করেছো তুমি?"

"জিজ, মিডল নিতে পারো না তুমি?"

"তুমি কি আমাকে বলবে কী হয়েছে?"

"হ্যাঁ, টেন ফিফটি ফোরের একটা ঘটনা পেয়েছি। বিকন হিলে। স্লিপার ও আমি প্রায় আধ ঘণ্টা আগে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

লিভিং রুমে তার মায়ের হাসাহাসির শব্দ পেলে বন্ধ থাকা দরজার দিকে তাকালো সে। জন্মদিনের পার্টি থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় যে সমস্যা বাঁধবে হঠাৎই যেন তা কল্পনার চোখে দেখতে পেল সে।

"ঘটনাটি তোমার নিজে এসে দেখাটাই ভালো হবে," ক্রো বলল।

"কেন?"

"এখানে পৌঁছলেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারবে।"

BanglaBook.org

।। অধ্যায় দশ ।।

ফ্রন্ট স্টুপে এসে দাঁড়ানোর পর খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসা মরার গন্ধ পেয়ে রিজোলি কিছুসময়ের জন্য থামলো। বাড়িটাতে এক কদম ঢুকতেও যেন অনেক বেশি কুণ্ঠাবোধ কাজ করছে তার। সে জানে ভেতরে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। তার চেয়ে বরং এক থেকে দুই মিনিট দেরি করতে চাইলো সে, অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার আগে যেন নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে। কিন্তু ড্যারেন ক্রো যে তার জন্য দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দিকে এমনভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে যে গ্লাভস, শ্যু কভার পরে কাজ শুরু করা ছাড়া আর কোনো উপায় অবশিষ্ট নেই তার।

"ফ্রস্ট কী এসে পৌঁছেছে?" গ্লাভস হাতে পরে নেওয়ার সময় বলল সে।

"বিশ মিনিট আগেই চলে এসেছে সে। ভেতরে আছে এখন।"

"আমিও আগেভাগেই পৌঁছে যেতাম এখানে, কিন্তু রিভিয়ার থেকে ড্রাইভ করে আসতে কিছুটা দেরি হয়ে গেছে।"

"রিভিয়ারে কী কাজ ছিল তোমার?"

"মায়ের জন্মদিনের পার্টি ছিল।"

হাসলো সে। "দেখে মনে হচ্ছে সেখানে অনেক ভালো সময় কাটিয়ে এসেছো।"

"দয়া করে জিজ্ঞেস করবে না।" বাকি থাকা শ্যু কভারটি আটকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, তার চেহারার মধ্যে কর্মতৎপর ভাবটা যেন হঠাৎ করেই ফিরে এসেছে। ক্রোয়ের মতো লোকেরা শুধুমাত্র কর্মসামর্থ্যের সম্মান করে এবং এই সামর্থ্যটাই তাকে দেখাতে চায় সে। যখন তারা ভেতরে পা ফেলল, সে জানে ক্রো তাকে দেখছে, সামনে যা কিছুর মুখোমুখি হতে চলেছে তা কীভাবে মোকাবেলা করবে তা জানতে চাইছে। সর্বদা তাকে পরীক্ষা করে এবং অপেক্ষা করে কতক্ষণে নিজের দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে আসবে। সে জানে, আজ না হোক কাল তার এই মনোকামনা পূরণ হবেই।

সম্মুখ দরজা বন্ধ করে দিলে রিজোলির মধ্যে হঠাৎ করেই ক্লসট্রোফোবিকের মতো একটা ভাব কাজ করলো, যেন মুক্ত বাতাস হঠাৎ করেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মরার গন্ধ প্রকট হচ্ছে আরও, তার ফুসফুসে এই গন্ধের বিষ দ্রুতই মিশে যাচ্ছে। বড়ো হলরুমে ঢোকার সময় নিজের আবেগকে বশ মানাতে চাইলো। বারো

BanglaBook.org

ফুট সিলিঙের রুমটিতে সেকেলে দাদুর ঘড়ির উপস্থিতির বিষয়টি ভালোভাবে লক্ষ করলো। অবশ্য ঘড়িটা এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে। সে সবসময় বোস্টনের বিকন হিলের এই অঞ্চলটিকে নিজের কাল্পনিক আবাসস্থল হিসাবে কল্পনা করতে ভালোবাসে, যেখানে কোনো লটারি জিতলে অথবা অস্বাভাবিকভাবে কখনও কোনো মিস্টার রাইটের সাথে বিয়ে হলে আসতে চায় সে। আর এটাকেই নিজের স্বপ্নের সেই বাড়ি বলেও কল্পনা করলো। ইতোমধ্যেই ইয়েগারদের ক্রাইম সিনের সাথে এর মিল থাকার বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিতবোধ করছে সে। সুন্দর জায়গা, আর সুন্দর বাড়ি। বাতাসেই যেন হত্যাযজ্ঞের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

"সিকিউরিটি সিস্টেম বন্ধ রাখা হয়েছে," ক্রো বলল।

"নষ্ট নাকি?"

"না। শিকারদ্বয় তা চালুই করেনি। হয়তো তারা জানতোই না যে এটা কাজ করে কীভাবে, যেহেতু এটা তাদের বাড়ি নয়।"

"তাহলে কার বাড়ি এটা?"

ক্রো নিজের নোটবুক খুলে পড়তে লাগলো, "মালিকের নাম ক্রিস্টোফার হার্ম, বয়স বাষট্টি। অবসরপ্রাপ্ত স্টক ট্রেডার। বোস্টন সিম্ফোনি অর্কেস্ট্রা বোর্ডেও ছিল কিছুসময়। ফ্রান্সে ছুটি কাটাতে গেছে সে। তার অবর্তমানে বাড়িটিকে সে বোস্টন ট্যুরের সময় ঘেন্টদের থাকার জন্য দিয়েছিল।"

"ট্যুর বলতে কী বোঝাতে চাইছো?"

"তারা উভয়েই মিউজিশিয়ান। শিকাগো থেকে এক সপ্তাহ আগেই এসেছে এখানে। ক্যারেনা ঘেন্ট পিয়ানিস্ট। আর তার স্বামী অ্যালেক্সান্ডার ছিল সেলিস্ট। সিম্ফোনি হলে আজকেই তাদের শেষ পারফর্মেন্স হওয়ার কথা ছিল।"

ক্রো লোকটিকে অতীতকালে সম্বোধন করলেও, মহিলাটিকে করেনি। ব্যাপারটি রিজোলি খেয়াল করতে ভুললো না।

হল দিয়ে কণ্ঠস্বর যেদিক থেকে আসছে সেদিকে অগ্রসর হলো তারা। তাদের পেপার শু্য কভার কাঠের মেঝেতে খসখস শব্দ তুলল। পথের মধ্যে স্লিপার আর ফ্রস্ট পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় লিভিং রুমে ঢুকে রিজোলি লাশটিকে প্রথমেই দেখতে পেলো না। দেওয়ালে পূর্বপরিচিত লোমহর্ষক গল্পের চিহ্ন দেখতে পেল সে : পরিধির মতো বিন্যস্ত ধমনির রক্তের অসংখ্য দাগ। গভীর দম নিয়ে নিজেকে একটু ধাতস্থ করার চেষ্টা করলো সে। কারণ ফ্রস্ট আর স্লিপার তার দিকে ঘুরে তাকালো একসঙ্গেই। একটু সরে গেল তারা, ফলে লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা ডা. আইয়েলসকে দেখতে পেল।

দুঃখ ভারাক্রান্ত পুতুলের মতো অ্যালেক্সান্ডার ঘেন্ট দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। মাথা পেছনের দিকে হেলে রয়েছে তার যার ফলে গলার গভীর জখমটা

BanglaBook.org

স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। *একেবারে তরুণ তো,* রিজোলির হতবাক হওয়ার প্রতিক্রিয়াটা ঠিক এমনই হলো যখন সে মৃত লোকটির নিরাবেগ সম্পন্ন মুখ এবং খোলা নীল চোখদ্বয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকালো। *বয়স অনেক কম তার।*

"সিম্ফোনি হল থেকে একজন কার্যনির্বাহী–ইভিলিন পেট্রোকাস–তাদেরকে ছয়টার কাছাকাছি সময়ে সন্ধ্যার পারফর্মেন্সের জন্য নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে আসে," ক্রো বলল। "দরজায় নক করলে তারা উত্তর দিচ্ছিল না। দরজাটি খোলা থাকায় ভেতরে ঢুকে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে।"

"সে পাজামা বটম পরেছে," রিজোলি বলল।

"রিগর মর্টিসে রয়েছে সে," উঠে দাঁড়ানোর সময় ডা. আইয়েলস বলল। "আর তার দেহের ঠান্ডা হওয়ার বিষয়টি কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়টি আরও নিশ্চিত করে বলতে পারবো যখন আমি তার ভিট্রিয়াস পটাশিয়ামের রেজাল্ট পাবো। কিন্তু এখন, আমার ধারণা বলছে মৃত্যুর সম্ভাব্য সময় ছয় থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে হতে পারে। যার মানে দাঁড়ায়..." নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালো। "রাত একটা থেকে ভোর ছয়টার মাঝামাঝি।"

"বিছানা অগোছালো অবস্থায় পাওয়া গেছে," স্লিপার বলল। "কালকে রাতে শেষবার এই দম্পতিকে দেখা গিয়েছিল। রাত এগারোটার কাছাকাছি সময়ে তারা সিম্ফোনি হল ত্যাগ করে এবং মিসেস পেট্রোকাস নিজে এসেই তাদেরকে বাড়িতে রেখে দিয়ে যায়।"

শিকারদ্বয় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, অ্যালেক্সান্ডার ঘেন্টের পাজামা বটমের দিকে একভাবে তাকিয়ে ভাবলো রিজোলি। ঘুমন্ত এবং তাদের বাড়িতে কারো উপস্থিতির বিষয়টি না জেনেই। তাদের বেডরুমের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল যে।

"ছোট্ট একটি কিচেন উইন্ডো রয়েছে যা বাইরে একটি ছোটো আকারের কোর্টইয়ার্ডে উন্মুক্ত হয়," স্লিপার বলল। "ফুলের স্তরের ওপরে আমরা কিছু ফুটপ্রিন্ট পেয়েছি, কিন্তু সবগুলো একই সাইজের নয়। কিছু হয়তো এই বাড়ির মালিরও হতে পারে। অথবা ভিক্টিমদের।"

রিজোলি অ্যালেক্স ঘেন্টের গোড়ালির ডাক্ট টেপের অংশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। "মিসেস ঘেন্ট কোথায়?" এরপর জিজ্ঞেস করলো সে। যদিও উত্তরটি জানা আছে তার।

"নিরুদ্দেশ," উত্তরে স্লিপার জানালো।

তার দৃষ্টি লাশকে ঘিরে রাখা আশেপাশের অঞ্চলে পড়লো, কিন্তু এখানে ভাঙা চায়ের কাপ বা চায়নাওয়্যারের টুকরো টুকরো অংশ দেখতে পেল না সে। *কিছু একটা সমস্যা তো রয়েছেই,* ভাবলো সে।

"ডিটেক্টিভ রিজোলি?"

BanglaBook.org

ঘুরে তাকালে হলওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রাইম সিন টেককে দেখতে পেল সে।

"পেট্রোলম্যান বলছে বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে যে বলছে আপনাকে চেনে। দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকা লোকটা এখানে প্রবেশাধিকার চাইছে। আপনি কী বিষয়টা একটু দেখবেন?"

"আমি জানি সে কে," বলল সে। "আমি নিজে গিয়েই নিয়ে আসছি তাকে।"

ফুটপাতে পায়চারি করার সময় সিগারেট টানছে কর্সাক, সাধারণ পথচারীর জায়গায় নেমে পড়ার মানহানিকর বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে তাকে, যেন কান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে তার। রিজোলিকে দেখে সে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর সেটিকে জঘন্য পোকার মতো করে পিষে ফেললো।

"আপনারা কী আমার এখানে প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন?" বলল সে।

"দেখুন, আমি দুঃখিত। পেট্রোলম্যান আপনার কথা বুঝতে পারেনি।"

"শালার পুলিশ। কোনো সম্মান পর্যন্ত দেখাতে জানে না।"

"সে জানতো না, ঠিক আছে? এটা আমার দোষ।" ক্রাইম সিন টেপ উঁচিয়ে ধরলে কর্সাক মাথা ঢুকিয়ে প্রবেশ করলো সেখানে। "আমি চাই আপনি এটা দেখুন।"

সম্মুখ দরজার কাছে এসে সে তার শ্যু কভার এবং লেটেক্স কভার পরে নেওয়ার সময়টুকুতে অপেক্ষা করতে লাগলো। এক পায়ের ওপর ভারসাম্য রেখে দাঁড়ানোর সময় কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়লো সে। তাকে ধরতে গেলে তার প্রশ্বাসে অ্যালকোহলের গন্ধ পেয়ে কিছুটা অবাক হলো রিজোলি। কর্সাককে সে গাড়িতে থাকাকালীন সময়েই ফোন করেছিল, যেদিন সে ডিউটিতে ছিল না সেদিন তাকে বাড়িতেও পৌঁছে দিয়েছিল। এখন তাকে সতর্ক করে দেওয়ার ঘটনাগুলোর জন্য কিছুটা আক্ষেপ হচ্ছে তার। ইতোমধ্যেই রাগী আর বিবাদমান হয়ে পড়েছে সে। শোরগোল ও পাবলিক সিন তৈরি হওয়ার হাত থেকে সে রক্ষা করতে চাইলেও, অবশেষে তা হয়তো পারলো না। এখন শুধুমাত্র আশা করছে কর্সাক যেন আপাতভাবে কিছুটা সংযত থেকে তাদের উভয়কেই লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করে।

"আচ্ছা," ক্ষোভের স্বরে বলল সে। "আমরা কী পেয়েছি এখন দেখতে পারি।"

কোনো মন্তব্য ছাড়াই লিভিং রুমে রক্তের ধারায় পড়ে থাকা অ্যালেক্সান্ডার ঘেন্টের লাশের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে। প্যান্ট থেকে তার শার্ট বেরিয়ে এসেছে এবং নিজের চিরাচরিত ভঙ্গিতে ফোঁসফোঁস করছে। রিজোলি দেখল ক্রো ও স্লিপার তাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, তারমধ্যে ক্রো চোখ ঘুরিয়ে কিছু একটা

BanglaBook.org

বোঝানোর চেষ্টা করছে। হঠাৎ করেই রিজোলির কর্সাকের এই অবস্থায় এখানে আসার জন্য রাগ উঠে গেল। সে তাকে এখানে ডেকেছে কারণ সে-ই ইয়েগারদের মৃত্যুক্ষেত্রে পদার্পণ করা প্রথম ডিটেক্টিভ ছিল এবং এই সিনেও এই কারণেই তার উপস্থিতি প্রয়োজন। এসবের পরিবর্তে একজন মাতাল পুলিশের দেখা পেল সে যার উপস্থিতি এখন তাকে খেলো করে দিচ্ছে।

"এটা আমাদের সেই ছেলেটি হতে পারে," কর্সাক বলল।

ঘোঁতঘোঁত করলো ক্রো। "আহা, শার্লক এসেছে আমার।"

রাগ্বতদৃষ্টিতে কর্সাক ক্রোয়ের দিকে তাকালো। "আপনি একাই তাহলে বুদ্ধিমান, তাই না? সবজান্তা।"

"এই জিনিস বুঝতে কাউকে তুখোড় বুদ্ধিমান হওয়া লাগে না।"

"আপনার কী মনে হয় আমরা কী পেয়েছি?"

"পুরোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি। রাতের বেলায় বাড়িতে অনুপ্রবেশ। বিছানায় দম্পতিকে চমকে দেওয়ার ঘটনা। নিরুদ্দেশ স্ত্রী, *ক্যুপ ডি গ্রেস* তথা চূড়ান্ত আঘাতহানা অবস্থায় পাওয়া মৃত স্বামী। এই তো বাকি সবকিছু সামনেই রয়েছে।"

"তাহলে চায়ের কাপ কোথায়?" দুর্বল অবস্থাতে থেকেও, কর্সাক সেসব জিনিস সূক্ষ্মভাবে সহজেই ধরতে পারলো যা এতসময় ধরে রিজোলিকে খোঁচাচ্ছিলো।

"এখানে সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি," ক্রো বলল।

কর্সাক শিকারের শূন্য কোলের দিকে তাকিয়ে রইলো। "সে ভিক্টিমকে ঠিক অবস্থানে রেখেছে। দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে তাকে শোয়ের দর্শক হওয়ার জন্য বসিয়েছে, যেমনটা আগের বারও করেছিল। কিন্তু নিজের ওয়ার্নিং সিস্টেম রাখেনি এবার। চায়ের কাপ। যদি সে তার স্ত্রীর ওপরে নির্যাতন করেই থাকে, তাহলে কীভাবে সে স্বামীটির ওপরে পুরোটা সময় নজর রাখলো?"

"ঘেন্ট শুকনো গড়নের মানুষ। সেরকম ঝুঁকিতে ফেলতো না হয়তো। আর তাছাড়াও তাকে আঁটসাট করে বেঁধে রেখেছিল। উঠে গিয়ে কীভাবে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতো।"

"এটাই একটা পরিবর্তন; যেটা আমি বলতে চাইছিলাম।"

শ্রাগ করে ক্রো ঘুরে দাঁড়ালো। "তাহলে কি চিত্রনাট্য নতুনভাবে লিখেছে সে?"

"সবজান্তা ছেলে তো সবকিছুই জানে, তাই না?"

রুমে হঠাৎ করেই নিরবতা নেমে এলো। এমনকি ডা. আইয়েলসও যে মাঝেমধ্যে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করে সে-ও কিছু বলল না। চোখে মজা পাবার একটা অস্বচ্ছ ভাব নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কর্সাকের ওপর লেজার রশ্মির মতো দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালো ক্রো।

BanglaBook.org

তার প্রত্যেকটি শব্দ এবার রিজোলিকে উদ্দেশ্য করেই বলল "ডিটেক্টিভ, আমাদের ক্রাইম সিনে এই লোকটির নাক গলানোর মানে কী?"

রিজোলি কর্সাকের হাত চেপে ধরলো। নরম আর জবজবে হয়ে ভিজে রয়েছে তা এবং সেইসাথে তার ঘামের নোনতা দুর্গন্ধও পেল। "আমরা এখনও পর্যন্ত বেডরুম দেখিনি। চলুন দেখা যাক।"

"হ্যাঁ," হাসতে লাগলো ক্রো। "বেডরুম দেখার বিষয়টি মিস করবেন না যেন।"

হ্যাচকা টান দিয়ে রিজোলির কাছ থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলো কর্সাক এবং ক্রো'র দিকে টালমাতালভাবেই হেঁটে এগিয়ে গেল। "শুয়োরের বাচ্চা, আমি এই খুনিকে নিয়ে অনেক আগে থেকেই কাজ করছি।"

"কর্সাক, এদিকে আসুন," রিজোলি বলল।

"...তার প্রত্যেকটি সূত্র কুকুরের মতো খুঁজে খুঁজে বের করেছি। এখানে আমাকেই প্রথম ডাকার কথা, কারণ আমি তাকে ভালোভাবেই জানি। এমনকি তার গন্ধও পাই।"

"ওহ। আমি যেটার গন্ধ পাচ্ছি সেটা কী?" ক্রো বলল।

"এদিকে আসুন," রিজোলি নিজের ধৈর্য্যের বাঁধ হারিয়ে বলে উঠলো। ভয় পেল সে যাতে তার রাগ কোনোভাবেই প্রকাশ হয়ে না পড়ে। কর্সাক আর ক্রো উভয়েরই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ওপর এখন রাগ হচ্ছে তার।

তাদের মধ্যে এই চাপা উত্তেজনা কমানোর লক্ষ্যে অবশেষে ব্যারি ফ্রস্ট এগিয়ে এলো। রিজোলির সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে যে-কোনো বিতর্কিত অবস্থায় পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায় সে, কিন্তু ফ্রস্ট এসব ক্ষেত্রে শান্তিদূতের মতো কাজ করে থাকে। সে একবার তাকে বলেছিল বাড়ির মেজ সন্তান হওয়ার অভিশাপ হয়তো এটাই, কীভাবে অন্যদেরকে ঘুষি মারার অবস্থা থেকে সরিয়ে আনতে হয় পরিস্থিতি সেই সন্তানগুলোকে খুব ভালোভাবেই শিখিয়ে দেয়। সে কর্সাককে থামানোর চেষ্টা না করেই রিজোলিকে বলল, "আমরা বেডরুমে কী খুঁজে পেয়েছি তোমাদের হয়তো সেটা দেখা প্রয়োজন। এটা দুটো কেসের যোগসূত্রও হতে পারে।" এরপর লিভিং রুম থেকে বের হয়ে অন্য একটি হলওয়ের দিকে এগিয়ে গেল সে। তার চালচলন দেখে মনে হলো যেন বলতে চাইছে : *যদি তুমি কিছু আসল কাজের সম্মুখীন হতে চাও, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো।*

কিছুক্ষণ পরে, কর্সাকও একই পথে এগিয়ে গেল।

বেডরুমে ফ্রস্ট, কর্সাক ও রিজোলি কুঁচকে থাকা সিট এবং মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকা ব্যাক কভারের দিকে তাকালো। কার্পেটের ওপরে জোড়া সোয়াথের কারুকার্য দেখতে পেল তারা।

BanglaBook.org

"তাদেরকে বিছানা থেকে টেনে নামানো হয়েছে," ফ্রস্ট বলল। "ঠিক ইয়েগারদের মতো।"

কিন্তু অ্যালেকজান্ডার ঘেন্ট তো ছোটোখাটো গড়নের এবং ডা. ইয়েগার অপেক্ষা কম পেশিবহুল ছিল। খুনির হয়তো তাকে হলওয়েতে নিয়ে যেতে এবং দেওয়ালে ঠেসে ধরে বসাতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। তার চুল টেনে ধরে কণ্ঠদেশ উন্মুক্ত করার বিষয়টি তো হয়তো অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল বলে মনে হচ্ছে।

"জিনিসটা ড্রেসারে রয়েছে," ফ্রস্ট বলল।

পাউডার ব্লু রঙের টেডি, ৪ নম্বর সাইজের, সুন্দরভাবে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে যাতে লেগে রয়েছে রক্তের কিছু ছোট্ট দাগ। একজন তরুণী তার প্রেমিককে আকর্ষণের জন্য অথবা স্বামীকে উত্তেজিত করার জন্য যা পরে থাকে। নিশ্চিতভাবেই ক্যারেনা ঘেন্ট কখনও এই লোমহর্ষক থিয়েটারের কথা ভাবেনি যেখানে সামান্য একটা গার্মেন্ট কস্টিউম এবং প্রপস উভয়ই হয়েছে। এর পাশে ডেল্টা এয়ারলাইনের দুটো টিকেটের খাম রাখা রয়েছে। রিজোলি ভেতরের অংশে থাকা ভ্রমণবৃত্তান্তটুকুতে নজর বোলাল, যার ব্যবস্থা করা হয়েছে ঘেন্টদের ট্যালেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে।

"তাদের ফ্লাইট আগামীকাল ছিল," বলল সে। "এরপরে তারা মেম্ফিসে যেতো।"

"খুবই দুঃখজনক," কর্সাক বলল। "তারা আর কখনও গ্রেসল্যান্ড দেখতে পাবে না।"

১১২

কর্সাক ও রিজোলি বাইরে বেরিয়ে এলো। এসে বসলো কর্সাকের গাড়িতে, জানালা খুলে। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে গভীরভাবে দম নিলো কর্সাক। ধোঁয়ার জাদুকরি বিষক্রিয়া তার ফুসফুসে কাজ করা শুরু করলে খুব সন্তুষ্টির সাথে সেটিকে উড়িয়ে দিলো। এখন কিছুটা শান্ত দেখাচ্ছে তাকে, তিন ঘণ্টা আগে যখন এসেছিল সেই তুলনায় তাকে এখন অনেক বেশি মনোযোগী দেখাচ্ছে। নিকোটিনের ধাক্কাতে মাথা খুলে গেছে তার। অথবা অ্যালকোহলের নেশা কেটে গেছে।

"এটা আমাদের সেই ছেলের কাজ, এ ব্যাপারটা নিয়ে আপনার কি কোনো সন্দেহ আছে?" সে রিজোলিকে জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

"ক্রাইমস্কোপ তো কোনো বীর্যের আলামত পায়নি।"

"হয়তো এবার সে পরিষ্কারভাবেই কাজটুকু সেরেছে।"

"অথবা এবার সে তাকে ধর্ষণ করেনি," কর্সাক বলল। "আর এ কারণে হয়তো

BanglaBook.org

তার চায়ের কাপেরও প্রয়োজন পরেনি।"

তার ধূমপানে বিরক্ত হয়ে রিজোলি নিজের মুখ খোলা জানালার দিকে ঘুরিয়ে বাতাসে হাত নাচাতে লাগলো। "খুন কখনও নির্দিষ্ট লেখ্যনীতিতে এগোয় না," বলল সে। "প্রত্যেক ভিক্টিম ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে থাকে। এটা দুই চরিত্রের নাটক, কর্সাক। খুনি ও ভিক্টিমের। এদের মধ্যে শুধু একজনই ফলাফলকে বিগড়াতে পারে। ডা. ইয়েগার অ্যালেক্স ঘেন্টের তুলনায় অনেক বেশি হৃষ্টপুষ্ট মানুষ ছিল। আমাদের খুনি ইয়েগারকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিল হয়তো, আর এ কারণেই তার প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে সংকেত হিসাবে চিনেমাটির চায়ের কাপটা ব্যবহার করেছিল। ঘেন্টের ক্ষেত্রে যার প্রয়োজন অনুভব করেনি সে।"

"জানি না আমি," কর্সাক নিজের মনেই জানালা দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দিলো। "চায়ের কাপের বিষয়টা আমার কাছে কিছুটা উদ্ভট লাগছে। যেটা তার সিগনেচারের একটা অংশ। যেটা কখনোই সে গুরুত্বহীন অবস্থায় ফেলে দিতে পারে না।"

"আরও একটি ব্যাপারে মিল রয়েছে," সে বিষয়টিকে তার সামনে উপস্থাপন করলো। "স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন দম্পতি। লোকটিকে বেঁধে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। মহিলাটি নিরুদ্দেশ।"

উভয়ের মনে ভয়ানক চিন্তাটি খেলা করতেই দুজনেই হঠাৎ করে নিরব হয়ে পড়লো : *মহিলাটি। ক্যারেনা ঘেন্টের সাথে কী করেছে সে?*

ইতোমধ্যেই উত্তরটি জানে রিজোলি। যদিও ক্যারেনা ঘেন্টের ছবি অতিসত্ত্বর শহরের প্রত্যেকটি টিভির পর্দাতে ভেসে উঠবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে আর্জি রাখা হবে, বোস্টন পিডি প্রত্যেকটি ফোন টিপ গুরুত্ব সহকারে নেবে এবং গাঢ় রঙা চুলের কোনো মহিলার ব্যাপারে খবর ক্রমাগত আসতেই থাকবে, তারপরেও রিজোলি জানে কী হতে চলেছে। ঠান্ডা শক্ত পাথরের মতো পেট ভয়ে শক্ত হয়ে পড়েছে তার। ক্যারেনা ঘেন্ট হয়তো ইতোমধ্যেই মারা গেছে।

"গেইল ইয়েগারের লাশ তাকে অপহরণের দুইদিন পরে ফেলে এসেছিল খুনি," কর্সাক বলল। "এখন এটার ক্ষেত্রে কী হবে? এই দম্পতির ওপর আক্রমণ হওয়ার প্রায় বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।"

"স্টৌনি ব্রুক রিজার্ভেশন," রিজোলি বলল। "ওখানেই সে নিয়ে যাবে তাকে। আমি নজরদারি টিমকে পুনরায় বলবৎ করার চিন্তা করছি।" কথাগুলো বলে কর্সাকের দিকে তাকালো। "আপনি দেখবেন জোয়ি ভ্যালেন্টাইন কোনোভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত কিনা?"

"আমি সেই বিষয়ে কাজ করে চলেছি। অবশেষে সে নিজের রক্তের নমুনা আমাকে দিয়েছে। ডিএনএ রেজাল্ট এখনও আসেনি।"

BanglaBook.org

"শুনে তো তাকে দোষী বলে মনে হচ্ছে না। এখনও তার ওপরে নজরদারি করছেন কি?"

"করছিলাম। যতদিন না সে অভিযোগ দায়ের করলো যে আমি তাকে হয়রান করছি।"

"করছিলেন নাকি?"

উচ্চস্বরে হেসে উঠলো কর্সাক এবং ফুসফুস খালি করে সমস্ত ধোঁয়া তার নাক দিয়ে বের করে দিলো।

"আমি যাই করি না কেন, কোনো পূর্ণাঙ্গ মানুষ যে মরা মহিলার মুখে পাউডার লাগানোর কাজ করে থাকে তার এসব ব্যাপারে মেয়েদের মতো নালিশ করাটাই স্বাভাবিক।"

"মেয়েরা কীভাবে নালিশ করে?" বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল রিজোলি। "ছেলেরা কি তাহলে এমনকিছু করে না?"

"ও...জিজ। দয়া করে মেজাজ খারাপ করা কথা বলবেন না। আমার মেয়ে সবসময়ই এমন করে। এরপর সে অর্থকষ্টে ভোগে এবং বাবার কাছে দুষ্টু শুয়োরের বাচ্চার মতো সাহায্য চাইতে আসে।" হঠাৎ করেই সোজা হয়ে বসলো কর্সাক। "দেখুন, কাকে দেখা যাচ্ছে।"

রাস্তার একধারে একটি কালো রঙের লিংকনকে পার্ক করতে দেখলো তারা। গাড়ি থেকে গ্যাব্রিয়েল ডিনকে নেমে পড়তে দেখলো রিজোলি, তার সূক্ষ্ম অ্যাথলেটের গঠন জিকিউ ম্যাগাজিনের পেজ থেকে সরাসরি উঠে আসার মতো মনে হচ্ছে। লাল রঙা ইটের ফ্যাকেড দিয়ে গভীরভাবে সে বাড়িটিকে দেখছে। এরপর পেরিমিটারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পেট্রোলম্যানের কাছে গিয়ে নিজের ব্যাজ দেখালো।

টেপের নিচ দিয়ে পেট্রোলম্যান তাকে যাওয়ার জন্য রাস্তা তৈরি করে দিলো।

"দেখুন, দেখুন কী করছে," কর্সাক বলল। "এটা আমার মাথা আরও খারাপ করে দিলো। এই একই পুলিশ আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল যতক্ষণ না আপনি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। যেন আমি রাস্তার টোকাই। কিন্তু ডিন তার জাদুকরি ব্যাজ দেখিয়ে 'ফেডারেল ফাকিং এজেন্ট' বলতে যেন সে সোনার হাঁস হয়ে গেল। কেন তাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলো সে?"

"সে নিজের শার্ট প্যান্ট থেকে বের করে রাখে না সেই কারণেই হয়তো।"

"ওহ, তাই, যেমনটা ভালো স্যুট পড়লে আমার ক্ষেত্রে হয়। সবকিছুই নিজস্ব ঢঙের ওপর নির্ভরশীল। তার দিকে তাকান। যেন সমস্ত পৃথিবী কিনে ফেলেছে।"

ডিনকে এক পায়ের ওপর ভারসাম্য রেখে সুন্দরভাবে শু কভার পরতে দেখলো। লম্বা লম্বা হাত দুটোতে গ্লাভস পরে নিলো, যেন সার্জন অপারেশনের

BanglaBook.org

প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছে। *হ্যাঁ. সবকিছু নিজস্ব ঢঙের ওপরেই নির্ভরশীল। কর্সাক হচ্ছে সেই রাগী মুষ্টিযোদ্ধার মতো যে দুনিয়াকে নিজের দিকে খোঁচানোর কাজ করে থাকে। আর সর্বদা করেও সেটাই।*

"কে ডেকেছে তাকে এখানে?" কর্সাক বলল।

"আমি তো না।"

"এরপরেও এখানে পৌঁছে গেল।"

"যেমনটা বরাবর করে। কেউ তাকে সবসময়ের জন্য প্রত্যেকটি জিনিস জানাতে থাকে। আমার টিমের অন্তত কেউ করে না এই কাজ। আমার মনে হয় এই কাজ উচ্চ পর্যায় থেকে হয়।"

আবারও হা করে তাকিয়ে রইলো সম্মুখ দরজার দিকে। ডিন ভেতরে ঢুকলো। কল্পনার চোখে দেখতে পেল রিজোলি, লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে এবং রক্তের দাগগুলো নিরীক্ষা করছে। মানুষ যেভাবে ফিল্ড রিপোর্ট পড়ে, সেগুলোকে একই কায়দায় পড়ছে, উজ্জ্বল রঙের ছিটাগুলো তার উৎসের মনুষ্যত্ব থেকে ক্রোশ ক্রোশ দূরে থাকে।

"আপনি জানেন, আমি ভাবছিলাম," কর্সাক বলল। "ইয়েগারদের ওপরে হামলা হওয়ার তিনদিনের মধ্যে ডিনকে কিন্তু ক্রাইম সিনে দেখা যায়নি। আমরা প্রথমবার তাকে স্টোনি ব্রুক রিজার্ভেশনেই দেখেছিলাম, যেখানে মিসেস ইয়েগারের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তার আসতে এত সময় লাগলো কেন? প্রথমদিকে আমাদের মাথায় এই পুরো ঘটনাটা কিন্তু প্রাণদণ্ডের মতোই লাগছিল। এমন কোনো সমস্যা যাতে ইয়েগার পরিবার হঠাৎ করেই পড়েছে। যদি তারা ইতোমধ্যেই ফেড'দের রাডার স্ক্রিনে থেকেই থাকে–তদন্তের মধ্যে বা নজরদারির মধ্যে–আপনার কী মনে হয় না ডা. ইয়েগারের মৃত্যুর পরপরই তাদের এখানে উপস্থিত হওয়ার কথা। কিন্তু তারা তিনদিন অপেক্ষা করার পর এই কেসে মাথা ভরেছে। এসবের পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? কিসে এতটা আগ্রহ পেয়েছে তারা?"

তার দিকে তাকালো রিজোলি। "আপনি কি ভিআইসিএপি রিপোর্ট দাখিল করেছেন?"

"হ্যাঁ। পুরো এক ঘণ্টা লেগেছে কাজটি শেষ করতে। একশ উনআশিটার মতো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। ফালতু কিছু প্রশ্ন যেমন, 'দেহের কোন অঙ্গে কী কামড়ানোর দাগ পাওয়া গেছে?' কোন রন্ধ্রে কোন ধরনের জিনিস ঢোকানো হয়েছে?' এখন আমাকে আবার মিসেস ইয়েগারের সাপ্লিমেন্টারি রিপোর্ট পাঠাতে হবে।"

"আপনি যখন ফর্ম পাঠিয়েছিলেন তখন কি কোনো প্রোফাইল ইভাল্যুয়েশনের

BanglaBook.org

অনুরোধ করেছিলেন?”

“না। আমি যা এমনিতেই দেখতে পাচ্ছি সেসব ক্ষেত্রে এফবিআইয়ের কিছু প্রোফাইলাদের বয়ানবাজি শোনার কোনো মানে দেখিনি। আমি শুধুমাত্র আমার নাগরিকত্বের দায়িত্ব পালন করেছি এবং ভিআইসিএপি ফর্ম তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছি।”

ভায়োলেন্ট ক্রিমিনালস অ্যাপ্রিহেনশন প্রোগ্রামকে সংক্ষেপে ভিআইসিএপি বলা হয়ে থাকে, যা এফবিআই এর ভায়োলেন্ট ক্রাইম বিষয়ক একটি ডাটাবেজ। ডাটাবেজটি তৈরি করতে নিগৃহীত কিছু আইনরক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরও সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে, কারণ এরা যখন ভিআইসিএপি'র দীর্ঘ প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হয়, জবাব দিতে একফোঁটাও বিরক্তিবোধ করে না।

“আপনি রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন কবে?” জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

“ডা. ইয়েগারের পোস্টমর্টেমের পরপরই।”

“আর তখনই ডিনের দেখা পাই আমরা। একদিন পরে।”

“আপনার কী মনে হয় এর সাথে তার কোনো সম্পৃক্ততা রয়েছে?” কর্সাক জানতে চাইলো। “এই কারণেই কি সে এখানে এসেছে?”

“হয়তো আপনার রিপোর্ট অ্যালার্ম হিসাবে কাজ করেছে।”

“ঠিক কোন বিষয়টি তাদের মনোযোগ দখল করলো?”

“জানি না আমি,” সম্মুখ দরজার দিকে তাকালো সে, যার মাধ্যমে ডিন ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। “আর আমি নিশ্চিত সে আমাদের বিষয়টি জানাতে আগ্রহীও নয়।”

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় এগারো ।।

জেন রিজোলি সঙ্গীতভক্ত মানুষদের মধ্যে পড়ে না। সঙ্গীতের প্রতি তার আগ্রহ সাদামাটা গানের কিছু সিডির কালেকশন এবং মিডল স্কুল ব্যান্ডে দুই বছর ট্রাম্পেট বাজানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুজন মেয়ের একজন ছিল সে যে এই যন্ত্রটি পছন্দ করেছিল। ট্রাম্পেটের প্রতি তার এক ধরনের ভালোলাগা কাজ করতো কারণ উচ্চ এবং নির্মম ধ্বনি তুলতে এটার জুড়ি মেলা ভার। অন্তত এটা আর কিছু হলেও অন্যান্য মেয়েদের টুংটুং করা ক্লারিনেট কিংবা প্যানপ্যানানি বাঁশির মতো কিছু ছিল না। রিজোলি চাইতো সবার কানে তার যন্ত্রের ধ্বনি পৌছাক এবং এই কারণে ছেলেদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ট্রাম্পেট সেকশনে বসত সে। নোটগুলো যখন উচ্চস্বরে নির্গত হতো, ভীষণ ভালো লাগত তার।

দুর্ভাগ্যক্রমে, কখনো কখনো ভুলভাল কিছুও বাজাত সে।

বাড়ির পেছনে ব্যাকইয়ার্ডে প্রাকটিস করার সময় তার বাবার গালিগালাজ এবং প্রতিবেশীর কুকুরের প্রতিবাদস্বরূপ ঘেউ ঘেউ শুনে অবশেষে সে ট্র্যাম্পেট বাজানোর কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। এখনও সে উপলদ্ধি করে কোনো প্রতিভাকে তোলার জন্য অতি উৎসাহ এবং শক্তপোক্তভাবে দম নেওয়ার বিষয়টি ততটাও গুরুত্ব রাখে না যেখানে নিরুৎসাহের বিষয়টি মুহূর্তেই সবকিছু চুরমার করার জন্য যথেষ্ট।

এরপর থেকে, মিউজিক তার কাছে খুব কম গুরুত্বই বহন করে। কালেভদ্রে এলিভেটরে উচ্চ শব্দ এবং চলে যাওয়া গাড়ির বাজতে থাকা গান বাদে এখন তার জীবনে সঙ্গীতের আর কোনো ভূমিকাই নেই। হান্টিংটন এবং মাস অ্যাভের এক কোণায় থাকা সিম্ফোনি হলে জীবনে মাত্র দুইবার এসেছে সে এবং দুইবারই হাই স্কুলে থাকাকালীন সময়ে, যখন বিএইচও রিহার্সালে ফিল্ড ট্রিপ করতে এসেছিল। ১৯৯০ সালের দিকে, সিম্ফোনি হলের সাথে কোহেন উইং যুক্ত হয়েছিল যেখানে রিজোলি এর আগে কখনও আসেনি। যখন ফ্রস্ট আর সে নতুন উইংয়ে প্রবেশ করলো, জায়গাটির আধুনিকতম সজ্জা দেখে সে অবাক না হয়ে পারলো না–যে অন্ধকার ও ক্যাঁচক্যাঁচে শব্দওয়ালা বিল্ডিংয়ের কথা মাঝেমধ্যে স্মরণ করে এটি আর তা নেই।

বয়স্ক সিকিউরিটি গার্ডকে নিজেদের ব্যাজ দেখালো তারা। হোমিসাইড থেকে আসা দুই আগন্তুককে দেখে কাইফোটিক মেরুদণ্ডকে কিছুটা সোজা করে নিলো বুড়ো সিকিউরিটি গার্ড।

BanglaBook.org

"ঘেন্টদের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছেন কি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"হ্যাঁ, স্যার," জানালো রিজোলি।

"ভয়াবহ। অত্যন্ত ভয়াবহ ঘটনা। আমি তাদেরকে গত সপ্তাহে দেখেছিলাম, যখন তারা এই শহরে এসে পৌঁছেছিল। হল দেখার জন্য এখানে এসেছিল তারা।" মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সে। "অল্পবয়সী দম্পতিকে দেখে ভালোই তো মনে হয়েছিল।"

"যে রাতে তারা পারফর্ম করেছিল আপনি কি সেদিন ডিউটিতে ছিলেন?"

"না, ম্যাডাম। এখানে আমি শুধুমাত্র দিনের বেলায় কাজ করে থাকি। ডে কেয়ার থেকে আমার স্ত্রী-কে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখান থেকে আমাকে পাঁচটার সময়ে রওয়ানা দিতে হয়। তাকে চব্বিশ ঘন্টা চোখে চোখে রাখা লাগে। স্টোভ বন্ধ করতে ভুলে..." কথাগুলো বলার সময় মুখ লাল হয়ে পড়লো তার। অর্ধেক কথাতেই প্রসঙ্গ বদলে ফেললো। "আমার মনে হয় আপনারা এখানে ফালতু সময় নষ্ট করতে আসেননি। আপনারা কি ইভিলিনের সাথে দেখা করতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। তার অফিসে কোন দিক দিয়ে যেতে হবে?"

"সে আপাতত নেই সেখানে। কয়েক মিনিট আগে আমি তাকে কনসার্ট হলে যেতে দেখেছি।"

"কোনো রিহার্সাল চলছে কি বা তেমন কিছু?"

"না, ম্যাডাম। আমাদের এখন বলতে গেলে কর্মহীন সময় চলছে। গ্রীষ্মের এই সময়ে অর্কেস্ট্রা ট্যাঙ্গেলউডে চলে যায়। সেকারণে বছরের এই সময়ে, আমরা খুব কম পারফর্মারদেরই পেয়ে থাকি।"

"তাহলে আমরা সোজাসুজি হলে চলে যাবো?"

"ম্যাডাম, আপনার ব্যাজ। আমার মনে হয়, আপনি যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন।"

৫৫৫

ইভিলিন পেট্রাকাসকে তারা সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেল না। রিজোলি নিস্প্রভ অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করলে শূন্য কিছু সিটের বিশাল সাগর এবং উজ্জ্বল স্পটলাইট ফেলে রাখা স্টেজ দেখতে পেল। করিডোর ধরে তারা লাইটের দিকে এগিয়ে গেল, পুরোনো জাহাজের পাটাতনের মতো কাঠের মেঝে থেকে থেকে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলছে। স্টেজে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দুর্বল একটি কণ্ঠের ডাক পেল তারা :

"আমি কি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি?"

উজ্জ্বল আলোতে চোখ কুঁচকে রিজোলি অডিটোরিয়ামের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের দিকে তাকালো। "মিসেস পেট্রাকাস?"

Banglabook.org

"হ্যাঁ, বলুন?"

"আমি ডিটেক্টিভ রিজোলি। ইনি ডিটেক্টিভ ফ্রস্ট। আমরা কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি?"

"আমি এখানে। পেছনের সারিতে।"

তার সাথে দেখা করার আশায় আবারও তারা করিডোর ধরে ওপরে ওঠে গেল। ইভিলিন তার সিট ছেড়ে না ওঠে যেখানে বসে ছিল এতক্ষণ সেখানেই গুটিসুটি মেরে বসে রইলো, নিজেকে যেন আলো থেকে বাঁচাতে চাইছে। ডিটেক্টিভদ্বয় তার পাশের দুই সিটে এসে বসলে তাদের দেখে নিরস একটা ভাব দেখালো সে।

"আমি তো ইতোমধ্যেই পুলিশের একজন লোকের সাথে কথা বলেছি। গত রাতে," ইভিলিন বলল।

"ডিটেক্টিভ স্লিপার কি?"

"হ্যাঁ। মনে হয় তার নাম সেটাই হবে। বয়স্ক মানুষ, বেশ ভালো। আমি জানি আমার কিছুসময় সেখানে অপেক্ষা করে অন্যান্য ডিটেক্টিভের সাথে কথা বলে আসা উচিত ছিল, কিন্তু বেরিয়ে আসার ভীষণ তাড়া ছিল আমার। সেই বাড়িতে আর বেশি সময় থাকতে পারছিলাম না..." স্টেজের দিকে সম্মোহিতের মতো এমনভাবে তাকালো ইভিলিন যেন সেখানে এমন কোনো পারফর্মেন্স হচ্ছে যেটা শুধু সে-ই দেখতে পাচ্ছে। এমনকি এই আলোছায়ার মধ্যেও রিজোলি একটি সুদর্শন চেহারা দেখতে পেল যার বয়স চল্লিশের মতো হবে। গাঢ় রঙের চুলগুলোতে রুপালি কিছু অপরিপক্ক চুলের ঝিলিক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। "আমার এখানে অনেক দায়িত্ব রয়েছে," ইভিলিন বলল। "টিকেটের রিফান্ড। এরপর এখানে সংবাদমাধ্যম থেকে লোকজনও আসতে শুরু করেছিল। এখানে এসে আমার তাদের সাথে মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন পড়েছিল।" কথাগুলো বলার সময় ক্লান্তভাবে হাসলো সে। "আগুনের মোকাবেলা করাই আমার কাজ।"

"আসলে ঠিকভাবে বলতে গেলে এখানে আপনার কাজটা কী, মিসেস পেট্রাকাস?" ফ্রস্ট তাকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার অফিশিয়াল টাইটেল?" শ্রাগ করলো সে। "'ভিজিটিং আর্টিস্টদের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর।' এটার মানে দাঁড়ায়, বোস্টনে থাকাকালীন সময়ে আমি তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থানের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের মধ্যে কারো কারো অসহায় অবস্থা দেখলে মজা লাগে। তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই রিহার্সাল হল ও স্টুডিওতে কেটে যায়। বাস্তব পৃথিবী তাদের কাছে ঠিক ধাঁধার মতো। তাই আমি তাদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দেই। এয়ারপোর্ট থেকে তাদের আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করি। রুমে ফ্রুট বাস্কেট পাঠাই। যা যা আনুষঙ্গিক স্বাচ্ছন্দ্য

BanglaBook.org

তাদেরকে দেওয়া যায়। ধরে নিন, আমি তাদের হাত সামলাই।"

"ঘেন্টদের সাথে আপনার প্রথমবার কবে দেখা হয়েছিল?" রিজোলি জিজ্ঞেস করলো।

"শহরে আসার দিনই। আমি তাদেরকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এয়ারপোর্টে নিতে গিয়েছিলাম। তারা ট্যাক্সি নেয়নি কারণ অ্যালেক্সের সেলো কেস তাতে আটকে যেত। কিন্তু আমার কাছে একটি এসইউভি ছিল যার ব্যাকসিট ভাঁজ করা যেত।"

"যখন তারা এখানে ছিল, আপনি কী তাদেরকে শহরে ঘুরিয়েছিলেন?"

"সিম্ফোনি হল এবং বাড়ির মধ্যবর্তী সময়টুকুতে শুধু।"

রিজোলি তার নোটবুকের দিকে তাকালো। "আমি জানি বিকন হিলের সেই বাড়িটির মালিক সিম্ফোনি বোর্ড মেম্বারদের একজন। ক্রিস্টোফার হার্ম নাম তার। সে কি এর আগেও কোনো মিউজিশিয়ানকে নিজের বাড়িতে জায়গা দিয়েছে?"

"গ্রীষ্মের সময়ে, যখন সে ইউরোপে থাকে। হোটেল রুমের থেকে জায়গাটি অনেক বেশি সুন্দর। মিস্টার হার্ম ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ানদের বিশ্বাস করে। সে জানে তারা তার বাড়ির দেখাশোনা ভালোভাবেই করবে।"

"মিস্টার হার্মের বাড়ির কোনো অতিথি কী সেখানকার ব্যাপারে কখনও কোনো অভিযোগ করেছিল বা সমস্যার কথা বলেছিল?"

"সমস্যা?"

"অনুপ্রবেশকারী। ছিনতাইকারী। যা তাদেরকে একটু অস্বস্তিজনক অবস্থায় ফেলে দিত?"

অসম্মতিতে মাথা ঝাঁকালো ইভিলিন। "ওটা বিকন হিল ডিটেক্টিভ। আপনি এরকম একটা চমৎকার জায়গার ব্যাপারে এরকম কিছু বলতে পারেন না। আমি জানতাম অ্যালেক্স আর ক্যারেনার জায়গাটি ভীষণ পছন্দ ছিল।"

"আপনি তাদেরকে শেষ কবে দেখেছিলেন?"

ঢোক গিলে ধীরকণ্ঠে বলল ইভিলিন : "গতরাতে। যখন আমি অ্যালেক্সকে..."

"আমি বলতে চাইছি যখন তারা বেঁচে ছিল, মিসেস পেট্রাকাস।"

"ওহ।" লজ্জিতভাবেই হেসে উঠল ইভিলিন। "অবশ্য, আপনি হয়তো এটাই বলতে চাইছিলেন। আমি দুঃখিত; বিষয়টা না বোঝার জন্য। আসলে প্রত্যেকটা কথাতে মনোযোগ দেওয়াটা ইদানীং একটু কষ্টকর হয়ে পড়ছে।" আবারও মাথা ঝাঁকালো। "আমি জানি না আজকে কাজে এলাম কেন। মনে হচ্ছে শুধু দায়িত্বটুকু পালনের জন্যই এখানে এসেছি।"

"কখন আপনি তাদেরকে শেষবার দেখেছিলেন?" আবারও জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

BanglaBook.org

এবার স্থিরভাবে জবাব দিলো ইভিলিন। "গত রাতের আগের রাতে। তাদের পারফর্মেন্সের পরে, আমি তাদেরকে বিকন হিলে রেখে এসেছিলাম। এগারোটার কাছাকাছি সময়ে।"

"আপনি কী তাদেরকে শুধু নামিয়ে এসেছিলেন? নাকি তাদের সাথে বাড়ির ভেতরেও গিয়েছিলেন?"

"আমি তাদেরকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম।"

"তাদেরকে কি বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তারা আপনাকে তাহলে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার আহ্বান জানায়নি।"

"আমার মনে হয় খুব ক্লান্ত ছিল তারা। আর তাদেরকে হতাশও দেখাচ্ছিলো।"

"কেন?"

"বোস্টনে পারফর্মেন্সের জন্য অনেক বেশি প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল তারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা তাদের আশানুরূপ শ্রোতা পায়নি। আমরা নিজেদের এই জায়গাকে সঙ্গীতের শহর বলে থাকি। এখানেই এই গুটিকয়েক শ্রোতা জমা করতে পেরেছিলাম, তাহলে ডেট্রয়েট কিংবা মেম্ফিসে কী আশা করতো তারা?" ইভিলিন স্টেজের দিকে অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। "আমরা ডাইনোসর, ডিটেক্টিভ। গাড়িতে যাওয়ার সময়, ক্যারেনা একদিন এই কথাই বলেছিল। কে-ই বা ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক ইদানীংকালে শুনতে চায়? বেশিরভাগ তরুণেরা এর বদলে আজকাল মিউজিক ভিডিও দেখতে পছন্দ করে। মানুষ আজকাল মুখে মেটাল স্টাব লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেক্স, গ্লিটার এবং ফালতু কিছু পোশাক ছাড়া গানগুলোতে আর কিছুই থাকে না। আর ঐ গায়ক কেন, কী যেন তার নাম, জিহ্বাতে কী যেন লাগিয়ে বেড়ায়? ওটার সাথে মিউজিকের সম্পর্ক কোথায়?"

"কোনো সম্পর্কই নেই," টপিককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অংশ হিসাবে তার কথাতে সম্মতি জানালো ফ্রস্ট। "আপনি জানেন, মিসেস পেট্রাকাস, ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই কয়েকদিন আগে আমার স্ত্রী আর আমি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম। অ্যালিস ক্ল্যাসিকাল মিউজিক ভীষণ ভালোবাসে। সত্যি। প্রত্যেক বছর, আমরা সিম্ফোনির সিজন টিকেট কিনে থাকি।"

নিস্প্রভ একটা হাসি দিলো ইভিলিন। "আমার মনে হচ্ছে আপনিও তাহলে আমাদের মতোই ডাইনোসর।"

কেবল উঠতে যাবে তারা এমন সময়ে রিজোলি তাদের সামনের সিটে পড়ে থাকা একটি গ্লসি প্রোগ্রাম দেখলো। উঠে গিয়ে সেটিকে নিয়ে এলো সে। "ঘেন্টরাও কি আছে এখানে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠায় যান," ইভিলিন বলল। "এই যে এখানে। এই ছবি

BanglaBook.org

পাবলিসিটির জন্য তোলা হয়েছিল।"

ভালোবাসায় ভীষণভাবে আচ্ছন্ন দুজন মানুষের সচিত্র উপস্থাপন হয়তো এটাকেই বলে।

প্রোগ্রামটিতে ক্যারেনা স্লিম ও আকর্ষণীয়ভাবে অফ দ্য শোল্ডার কালো রঙের গাউন পরে তার স্বামীর হাস্যোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। স্পানিয়ার্ডদের মতো গাঢ় বর্ণের চুলবিশিষ্ট মহিলাটির মুখটি ভীষণভাবে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওদিকে অ্যালেক্সান্ডার তার দিকে বালকসুলভ হাসি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, হালকা বর্ণের চুলগুলো তার চোখের সামনে এসে পড়েছে।

কোমলস্বরে বলল ইভিলিন "তারা উভয়েই সুন্দর, তাই না? বিষয়টা অদ্ভুত লাগে জানেন। আমি কখনও তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলার সুযোগটা পর্যন্ত পাইনি। কিন্তু তাদের মিউজিকের সম্পর্কে ভালোভাবেই জ্ঞাত। আমি তাদের রেকর্ডিং শুনেছি। তাদেরকে ঐ স্টেজে পারফর্ম করতে দেখেছি। আপনি তাদের মিউজিক শুনেই অনেক কিছু বলে দিতে পারবেন। আর আরেকটা বিষয় যেটা আপাতত মনে পড়ছে তা হলো তাদের যন্ত্রগুলো বাজানোর কোমলভাব। আমার মনে হয় এই শব্দটি দিয়েই তাদেরকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তারা ভীষণ কোমল স্বভাবের মানুষ ছিল।"

রিজোলি স্টেজের দিকে তাকিয়ে শেষ পারফর্মেন্সের রাতটিতে অ্যালেক্সান্ডার ও ক্যারেনাকে কীরকম দেখাচ্ছিলো তা কল্পনার চোখে দেখতে লাগলো। ক্যারেনার কালো চুলগুলো স্টেজের লাইটে উজ্জ্বল আভা ছড়াচ্ছে, অপরদিকে অ্যালেক্সের সেলো চকচক করছে। তাদের মিউজিক যেন প্রেমিকযুগলের একে অপরের সাথে সৃষ্ট সুরের মূর্ছনার মতোই শোনাচ্ছে।

"তারা যে রাতে পারফর্ম করেছিল," ফ্রস্ট বলল। "আপনি বললেন সেই রাতের পারফর্মেন্সের ঘটনা কিছুটা হতাশাজনক ছিল।"

"হ্যাঁ।"

"কয়জন শ্রোতা এসেছিল?"

"আমার মনে হয় প্রায় চার শ পঞ্চাশটি টিকেট বিক্রি করেছিলাম আমরা।"

চার শ পঞ্চাশ জোড়া চোখ, ভাবলো রিজোলি, *তারা সবাই স্টেজের দিকে মনোনেবেশ করেছিল যেখানে প্রেমের সাগরে বহমান এক দম্পতি আলোর জয়মাল্যে ভেসেছিল।* ঘেন্ট দম্পতি তাদের শ্রোতাদের মধ্যে কী ধরনের আবেগের জন্ম দিয়েছিল? ভালোভাবে বাঁধা শ্রুতিমধুর মিউজিক কি? নাকি তরুণ দম্পতির ভালোবাসার উৎসাহি দর্শক ছিল তারা? এই এত বড়ো হলে বসে থাকা কারো মনে কি সবার অগোচরে অন্ধকার কোনো আবেগ খেলা করেছিল? ক্ষুধার্ত ছিল যা। হিংসায় জর্জরিত। অন্য একজন লোক যা দেখাচ্ছে তা অধিগ্রহণের চিন্তা কি সে

BanglaBook.org

করেছিল?

আবারও হাতে থাকা ঘেন্টদের ছবির দিকে তাকালো।

তার সৌন্দর্যই কী তাহলে তোমার চোখে ধরা পড়েছিল? নাকি তাদের মধ্যেকার ভালোবাসাই তোমার রাগের কারণ ছিল?

ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিয়ে ডেস্কে জড়ো হয়ে থাকা মৃতদের ফাইলের ছোট্ট স্তুপটার দিকে তাকালো রিজোলি। রিচার্ড ও গেইল ইয়েগার। রিকেটসে আক্রান্ত অজ্ঞাত মহিলা। অ্যালেক্সান্ডার ঘেন্ট। আর এয়ারপ্লেন ম্যান, যা আর এখন হোমিসাইড ভিক্টিমের আওতায় নয়। কিন্তু এরপরেও সে তাকে নিয়ে ভাবছে। মৃত প্রত্যেকটি জিনিসের ক্ষেত্রেই একই বিষয় ঘটে। কখনও শেষ না হওয়া নতুন নতুন লাশের আগমন সবসময় তার মনোযোগ নিজেদের দিকে টেনেই নেয়, প্রত্যেকেই যেন আলাদা কোনো লোমহর্ষক গল্প বলার চেষ্টা করে। রিজোলি একটু খুঁজলেই তাদের উন্মুক্ত হাড়ের গল্প বের করতে পারবে। আজ যত বছর ধরে খোঁজাখুঁজির এই কাজটা করে চলেছে তাতে করে যত মৃত আজ পর্যন্ত পেয়েছে সবগুলো যেন এই মুহূর্তে নিজেদের সাথে একত্রিত হয়ে গণকবরের হাড় হয়ে যেতে চাইছে।

ডিএনএ ল্যাব যখন দুপুরে তাকে পেজ করলো, ফাঁকতালে বের হওয়ার যেন একটা রাস্তা পেয়ে গেল সে, অন্ততপক্ষে এই মুহূর্তে, যখন তার সামনে অসংখ্য ফাইল স্তুপাকারে জমা হয়ে রয়েছে। নিজের ডেস্ক ছেড়ে উঠে সাউথ উইংয়ের হল বরাবর এগিয়ে চললো।

ডিএনএ ল্যাব এস২৫৩ এবং যে ক্রিমিনালিস্ট তাকে পেজটি পাঠিয়েছে তার নাম ওয়াল্টার ডি গ্রুট, ফ্যাকাশে দেখতে ম্যান ইন দ্য মুন ধরনের ব্লন্ড ডাচম্যান সে। রিজোলিকে দেখলেই সাধারণত দুষ্টুমি করে চোখ টিপে সে, যেহেতু এখানে সে বেশিরভাগ সময়েই তার সাথে হাসিঠাট্টা করতে অথবা ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের কাজ যাতে জলদি সম্পন্ন করে সেই বিষয়ে তাড়া দিতে আসে। কিন্তু এসবের বদলে আজকে ওয়াল্টার রিজোলিকে কিছুটা বাঁকা হাসিতেই স্বাগতম জানালো।

"আমি অটোর‍্যাড ডেভেলপ করেছি," বলল সে। "ওটাকে ঐখানে ঝুলিয়ে রেখেছি।"

অটোর‍্যাড কিংবা অটোরেডিওগ্রাম এমন এক ধরনের এক্স-রে ফিল্ম যেখানে ডিএনএ-র ছোটো ছোটো অংশের প্যাটার্ন ক্যাপচার করা থাকে। ডি গ্রুট ড্রাইং লাইন থেকে ফিল্ম নামিয়ে নিয়ে লাইট বক্সে তা আটকে দিলো। ফিল্মের ওপর থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত কিছু গাঢ় দাগের সমান্তরাল সারি দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

“ভিএনটিআর প্রোফাইলে কী দেখতে পাচ্ছো তুমি?” বলল সে। “ ‘ভ্যারিয়েবল নাম্বারস অফ ট্যানডেম রিপিটের’ সংক্ষিপ্ত নাম এটা। তোমার এখানে দিয়ে যাওয়া বিভিন্ন উৎস থেকে আমি ডিএনএ বের করেছি এবং নির্দিষ্ট লোকাই সম্বলিত ভিন্ন ভিন্ন অংশকে আলগা করে বিন্যস্ত করেছি। এগুলো আসলে জিন নয়, বরং ডিএনএ-র কিছু তন্তু যেগুলো পরিষ্কার কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। দেখতে পাচ্ছো কি তারা ভালো আইডেন্টিফিকেশন মার্কার তৈরি করেছে।”

“তাহলে এই ভিন্ন ট্র্যাকগুলো কী নির্দেশ করছে? এগুলো কিসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?”

“প্রথম দুই লেন, বাম থেকে শুরু হয়েছে যেটা, এগুলোকে বলা হয়ে থাকে কন্ট্রোল। এক নম্বরের এই জিনিসটা স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ ল্যাডার, যা আমাদেরকে বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক অবস্থান বোঝাতে ভূমিকা রাখে। দ্বিতীয় এই লেনটি, স্ট্যান্ডার্ড সেল লাইন, এটাও কন্ট্রোল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম লেনটিকে এভিডেন্টারি লাইন বলা হয়ে থাকে, যেগুলো পরিচিত উৎস থেকে এসেছে।”

“কী ধরনের উৎস?”

“তৃতীয় লেনটি সন্দেহভাজনদের একজন জোয়ি ভ্যালেন্টাইনের। চতুর্থ লেনটি ডা. ইয়েগারের। পঞ্চম লেনটি মিসেস ইয়েগারের।”

রিজোলির চোখে পঞ্চম লেনটি বেশি আকৃষ্ট করলো। নিজের মনকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে এই জিনিসটা একটা ব্লুপ্রিন্টের অংশ যা গেইল ইয়েগারকে সৃষ্টি করেছে। বিশেষ কোনো মানবীয় বৈশিষ্ট্য যেমন ব্লন্ড চুলের বিশেষ কোনো শেড কিংবা তার হাসির শব্দ, এই গাঢ় গোল দাগের মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে। এই অটোর‍্যাডে এমন কোনো মানবিক বিষয় বা মহিলার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছে না সে যা স্বামীর প্রতি ভালোবাসা কিংবা মায়ের প্রতি দুঃখের আবেগ প্রকাশ করছে। *আমরা সবাই কি এরকম? রসায়নের কিছু নেকলেসের সমন্বয়? এই ডাবল হেলিক্সের কোথায় আমাদের আত্মা অবস্থান করে?*

তার দৃষ্টি এবার শেষে থাকা লেন দুটোতে পড়লো। “শেষের এগুলো কী?” জিজ্ঞেস করলো।

“এগুলো অজ্ঞাত। ইয়েগারের ঘরের ছোট্ট কার্পেটটা থেকে যে বীর্যের নমুনা পাওয়া গেছে ষষ্ঠ লেন তা দিয়েই তৈরি হয়েছে। আর সপ্তম লেন গেইল ইয়েগারের ভ্যাজাইনাল ভল্ট থেকে যে তাজা বীর্যের আলামত পাওয়া গেছে সেটার।”

“এই শেষ দুটো তো মিলে গেছে বলে মনে হচ্ছে আমার।”

“ঠিক ধরেছ। অজ্ঞাত দুটো নমুনা একই লোকের। খুব খেয়াল করলে দেখতে পাবে, এটা ডা. ইয়েগার কিংবা মিস্টার ভ্যালেন্টাইনের নয়। এর মাধ্যমে বীর্যের

BanglaBook.org

নমুনার উৎস থেকে মিস্টার ভ্যালেন্টাইন এমনিতেই বাদ চলে যায়।"

রিজোলি অজ্ঞাত দুই লেনের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। একজন দানবের জেনেটিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট তার সামনেই রয়েছে।

"এটাই তোমাদের সেই খুনি," ডি গ্রুট বলল।

"তুমি কী কোডিসে ফোন করেছো? তারা যাতে ডাটাটি খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারে এই ব্যাপারে আমরা কি কিছু করতে পারি?"

কোডিস হলো জাতীয় ডিএনএ ডাটা ব্যাংক। হাজারো হাজারো দোষী অপরাধীদের জেনেটিক প্রোফাইল জমা রাখে তারা। সেই সাথে সারা দেশের বিভিন্ন ক্রাইম সিনে খুঁজে পাওয়া অজ্ঞাত প্রোফাইলও।

"আসলে, এ কারণেই আমি তোমাকে পেজটা পাঠিয়েছি। আমি তাদেরকে কার্পেটের দাগ থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ গত সপ্তাহে পাঠিয়েছিলাম।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রিজোলি। "তার মানে এক বছরের মধ্যে আমরা তাদের কাছ থেকে খবর পাবো তাই তো।"

"না, এজেন্ট ডিন কিছুক্ষণ আগেই আমাকে ফোন করেছিল। তোমার এই খুনির ডিএনএ কোডিসে নেই।"

হতবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। "এজেন্ট ডিন তোমাকে এই খবর দিয়েছে?"

"সে হয় তাদেরকে চাপ দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়েছে বা নিজেই সেরকম কিছু করেছে। এখানে থাকার সময়টুকুতে আমি কোডিসকে কখনও কোনো অনুরোধ এত তাড়াতাড়ি প্রেরণ করতে দেখিনি।"

"রিপোর্টটা কি কোডিসের কাছ থেকে সরাসরি পেয়েছ?"

ভ্রুকুটি করলো ডি গ্রুট। "আসলে, না। আমি মনে করেছিলাম এজেন্ট ডিন হয়তো জানে—"

"দয়া করে তাদেরকে ফোন দাও। আমি নিশ্চিত হতে চাই।"

"ডিনের বিশ্বস্ততা নিয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে তোমার?"

"নিরাপদে খেলা ভালো, বুঝেছো?" আবারও লাইট বক্সের দিকে তাকালো সে। "যদি এটা সত্যি হয় যে আমাদের এই ছেলেটি কোডিসে নেই..."

"তাহলে নতুন এক খেলোয়াড়ের দেখা পেতে চলেছ ডিটেকটিভ। অথবা এমন কেউ যে এই সিস্টেমে একেবারে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে।"

চেইনাকৃতি গোল দাগের দিকে হতাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকলো সে। *আমাদের কাছে তার ডিএনএ আছে,* ভাবলো সে। *আমাদের কাছে তার জেনেটিক প্রোফাইল আছে। কিন্তু এখনও আমরা তার নাম জানি না।*

BanglaBook.org

সিডি প্লেয়ারে একটা ডিস্ক ঢোকাল রিজোলি। মাথা টাওয়েল জড়িয়ে নিয়ে কৌচে বসলো আরাম করে। সেলোর মধুর ধ্বনি স্পিকারে গলে যাওয়া চকলেটের মতো মধুর শোনাচ্ছে। যদিও সে ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের ফ্যান নয়, তারপরেও সে সিম্ফোনি হলের গিফট শপ থেকে অ্যালেক্স ঘেন্টের পুরোনো একটা রেকর্ডিং কিনে এনেছে। তার মৃত্যুর প্রত্যেক অংশের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য তার জীবনকালের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তার জীবনের বেশিরভাগ জুড়েই রয়েছে এই মিউজিক।

ঘেন্টের সেলোর তারের ওপরে বাউটি যেন মৃদুভাবে চলে যাচ্ছে, জি মেজরের ব্যাচের স্যুট নং ১ এ সুর উঠছে এবং পরক্ষণেই তা সমুদ্রগভীরে পতিত হচ্ছে। মাত্র আঠারো বছর বয়সের রেকর্ডিং এটা। স্টুডিওতে বসে থাকার সময়ে তার নরম মাংসের আঙ্গুলগুলো তার চেপে ধরে রেখেছিল এবং সমানতালে বাউটা নাড়াচ্ছিলো। সেই একই আঙ্গুলগুলো এখন ফ্যাকাশে এবং ঠান্ডা হয়ে মর্গের রেফ্রিজারেটরে পড়ে রয়েছে, সারাজীবনের মতো সঙ্গীত তার সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। আজ সকালে তার অটোপসি দেখে এসেছে সে এবং কল্পনার চোখে এখন সুন্দর, লম্বা আঙ্গুলগুলোকে সেলোর ওপরের অংশে নাড়াতে দেখছে সে। শুধুমাত্র মানুষের একটা হাতের জাদুকরি ক্ষমতাতে কীভাবে সেই কাঠ এবং তারের যন্ত্র থেকে উচ্চমার্গীয় ধ্বনি বের করা সম্ভব, তা ভেবে অবাক না হয়ে পারলো না।

সিডি কভার তুলে তার ছবিটি দেখলো রিজোলি, বালক অবস্থায় ছবিটি তোলা হয়েছে। চোখ নিচু করে রেখেছে এবং বাম হাত দিয়ে যন্ত্রটির বাঁকানো অংশটি অত্যন্ত যত্ন করে ধরে রেখেছে, যেন নিজের স্ত্রী ক্যারেনাকে আলিঙ্গন করছে। যদিও রিজোলি তাদের উভয়ের একই সাথের কাজের সিডি খুঁজেছিল, কিন্তু গিফটশপে তাদের যৌথ রেকর্ডিংয়ের সিডিগুলো সব বিক্রি হয়ে যাওয়াতে তাকে এটা কিনতে হয়েছে। শুধুমাত্র অ্যালেক্সান্ডারেরটা তাদের স্টকে ছিল। একাকী সেলো, তার সঙ্গীকে ডাকছে যেন। আর তার সেই সঙ্গী এখন কোথায়? জীবন্ত অবস্থায় নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে, মৃত্যুভয়ে? নাকি যন্ত্রণার অনেক উর্ধ্বে চলে গেছে সে এবং পচনের পূর্বদশায় আছে?

ফোন বেজে উঠলো হঠাৎ। সিডি প্লেয়ারের শব্দ কমিয়ে দিয়ে রিসিভার তুলে নিলো।

"আপনি বাসায় আছেন?" কর্সাক বলল।

"হ্যাঁ গোসল করতে এসেছি।"

"আমি কয়েক মিনিট আগে একবার ফোন করেছিলাম। আপনি ফোন

BanglaBook.org

ধরেননি।"

"তাহলে হয়তো শুনতে পাইনি। কী অবস্থা?"

"এটা তো আমি জানতে চাইছিলাম।"

"যদি কোনো কিছু ঘটে, আমি আপনাকেই তো প্রথম কল করবো।"

"হ্যাঁ। যেন আজকে একবারের জন্যও আমাকে কল করেছিলেন? ল্যাবের লোকের কাছ থেকে জোয়ি ভ্যালেন্টাইনের ডিএনএ'র ব্যাপারে আমাকে জানতে হয়েছে।"

"আপনাকে বলার মতো সুযোগ পাইনি। পাগলের মতো সকাল থেকে দৌড়ে বেড়াচ্ছি।"

"শুনুন, আমি সেই মানুষ যে আপনাকে এসবের মধ্যে নিয়ে এসেছিলাম।"

"ভুলিনি সেগুলো।"

"আপনি জানেন," কর্সাক বলল, "তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।"

আর ক্যারেনা ঘেন্ট হয়তো দুই দিন আগেই মারা গেছে, ভাবলো রিজোলি। কিন্তু তার মৃত্যু তার খুনিকে নিরস্ত করতে পারবে না। বরং এটা তার ক্ষুধা আরও বাড়িয়ে দেবে। সে তার লাশের দিকে তাকালে নিজের মনোবাসনার জিনিসই শুধু দেখতে পাবে। এমন কেউ যাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সে। তাকে বাধা দেবে না। ঠান্ডা নিষ্ক্রিয় মাংসের একটা দলা হয়ে থাকবে সে, যে সব প্রকারের অমর্যাদা সহ্য করবে। যে এভাবেই তার মনমতো প্রেমিকা হবে।

সিডি এখনও মৃদুস্বরে বেজে চলেছে। অ্যালেক্সান্ডারের সেলো থেকে মন্ত্রের মতো দুঃখরাগ ভেসে আসছে। সে জানে ঘটনাটা কোন দিকে গড়াচ্ছে, জানে কর্সাক ঠিক কী চায়। সে জানে না কীভাবে অস্বীকার করবে তাকে। কৌচ থেকে উঠে সিডি বন্ধ করে দিলো। নিস্তব্ধতার মধ্যেও সেলোর তারগুলো যেন টঙ্কার ধ্বনি তুলেই চলেছে।

"যদি গতবারের মতো হয়ে থাকে, আজকে রাতেই সে তাকে ফেলে আসবে," কর্সাক বলল।

"আমরা তার জন্য অপেক্ষা করবো।"

"তাহলে আমি কি সেই টিমের অংশ?"

"আমরা ইতোমধ্যেই সেই স্টেকআউট ক্রু পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি আমাকে বলেননি তো। আপনার আরেকজন স্বতঃস্ফূর্ত লোকের প্রয়োজন।"

"আমরা ইতোমধ্যেই সবার কার্য্যাবলি ভাগ করে দিয়েছি। দেখুন, আমি আপনাকে যত দ্রুত সম্ভব কল করবো–"

BanglaBook.org

"গুষ্টি বেচি 'কল করবো'র? আমি ওয়ালফ্লাওয়ারের মতো ফোনের পাশে অপেক্ষা করবো নাকি। আমি এই খুনিকে আপনার আগে থেকে চিনি, এমনকি অন্যান্য অনেকের তুলনায়। কেউ যদি আপনার বাড়া ভাতে কাঠি দেয় কেমন লাগবে বলুন তো? আপনাকে সরিয়ে আপনার জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করে? আপনি ভেবেছেন কখনও।"

হ্যাঁ, ভেবেছে সে। আর এই রাগের মর্ম খুব ভালোভাবেই বুঝে যা এখন কর্সাকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে। অন্যান্য অনেকের থেকে বরং ভালোভাবেই বুঝে, কারণ ঠিক এমনটা একবার তার সাথেও ঘটেছে। তাকে সরিয়ে, তারই বিজয় অন্যান্যদের অধিগ্রহণের ঘটনাটা নীরবে পাশ থেকেই দেখেছে।

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালো। "আমি এখনই বের হচ্ছি। যদি আপনি আমার সাথে আসতে চান, আপনি সেখানেই চলে আসুন।"

"কোথায় স্টেকআউট করতে যাচ্ছেন আপনি?"

"স্মিথ প্লেগ্রাউন্ডের পার্কিং এলাকায়। গলফ কোর্সে দেখা হবে আমাদের।"

"আমি পৌঁছচ্ছি সেখানে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় বারো ।।

রাত দুটো, গুমোট ধরে থাকা স্টোনি ব্রুক রিজার্ভেশনের বাতাস যেন স্যুপের মতো ঘন হয়ে আছে। রিজোলি ও কর্সাক বসে আছে ঘন ঝোঁপজঙ্গলের পাশে পার্ক করা গাড়িতে। তাদের অবস্থান থেকে তারা পূর্ব দিক দিয়ে স্টোনি ব্রুকে প্রবেশ করা সব গাড়ির ওপর নজরদারি করতে পারছে। নজরদারির প্রয়োজনে এনেকিং পার্কওয়েতে দাঁড় করানো রয়েছে আরও কিছু গাড়ি, যেখানে রিজার্ভেশনের দিকে যাওয়া গাড়িগুলো বেশি যাতায়াত করে থাকে। এখানকার যে-কোনো একটি নোংরা পার্কিং এলাকায় যে সব গাড়ি দাঁড় করানো হয় তাদেরকে নজরদারির জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িগুলোর সাহায্যে সহজেই নজরদারি করা সম্ভব। এটা অনেকটা সিন্দুকের চাবির টোপের মতো, যেখান থেকে কোনো গাড়িই সহজে দৃষ্টির এড়িয়ে যেতে পারবে না।

রিজোলি দরদর করে ঘামছে। পরনের গেঞ্জি ঘামে ভিজে হয়ে গেছে একাকার। গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার সময় পচা পাতা এবং স্যাঁতসেঁতে মাটির গন্ধ পেল। বুনো গন্ধ।

"হেই, আপনি মশাকে দাওয়াত দিয়ে ভেতরে আনছেন," অভিযোগের সুরে কর্সাক বলল।

"আমার তাজা বাতাসে শ্বাস নেওয়া প্রয়োজন। এখানে সিগারেটের গন্ধ লাগছে।"

"একটিমাত্র সিগারেট ধরিয়েছি তো। আমি তো কোনো গন্ধ পাচ্ছি না।"

"ধূমপায়ীরা ধোঁয়ার গন্ধ পায় না।"

তার দিকে তাকালো কর্সাক। "জিজ, আজকে পুরো রাত আমার মাথাব্যথা করে দেবেন বুঝতে পারছি। আপনার আমার সাথে কোনো সমস্যা আছে কি, থাকলে আমার মনে হয় সেই ব্যাপারে আমাদের কথা বলা উচিত।"

জানালার বাইরে রাস্তার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো রিজোলি। অন্ধকার ও সুনসান। "আপনার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই," বলল সে।

"তাহলে কাকে নিয়ে সমস্যা?"

যখন সে তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না, কিছু একটা নিজে নিজেই ভেবে নিয়ে গভীরভাবে দম নিলো। "ওহ, আবারও ডিন। আবার কী করলো সে?"

"কয়েক দিন আগে, মারক্যুয়েটের কাছে সে আমার নামে অভিযোগ

BanglaBook.org

করেছে।"

"কী বলেছে তাকে?"

"এই কাজের জন্য আমি উপযুক্ত নই। সমাধানহীন বিষয় নিয়ে আমার আগে কাউন্সেলিং করা প্রয়োজন।"

"সে সার্জনের ব্যাপারে কথা বলেছে?"

"আপনার কী মনে হয়?"

"বানচোত একটা।"

"আর আজকে, কোডিস থেকে খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া পাওয়ার বিষয়টি সামনে এসেছে আমার। ইতোপূর্বে কখনও এমন হয়নি। মনে হচ্ছে ডিন নিজের নখ বাঁকালেই সবাই সঙ্গে সঙ্গে লাফ দেয়। যদি একবার জানতে পারতাম সে কী করতে এসেছে এখানে।"

"এটাই তো ফিবিদের বৈশিষ্ট্য। তারা বলে তথ্যই শক্তি, ঠিক আছে? তাই সেটি আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখার পক্ষপাতী, কারণ এটাই তার কাছে পৌরুষত্বের খেলা। আপনি ও আমি ফাকিং জেমস বন্ডের হাতের সামান্য ঘুঁটিমাত্র।"

"আপনি সিআইএদের কাজের সাথে এদেরকে মিলিয়ে ফেলছেন।"

"সিআইএ, এফবিআই।" শ্রাগ করলো সে। "অক্ষরভিত্তিক এই এজেন্সিগুলো গোপনীয়তা বজায় রেখেই চলে।"

হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দে রেডিও বেজে উঠলো। "ওয়াচার থ্রি। আমরা একটি গাড়ির দেখা পেয়েছি, পুরোনো মডেলের সিডান, এনেকিং পার্কওয়ের দক্ষিণদিকে অগ্রসর হচ্ছে।"

চিন্তিত দেখালো রিজোলিকে, পরবর্তী টিমের রিপোর্টের জন্য যেন অপেক্ষা করছে সে।

এরপর পাশে থাকা গাড়িটি থেকে ফ্রস্টের কণ্ঠ ভেসে উঠলো। "ওয়াচার টু। আমরা দেখতে পেয়েছি তাকে। এখনও দক্ষিণদিকে অগ্রসর হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে তার মধ্যে গাড়ি ধীরে চালানোর কোনো প্রবণতা কাজ করছে না।"

কয়েক সেকেন্ড পরে, তৃতীয় ইউনিট রিপোর্ট করলো : "ওয়াচার ফাইভ। বান্ড নব রোডের সংযোজিত অংশ পার করেছে। পার্কের দিকে যাচ্ছে।"

আমাদের ছেলে নয়। এমনকি ভোরের এই সময়েও, এনেকিং পার্কওয়ে যথেষ্ট জমজমাট। রিজার্ভেশন দিয়ে ঠিক কতটি গাড়ি চলে যেতে দেখেছে সেটির ঠিক সংখ্যাও ইতোমধ্যে গুলিয়ে ফেলেছে তারা। বসে থাকার বিরক্তিকর সময়টুকুতে অত্যধিক ভুয়া অ্যালার্মের কারণে অ্যাড্রেনালিন যথেষ্ট ক্ষয় হয়েছে তার। না ঘুমানোর ফলে এক ধরনের অসাড়তা কাজ করছে তার মধ্যে।

হতাশা নিয়ে শরীর এলিয়ে বসলো। উইন্ডশিল্ডের বাইরে সে জঙ্গলের ঘুটঘুটে

BanglaBook.org

অন্ধকার দেখতে পেল যেখানে একটা দুটো জোনাকি পোকা আলো সঞ্চারের কাজ করে চলেছে। "কুত্তার বাচ্চা, কোথায় তুই," বিড়বিড় করলো রিজোলি। "মায়ের কাছে ধরা দে..."

"কফি খাবেন?" কর্সাক জিজ্ঞেস করলো।

"ধন্যবাদ।"

থার্মোসের কাপে কফি ঢেলে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলো সে। তেতো ও জঘন্য স্বাদের ব্ল্যাক কফিটুকু নাক-চোখ-মুখ বুজে গলাধঃকরণ করলো রিজোলি।

"আজকের রাতের জন্য একটু বেশি কড়া করে নিয়ে এসেছি," বলল কর্সাক। "একটার জায়গায় দুই স্কুপ ফোলজার দিয়েছি। বুকের লোম যাতে নতুন করে গজিয়ে যায়।"

"হয়তো এই মুহূর্তে সেটাই প্রয়োজন।"

"আমার মনে হয়, আজকে আমি একটু বেশিই কফি খেয়ে ফেলেছি, যার কারণে বুকের কিছু লোম মাথাতেও উঠে যেতে পারে।"

জঙ্গলের দিকে তাকালো রিজোলি, যেখানে পচনরত পাতা ও ক্ষুধার্ত প্রাণীদেরকে লুকিয়ে রেখেছে অন্ধকার। দাঁতাল জন্তু। সে রিকেটস লেডির ক্ষয়ে যাওয়া হাড়গুলোর কথা, রেকুনের পাঁজরের হাড় চিবানো এবং কুকুরের খুলির অংশকে বলের মতো খেলার কথা ভাবতে লাগলো। কল্পনাতে সে যা ভাবছে সেটা আর কিছু হলেও গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে রাখা ব্যাম্বি নয়।

"এখন হয়েটের ব্যাপারেও আমার কথা বলার মতো অবস্থা নেই," বলল সে। "কোনো কথা বলতে নিলেই দুঃখজনক দৃষ্টিতে মানুষজন আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। গতকাল সার্জন এবং আমাদের এই ছেলেটির কাজের সাদৃশ্যের ব্যাপারে কথা বলছিলাম। সেসময় ডিনের মধ্যে এমন একটা ভাব দেখতে পেলাম যে সে মনে করে আমার মাথা থেকে সার্জন হয়তো বের হতেই চায় না। সে ভাবে আমি উদ্বিগ্ন।" কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "হয়তো সে-ই ঠিক। হয়তো এরকমই হওয়া উচিত। যে-কোনো ক্রাইম সিনে গেলেই তার হাতের কাজগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। প্রত্যেক খুনির মধ্যেই আমি তার চেহারা দেখতে পাই।"

রেডিওতে ডিসপ্যাচের শব্দের দিকে হঠাৎ খেয়াল করলো তারা, "ফেয়ারভিউ কবরস্থানে এই মুহূর্তে প্রিমাইজ চেক করার অনুরোধ করা হচ্ছে। এই এলাকায় কোনো ইউনিট আছে কি?"

কেউ কোনো সাড়া দিলো না।

আবারও ডিসপ্যাচ একই অনুরোধ করলো "ফেয়ারভিউ কবরস্থানে প্রিমাইজ চেক করার অনুরোধ জানিয়ে আমাদের কাছে কল এসেছে। অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে সেখানে। ইউনিট টুয়েলভ, আপনারা কি সেই এলাকায় আছেন?"

BanglaBook.org

"ইউনিট টুয়েলভ। আমরা রিভার স্ট্রিটে রয়েছি, টেন-ফোরটির ঘটনা ঘটেছে। কোড ওয়ান। আমরা কোনো উত্তর দিতে পারছি না।"

"রজার দ্যাট। ইউনিট ফিফটিন? তোমাদের টেন-টেনের অবস্থা কী?"

"ইউনিট ফিফটিন। পশ্চিম রক্সবারি। এখনও মিসাইল সিক্সে আছি। এই লোকগুলো থামছেই না। ফেয়ারভিউয়ে পৌঁছাতে মোটামুটি আধ ঘণ্টা কিংবা এক ঘণ্টা লাগবে।"

"আর কোনো ইউনিট আছে কী?" ডিসপ্যাচ বলল, কাছেধারের প্রত্যেক পেট্রোল গাড়িতে রেডিও ওয়েভ সম্প্রচার করে। শনিবার রাতে গরমের মধ্যে, কবরস্থানে রুটিন প্রিমাইজ চেকের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আউলিয়ে যাওয়া প্রেমিক যুগল কিংবা কিশোর বয়সের ছিঁচকে চোরদের তুলনায় মৃতরা অন্তত ভালো হয়ে থাকে। পুলিশের মনোযোগ আকর্ষণের প্রধান কাজ করে থাকে জীবন্তরাই।

রিজোলির স্টেকআউট টিমের একজন সদস্য রেডিওতে নিস্তব্ধতার ঘটনার অবসান করলো। "উহ, ওয়াচার ফাইভ বলছি। আমরা এনেকিং পার্কওয়েতে রয়েছি। ফেয়ারভিউ কবরস্থান আমাদের নাগালের মধ্যেই রয়েছে–"

রিজোলি মাইকটি নিয়ে ট্রান্সমিট বাটন চেপে ধরলো। "ওয়াচার ফাইভ, ওয়াচার ওয়ান বলছি," কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবারও বলল। "নিজের জায়গা থেকে সরবে না তুমি। কপি?"

"স্টেকআউটে আমরা পাঁচটি গাড়ি নিয়ে এসেছি–"

"কবরস্থানকে অত গুরুত্ব দেওয়ার মতো কিছু দেখছি না।"

"ওয়াচার ওয়ান," ডিসপ্যাচ বলল। "প্রত্যেকটা ইউনিটকে এই মুহূর্তে কল দেওয়া হয়েছে। তুমি কি যে-কোনো একটাকে ছাড়তে পারবে?"

"নেগেটিভ। আমি চাই আমার টিমের সবাই নিজ নিজ অবস্থানে থাকুক। কপি, ওয়াচার ফাইভ?"

"টেন–ফোর। আমরা ধরে রাখছি। ডিসপ্যাচ, আমরা প্রিমাইজ চেক কলে যেতে পারছি না।"

হাঁফ ফেললো রিজোলি। সকালবেলা এই সংক্রান্ত বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই অভিযোগ আসতে চলেছে, কিন্তু এরপরেও সে নিজের নজরদারির জায়গা থেকে এই মুহূর্তে একটি গাড়িকেও কোনো ট্রিভিয়াল কলের জন্য সরতে দেবে না।

"আমরা তো এমনিতেও এখনো তেমন কিছু করতে পারিনি," কর্সাক বলল।

"যখন কিছু ঘটবে, আমরা দ্রুত সেটার ব্যবস্থা নিতে পারবো। তারপরেও আমি কোনোকিছু এভাবে ভণ্ডুল হতে দেবো না।

"আপনি কী সেই ব্যাপারে কিছু মনে করতে পারছেন যার ব্যাপারে আমরা আগেও কথা বলেছিলাম? আপনি কি উদ্বিগ্ন?"

BanglaBook.org

"দয়া করে আবারও শুরু করবেন না।"

"না, আমি এখানে আর কিছুই শুরু করছি না। তা করলে আপনি নিশ্চিত আমার মাথা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন আমি সেটা জানি।" এরপর সে নিজের দিকের দরজা খুললো।

"কোথায় যাচ্ছেন?"

"হালকা হতে? অনুমতি লাগবে কী?"

"শুধু জিজ্ঞেসই তো করলাম।"

"কফি খাওয়া বেশি হয়ে গেছে আমার।"

"অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনার কফি ছাঁচে ঢালা লোহাকেও ছিদ্র করার কাজ করতে পারবে।"

গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে প্যান্টের চেইন খুলতে খুলতে কর্সাক এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে। কোনো গাছের পেছনে যাওয়ার কাজটি না করেই সেখানে দাঁড়িয়ে ঝোপের মধ্যে প্রসাব করলো। রিজোলি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে চাইলো না বিধায় ঘুরিয়ে রাখলো নিজের চোখ। প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের মধ্যেই বিরক্তিকর কিছু বাচ্চার ভাব থাকে এবং কর্সাক সেরকমই, যে নিজের নাক সবার সামনে পরিষ্কার করে কিংবা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে এবং নিজের দুপুরের খাবারের কিয়দংশ শার্টে লাগিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এরা এমন স্বভাবের বাচ্চা হয় যাদের ভেজা ও থলথলে হাতের স্পর্শ যে-কোনো মূল্যে ত্যাগ করতে চাইবে তুমি, কারণ তুমি নিশ্চিত হতে চাইবে যে তাদের গায়ের উকুন যেন কোনোভাবেই সংস্পর্শে না আসে। কর্সাকের প্রতি বিরক্তবোধ আর দুঃখ উভয়ই কাজ করলো রিজোলির। সেই কফিটুকুর দিকে তাকালো সে যা তার জন্য কর্সাক ঢেলে দিয়েছিল। পরক্ষণেই বাকি থাকা অংশটুকু ফেলে দিলো জানালা দিয়ে।

রেডিওতে কিছু কণ্ঠের শব্দ পেয়ে অবাক হলো সে।

"ডেডহ্যাম পার্কওয়ের পূর্বদিকে আমরা একটি গাড়িকে চলে যেতে দেখছি। দেখে হলুদ রঙের ক্যাব মনে হচ্ছে।"

উত্তর দিলো রিজোলি, "রাত তিনটাতে ট্যাক্সিক্যাব?"

"আমরা এরকমই কিছু একটা পেয়েছি।"

"কোথায় যাচ্ছে সে?"

"এনেকিংয়ের উত্তর দিকে বাঁক নিচ্ছে।"

"ওয়াচার টু?" তাদের রুটের পরবর্তী ইউনিটকে কল করে বলল রিজোলি বলল।

"ওয়াচার টু," ফ্রস্ট বলল। "হ্যাঁ, আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি। আমাদের পাশ দিয়েই গেল..." কয়েক সেকেন্ড নিরবতার পর আবারও চাপা উত্তেজনার মধ্যে

BanglaBook.org

বলল। "সে গাড়ি ধীর করছে..."

"কী করছে সে?"

"ব্রেক করেছে। দেখে মনে হচ্ছে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করছে–"

"কোন জায়গায়?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"ডার্ট পার্কিং এরিয়া। সে পার্কিং এলাকায় গাড়ি থামিয়েছে!"

এটা সে-ই।

"কর্সাক, আমাদের যেতে হবে!" জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল। নিজের ব্যক্তিগত কম ইউনিট পরে নিয়ে এয়ারপিস ঠিক করে নেওয়ার সময় তার প্রত্যেকটি স্নায়ু উত্তেজনার সুর তুললো।

কর্সাক প্যান্টের চেইন আটকিয়ে তাড়াহুড়ো করে আবারও উঠে বসলো গাড়িতে। "কী হয়েছে? কী?"

"এনেকিং থেকে কিছুটা দূরে একটি গাড়ি দাঁড় করানো হয়েছে–ওয়াচার টু, কী করছে সে?"

"বসে আছে। লাইট বন্ধ করে।"

সামনে একটু ঝুঁকে, হেডসেটটা তার কানের সাথে লাগিয়ে গভীর মনোযোগে কিছু একটা শুনতে লাগলো রিজোলি। সময় গড়াতে লাগলে, প্রত্যেকটি ট্রান্সমিশন নিরব হয়ে গেল, প্রত্যেকেই যেন সন্দেহভাজনের পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষা করছে।

সে এই এলাকা থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এখন নিরাপদে বের হতে পারবে কিনা এটা দেখার জন্যই বসে আছে।

"এটা তোমার ওপরে এখন, রিজোলি," ফ্রস্ট বলল। "আমরা কি এগিয়ে যাবো তার দিকে?"

কিছুটা ইতস্ততবোধ করে তার অপশনগুলো ভেবে দেখলো সে। জালটা এত তাড়াতাড়ি ফেলতে যেন ভয় পাচ্ছে।

"একটু দাঁড়াও," ফ্রস্ট বলল। "নিজের ব্যাকলাইট আবারও জ্বালিয়েছে। আহ, শিট, সে পেছনের দিকে আসছে। নিজের মত পরিবর্তন করছে।"

"সে কি তোমাকে দেখতে পেয়েছে? ফ্রস্ট, সে কি তোমার উপস্থিতির বিষয়টি বুঝতে পেরেছে?"

"জানি না আমি! সে এনেকিংয়ের দিকে যাচ্ছে। উত্তরে–"

"আমরা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি!" কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, একটা সিদ্ধান্তই তার কাছে যেন স্বচ্ছ ক্রিস্টালের মতো ভেসে উঠলো। কম ইউনিটে উচ্চস্বরে বলল সে: "ইউনিটের সবাই, তার দিকে এগোও! তাকে পাকড়াও করো!"

গাড়ি চালিয়ে, গিয়ার চেঞ্জ করে নিলো। টায়ারগুলো প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে

BanglaBook.org

মাটি আর পাতার ওপরে তীব্র ঘর্ষণের সৃষ্টি করলো। উইন্ডশিল্ডে আছড়ে পড়লো গাছের শাখাগুলো। তার টিমের দ্রুত যাওয়ার বিষয়টি আঁচ করতে পারলো কারণ অনেকগুলো সাইরেনের শব্দ কানে এলো তার।

"ওয়াচার থ্রি। আমরা এনেকিংয়ের উত্তর দিকের পথ আটকে দিয়েছি–"

"ওয়াচার টু। আমরা তার পেছনে ছুটছি–"

"গাড়িটি এগিয়ে যাচ্ছে! সে ব্রেক করেছে–"

"পাকড়াও করো তাকে! পাকড়াও করো!"

"ব্যাকআপ ছাড়া তার কাছে যাবে না!" নির্দেশ দিলো রিজোলি। "ব্যাকআপের অপেক্ষা করো!"

"রজার দ্যাট। গাড়িটি থেমে গেছে। আমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করছি।"

রিজোলি গাড়ি কেবল দাঁড় করাতে যাবে, ঠিক এমন সময় এনেকিং পার্কওয়েতে ক্রুজার ও নীল আলোর ঝলকানি চোখে পড়লো তার। যখন গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো সে, সাময়িকভাবে দৃষ্টিশক্তি হারানোর অবস্থা হয়ে গেল তার। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে সবাই যে অতি উত্তেজিত হয়ে রয়েছে তা তাদের কণ্ঠস্বরেই টের পাওয়া গেল। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে পুরুষ মানুষের মধ্যে যে চাপা উত্তেজনা কাজ করে, তাদের মধ্যেও ঠিক তেমনটাই দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁচকা টানে ফ্রস্ট সন্দেহভাজনের গাড়ির দরজা খুলে ফেললো। ড্রাইভারের মাথা বরাবর তাক করা হলো প্রায় আধ ডজন অস্ত্র। ক্যাবি তাদের দিকে হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাঝে মাঝে পলক ফেলছে। তার মুখে আশেপাশের গাড়ির নীল আলো এসে পড়েছে।

"গাড়ি থেকে বের হও," নির্দেশের সুরে বলল ফ্রস্ট।

"কী-কী করেছি আমি?"

"গাড়ি থেকে বের হও বলছি।" অ্যাড্রেনালিনের ওপর চাপ ফেলা এই রাতটা ব্যারি ফ্রস্টের মতো মানুষকেও ভয়াবহ বানিয়ে ছেড়েছে।

ক্যাবি গাড়ি থেকে নেমে হাত উঁচিয়ে ধরলো। কিছু সময় পরে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে সে মুখ ঘুরিয়ে ক্যাবের হুডে মাথা নামিয়ে রাখলো।

"কী করেছি আমি?" ফ্রস্ট তাকে তল্লাশি করার সময় কাঁদতে কাঁদতে বলল সে।

"নাম বলো তোমার!" রিজোলি বলল।

"আমি তো এগুলোর কিছুই বুঝতে পারছি না–"

"নাম কী!"

"উইলেন্সকি।" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে। "ভার্নন উইলেন্সকি–"

BanglaBook.org

"চেক," এই কথা বলে ফ্রস্ট সেই ক্যাবির আইডি দেখতে লাগলো। "ভার্নন উইলেন্সকি, শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, ১৯৫৫ সালে জন্ম।"

"ক্যারেজ পারমিটের সাথে মিলে গেছে," কর্সাক বলল, যে একটু ঝুঁকে ভিসরে লাগানো আইডি চেক করছে।

এদিক ওদিকে তাকালো রিজোলি, হেডলাইটগুলোর সম্মিলিত আলোতে তার চোখ ছোটো হয়ে এসেছে। এমনকি ভোর তিনটার দিকেও পার্কওয়েতে গাড়ি চলাচল করেই চলেছে এবং পুলিশের গাড়ি উভয় দিকে রোড ব্লক করে রাখার কারণে নিজেদের গাড়িকে তারা ঘুরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আবারও ক্যাবির দিকে মনোযোগ দিলো সে। তার শার্ট ধরে, সে তাকে উঁচিয়ে ধরে তার মুখোমুখি নিয়ে এলো। ফ্ল্যাশলাইট মারলো তার চোখে। মধ্যবয়সী একজন লোকের চেহারা তার চোখে ভেসে উঠলো, তার ব্লন্ড চুলগুলো পাতলা এবং লিকলিকে হয়ে গেছে, আলোর তীব্রতার কারণে চামড়া কিছুটা রুক্ষ লাগছে তার। তাদের খুনিকে সে যেভাবে কল্পনা করেছিল এই লোকটির চেহারাতে তার ছিটেফোঁটাও যেন দেখতে পেল না। শয়তানের সাথে চোখাচোখি এর আগেও বহুবার হয়েছে যা সে কখনো গোনার প্রয়োজনবোধ করেনি। এমনকি স্মৃতিতে ধারণও করে রাখেনি। তার ক্যারিয়ারে সে যে কয়টা এরকম গোছের মানুষ পেয়েছে সব কয়টায় দানব ছিল। এই ভীতু চেহারার লোকটা ঐ গ্যালারিতে জায়গা করতে পারবে বলে মনে হলো না তার।

"মিস্টার উইলেন্সকি এখানে কী করছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমি একজনকে নিতে এসেছি এখানে–"

"কাকে?"

"একজন লোক, ক্যাবে ফোন করেছিল। বলেছিল এনেকিং পার্কওয়েতে তার গাড়ির গ্যাস শেষ হয়ে গেছে–"

"কোথায় সে?"

"জানি না আমি! আমি সেখানেই দাঁড়িয়েছি যেখানে সে আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল। সে আসেনি। দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন, এগুলো আমার ভুল ছিল। আমার ডিসপ্যাচারকে কল করুন! সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে!"

রিজোলি ফ্রস্টকে বলল: "ট্র্যাঙ্কের অংশ খুলে দেখো।"

যখন সে গাড়ির পেছনের অংশের দিকে হেঁটে এগিয়ে গেল, জঘন্য অনুভূতির আশংকাতে মুচড়ে উঠল তার পেট। ট্র্যাঙ্কের হুড তুলে সে ম্যাগলাইটের আলো তাতে ফেলল। পাঁচ সেকেন্ডের মতো সে শূন্য ট্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে রইলো একভাবে, অসুস্থতার অনুভূতি এখন যেন বমি ভাবে রূপ নিতে চলেছে। হাতে গ্লাভস পরে নিলো। অনুভব করলো তার মুখ গরমে লাল হয়ে গেছে এবং যখন ট্র্যাঙ্কের

BanglaBook.org

তলা থেকে ধূসর কার্পেটটা তুলে ধরলো, নিরাশায় বুক ফাঁকা ফাঁকা লাগলো তার। একটা অতিরিক্ত টায়ার, জ্যাক এবং আরও কিছু যন্ত্র দেখতে পেল সে। কার্পেটটা এদিক ওদিক করে ভালোভাবে দেখতে লাগলো সে, তার সমস্তটা যেন তন্ন তন্ন করে প্রত্যেক ইঞ্চি ভালোভাবে খোঁজার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেক ফাটলের মতো অংশ উন্মুক্ত করে দেখতে চাইলো সে। পাগল হয়ে গেছে সে, নিজেকে যেন এখন পুনরুদ্ধারের কাজটাই করছে। যখন সে ট্র্যাঙ্কের আর কিছু ছিঁড়তে পারলো না এবং ধাতব অংশ ছাড়া সেখানে আর কিছু অবশিষ্ট রইলো না, শূন্য স্থানের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকলো, যেন এই জিনিসটি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না। অকাট্য প্রমাণ তাকে যেন হার মানিয়ে দিয়েছে।

এটা একটা চাল ছিল। শুধুমাত্র একটা চাল, আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে। কিন্তু কী থেকে?

উত্তরটি তার কাছে হতবুদ্ধিকর গতিতেই যেন চলে এলো। আবারও রেডিও থেকে একটি কল ভেসে এলো।

"টেন ফিফটি ফোর, টেন ফিফটি ফোর, ফেয়ারভিউ কবরস্থান। সব ইউনিট, টেন ফিফটি ফোর, ফেয়ারভিউ কবরস্থান।"

ফ্রস্টের চোখ পড়লো তার দিকে, উভয়ের মাথায় একই উপলব্ধি খেলে যাওয়াতে তারা অবাক হয়ে গেল। টেন ফিফটি ফোর। হোমিসাইড।

"ক্যাবের এখানে থাকো!" ফ্রস্টকে নির্দেশ দিয়ে সে দৌড়ে এগিয়ে গেল নিজের গাড়ির দিকে। গাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে তার গাড়িটিকে সহজে বের করে ঘুরিয়ে নিলো। এরপর পেছনে ঘুরিয়ে নেওয়ার সময় নিজের গাধামীর জন্য গালিগালাজ করতে লাগলো নিজেকেই।

"হেই! হেই!" কর্সাক চিৎকার করে বলল। দৌড়াতে দৌড়াতে গাড়ির পাশে এসে দরজাতে বাড়ি দিতে লাগলো।

ব্রেক করে সে তাকে গাড়িতে ঢোকার মতো সময় করে দিলো এবং গাড়িতে ঢুকে হ্যাঁচকা টানে দরজা বন্ধ করে দিলো কর্সাক। এরপর অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরলে কর্সাক বাড়ি খেল নিজের সিটে।

"কী করছিলেন আপনি, এখানে আমাকে ফেলে রেখে যাচ্ছিলেন?" উচ্চস্বরে বলতে লাগলো।

"আটকে নিন সিটবেল্টটা।"

"আমি রাইড অ্যালং নই।"

"সিটবেল্ট আটকে নিন!"

কাঁধের ওপর দিয়ে সিটবেল্ট টেনে এনে লাগিয়ে নিলো। রেডিওতে অনেকগুলো কণ্ঠের শব্দ পাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রিজোলি কর্সাকের ফোঁসফোঁসানি

BanglaBook.org

শ্বাসের শব্দ ভালোভাবেই পেল।

“ওয়াচার ওয়ান, টেন ফিফটি ফোরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে,” ডিসপ্যাচকে বলল সে।

“টেন–টেন?”

“এনেকিং পার্কওয়েতে, টার্টেল পন্ডের রাস্তা অতিক্রম করছি। ইটিএ এক মিনিটের কম হবে।”

“তোমরাই সেই ক্রাইম সিনে প্রথমে পৌঁছাবে।”

“কী অবস্থা সেখানকার?”

“বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে টেন ফিফটি এইট।”

অস্ত্র আছে তাদের সাথে এবং বিপজ্জনক কিছু হতে পারে।

রিজোলি পা প্যাডেল থেকে উঠিয়ে নিলো। ফেয়ারভিউ কবরস্থানের রাস্তাতে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছেছে যে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল সেটিকে। টায়ারে ঘর্ষণ খেয়ে আকস্মিক গাড়িটি বাঁক নিলো। চাকা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে রিজোলি।

“ওহ!” রাস্তার ধারে বোল্ডারে ধাক্কা খাবার আগে কর্সাক খাবি খেল। পেটা লোহার তৈরির গেট খোলা পড়ে রয়েছে। সেদিক দিয়েই ড্রাইভ করে এগিয়ে যেতে থাকলো রিজোলি। অন্ধকার হয়ে আছে কবরস্থান। হেডলাইটের আশেপাশে রোলিং লন, সমাধি স্তম্ভগুলো যেন সাদা দাঁত বের করে বসে রয়েছে।

কবরস্থানের দরজা থেকে কয়েক ইয়ার্ড দূরে প্রাইভেট সিকিউরিটি পেট্রোলের গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। সেটির ড্রাইভারের দরজা খোলা রয়েছে এবং ডোমলাইট জ্বলছে। ব্রেক করে রিজোলি নিজের অস্ত্র নিয়ে গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। কিছু বুঝে উঠার আগেই করে ফেললো কাজগুলো। অনেকগুলো ছোটো ছোটো বিষয় তার ওপরে যেন হামলে পড়লো সদ্য কাটা তাজা ঘাস এবং মাটির সোঁদা গন্ধ। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড যেন ক্রমাগত লাফিয়েই চলছে।

আর ভয়। যখন অন্ধকারে চোখ বুলাল, তার মনের মধ্যে ভয়ের একটা ঠান্ডা পরশ বয়ে চলে গেল কারণ সে জানে ক্যাবের ঘটনাটি যদি সাজানো হয়ে থাকে, তাহলে এটি কেন নয়। সে এমন কোনো রক্তাক্ত খেলার অংশ হতে যাচ্ছে, যে বিষয়ে নূন্যতম ধারণা নেই তার।

মেমোরিয়াল অবিলিস্কের নিচে জমে থাকা আবছায়া জলা অংশের দিকে চোখ পড়লে ভয়ে জমে গেল। ম্যাগলাইট সেদিকে ধরলে সিকিউরিটি গার্ডের জড়োসড়ো অবস্থায় পড়ে থাকা নিথর দেহটি দেখতে পেল।

কাছে এগোতে থাকলে, রক্তের বোটকা গন্ধ নাকে এসে লাগলো তার। এর সাদৃশ্যপূর্ণ গন্ধ আর কিছুরই হতে পারে না এবং তার মস্তিষ্কে প্রাথমিক সতর্কবার্তাটা

BanglaBook.org

ভালোভাবেই দিলো। হাঁটু গেড়ে বসতেই টের পেল ঘাস ভিজে আছে, এখনও উষ্ণ রক্তের স্পর্শে তা গরম হয়ে আছে। কর্সাক তার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাশলাইট এদিকেই ধরে রেখেছে। এখনও তার ফোঁসফোঁসানি শ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে, উদ্যম নিয়ে কাজ করার সময়ে সে শুয়োরের মতো ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে থাকে।

উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে গার্ডটি। তাকে ঘুরিয়ে শুয়ে দিলো রিজোলি।

"হায় ঈশ্বর!" তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠলো কর্সাক। হঠাৎ করে লোমহর্ষক এই ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার ধাক্কা সামলাতে না পেরে এক ধাপ পেছনে সরে গেল সে। তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো আকাশের দিকে পড়লো।

প্রায় ছিন্ন হয়ে যাওয়া গলার অংশের দিকে একভাবে তাকিয়ে রিজোলির হাতে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আলোকচ্ছটা কাঁপতে থাকলো। উন্মুক্ত হয়ে থাকা মাংসপেশি থেকে সাদা রঙের তরুণাস্থিগুলো বের হয়ে আসছে। গভীর জখম করা হয়েছে তাকে যার কারণে তার মাথার সাথে দেহের সামান্যতম অংশ লেগে রয়েছে।

রাতের এই অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকা গাড়ির নীল আলোগুলো পরাবাস্তব কোনো ক্যালিডিওস্কোপের মতো তাদেরকে লক্ষ করে এগিয়ে আসছে। উঠে দাঁড়ালো রিজোলি। তার স্ল্যাকস রক্তে ভিজে আঠালো হয়ে গেছে। ফেব্রিক সিটিয়ে বসে গেছে হাঁটুর কাছে। তাদেরকে লক্ষ করে আসতে থাকা ক্রুজারের আলোকচ্ছটাতে চোখ সরু হয়ে গেলে সে কবরস্থানের অন্ধকার অংশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। এই মুহূর্তে, তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকা হেডলাইটের আলোগুলো অন্ধকারের মধ্যে বৃত্তের পরিধির ন্যায় অংশ তৈরি করলে, সম্মুখে থাকা একটি জিনিসের ওপর তার রেটিনা আটকে গেল একটা অবয়ব, যা হেডস্টোনগুলোর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। যদিও কয়েক সেকেন্ডের জন্য চিত্রটি দীর্ঘস্থায়ী হলো। আবারও সেখানে আলো পড়লে মার্বেল এবং গ্রানাইটের তৈরি রাজ্যে অবয়বটি যেন হারিয়ে গেছে বলে মনে হলো তার।

"কর্সাক," ডাকলো সে। "কেউ ওখানে দুটো বাজার মতো অবস্থানে নড়াচড়া করছে।"

"কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি।"

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো রিজোলি। আবারও সেই অবয়বকে ঢাল বেয়ে গাছগুলোর আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখলো। মুহূর্তেই সেদিকে হেডস্টোনের বাধা অতিক্রম করে দৌড় দিলো সে, চিরজীবনের জন্য ঘুমিয়ে থাকা দেহাবশেষগুলোকে টপকিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। শুনতে পেল সে কর্সাক তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। আকর্ডিয়নের মতো সোঁ সোঁ আওয়াজ তুলছে তার শ্বাস, কিন্তু তার হাঁটার গতির সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হলো সে। কয়েক সেকেন্ড পরে একাই এগিয়ে যেতে লাগলো রিজোলি, অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে তার দুই পা যেন রকেটের জ্বালানি

BanglaBook.org

পেয়েছে। গাছগুলোর কাছে এগিয়ে সে সেদিকে গেল যেখানে শেষবারের জন্য অবয়বটিকে দেখেছিল। কিন্তু এমন কোনো নড়াচড়া করতে থাকা আবছায়ার মতো অংশ দেখতে পেল না সেখানে, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনো কিছুকেই সরে যেতে দেখলো না রিজোলি। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো সে। এদিকওদিক তাকিয়ে আবছায়াটির চলাফেরার বিষয় খুঁজতে লাগলো।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও তার হৃদস্পন্দন যেন হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে, ভয় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে। লোম খাড়া হয়ে যাওয়ার অনুভূতিটাই যেন নিশ্চিত করে দিচ্ছে যে অবয়বটি আশেপাশেই কোথাও রয়েছে। তাকে দেখছে। এরপরে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে বাতিঘরের মতো নিজের অবস্থান জানানোর চেষ্টা করলো।

পাতার খসখসানি শব্দে ডানপাশে ঘুরে তাকালো রিজোলি। গাছগুলো তার সামনে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, কালো পর্দার মতোই অভেদ্য লাগছে সেগুলোকে। নিজের রক্তের প্রবাহের দ্রুত গতি এবং ফুসফুস থেকে প্রবলবেগে আগত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়াও পাতার খসখসানি এবং মরা ডাল ভাঙার শব্দ শুনতে পেল।

সে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

গুটিসুটি মেরে অস্ত্র তাক করে বসে পড়লো। স্নায়ুগুলো যেন আরও বেশি সচেতন হয়ে গেছে।

হঠাৎ করে এগিয়ে আসতে থাকা পায়ের শব্দটি থেমে গেল।

ম্যাগলাইট জ্বালিয়ে নিজের সামনে সেটিকে ফেললো। কালো পোশাক পরে গাছগুলোর ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তাকে দেখতে পেল সে। আলোকচ্ছটার সামনে ধরা পড়ে যাওয়ায় মুখ ঘুরিয়ে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

"ওখানেই থাকো!" উচ্চস্বরে বলল। "পুলিশ!"

লোকটি মুখ ঘুরিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত দুটোকে মুখের কাছে উঁচিয়ে রেখে শান্তস্বরে বলল, "আমি আমার গগলস খুলব।"

"না, বানচোত! যেখানে আছো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক সেখানেই।"

"এরপর কী করবো ডিটেক্টিভ রিজোলি? আমরা নিজেদের ব্যাজ অদলবদল করবো? একে অপরের কাঁধে চাপড় দিবো?"

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো রিজোলি, কণ্ঠটি চেনা লাগলো তার। ধীরেসুস্থে গ্যাব্রিয়েল ডিন নিজের গগলস খুলে ফেলে তার দিকে ঘুরে তাকালো। চোখে আলো পড়াতে তার দিকে ভালোভাবে তাকাতে পারলো না, কিন্তু রিজোলি তার শান্ত ও ধীরস্থির অভিব্যক্তি ভালোভাবেই দেখতে পেল। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ডিনের মাথা থেকে পা অবধি লম্বালম্বিভাবে ফেললে কালো পোশাক এবং কোমরের সাথে অস্ত্র

BanglaBook.org

ঝুলিয়ে রাখার বিষয়টি চোখে পড়লো তার। হাতে সদ্য খোলা নাইট ভিশন গগলস রয়েছে। হঠাৎ করেই কর্সাকের বলা শব্দগুলো মনে পড়লো রিজোলির মিস্টার জেমস ফাকিং বন্ড।

ডিন এগিয়ে এলো তার দিকে।

হঠাৎ করেই অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলো রিজোলি। "যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন।"

"শান্ত হোন রিজোলি। আমার মাথা উড়িয়ে দেওয়ার মতো কিছুই করিনি আমি।"

"সত্যি কী?"

"আমি এগিয়ে আসছি। যাতে কয়েকটা কথা বলতে পারি।"

"দূরে থেকেও আমরা কথা বলতে পারি।"

এক ঝলকে ক্রুজারের প্রজ্বলিত আলোগুলো দেখে নিলো। "আপনার কী মনে হয় হোমিসাইড কলের মাধ্যমে কে রেডিও বার্তা দিয়েছে?"

নিজেকে লক্ষভ্রষ্ট হতে দেবে না কোনোভাবেই এই প্রত্যয় নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো রিজোলি।

"মাথা খাটান ডিটেক্টিভ। আমার মনে হয় আপনি এই কাজটা ভালো পারেন।" কথাগুলো বলার সময় আরেক ধাপ এগিয়ে এলো ডিন।

"যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন।"

"ঠিক আছে।" নিজের হাতদুটোকে উঁচিয়ে ধরে আবারও আস্তে করে বলল, "ঠিক আছে।"

"আপনি এখানে কী করছেন?"

"আপনি যা করছেন ঠিক তাই। এটাই তো আমাদের কাজ।"

"কীভাবে জানলেন আপনি? যদি আপনিই সেই টেন ফিফটি-ফোরে কল করে থাকেন, তাহলে কীভাবে জানলেন এখানে কিছু একটা ঘটেছে?"

"জানতাম না আমি।"

"আপনি এখানে এসে তাকে এমনি এমনি পেয়ে গেছেন নাকি।"

"আমি ফেয়ারভিউ কবরস্থানে প্রপার্টি চেকের ডিসপ্যাচ কল শুনেছিলাম। কোনো অনুপ্রবেশকারী আসার।"

"তাহলে?"

"সেখান থেকেই আমি ভেবেছিলাম এটা আমাদের সেই খুনি হতে পারে।"

"আপনি ভেবেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"হয়তো এই ব্যাপারে আরও ভালো কোনো কারণ আছে আপনার কাছে।"

BanglaBook.org

"সহজাত প্রবৃত্তি।"

"মেজাজ খারাপ করবেন না, ডিন। রাতে অভিযানের পুরো প্রস্তুতি নিয়েই আপনি এখানে এসেছেন এবং আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারীর কথা শুনেই আপনি বেশি গুরুত্ব না দিয়ে তা খতিয়ে দেখতে এসেছেন?"

"বলতে গেলে আমার ধারণা ভালোই হয়।"

"এত ভালো হওয়ার জন্য আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রখর থাকা জরুরি।"

"আমরা এখানে সময় নষ্ট করছি, ডিটেক্টিভ। হয় আমাকে গ্রেফতার করুন নতুবা আমার সাথে কাজ করুন।"

"আমি প্রথমটাই করতে চাই।"

সে তার দিকে নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। এখানে আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে যা সে তাকে বলতে চাইছে না, এমন কোনো গুপ্ত সত্য যা তার কাছ থেকে কোনোভাবেই জানা যাবে না। অন্তত এখানে, আজকে রাতে তো নয়-ই। অবশেষে নিজের অস্ত্র নামিয়ে রাখলেও হোলস্টারে তা ঢুকালো না রিজোলি। গ্যাব্রিয়েল ডিন অতটাও বিশ্বাস করার যোগ্যতা রাখে না।

"যেহেতু আপনি এই সিনে প্রথম এসেছেন, কী দেখেছিলেন আপনি?"

"আমি সিকিউরিটি গার্ডকে মৃত অবস্থায় পেয়েছিলাম। তার গাড়ির রেডিও ব্যবহার করেই ডিসপ্যাচকে কল করেছিলাম। রক্ত তখনও গরম ছিল তার। ভেবেছিলাম আমাদের ছেলেটির কাছেধারে কোথাও থাকার সুযোগ রয়েছে। তাই আমি খোঁজাখুঁজির কাজ শুরু করেছিলাম।"

দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে ক্রোধান্বিতের মতো শুনে গেল সে। "এই গাছগুলোর মধ্যে?"

"আমি এই কবরস্থানে আর কোনো গাড়ি দেখতে পাইনি। আপনি কী জানেন এর আশেপাশের অঞ্চলে কী রয়েছে, ডিটেক্টিভ?"

ইতস্ততবোধ করলো রিজোলি। "পূর্ব দিকে ডেডহ্যাম। উত্তর ও দক্ষিণে হাইড পার্ক।"

"ঠিক ধরেছেন। এর প্রত্যেক পাশে আবাসিক এলাকা এবং সেই সাথে গাড়ি পার্ক করার জন্য যথেষ্ট জায়গাও রয়েছে। সেখান থেকে এই কবরস্থান কিছুটা দূরেই অবস্থিত।"

"আমাদের সেই খুনি কেনই বা এখানে আসবে?"

"আমরা তার ব্যাপারে কী জানি? আমাদের ছেলেটি মৃতদের ভীষণভাবে ভালোবাসে। সে তাদের গন্ধ সাগ্রহে কামনা করে থাকে। তাদের স্পর্শও। লাশগুলোকে নিজের কাছে ততদিন পর্যন্ত রাখে যতক্ষণ না সেগুলো থেকে সহ্য ক্ষমতার উর্ধ্বে দুর্গন্ধ বের হয়। যখন আর সেগুলোকে লুকিয়ে রাখতে পারে না,

BanglaBook.org

একমাত্র তখনই দেহাবশেষকে ফেলে দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। এমন এক লোক যে কবরস্থানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ও হয়তো উত্তেজিত হয়ে উঠে। তাই এখানে অন্ধকারে, নিজের প্রেমের অন্য ধরনের রোমাঞ্চ নিতে আসতেই পারে।"

"জঘন্য।"

"তার মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখুন, তার দুনিয়াটা একটু নিরীক্ষা করুন। আমরা হয়তো ভাবছি সে অসুস্থ, কিন্তু তার কাছে, এই জায়গা একটুকরো স্বর্গ ছাড়া আর কিছুই না। এমন একটা জায়গা যেখানে মৃতরা চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকে। এমন একটা জায়গাতেই তো ডমিনেটরের আসা সম্ভব। এখানে হাঁটার সময়ে পায়ের নিচে ঘুমন্ত কিছু নারীর হারেমের বিষয়টিও হয়তো কল্পনা করে।"

"কিন্তু সিকিউরিটি পেট্রোল চলে আসাতে বিরক্ত হয়েছিল সে। ভড়কে গিয়েছিল। এমন একজন গার্ড ছিল সে যে হয়তো এখানে কৈশোর উত্তীর্ণ ছেলেমেয়ের রাতের অ্যাডভেঞ্চারের তুলনায় যে বেশি বিপজ্জনক কিছু থাকতে পারে তা ভাবেইনি।"

"আর এভাবেই সেই গার্ড পায়চারীরত একাকী একজন মানুষকে তার ওপর উঠে গলা কাটার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে দিয়েছিল?"

কথাগুলো শোনার পর চুপ করে গেল ডিন। এই বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা নেই তার কাছে। এমনকি রিজোলির কাছেও নেই।

ঢাল পেরিয়ে আসার সময়, নীল আলোতে রাতটাকে অপার্থিব মনে হলো। এরইমধ্যে তার টিম পোলগুলোকে ঘিরে টেপ ঝুলিয়ে দিয়েছে। রিজোলি ভয়াবহ এই কার্নিভালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এগুলো মোকাবেলা করার জন্য এক ধরনের ক্লান্তিভাব কাজ করছে তার মধ্যে। খুব কমবারই নিজের সিদ্ধান্তকে দুষেছে সে, নিজের সহজাত প্রবৃত্তির ওপর কখনও সন্দেহ হয়নি তার। কিন্তু আজকে রাতে নিজের পরাজয়ের প্রমাণ দেখে তার গ্যাব্রিয়েল ডিনের কথাটাই যথোপযুক্ত মনে হচ্ছে–এই তদন্ত করার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য নেই তার। ওয়ারেন হয়েটের দেওয়া ট্রমাতে এতটাই বিপর্যস্ত যে পুলিশ হিসাবে স্বাভাবিকভাবে কাজ করাটাও তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। আজকে রাতে প্রিমাইজ চেকের জন্য তার টিমের কাউকে ছাড়তে অস্বীকার করার মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সে। আমরা মাত্র এক মাইল দূরত্বেই ছিলাম। নিজেদের গাড়িতে বসে, ফালতু কিছু ঘটনা ঘটার অপেক্ষা করছিলাম, এই লোকটি সেই সময়ে যখন মারা যাচ্ছিলো।

পরাজয়ের চাপড় তার কাঁধের ওপর এত শক্তভাবে এসে পড়লো যে মনে হলো তার সে সত্যিকারের কোনো পাথরের নিচে চাপা পড়েছে। নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে এবং ফোন বের করলো; ওপাশ থেকে উত্তর দিলো ফ্রস্ট।

"ইয়েলো ক্যাব ডিসপ্যাচার ক্যাবির গল্পের সত্যতার বিষয়টি নিশ্চিত

BanglaBook.org

করেছে," তাকে বলল ফ্রস্ট। "দুটো ষোলো মিনিটে তারা ফোন পেয়েছিল। একজন লোক বলেছিল যে এনেকিং পার্কওয়েতে তার গাড়ির গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। সে মিস্টার উইলেন্সকিকে যেতে বলেছিল। আমরা সেই নম্বরের খোঁজ লাগানোর চেষ্টা করছি যেখান থেকে কল করা হয়েছিল।"

"আমাদের ছেলেটি এতটাও পাগল না। কলের খোঁজ করে কিছুই পাবে না। পে ফোন হবে। অথবা চুরি করা সেলফোন। শিট।" কথাগুলো বলে ড্যাশবোর্ডের ওপর চাপড় মারলো।

"তাহলে ক্যাবির কী করবো? আর কোনো ঝামেলা নেই তো তার।"

"ছেড়ে দাও তাকে।"

"নিশ্চিত তুমি?"

"এসব একটা খেলার অংশ ছিল, ফ্রস্ট। খুনি জানতো আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের নিয়ে খেলেছে। দেখিয়েছে নিজের নিয়ন্ত্রাণাধীন রয়েছে সে। আমাদের তুলনায় অনেক বেশি স্মার্ট।" *আর সে তা প্রমাণও করেছে।*

ফোন রেখে কিছু সময়ের জন্য বসে রইলো। গাড়ি থেকে বেরিয়ে পরবর্তী ঘটনাগুলোর সম্মুখীন হওয়ার জন্য যেন শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে। আরও একটা মৃত্যু তদন্ত। প্রত্যেকটি প্রশ্ন তার সিদ্ধান্তের ওপরেই উঠতে চলেছে। ভাবছে সে কীভাবে তার দীর্ঘসময়ের বিশ্বাসের আশাতে পিন ফুটেছে যে তাদের সেই খুনি নিজের আগের কাজের প্যাটার্নই মেনে চলবে। তার বদলে ভিন্ন একটি প্যাটার্ন বেছে নিয়ে সে তাকে খোঁচা দিয়ে গেছে। এমন এক ব্যর্থতার সম্মুখীন করে দিয়ে গেছে যার দিকে এখনও একভাবে তাকিয়ে রয়েছে রিজোলি।

বেশিরভাগ পুলিশ ক্রাইম সিন টেপের কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে রয়েছে–যেন সংকেত দিচ্ছে যে যতই ক্লান্ত থাকুক না কেন, নিজের গাড়িতে দীর্ঘসময় ধরে লুকিয়ে কোনোভাবেই বাঁচতে পারবে না। কর্সাকের কফির থার্মোসের কথা মনে পড়লো তার। যতই বিদঘুটে হোক না কেন, ক্যাফেইনের ভীষণ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। কিন্তু পেছনের সিটে রাখা থার্মোসটি হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ থেমেও গেল।

ক্রুজারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজনের দিকে তাকালো রিজোলি। গ্যাব্রিয়েল ডিনকে দেখতে পেল, কালো বিড়ালের মতো শীর্ণ ও শান্ত দেখাচ্ছে তাকে যখন ক্রাইম সিন পেরিমিটারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সে দেখলো উপস্থিত থাকা পুলিশগুলো ফ্ল্যাশলাইটগুলো ক্রমাগত নাড়িয়ে মাটিতে কিছু জিনিস নিরীক্ষণের কাজ করছে। কিন্তু কর্সাককে কোথাও দেখতে পেল না।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অফিসার ডাউডের দিকে এগিয়ে গেল, যাকে স্টেকআউট টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "তুমি কি ডিটেক্টিভ কর্সাককে দেখেছ?"

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলো।

"না, ম্যাডাম।"

"তোমরা যখন এখানে পৌছাও তখন ছিল না সে? লাশটির পাশে দাঁড়িয়ে?"

"আমি তাকে একবারের জন্যও দেখতে পাইনি।"

সে গাছগুলোর দিকে তাকালো যেখানে গ্যাব্রিয়েল ডিনের সাথে তার দেখা হয়েছিল। কর্সাক পেছনে দৌড়ে এগিয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে পৌছাতে পারেনি। আর সে এখানেও আসেনি...

সে গাছগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, কবরস্থানের যে রাস্তা বরাবর হেঁটে গিয়েছিল, আবারও সেদিক ধরেই চললো। দৌড়ানোর সময় লক্ষকে ছুঁয়ে ফেলার জন্য এতটাই উদগ্রীব হয়ে পড়েছিল যে কর্সাকের প্রতি খুব সামান্যই নজর দিতে পেরেছিল, যে তাকে অনুসরণ করেই এগিয়ে যাচ্ছিলো। নিজের ভয়ের বিষয়টি মনে করতে পারলো, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়ার ঘটনা, রাতের বাতাস যা তার মুখের পাশ কাটিয়ে বয়ে গিয়েছিল। কর্সাকের কষ্ট করে শ্বাস নেওয়ার ঘটনাটিও মনে করতে পারলো যখন তার সাথে তাল মিলিয়ে এগোনোর চেষ্টা করেছিল সে। এরপরে পেছনে পরে গিয়েছিল এবং এভাবেই খেই হারিয়ে ফেলেছিল।

দ্রুত সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাম থেকে ডান দিক বরাবর ফ্ল্যাশলাইট নাড়িয়ে দেখছে। এই রাস্তা ধরেই কী সে এগিয়েছিল? না, না, সে ভিন্ন কোনো হেডস্টোন ধরে এগিয়ে গিয়েছিল। বাম দিকে একটি অবেলিস্কের আবছায়া দেখতে পেল।

রাস্তা পাল্টে, অবেলিস্কের দিকে এগোতে গেলে কর্সাকের পায়ের ওপরে হোঁচট খেয়ে পড়লো সে।

একটি হেডস্টোনের পাশে কুঁকড়ে শুয়ে আছে সে, বড়োসড়ো ধড়ের অংশটি গ্রানাইটের ছায়ার মাঝে যেন হারিয়েই গেছে। হাঁটুর ওপর দ্রুত ভর দিয়ে বসে, তাকে ঘোরানোর সময় সাহায্য চেয়ে চিৎকার করলো। ফুলে উঠা বিষণ্ন চেহারাটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো তার হয়তো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে।

গলার অংশে হাত ঠেকিয়ে সে তার ক্যারোটিড পালস এমন গুরুতরভাবে খুঁজতে লাগলো যার ফলে ধ্বনিত হওয়া পালসটিতে নিজের আঙুলের জায়গায় কর্সাকের আঙ্গুল ঠেকাতে যাচ্ছিলো। অবশেষে পরীক্ষা করার পর হৃদস্পন্দনের অনুপস্থিতির বিষয়টি লক্ষ করলো সে।

হাত মুঠো করে তার বুকে জোরে জোরে বাড়ি দিলো রিজোলি। আক্রমণাত্মক সেই ঘুষিতেও তার হৃদপিণ্ড সচল হলো না।

এরপর তার মাথা একদিকে হেলিয়ে ঝুলে থাকা চোয়ালের মুখটি খুলে দিলো, যাতে বাতাস প্রবেশ করতে পারে। কর্সাকের কত বৈশিষ্ট্যই তো এক সময় রিজোলির বিরক্তির কারণ হয়েছিল। তার ঘামের গন্ধ, সিগারেট, তার ফোঁসফোঁস

BanglaBook.org

করে নিঃশ্বাস নেওয়ার ঘটনা, চিটচিটে হাতের করমর্দন সবকিছুই বিরক্তির উদ্রেক করতো। কিন্তু এই মুহূর্তে ওগুলোর কোনোটাই মাথায় এলো না তার যখন মুখে মুখ লাগিয়ে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশের কাজ করতে লাগলো। অনুভব করলো কর্সাকের বুকের অংশ উঠানামা করছে, প্রশ্বাসের সময়ে আবারও তার ফুসফুস থেকে বের হয়ে আসা ফোঁসফোঁসানি শব্দ শুনতে পেল। তার বুকে হাত রেখে সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করলো, যে কাজ তার হৃদপিণ্ড করতে আপত্তি জানাচ্ছে। অন্যান্য পুলিশের সাহায্য করতে আসা অবধি পাম্পিং করে যেতে থাকল। হাত ক্রমাগত কাঁপছে তার। পরনের গেঞ্জি ঘামে ভিজে গেল। এমনকি পাম্প করার সময়েও নিজেকে দুষলো সে। কীভাবে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল এভাবে ফেলে রেখে? কেনই বা তার অনুপস্থিতি চোখে পড়েনি? তার পেশিগুলো দপদপ করে জ্বলতে শুরু করলে এবং হাঁটু ব্যথা করতে লাগলেও এক মুহূর্তের জন্য থামলো না। তার প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ সে এবং দ্বিতীয়বার তাকে কোনোভাবেই অবহেলার অংশ করবে না।

অ্যাম্বুলেন্সের উচ্চশব্দের সাইরেন শুনে সেটির কাছে আসার ব্যাপারটি টের পেল।

প্যারামেডিকস আসার পরেও ক্রমাগত পাম্পিং এর কাজ করেই চলেছে। যখন একজন তার হাত তুলে তাকে কোমলভাবে টেনে সরিয়ে দিলো একমাত্র তখনই নিজের ভূমিকা পরিত্যাগ করলো। যখন প্যারামেডিকস বিষয়গুলোকে নিজেদের মতো সামলাচ্ছে, আইভি লাইন প্রবেশ করিয়ে স্যালাইনের ব্যাগ লাগানোর কাজ করছে, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সে, পা দুটো ক্রমাগত কেঁপে চলেছে তার। তারা কর্সাকের মাথাকে পেছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে ল্যারিঙ্গোস্কোপ ব্লেড তার গলার মধ্যে চেপে বসিয়ে দিলো।

"আমি তার ভোকাল কর্ড দেখতে পাচ্ছি না!"

"হায় যীশু, এত বড়ো গলা তার।"

"জিনিসটিকে ঠিক জায়গায় বসাতে সাহায্য করো আমাকে।"

"ঠিক আছে। চেষ্টা করো আবারও!"

আবারও প্যারামেডিক ল্যারিঙ্গোস্কোপ প্রবেশ করালো, কর্সাকের ভারী চোয়াল চেপে ধরে রাখলো তা। বৃহৎ আকারের গলা এবং ফুলে উঠা জিহ্বার কারণে, কর্সাককে দেখে সদ্য জবাই হওয়া ষাঁড়ের মতোই লাগছে।

"টিউব লাগাও!"

কর্সাকের শার্টের বাকি অংশ ছিঁড়ে ফেলার পর বুকের পুরু লোমের স্তর উন্মুক্ত হয়ে পড়লে ডিফাইব্রিলেটর প্যাডেল দিয়ে তারা সেখানে ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলো। ইকেজি মনিটরে আঁকাবাঁকা কিছু রেখা দেখতে পেল তারা।

"ভি-ট্যাক অবস্থায় আছে!"

BanglaBook.org

প্যাডেলের চার্জটুকু ফুরিয়ে গেলে, কর্সাকের বুকে ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট জোরে আঘাত করলো। এই কারণে ঘাসের ওপরেই প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে ক্ষণেই নড়বড়ে ঢিবির মতো পড়ে গেল সে। পুলিশের অসংখ্য ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে আরও কিছু নির্দয় বিষয় চোখের সামনে ভেসে উঠল, ক্রমাগত বিয়ার পানের ফলে সৃষ্ট মোটা পেট থেকে শুরু করে মেয়েলি বুকের অংশ পর্যন্ত সবকিছুই র এই মাত্রাতিরিক্ত ওজনের লোকদের জন্য বিদ্রূপাত্মক।

"ঠিক আছে! তার রিদম পাওয়া যাচ্ছে। সাইনাস ট্যাক–"

"বিপি?"

কাফের অংশ তার মাংসল হাতের সাথে এঁটে রইলো। "নাইন্টি সিস্টোলিক। তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হবে তাকে!"

কর্সাককে তারা অ্যাম্বুলেন্সে স্থানান্তর করে নিয়ে রাতের অন্ধকারে টেইললাইট নিয়ে হাসপাতালের দিকে চলে যাওয়ার পরেও রিজোলি নিজের জায়গা থেকে নড়লো না। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অসাড় হয়ে পড়েছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভাবছে তার সাথে কী হতে চলেছে। ইমার্জেন্সি রুমের প্রখর আলো। আরও সূচ এবং আরও টিউবের সান্নিধ্যে যেতে চলেছে সে। হঠাৎ মনে হলো তার, কর্সাকের স্ত্রীকে ফোন করা প্রয়োজন, কিন্তু রিজোলি তার নাম জানে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সে ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারেই তেমন কিছু জানে না। তাকে এ ব্যাপারটা আরও বিষণ্ন করলো যে সে মৃত ইয়েগারদের সম্পর্কে যাও বা জানে জীবন্ত সেই মানুষের সম্পর্কে সেরকম কিছুই জানে না, যে তার সাথে কাজ করে। এমন একজন অংশীদার ছিল সে যাকে এইমাত্র হয়তো হারিয়েও ফেলেছে রিজোলি।

সে সেই ঘাসের দিকে তাকালো যেখানে কর্সাক এতক্ষণ পড়েছিল। এখনো সেখানে তার দেহের ভার চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ভাবছে সে তাকে লক্ষ করে দৌড়েছিল কিন্তু শ্বাসের কমতি পড়ায় তাল মেলাতে পারছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের পুরুষত্বের দর্পে কিংবা আত্মগর্বের কারণেই চেষ্টা ছাড়েনি। পড়ে যাওয়ার আগে কি সে নিজের বুক চেপে ধরেছিল? সে কী সাহায্যের আশায় ডেকেছিল?

আমি তার কথা একেবারেই শুনতে পাইনি। ছায়ার পেছনে দৌড়ানোর কারণে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিজের আত্মগর্ব ফিরে পাবার আশায় ছিলাম।

"ডিটেক্টিভ রিজোলি?" অফিসার ডাউড বলল। সে এত তাড়াতাড়ি তার পাশে দাঁড়িয়েছে যে তার উপস্থিতির বিষয়টি নূন্যতম টের পায়নি সে।

"হ্যাঁ, বলো?"

"আমরা আরেকজনকে পেয়েছি।"

"কী?"

BanglaBook.org

“আরেকটি লাশ পেয়েছি।”

হতভম্ব হয়ে, ডাউডকে স্যাঁতসেঁতে ঘাসের ওপর দিয়ে অনুসরণ করার সময় কিছুই বলতে পারলো না সে। অন্ধকার কাটিয়ে তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আশেপাশের আরও কিছু আলো জ্বলজ্বল করে উঠে তাদেরকে পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করলো। অবশেষে পচনের প্রাথমিক পর্যায়ের বোটকা গন্ধ নাকে এলো তার, সিকিউরিটি গার্ড যেখানে পড়ে রয়েছে সেখান থেকে কয়েক শ ইয়ার্ড দূরে এখন তারা অবস্থান করছে।

“কে পেয়েছে এটিকে?” জিজ্ঞেস করলো।

“এজেন্ট ডিন।”

“কেন এতটা পথ হেঁটে সে এখানেই খুঁজতে এসেছিল?”

“আমার মনে হয় সে সাধারণভাবে তল্লাশি করছিল।”

কাছে এগোলে ডিন তার দিকে ঘুরে তাকালো। “আমার মনে হয় আমরা ক্যারেনা ঘেন্টকে পেয়ে গেছি,” বলল সে।

মহিলাটি কবরের ওপরে এখন নিথর অবস্থায় পড়ে রয়েছে, আলুথালু কালো চুলের মধ্যখানে পাতার কিছু ছোটো ছোটো অংশ এমনভাবে ঢুকে রয়েছে যেন দেখে মনে হচ্ছে পচনরত মাংস অলঙ্করণের কৌতুক। অনেক আগেই মারা গেছে সে কারণ তার পেট স্ফীত হয়ে রয়েছে এবং নাসারন্ধ্র দিয়ে যে-কোনো সময় পার্জ ফ্লুইড নির্গত হবে। কিন্তু এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস পেটের নিম্নভাগের লোমহর্ষক অবস্থার কাছে কিছুটা মিইয়ে গেল। রিজোলি হা হয়ে থাকা ক্ষতটির দিকে তাকালো। তির্যকভাবে অংশটিকে কাটা হয়েছে।

মাটি যেন তার পায়ের নিচ থেকে সরে যেতে চাইলো। ভয়ে পেছনের দিকে সরে গেল কিছু একটা ধরার আশায়। এই মুহূর্তে বিশুদ্ধ বাতাস যেন ভীষণ প্রয়োজন তার।

ডিনই তাকে ধরলো। আলতো করে তার কনুই চেপে রাখলো। “এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়,” বলল সে।

স্তব্ধ হয়ে রইলো রিজোলি। তার দৃষ্টি এখনও ভয়াবহ সেই ক্ষতের ওপরেই নিবদ্ধ। অন্যান্য মেয়েদের দেহে দেখা এই একই ধরনের ক্ষতের বিষয়টি মনে পড়লো তার। এমন একটি গ্রীষ্মের কথা স্মরণ করতে পারলো সে যা এবারের তুলনায় আরও বেশি উষ্ণ ছিল।

“সে খবর দেখেছে প্রতিনিয়ত,” ডিন বলল। “ভালো করেই জানতো আপনি এই তদন্তের প্রধান হিসাবে আছেন। জানত, টেবিল কীভাবে উল্টাতে হবে এবং কীভাবে ইঁদুর বিড়ালের যৌথ খেলাটা আবারও নতুনভাবে শুরু করতে হবে। তার কাছে এটা সেরকমই। একটা খেলামাত্র।”

BanglaBook.org

যদিও তার শব্দগুলো শুনলো, কিন্তু সে কী বলতে চাইছে তা কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারলো না। "কোন ধরনের খেলা?"

"আপনি কী নামটা খেয়াল করেননি?" ডিন নিজের ফ্ল্যাশলাইট গ্রানাইটের তৈরি হেডস্টোনের ওপরে খোদাই করা শব্দগুলোর ওপরে তাক করে ধরলো :

প্রিয় স্বামী ও বাবা
অ্যান্থনি রিজোলি
১৯০১-১৯৬২

"এটা তার উপহাসের একটা অংশ," ডিন বলল। "তার লক্ষ আর কেউ না, বরং আপনিই।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় তেরো ।।

কর্সাকের বিছানার একপাশে বসে থাকা মহিলাটির শীর্ণ চুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে না কখনও সেগুলোকে পরিষ্কার করে; না বহুদিন ধরে আঁচড়িয়েছে। কোনোরকম স্পর্শ না করেই বিছানায় শুয়ে থাকা কর্সাকের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ম্যানিকুইনের মতোই প্রাণহীন অবস্থাতে কোলের ওপর হাত ভাঁজ করে বসে আছে সে। আইসিইউ এর কিউবিকলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রিজোলি, ভেতরে ঢুকবে কী ঢুকবে না এই নিয়ে নিজের সাথে যুদ্ধ করছে। অবশেষে মহিলাটি মুখ তুলে জানালা দিয়ে তাকালে রিজোলি চলে যেতে গিয়েও ব্যর্থ হলো।

অবশেষে কিউবিকলের মধ্যে প্রবেশ করলো সে। "মিসেস কর্সাক?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"হ্যাঁ?"

"আমি ডিটেক্টিভ রিজোলি। জেন। আমাকে এই নামেই ডাকুন।"

মহিলাটির অভিব্যক্তি আগের মতোই নির্বিকার রইলো; যেন তার নাম চিনতে পারেনি।

"আমি আপনার নামের প্রথমাংশ জানি না," রিজোলি বলল।

"ডায়ান।" কিছু সময়ের জন্য মহিলাটি চুপ করে থেকে ভ্রুকুটি করে বলল। "আমি দুঃখিত। আপনার নামটা আবার বলুন তো?"

"জেন রিজোলি। আমি বোস্টন পিডির সদস্য। আমি আর আপনার স্বামী একটা কেসে একই সাথে কাজ করছি। হয়তো সে বলেছে।"

তার কথাতে পাত্তা না দিয়ে ডায়ান আবারও তার স্বামীর দিকে তাকালো। তার মুখ দেখে দুঃখ কিংবা ভয় কোনো ব্যাপারই পরিষ্কার বোঝা গেল না। তবে কিছুটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য রিজোলি বিছানার কাছে নিরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। *কত টিউব লাগিয়েছে,* মনে মনে ভাবলো সে। কত মেশিন। আর সবকিছুর মধ্যখানে কর্সাক, জ্ঞানহীন একখণ্ড মাংসের মতো পড়ে আছে। ডাক্তাররা হার্ট অ্যাটাকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, যদিও তার কার্ডিয়াক রিদম বর্তমানে স্থিরাবস্থায় এসেছে, তারপরেও সে নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। হা করে থাকা মুখটি থেকে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব প্লাস্টিকের সাপের মতো বের হয়ে আছে। বিছানার পাশে লাগিয়ে রাখা রিজার্ভারে মূত্র আস্তে আস্তে জমা হচ্ছে। তার গোপনাঙ্গের ওপরে

BanglaBook.org

বেডশিট টেনে রাখা হলেও বুক এবং পেটের অংশ উন্মুক্ত এবং লোমওয়ালা একটি পা সিট ভেদ করে বেরিয়ে আছে যার ফলে দীর্ঘদিন না কাটা হলুদ হয়ে থাকা পায়ের নখ দেখা যাচ্ছে। এগুলো ছোটোখাটো বিষয় দেখার সময় লজ্জাবোধ কাজ করলো রিজোলির যে কীভাবে এই শঙ্কিত অবস্থায় সে তার একান্ত বিষয়গুলো দেখে চলেছে। তারপরেও সে চোখ ফেরাতে পারলো না। মায়াবলে যেন তার চোখ অন্তরঙ্গ সব খুঁটিনাটি বিষয়ে আটকে গেছে, সব থেকে বেশি যে চিন্তাটা তার মাথায় কাজ করছে সেটি হচ্ছে, যদি জেগে থাকত কর্সাক আর কিছু হলেও নিজেকে এভাবে দেখতে দিত না।

"তার শেভের প্রয়োজন," ডায়ান বলল।

উদ্বেগের তুচ্ছ অংশ, তারপরেও ডায়ান বিষয়টি কতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উল্লেখ করলো। একফোটাও নড়েনি সে বরং আগের মতোই হাত জড়ো করে স্থির হয়ে বসে আছে, তার শান্ত অভিব্যক্তি দেখে তাকে পাথরের তৈরি মানুষ বলে মনে হচ্ছে রিজোলির।

কিছু বলার মতো বিষয় খুঁজতে লাগলো, এমনকিছু যা তার মতে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজে আসবে এবং গতানুগতিকতার মাঝে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। "ফাইটার সে। এত সহজে হার মানবে না।"

তার শব্দগুলো তলাবিহীন পুকুরে পাথর ফেলার মতো দেখালো। যাতে ঢেউ দেখা যায় না, না কোনো প্রতিক্রিয়া। এরপর বেশ কিছু সময় যাওয়ার পরে ডায়ানের নীল চোখজোড়া আবারও তার দিকে ফিরলো।

"আমি আবারও আপনার নাম ভুলে গেছি।"

"জেন রিজোলি। আপনার স্বামী এবং আমি একটা স্টেকআউটে একসাথেই কাজ করেছিলাম।"

"ওহ। আপনিই সে।"

চুপ করে রইলো রিজোলি, হঠাৎ তার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছে। *হ্যাঁ, আমিই সে। আমিই সে যে তাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমিই সে যে তাকে সেই অন্ধকারের মধ্যে মরার জন্য একা ফেলে রেখে গিয়েছিলাম কারণ ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত ছিলাম।*

"ধন্যবাদ আপনাকে," ডায়ান বলল।

ভ্রুকুটি করলো রিজোলি। "কিসের জন্য?"

"আপনি যা করেছেন তার জন্য। তাকে যে সাহায্য করেছেন।"

রিজোলি মহিলাটির অস্পষ্ট নীল চোখজোড়ার দিকে তাকালে প্রথমবারের মতো তার সংকুচিত চোখের মণিজোড়া খেয়াল করলো। *অনুভূতিহীন মানুষের দৃষ্টি,* ভাবলো সে। *ডায়ান কর্সাক নারকোটিকের ঘোরে রয়েছে।*

BanglaBook.org

কর্সাকের দিকে তাকালো রিজোলি। সেই রাতের কথা খেয়াল পড়লো তার যখন ঘেন্ট ক্রাইম সিনে তাকে আসতে বললে মাতাল অবস্থায় এসেছিল সে। একইসাথে সে সেই রাতের কথাও মনে করতে পারলো, যখন তারা মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিসের বাইরে পার্কিং লটে একসাথে দাঁড়িয়েছিল এবং কর্সাককে দেখে মনে হয়েছিল বাড়ি ফিরতে সে অনিচ্ছুক। প্রতি সন্ধ্যায় এসব ঘটনারই কী সম্মুখীন হতো সে? শূন্য দৃষ্টি এবং রোবট কণ্ঠের এই মহিলার সাথেই কী এতদিন সংসার করেছে সে?

আপনি কখনো বলেননি আমাকে। আর আমিও কখনও জিজ্ঞেস করিনি।

বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে তার হাত চেপে ধরলো। আগের সব করমর্দনের সময় নিজের বিরক্তিভাবের কথা মনে পড়লো তার। আজকে তেমন কিছুই হলো না; বরং আজকে, খুশি হতো যদি সে তার হাতের চাপের পুনরাবৃত্তি করত। কিন্তু তার হাতের মধ্যে পড়ে থাকা হাতটি অসাড়-ই থেকে গেল।

২২২

অবশেষে বেলা এগারোটার সময় নিজের অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলো রিজোলি। দুটো ডেড বোল্ট বন্ধ করে, বাটন লক চেপে, চেইন শক্তভাবে লাগিয়ে দিলো। একবার তার মনে হয়েছিল যে এই লকগুলো হয়তো তার মস্তিষ্ক বিকৃতির অংশবিশেষেরই প্রতীক; একসময় দরজাতে সামান্য নব লক ও নাইটস্ট্যান্ডে অস্ত্র রেখেই নিজেকে সুরক্ষিত ভাবতো, কিন্তু এক বছর আগে ওয়ারেন হয়েট তার জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। তখন থেকেই দরজাতে স্থান পেয়েছে পিতলের তৈরি এসব জিনিস। *লোমহর্ষক অপরাধের শিকার হওয়া অন্যান্য ভিক্টিমের সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থা স্বয়ং তারও*, তালাগুলোর সারির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সময় হঠাৎ করেই তা রিজোলির মনে হলো। তাই নিজের বাসাকে যতটুকু সম্ভব বাইরের পৃথিবী থেকে ব্যারিকেড দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়।

সার্জনের জন্যই এরকম হয়েছে তার।

আর এখন এই নতুন খুনি, ডমিনেটর, দরজার বাইরে অবস্থান করা দানবদের সাথে গলা মিলিয়ে কোরাস গেয়ে চলেছে। গ্যাব্রিয়েল ডিন এক দেখাতেই বুঝে গিয়েছিল ক্যারেনা ঘেন্টের লাশ যে কবরের ওপরে রাখা হয়েছিল সেটা আর কিছু হলেও দুর্ঘটনাক্রমে রাখেনি কেউ। যদিও কবরে অবস্থান করা মানুষ অ্যান্থনি রিজোলির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তার, কিন্তু তারপরেও এই একই নামের বিষয়টি তাকে মেসেজ পাঠানোর মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়।

ডমিনেটর আমার নাম জানে।

BanglaBook.org

পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা একবার চক্কর মেরে দেখে নিলো রিজোলি। কাজটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নিজের হোলস্টার খুললো না। আকারে খুব একটা বড়ো নয় অ্যাপার্টমেন্টটা, যে কারণে এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে কিচেন ও লিভিং রুমের অংশটা ভালোভাবে দেখে নিতে পারলো। এরপর ছোট্ট হলওয়ে ধরে চলে এলো বেডরুমে। ক্লোজেট খুলে এবং বিছানার নিচে উঁকিঝুঁকি মেরে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিলো। এরপরই নিজের হোলস্টার খুলে অস্ত্রটি বের করে রাখলো নাইটস্ট্যান্ডের ড্রয়ারে। পোশাক খুলে চলে গেল বাথরুমে। আবারও অটোমেটিক রিফ্লেক্সের সাহায্যে দরজা লাগিয়ে দিলো যা একেবারে অপ্রয়োজনীয় এখানে, কিন্তু একমাত্র এভাবেই সে শাওয়ারে নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করতে পারে এবং পর্দা টেনে দেওয়ার কাজে স্নায়ুকে রাজি করাতে পারে। কিছুক্ষণ পর চুলে কন্ডিশনার লাগানোর সময় হঠাৎ তার কাছে মনে হলো সে সেখানে একা নেই। হ্যাঁচকা টানে পর্দা সরিয়ে শূন্য বাথরুমের দিকে তাকিয়ে রইলো একভাবে। হৃদপিণ্ড জোরে জোরে বুকে বাড়ি দিচ্ছে। কাঁধ বেয়ে পানি পড়ছে মেঝেতে।

পানির ট্যাপ বন্ধ করে দিলো। এরপর টাইলস লাগানো দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে দম নিলো, যেন তার হৃদস্পন্দন কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। নিজের হৃদস্পন্দনের শব্দ ছাড়াও ভেন্টিলেশনের ফ্যানের হুম হুম শব্দ পেলো। সাথে তার বিল্ডিংয়ের পাইপের খটখট শব্দও। শব্দটি প্রতিদিন হলেও আজকের আগে কখনও তাতে গুরুত্ব দেয়নি। ছোটো ছোটো বিষয়গুলো যেন ক্রমাগত তাকে খোঁচাতে লাগলো।

হৃদস্পন্দন কিছুটা স্বাভাবিক গতি ফিরে পেলে, চামড়াতে লেগে থাকা পানির ফোঁটাগুলো শীতল একটা অনুভূতির সৃষ্টি করলো। বাইরে বেরিয়ে এসে টাওয়েল পরে থাকা অবস্থাতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ভেজা মেঝের ওপরে। কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কঠিন পুলিশি চরিত্রের রিজোলি কাঁপতে থাকা মাংসের দলা ছাড়া এখন যেন আর কিছুই নয়। আয়নাতে দেখলো, ভয় তার মধ্যে ঠিক কতটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সে এমন একটি মেয়েকে দেখতে পেল যে নিজের আগের ওজন হারিয়েছে, স্লিম গঠনের মানুষ থেকে বর্তমানে হাড়সর্বস্ব মানুষে পরিণত হয়েছে। যার মুখ একসময় চৌকো এবং শক্ত গঠনের ছিল, এখন প্রেতাত্মার মতো হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো গাঢ় চোখগুলো যেন হারিয়ে গেছে শূন্য কোটরে।

আয়না থেকে সরে দাঁড়িয়ে বেডরুমে চলে গেল সে। এখনও তার চুলগুলো ভেজা। চোখ খোলা রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লো সে। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। উইন্ডো ব্লাইন্ডের ফাঁক গলে দিনের প্রখর আলো ঘরের ভেতরে প্রবেশ করছে। রাস্তায় ট্রাফিকের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। এখন দুপুর। প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ধরে ঘুমায়নি সে। আর বারো ঘণ্টা অবধি কিছুই খায়নি। কিন্তু

BanglaBook.org

এরপরেও, না তার ক্ষুধা পেয়েছে না ঘুম। সকালের ঘটনাগুলো এখনও তার স্নায়ুর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের মতো বয়ে চলেছে, স্মৃতিগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দেখেছে সিকিউরিটি গার্ডের গলা হা হয়ে থাকার বিষয়টি, মাথার অংশ অস্বাভাবিক কোণে ধড়ের অংশ থেকে বেঁকে থাকার ঘটনাটিও দেখেছে। সেই সাথে ক্যারেনা ঘেন্টকে দেখেছে, যার চুলের ফাঁকে ফাঁকে পাতা আটকে ছিল।

আর এরপর দেখেছে কর্সাককে, যার দেহ বর্তমানে টিউব ও তারে গিজগিজ করছে।

স্ট্রোব লাইটের মতো তার মাথায় তিনজনের চেহারাই ঘুরপাক খেতে লাগলো। ব্যাপারটাকে কোনোভাবেই রুখতে পারলো না। তাদের গুঞ্জন থামাতে পারলো না। *পাগল হলে কী এরকমই হয়?*

সপ্তাহখানেক আগে, ডা. জুকার তাকে কাউন্সেলিং করতে গিয়ে বলেছিল এবং এই কারণে তাকে রাগ দেখিয়ে চলেও এসেছিল সে। এখন ভাবছে ডা. জুকার তার কথাগুলো শুনে, তার চাহনি দেখে এমন কিছু জিনিস বুঝতে পারেনি তো যে ব্যাপারে সে নিজেও অবগত নয়। তার মানসিক সুস্থতাতে সর্বপ্রথমে ফাটল ধরে গভীর এবং প্রশস্ত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন, যেদিন সার্জন তার জীবন উথালপাথাল করে দিয়ে গিয়েছিল।

১১১

ফোন বেজে ওঠার শব্দে জেগে উঠল রিজোলি। তার কাছে মনে হলো মাত্রই চোখজোড়া বন্ধ করেছে, আর এই মুহূর্তে ফোন আসার কারণে প্রচণ্ড রাগ উঠছে। ভাবছে তাকে কি কেউ সামান্যতম সময়ের জন্যও বিশ্রাম নিতে দিতে পারে না। অবশেষে রাগতস্বরেই উত্তর দিলো সে : "রিজোলি বলছি।"

"ওহ...ডিটেক্টিভ রিজোলি, মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিস থেকে আমি ইয়োশিমা বলছি। ঘেন্টের পোস্টমর্টেমে ডা. আইয়েলস আপনাকে আসতে বলেছে।"

"আমি আসছি কিছুক্ষণ পরে।"

"যদিও সে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে, আর—"

"ক'টা বাজে এখন?"

"চারটার কাছাকাছি। আমরা আপনাকে পেজ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আপনি উত্তর দেননি।"

সে হঠাৎ করে এমনভাবে উঠে বসলো যে রুমটা যেন একটা চক্কর দিলো। মাথাটা সামান্য ঝেঁকে নিয়ে বিছানার পাশে রাখা ঘড়িটা দেখলো : 3:52।

BanglaBook.org

অ্যালার্ম ও পেজারের শব্দ অগ্রাহ্য করে এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সে। "দুঃখিত," বলল সে। "যত দ্রুত সম্ভব আমি পৌঁছাচ্ছি সেখানে।"

"একটু দাঁড়ান। ডা. আইয়েলস আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে।"

সে মেটাল ট্রে'র ওপরে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করার ধাতব শব্দ পেল। আর এরপরই শুনতে পেল ডা. আইয়েলসের কণ্ঠস্বর। "ডিটেক্টিভ রিজোলি, তুমি আসছো তো, তাই না?"

"আমার পৌঁছাতে আধা ঘন্টার মতো লাগবে হয়তো।"

"তাহলে আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।"

"আমি তো বলছি না তোমাদেরকে কাজ থামিয়ে রাখতে হবে।"

"ডা. টিয়ার্নিও আসবে। তোমাদের উভয়েরই বিষয়টি দেখা দরকার।"

ঘটনাটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। *প্যাথলজিস্টের এত স্টাফ ছেড়ে ডা. আইয়েলস সদ্য অবসর নেওয়া ডা. টিয়ার্নিকেই আবারও ডেকে পাঠালো কেন?*

"কোনো সমস্যা হয়েছে কী?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"শিকারের পেটের নিম্নাংশের ঐ ক্ষত," ডা. আইয়েলস বলল। "সেটা কোনো সাধারণ কাটা দাগ নয়। বরং ওটা সার্জিক্যাল ইন্সিশন।"

মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিসে পৌঁছানোর পর রিজোলি ডা. টিয়ার্নিকে দেখলো। অটোপসি রুমের জন্য নির্দিষ্ট গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ডা. আইয়েলসের মতো সেও রেস্পিরেটরের ব্যবহার এড়িয়ে চলে এবং আজকে রাতে তার মুখ রক্ষার একমাত্র জিনিস হচ্ছে প্লাস্টিক শিল্ড, যার মধ্য দিয়ে রিজোলি তার কঠোর অভিব্যক্তির ছাপ দেখতে পাচ্ছে। রুমে উপস্থিত প্রায় প্রত্যেককেই মলিন দেখাচ্ছে আজ এবং রিজোলি রুমে ঢুকলে প্রত্যেকেই তার দিকে নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একবারের জন্য নিরীক্ষা করে নিলো। এখন, এজেন্ট ডিনের উপস্থিতির বিষয়টি তার কাছে অবাককর কিছু মনে হচ্ছে না। রিজোলির দিকে তার দৃষ্টি পড়লে সে সেটিকে হালকাভাবে মাথা নাড়িয়েই গ্রহণ করলো। সে ভাবলো ডিন কয়েক ঘন্টার জন্য ঘুমিয়ে আসতে পেরেছে কিনা। প্রথমবারের জন্য তার চোখে সে ক্লান্তির ছাপ দেখতে পেল। এমনকি গ্যাব্রিয়েল ডিনের মতো লোকও এই তদন্তের ভারে কাবু হয়ে পড়েছে।

BanglaBook.org

"আমি কি কিছু মিস করেছি?" জিজ্ঞেস করলো সে। যেহেতু এখনও দেহাবশেষের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারেনি, তাই সে আইয়েলসের দিকে তাকালো।

"আমরা বাহ্যিক পরীক্ষার সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছি। ইতোমধ্যেই ক্রিমিনালিস্টরা ফাইবার নেওয়ার জন্য টেপ লাগিয়েছে, নেইল ক্লিপিংস সংগ্রহ করেছে এবং চুল আঁচড়েছে।"

"ভ্যাজাইন্যাল সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে কী?"

মাথা নাড়লো আইয়েলস। "আবারও তাজা শুক্রাণু পাওয়া গেছে।"

গভীরভাবে দম নিয়ে রিজোলি অবশেষে ক্যারেনা ঘেন্টের লাশের দিকে মনোযোগ দিলো। এরইমধ্যে প্রথমবারের জন্য নাকের নিচে লাগানো ভিকস ছাপিয়ে বোটকা গন্ধ তার নাকে এসে লাগলো। নিজের পাকস্থলির ওপরে আর ন্যূনতম ভরসা নেই তার। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এত কিছু জিনিস উল্টাপাল্টা হয়েছে যে অন্যান্য তদন্তের সময়ে নিজের মনের মধ্যে যে শক্তি নিয়ে থাকত সেটার ওপরে আপাতত আর আস্থা রাখতে পারছে না। যখন এই রুমে প্রবেশ করেছিল, অটোপসিকে না বরং সেটার প্রতি নিজের প্রতিক্রিয়া দেখে আতঙ্কিতবোধ করেছিল। এখন না ধারণা করতে পারে, না নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে, যে তার প্রতিক্রিয়া ঠিক কেমন হবে। অন্যসব ব্যাপারগুলো অপেক্ষা এই জিনিসটাই তাকে ইদানীং বেশি ভীত করে।

বাসা থেকে মুঠোভর্তি ক্রাকার খেয়ে এসেছে যাতে খালি পেটে এই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন না হতে হয়। এ কারণে এখন এই লাশের এত ভয়াবহ অবস্থার দেখার পরেও দুর্গন্ধ ভেদ করে তার বমিভাবের উদ্রেক হচ্ছে না। হলুদাভ সবুজ হয়ে যাওয়া পেটের অংশের দিকে তাকানোর সময় নিজের গা গুলিয়ে উঠা ভাবকে সংযত করে নিলো। এখন পর্যন্ত Y-ইন্সিশন করা হয়নি। হা হয়ে থাকা জখমের দিকে কোনোভাবেই তাকাতে চাইলো না। এর বদলে গলার দিকে মনোযোগ দিলো, যেখানে মৃত্যু পরবর্তী সময়ে উভয় চোয়ালের নিচের চামড়ার রঙে পরিবর্তন আসার পরেও চাকার মতো দাগটা অবিকৃতই রয়ে গেছে। মাংসের মধ্যে খুনির আঙ্গুলের চাপের দাগ থেকেই গেছে যেন।

"ম্যানুয়াল স্ট্রাঙ্গুলেশন," আইয়েলস বলল। "গেইল ইয়েগারের মতো।"

ডা. জুকারের মতে কাউকে মারার সবথেকে অন্তরঙ্গ প্রক্রিয়া এটাই। চামড়ার সাথে চামড়ার ঘর্ষণ লাগে যেখানে। তার মাংসে তোমার হাতের স্পর্শ। গলা টিপে ধরার সময় অনুভব করতে পারবে কীভাবে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে।

"আর এক্স-রে?"

"বাম দিকের থাইরয়েড হর্নে ফ্রাকচার রয়েছে।"

মধ্যখানে কথা বলে উঠলো ডা. টিয়ার্নি। "গলার অংশটা আমাদের মনোযোগের অংশ টানেনি। বরং ক্ষতের অংশ টেনেছে। ডিটেক্টিভ আমি চাইবো তুমি গ্লাভস পরে নাও। এই জিনিসটা তোমার নিজেরই দেখা উচিত বলে মনে করছি।"

BanglaBook.org

যেখানে গ্লাভস রাখা থাকে সেই ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল সে। এক জোড়া স্মলস বের করে নেওয়ার জন্য বেশ কিছুটা সময় নিলো সে, যেন ইচ্ছা করেই দেরি করছে। এরপর গ্লাভসজোড়া পরে নিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

ইতোমধ্যেই ডা. আইয়েলস পেটের নিম্নভাগের ওপরে ওভারহেড লাইটকে ফোকাস করে রাখার ব্যবস্থা করেছে। কালো হয়ে যাওয়া ঠোঁটের মতো ক্ষতটি হা হয়ে রয়েছে।

"একবারের স্লাইসে চামড়ার স্তরগুলো কেটে ফেলা হয়েছে," ডা. আইয়েলস বলল। "এই কাজ করা হয়েছে ননসেরেটেড ব্লেড দিয়ে। চামড়া কাটার পরে, গভীরতম ক্ষতগুলো তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে সুপারফিসিয়াল ফ্যাসিয়া, এরপর পেশী এবং সবশেষে পেলভিক পেরিটোনিয়াম।"

রিজোলি ক্ষতের গর্তের দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে সেই হাতের কথা ভাবছে যা ব্লেড ধরে রেখেছিল, এমন একটি হাত ছিল সেটা যা স্থিরচিত্তে আত্মবিশ্বাসী স্লাইসে ইন্সিশনটা করেছিল।

থিতুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে : "যখন এসব করেছিল সে শিকার কী ততসময় বেঁচে ছিল?"

"না। সে কোনো সেলাইয়ের প্রয়োগ করেনি এবং রক্তক্ষরণের কোনো প্রমাণও নেই। এটা পোস্টমর্টেম ইন্সিশন, যখন শিকারের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার রক্ত সঞ্চালনের কাজ বন্ধ হয়ে যায় তখন তার ওপরে এই কাজ করা হয়েছিল। যে প্রক্রিয়াতে কাজটি করা হয়েছে–বিশেষত ইন্সিশনের মেথডিক্যাল সিক্যুয়েন্স দেখে বোঝা যায় খুনির সার্জিকাল অভিজ্ঞতা আছে। এর আগেও সে এরকম কাজ করেছে।"

ডা. টিয়ার্নি বলল, "দেখ,ডিটেক্টিভ। জখমের অংশটি পরীক্ষা করো।"

ইতস্ততবোধ করলো সে, লেটেক্সের গ্লাভসের মধ্যে তার দুই হাত যেন জমে গেল। আস্তে আস্তে করে ইন্সিশনের মধ্য দিয়ে ক্যারেনা ঘেন্টের পেলভিস বরাবর হাত ঢোকাল। ভালো করেই জানে আদৌতে কী পেতে চলেছে, কিন্তু এতকিছুর পরেও ঘটনাটির কথা ভেবে মনে মনে ভয় পেল। ডা. টিয়ার্নির দিকে তাকালে তার চোখে নিশ্চিতকরণের ভাবটা দেখে হঠাৎ করেই যেন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল।

"গর্ভাশয় বের করে ফেলা হয়েছে," বলল সে।

এরপর পেলভিস অংশ থেকে নিজের হাতটা উঁচিয়ে ধরলো। "এটা সে-ই," কোমলস্বরে বলল সে। "ওয়ারেন হয়েট এই কাজ করেছে।"

"আবার এর সাথে ডমিনেটরের কাজও খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে," গ্যাব্রিয়েল ডিন বলল। "অপহরণ, গলায় ফাঁস। পোস্টমর্টেম ইন্টারকোর্স–"

"কিন্তু এটা নয়," জখমের দিকে তাকিয়ে রিজোলি বলল। "এটা সম্পূর্ণভাবে

BanglaBook.org

হয়েটের নিজস্ব কল্পনা। এভাবেই সে নিজেকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। কাটাকুটি, একজন নারীকে যা নারীত্ব দান করে এবং এমন একটি ক্ষমতা তাদেরকে দেয় যা তার নিজের কখনোই থাকে না, সেই অংশটিকে কেটেই নিজের সাথে নিয়ে যায় হয়েট।" কথাগুলো বলে ডিনের দিকে সোজাসুজি তাকালো। "আমি তার কাজের ব্যাপারে ভালোভাবেই জানি। আমি আগেও তা দেখেছি।"

"আমরা উভয়েই দেখেছি," ডিনকে বলল ডা. টিয়ার্নি। "আমি গতবছর হয়েটের ভিক্টিমদের অটোপসি করেছি। এটা তার কাজের নিজস্ব ধরন।"

অবিশ্বাসে মাথা নাড়ালো ডিন। "দুজন ভিন্ন খুনি? সম্মিলিত কৌশল?"

"ডমিনেটর ও সার্জন," বলল রিজোলি। "অবশেষে তারা একে অপরকে খুঁজে পেয়েছে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় চৌদ্দ ।।

গাড়ির মধ্যে বসে আছে রিজোলি। এসি ভেন্ট থেকে ক্রমাগত উষ্ণ বাতাস বের হচ্ছে। ঘামের বিন্দুগুলো ফোঁটায় ফোঁটায় জ্বলজ্বল করছে তার মুখে। অটোপসি রুম তার মধ্যে ভয়ের যে ঠান্ডা পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেছে, রাতের উষ্ণ পরিবেশও যেন তা কাটাতে ব্যর্থ হলো। *কোনো ভাইরাসের সংস্পর্শে পড়েছি হয়তো*, মাথার দুই পাশ ডলতে ডলতে ভাবলো সে। আর অবাক হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার নেই এখানে কারণ বেশ কিছুদিন ধরে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা। সবকিছু নিজের প্রভাব দেখাতে শুরু করেছে। মাথা ব্যথা করছে, এখন নিজের বিছানায় গিয়ে প্রায় সপ্তাহ ধরে ঘুমানোটাই যেন তার অত্যন্ত প্রয়োজন।

ড্রাইভ করে সরাসরি বাসায় গেল সে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে সেসব রীতি পালন করলো যেগুলো ইদানীংকালে তাকে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে প্রকৃতিস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ডেড বোল্ট লাগিয়ে, চেইন জায়গামতো উঠিয়ে দেওয়ার কাজটা অত্যন্ত যত্নশীলভাবে করলো সে। নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সবগুলো লক লাগানোর পরে, ভালোভাবে দেখে নিলো ক্লোজেটগুলো। এরপর জুতো এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলে স্ল্যাকস এবং ব্লাউজ খোলার মতো সাহস পেল সে। শুধু অন্তর্বাস পরে বিছানায় বসে আবারও মাথার দুই পাশ ডলতে ডলতে ভাবলো তার মেডিসিন ক্যাবিনেটে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ আছে কিনা। কিন্তু উঠে দেখতে যাওয়ার চিন্তা করতেই ক্লান্তিবোধ কাজ করলো তার মধ্যে।

হঠাৎ অ্যাপার্টমেন্টের ইন্টারকমটা বেজে উঠল। উঠে দাঁড়ালো সে। মুহূর্তেই হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। স্নায়ুর প্রতিটা অংশ তাকে সতর্ক করে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে কারো বাসায় আসার ব্যাপারটা তার কাছে মোটেও আশাতীত নয়, এমনকি সে চায়ও না।

আবারও বেজে উঠলো বেল, স্টিল উলের শব্দ এসে স্নায়ুতে যেমনভাবে বাড়ি মারে শব্দটা ঠিক সেরকমই লাগলো।

উঠে দাঁড়িয়ে লিভিং রুমে এসে ইন্টারকম বাটন চেপে ধরলো, "হ্যাঁ, বলুন?"

"গ্যাব্রিয়েল ডিন বলছি। আমি কি ওপরে আসতে পারি?"

তার পরিচিত সব মানুষের মধ্যে গ্যাব্রিয়েল ডিন হয়তো সেই মানুষের মধ্যে পড়ে যার এখানে আসার ব্যাপারটা একেবারেই ধারণা করতে পারেনি সে। এতে এতটাই অবাক হলো যে কিছুক্ষণের জন্য কোনো উত্তরই দিতে পারলো না।

BanglaBook.org

"ডিটেক্টিভ রিজোলি?" তার উত্তর না পেয়ে বলল ডিন।

"এজেন্ট ডিন আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

"অটোপসির ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।"

দরজার লকগুলো খুলতে গিয়ে হঠাৎ অনুভব করলো–যদি না খুলতে হতো এগুলো। ডিনকে একেবারেই বিশ্বাস করে না সে, তারপরেও নিজের অ্যাপার্টমেন্টের সুরক্ষিত এই স্বর্গে লোকটিকে প্রবেশ করতে দিতেই হচ্ছে। উদাসীনভাবে বাটন প্রেস করলো সে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েই গেছে, এখন মনের অবস্থা পরিবর্তন করতে চাইলেও আর তা সম্ভব নয়।

ডিন দরজাতে নক করায় সুতির একটি বাথরোব পরে নেওয়ার মতো খুব অল্প সময়ই পেল সে। দরজার ফিশ আই লেন্স পিপহোল দিয়ে তার অবয়বকে বিকৃত দেখাচ্ছে। অশুভ একটা লোক। দরজার সবগুলো তালা খুলে নেওয়ার সময় সেই বিকৃত অবয়বটিই যেন তার মনের মধ্যে গেঁথে গেল। বাস্তবতা তুলনামূলকভাবে কম ভয়াবহ। যে লোকটি তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার চোখজোড়া বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বিগত কয়েকদিনের ভয়াবহ ঘটনাগুলোর সম্মুখীন হওয়ার কারণে ঠিক কতটা কম ঘুমিয়েছে সে।

এরপরেও প্রথম প্রশ্নটি তার তরফ থেকেই এলো : "আপনি কি ঠিক আছেন?"

প্রশ্নের মর্মার্থ সহজেই বুঝতে পারলো : সে হয়তো পুরোপুরি ঠিক নাই। তাকে এসে দেখে যাওয়া দরকার, এমন একজন পুলিশে পরিণত হয়েছে সে যার ভেঙ্গে টুকরো হতে এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

"আমি একদম ঠিক আছি," বলল রিজোলি।

"অটোপসির পরপরই ভীষণ তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেলেন। কোনো কথার বলার আগেই।"

"কী ব্যাপারে কথা বলতেন?"

"ওয়ারেন হয়েট সম্পর্কে।"

"আপনি তার সম্পর্কে কী জানতে চান?"

"সবকিছু।"

"এতে তো সারা রাত লেগে যেতে পারে। আর আমি ভীষণভাবে ক্লান্ত," বাথরোব আরেকটু ভালোভাবে আটকে নিলো সে, হঠাৎ যেন তার মধ্যে উদ্বিগ্ন ভাবটা কাজ করছে। তার ক্ষেত্রে সবসময়েই কারো কাছে নিজেকে বৈষয়িকভাবে উপস্থাপন করার ব্যাপারটা ভীষণ গুরুত্ব বহন করে। আর এ কারণেই ক্রাইম সিনে যাওয়ার আগে সাধারণত ব্লেজার পরে থাকে। এখন সে ডিনের সামনে সেরকম কিছু না বরং সামান্য একটি রোব ও অন্তর্বাস পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজের এই শঙ্কিত অবস্থা একদমই ভালো লাগছে না তার।

BanglaBook.org

দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, চাঁছাছোলা ভাব নিয়ে *এই কথোপকথন এখানেই শেষ।*

নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়লো না ডিন, "দেখুন আমি স্বীকার করছি যে আমি ভুল করেছি। প্রথম থেকেই আপনার কথা শোনা উচিত ছিল আমার। আপনিই প্রথম যে এই ঘটনাটি খেয়াল করেছিলেন। হয়েটের সাথে আমি সামঞ্জস্যের ব্যাপারটা খেয়ালই করিনি।"

"কারণ আপনি তাকে চেনেনই না।"

"তাহলে আমাকে তার ব্যাপারে বলুন। জেন, এ ব্যাপারে আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে।"

কাঁচের মতো তীক্ষ্ণ শব্দে হেসে উঠলো রিজোলি। "এখন আপনি টিমওয়ার্কে আগ্রহ প্রকাশ করছেন? বিষয়টা নতুন আর ভিন্ন লাগছে তো!"

ডিন যে এখান থেকে যাচ্ছে না এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই রিজোলি ঘুরে দাঁড়িয়ে লিভিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল। সে-ও তাকে অনুসরণ করে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

"হয়েটের ব্যাপারে কিছু বলুন।"

"আপনি তার ফাইলেই সব পেয়ে যাবেন।"

"আমি ইতোমধ্যেই সেগুলো চেক করেছি।"

"তাহলে তো প্রয়োজনীয় সবকিছু জেনে যাওয়ার কথা।"

"না, সবকিছু পাইনি।"

তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো সে। "আর কী বাকি আছে তাহলে?"

"তার ব্যাপারে আপনি যা জানেন আমিও সেগুলো জানতে চাই," ডিন তার দিকে কিছুটা এগিয়ে এলে রিজোলির মধ্যে হঠাৎ করে সতর্ক হয়ে যাওয়ার ভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, কারণ অনেক বেশি অস্বস্তিকর অবস্থায় রয়েছে সে, তার সামনে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে, আক্রমণ প্রতিহত করার মতো অবস্থাও যেন নেই তার। তার এসব কাজ এবং চাহনি যেভাবে তার কম পরিধেয় পোশাকের ওপরে পড়েছে তা দেখে তার কাছে আক্রমণই মনে হচ্ছে।

"আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনো না কোনো আবেগময় বন্ধন তো অবশ্যই রয়েছে," বলল সে। "কোনো *গভীর সম্পর্ক*।"

"দয়া করে *গভীর সম্পর্ক* মার্কা ফাউল কিছু বলবেন না।"

"তাহলে আপনি এটাকে কী বলেন?"

"সে খুনি। আমি এমন একজন ছিলাম যে তাকে কোণঠাসা করেছিলাম। ব্যাপারটা এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।"

"উহু, এই ব্যাপারটা নিয়ে যতটুকু শুনেছি, এতটাও সহজ নয়। আপনি স্বীকার

BanglaBook.org

করুন অথবা না করুন, আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনো না কোনো গভীর সম্পর্ক তো অবশ্যই রয়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে আবারও সে আপনার জীবনে প্রবেশ করেছে। ক্যারেনা ঘেন্টের লাশটি তারা যে কবরস্থানে ফেলে রেখে এসেছে আর কিছু না হলেও সেটা যে একদম কাকতালীয়ভাবে পছন্দ করা হয়নি তা নিশ্চিত।"

কিছুই বলল না রিজোলি। এই একটা পয়েন্ট সে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারবে না।

"সে শিকারি, যেমনটা আপনি," বলল ডিন। "আপনারা উভয়ই মানুষের শিকার করে থাকেন। এটাই আপনাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। কমন গ্রাউন্ড।"

"এরকম কোনো কমন গ্রাউন্ড নেই।"

"কিন্তু তুলনামূলকভাবে আপনারা একে অপরকে ভালোভাবেই বুঝেন। আপনার অনুভূতি যাই হোক না কেন, আপনি তার সাথে সংযুক্ত। আপনি ডমিনেটরের মধ্যে তার প্রভাবের বিষয়টা অন্য কেউ খেয়াল করার আগে ধরে ফেলেছিলেন। আপনি আমাদের থেকে এই ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন।"

"আর আপনার মনে হয়েছিল আমাকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া দরকার।"

"হ্যাঁ, সেই সময়ে, সত্যি এরকম মনে হয়েছিল।"

"তাহলে এখন আমি পাগল নই। এখন একদম সুস্থ হয়ে গেছি।"

"আপনি তার মনের ভেতরে পরিভ্রমণ করার ক্ষমতা রাখেন। পরবর্তীতে সে কী করতে চলেছে আমাদেরকে সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। কী চায় সে?"

"কীভাবে জানবো আমি?"

"আপনি তাকে অন্য যে-কোনো পুলিশের তুলনায় অনেক অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন।"

"অন্তরঙ্গ? আপনি এটাকে এভাবে বলছেন কেন? কুত্তার বাচ্চা আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।"

"আর খুনের থেকে বেশি অন্তরঙ্গ কিছুই হতে পারে না। পারে কি?"

এই মুহূর্তে ডিনের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছে তার কারণ সে এমন একটি সত্য বলে ফেলেছে যেখান থেকে কিছুটা দূরে থাকতে চায়। সে এমন কিছু জিনিস আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যা স্বীকার করতে ভয় পায় রিজোলি: ওয়ারেন হয়েট এবং সে সারাজীবনের জন্য একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট। ভালোবাসার তুলনায় ভয় ও ঘৃণা অনেক শক্তিশালী আবেগ।

কৌচের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে পড়লো সে। একসময়, প্রতিআক্রমণের জন্য মুখিয়ে থাকত। একসময়, প্রত্যেকটি পুরুষ মানুষকে কথার মাধ্যমেই জব্দ করতে পারত। কিন্তু আজকে, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তার, ভীষণ ক্লান্ত এবং ডিনের

BanglaBook.org

প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার মতো শক্তি তার মধ্যে যেন অবশিষ্ট নেই। কিন্তু যতক্ষণ না ডিন নিজের প্রশ্নগুলোর ঠিক উত্তর পাচ্ছে, সে জানে কোনোভাবেই তাকে ছাড়বে না এবং এই কারণে বাধ্য হয়েই নিজেকে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। ডিনের মুখোমুখি হবে যাতে তাকে একা রেখে যত দ্রুত সম্ভব চলে যায়।

সোজা হয়ে বসে নিজের হাতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো রিজোলি, জখমের সদৃশ দুটো দাগ। হয়েটের ফেলে যাওয়া দৃশ্যত স্যুভেনির এগুলো; সেভাবে অন্যান্যগুলো দেখা যায় না   পাঁজরের ও মুখের হাড়ের সেরে যাওয়া ফ্রাকচারস সেগুলো যা শুধুমাত্র এক্সরের মাধ্যমেই দেখা যাবে। এদের মধ্যে সব থেকে কম দেখতে পাওয়া যায় তার জীবনে চিড় ধরার রেখা, ঠিক যেমনটা ভূমিকম্প নিজের ফলস্বরূপ রেখে দিয়ে যায়। গত কয়েকসপ্তাহে, সেসব চিড় বৃদ্ধি পাবার ঘটনাটি অনুভব করেছে যেন মাটি তার পায়ের নিচ থেকে সরে চলে যাওয়ার বাহানা খুঁজছে।

"আমি সেখানে তার উপস্থিতির বিষয়টি সেদিন বুঝতে পারিনি," ফিসফিসিয়ে বলল সে। "সেলারে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল সে। ঐ বাড়িতে..."

রিজোলি থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা চেয়ারে বসে পড়লো ডিন। "আপনিই সে ছিলেন যে তাকে খুঁজে বের করেছিল। একমাত্র পুলিশ যে বুঝতে পেরেছিল তাকে কোথায় খুঁজতে হবে।"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

শ্রাগ করলো রিজোলি এবং কিঞ্চিৎ হাসলোও। "দুর্ভাগ্যই বলতে পারেন।"

"না, এটার থেকে হয়তো বেশি কিছু ছিল।"

"দয়া করে এমন কিছু জিনিসের ক্রেডিট দেবেন না যার যোগ্যতা রাখি না।"

"আমার মনে হয় না আমি আপনাকে যথাযথ ক্রেডিট দিচ্ছি।"

ডিনের দিকে তাকালে দেখতে পেল রিজোলি সে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যার ফলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছা হলো তার। কিন্তু এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে গিয়ে পালিয়ে বাঁচবে সে, এমন কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা জানা নেই তার যা ডিনের তীক্ষ্ণ নজর থেকে তাকে রক্ষা করবে। *কতটুকু দেখতে পাচ্ছে সে?* ভাবলো রিজোলি। *সে কী জানে সে আমাকে ঠিক কতটা গম্ভীর অবস্থার মুখোমুখি করছে?*

"আমাকে বলুন সেলারে কী হয়েছিল?" জিজ্ঞেস করলো ডিন।

"আপনি জানেন কী হয়েছিল। সব তো আমার জবানবন্দিতেই আছে।"

"জবানবন্দিতে মানুষ অনেক কিছুই লুকিয়ে যায়।"

"আর বেশি কিছু বলার নেই আমার।"

"আপনি কি চেষ্টাও করতে চাচ্ছেন না?"

BanglaBook.org

শার্পনেলের মতো তার মধ্যে থেকে রাগ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইলো। "আমি সেসব জিনিসের কথা ভাবতে চাই না।"

"আর আপনি সেসব দিন আর ফেরতও হয়তো চান না। তাই না?"

তার দিকে একভাবে তাকিয়ে ভাবলো রিজোলি, *কোন ধরনের খেলা খেলছে ডিন এবং কীভাবে সে তাতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ছে।* সে এমন অনেক পুরুষকে চেনে যারা মোহনীয় হয়ে থাকে, যারা নারীদের দৃষ্টি নিজেদের দিকে এত সহজে টানতে পারে যে এটা তার কাছে কশাঘাতের মতোই লাগে। রিজোলি সেই আন্দাজে নিজেকে ধরে রাখার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে, যাতে সেসব পুরুষের থেকে দূরে থাকতে পারে, বোঝাতে পারে তারা ঠিক কী : জিনগতভাবে তারা নিছক মানুষ ছাড়া আর বেশি কিছু না। এসব পুরুষের দেখা খুব কমই পেয়েছে। কিন্তু আজকে রাতে, গ্যাব্রিয়েল ডিন এমন কিছু চাইছে যা তার কাছে রয়েছে এবং সে নিজেকে আকৃষ্ট করানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। আর তা কাজেও দিচ্ছে। এর আগে কোনো পুরুষ তাকে একইসাথে এতটা বিভ্রান্ত এবং আকৃষ্ট করতে পারেনি।

"সে আপনাকে সেলারে আটকে ফেলেছিল," ডিন বলল।

"আমি হেঁটেই গিয়েছিলাম সেখানে। জানতাম না কিছুই।"

"কেন?"

এটা তার কাছে কেমন যেন একটা বিস্ময়কর প্রশ্ন লাগলো এবং কোনো উত্তর না দিয়েই চুপচাপ বসে রইলো। সেই বিকালের স্মৃতিতে ফিরে গেল রিজোলি যেদিন সেলারের খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বরাবর অন্ধকার অংশের দিকে তাকিয়েছিল সে। বাড়িটির দম বন্ধ করা গরম তাপমাত্রা এবং কীভাবে তার শার্ট এবং ব্রা ঘামে চুপসে উঠেছিল–সেসব কথা মনে করতে পারলো সে। সেই সাথে তার মাথায় এলো কীভাবে ভয় তার শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ুকে সতর্ক করে দিয়েছিল। হ্যাঁ, সে কিছু অসামঞ্জস্য জিনিস বুঝতে পেরেছিল। বুঝে গিয়েছিল ধাপগুলোর শেষে তার জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে।

"কী সমস্যা হয়েছিল, ডিটেক্টিভ?"

"ভিক্টিম," ফিসফিস করে বলল সে।

"ক্যাথারিন কর্ডেল?"

"সে ঐ সেলারে আটকা ছিল। সেলারের একটি খাটে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল–"

"টোপ হিসাবে।"

চোখ বন্ধ করতেই হঠাৎ করে যেন কর্ডেলের রক্তের গন্ধ তার নাকে এসে লাগলো। পাশাপাশি স্যাঁতসেঁতে মাটির গন্ধও। সেই সাথে নিজের ঘামের গন্ধ ও ভয়ের নোনতা স্বাদও পেল। "আমি গ্রহণ করেছিলাম টোপটা।"

BanglaBook.org

"সে জানতো আপনি সেটাই করবেন।"

"আমার হয়তো বোঝা উচিত ছিল-"

"কিন্তু আপনার মনোযোগের পুরোটা তখন ভিক্টিম কর্ডেলের ওপরে ছিল।"

"আমি তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।"

"আর সেটাই ভুল ছিল আপনার।"

রেগে গেল রিজোলি। চোখ খুলে রাগ্বত দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। "ভুল মানে?"

"আপনি প্রথমে এলাকাটাকে অভেদ্য করার ব্যবস্থা করেননি। নিজেই নিজেকে আক্রমণের শিকার হওয়ার জন্য এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি সব থেকে সামান্যতম ভুলগুলো করেছিলেন। আপনার মতো দায়িত্ববান মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টা কিছুটা অবাক করার মতোই।"

"আপনি সেখানে ছিলেন না। আমি কোন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছি, আপনি তা জানেন না।"

"আমি আপনার জবানবন্দি পড়েই এসেছি।"

"কর্ডেল সেখানে পড়ে ছিল। রক্তাক্ত অবস্থায়-"

"সাধারণ মানুষ যেভাবে কোনো ঘটনার মোকাবেলা করে থাকে আপনিও সেভাবেই এগিয়েছিলেন। আপনি তাকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ।"

"আর এটাই আপনাকে সমস্যায় ফেলেছিল। আপনি পুলিশের মতো ভাবার বিষয়টাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।"

রিজোলির আক্রোশের দৃষ্টিতে তাকানোয় তা ডিনকে সামান্যতম বিচলিত করেছে বলে মনে হলো না। সে কদাচিৎ তাকালো তার দিকে, কিন্তু তার অভিব্যক্তি অপরিবর্তিতই থাকলো, চেহারার মধ্যে এত ঠান্ডা ও আত্মবিশ্বাসী ভাব ফুটে উঠেছে তার যে এটা শুধু রিজোলির বিক্ষোভের ভাবটাই উপস্থাপন করলো।

"আমি পুলিশের মতো চিন্তা করার বিষয়টা কখনোই ভুলে যাইনি," বলল সে।

"সেই সেলারে, হ্যাঁ, আপনি ভুলে গিয়েছিলেন। ভিক্টিম আপনার মনোযোগ ভ্রষ্টের কাজ করেছিল।"

"আমার মাথাব্যথার প্রথম কারণ সবসময় ভিক্টিমই হয়ে থাকে।"

"যখন এটা আপনাদের উভয়কেই শঙ্কিত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল? এটা কি যৌক্তিক?"

যৌক্তিক। হ্যাঁ, এটা গ্যাব্রিয়েল ডিন। এই লোকের মতো আর কারও সাথে কখনো দেখা হয়নি রিজোলির, যে মৃত ও জীবন্ত উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ধরনের শূন্য আবেগ ধারণ করে চলে।

BanglaBook.org

“আমি তাকে ওভাবে মরতে দিতে পারতাম না,” বলল সে। “ওটাই আমার প্রথম এবং একমাত্র চিন্তা ছিল।”

“আপনি তাকে চিনতেন? কর্ডেলকে?”

“হ্যাঁ।”

“আপনারা কি বন্ধু ছিলেন?”

“না।” এত দ্রুত উত্তর দিলো সে যে ডিন প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো। এরপর কিছুটা দম নিয়ে বলল রিজোলি, “সার্জনের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সে। এই তো।”

“আপনি তাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না, তাই না?”

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো রিজোলি, ডিনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি থেকে যেন নিজেকে রক্ষা করতে চাইছে। এরপরে বলল সে, “তার খুব একটা কাছের কেউ ছিলাম না আমি। কথাগুলো এখন না হয় বাদই থাক।” *আমি তাকে হিংসা করি। তার সৌন্দর্যকে হিংসা করি। আর থমাস মুরের ওপরে তার প্রভাবকেও ঘৃণা করি।*

“এরপরেও কর্ডেলই সেই ভিক্টিম,” বলল ডিন।

“আমি আসলে নিশ্চিত ছিলাম না সে ঠিক কেমন ছিল। অন্ততপক্ষে প্রথম দিকে তো নাই। কিন্তু শেষ অবধি এটা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সার্জনের প্রধান লক্ষ সে-ই ছিল।”

“আপনার হয়তো নিজেকে দোষী মনে হয়েছিল। তাকে সন্দেহ করে।”

এর উত্তরে কিছুই বলল না রিজোলি।

“এই কারণেই কি তাকে বাঁচানোর তাগাদাটা আপনার মধ্যে বেশি ছিল?”

শক্ত হয়ে গেল সে, তার প্রশ্ন যেন অপমানের মতো শোনাল। “সে বিপদে ছিল। এ বাদে আমার কাছে আর কোনো কারণ ছিল না।”

“আপনি এমন কিছু ঝুঁকি নিয়েছিলেন যেটা আর কিছু হলেও আপনার বিচক্ষণভাবের পরিচয় দেয় না।”

“আমার মনে হয় না ঝুঁকি আর বিচক্ষণ নামের শব্দ দুটো একই বাক্যে একসাথে স্থান পায় কখনও।”

“সার্জন জাল বিছিয়েছিল। আপনি সেই জালে পা দিয়েছিলেন।”

“হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু সেটা তো ভুল ছিল–”

“সে জানতো যে আপনি এমনটা করবেনই।”

“কীভাবে জানবে সেটা সে?”

“আপনার ব্যাপারে সে অনেককিছুই জানে। আবারও সেই সংযোগের ব্যাপারটা। আপনাদের মধ্যে সেই যোগসূত্র।”

হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল রিজোলি। “ফালতু কথা বলবেন না,” এই কথা

BanglaBook.org

বলে লিভিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

কিচেনে তাকে অনুসরণ করে এলো ডিন, নিরলসভাবে নিজের তত্ত্বের সাহায্যে তাকে অনুধাবনের চেষ্টা করছে, এমন কিছু তত্ত্ব যা রিজোলি একদম শুনতে চায় না। হয়েট এবং তার আবেগের সংযোগের কথা শোনাটাও তার কাছে যথেষ্ট বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। আর সে বেশি সময় ধরে তা শুনতে পারবে না। কিন্তু এখানেও পৌঁছে গেছে সে, তার ক্লস্টোফোবিক কিচেনে এসে দাঁড়িয়েছে। রিজোলি যাতে তার কথা শুনতে বাধ্য হয় সেই ব্যবস্থাই করেছে সে।

"ওয়ারেন হয়েটের মনে আপনি যেমন অনায়সেই প্রবেশ করতে পারেন," ডিন বলল, "সেও তেমনটা আপনার ক্ষেত্রে পারে।"

"সে আমাকে তখন চিনত না।"

"আপনি কী এই ব্যাপারে নিশ্চিত? সে ঐ তদন্তের বিষয়গুলো কিন্তু অনুসরণ করেছিল। সে হয়তো জানত ঐ টিমে আপনিও আছেন।"

"আর আমার ব্যাপারে সে হয়তো ততটুকুই জানত।"

"আমার মনে হয় আপনি তাকে ঠিক যতটুকু ক্রেডিট দিচ্ছেন সে আপনাকে সেই তুলনায় কিছুটা বেশি জানত। মেয়েদের ভয়ে সে উজ্জীবিত হয়। তার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলে উল্লেখিত আছে এগুলো। ক্ষতিগ্রস্থ মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে। বিশেষ করে মানসিকভাবে ভঙ্গুর অবস্থায় থাকে যারা। মেয়েদের যন্ত্রণার এক ঝলক তাকে কাজে উদ্যোমী করে তোলে। এর উপস্থিতি তার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রের মাধ্যমে জিনিসগুলো খুঁজে বের করে। মেয়েদের কণ্ঠস্বরে তারতম্য। ঠিক কোনোভাবে সে নিজের মাথা ঘোরায় কিংবা মুখোমুখি কথোপকথনের পাশ কাটিয়ে যায়। সেসব ছোট্ট ছোট্ট অঙ্গভঙ্গির ব্যাপার যা আমরা ধর্তব্যের বাইরে ফেলি। কিন্তু ওয়ারেন সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সে জানে কোন মেয়ে জখমপ্রাপ্ত এবং তাদেরকেই সে নিজের শিকার হিসাবে চায়।"

"আমি তো কোনো শিকার নই।"

"কিন্তু এখন তা হয়েছেন। সে আপনাকে শিকার বানিয়েছে।" কাছে এগিয়ে এলো ডিন, এত কাছে যে রিজোলির মনে হলো আর একটু হলেই তাকে ছুঁয়ে ফেলবে। হঠাৎ তার মধ্যে এক ধরনের তাড়নার সৃষ্টি হলো, যদি সে তার বাহুতে ঠেস দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে পারত। শুধুমাত্র দেখার জন্য যে কী রকম প্রতিক্রিয়া দেখায় সে। কিন্তু আত্মগর্ব আর চেতনা তাকে দৃঢ় অবস্থানেই রাখলো।

জোর করে হেসে ফেললো সে। "এখানে শিকার কে, এজেন্ট ডিন? আমি নই। ভুলে যাবেন না, আমি সে-ই ছিলাম যার হাতে তাকে পরাস্ত হতে হয়েছিল।"

"হ্যাঁ," শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো ডিন। "আপনি সার্জনকে পরাস্ত করেছিলেন।

BanglaBook.org

কিন্তু নিজের ক্ষতিটা আটকাতে পারেননি।"

নিরবে তার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো রিজোলি। ক্ষতিগ্রস্ত। তার সাথে যা হয়েছে সেক্ষেত্রে এই একটি শব্দই যেন মানানসই। হাতে জখমের দাগ নিয়ে এবং দরজাতে লক লাগিয়ে সুরক্ষিত দুর্গের অধিকর্ত্রী সে। এমন এক মেয়ে সে যে আগস্টের উষ্ণ তাপে শ্বাস নেওয়ার সময়েও গরমের সেই দিন এবং নিজের রক্তের গন্ধের স্মৃতি রোমন্থন করবেই করবে।

কোনো কথা না বলে ঘুরে কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে আবারও লিভিং রুমে ঢুকলো। কৌচে বসে ঘোর লাগা নিরবতার মাঝে হঠাৎ হারিয়ে গেল। ডিন তাকে অনুসরণ না করায়, কয়েক মুহূর্ত একা থাকার দরুণ নিজেকে ভাগ্যবতীই মনে হলো তার। আশা করছে সে, ডিন যদি এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, শঙ্কিত প্রাণির মতো তাকে একা ফেলে যদি সে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যায়, ঠিক কতই না ভালো হয়। কিন্তু এতটাও ভাগ্যবতী সে নয়। কিচেন থেকে তার বের হয়ে আসার শব্দ পেল। দেখলো, হাতে দুটো গ্লাস ধরে আছে। তার মধ্যে একটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলো ডিন।

"কী এটা?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"টেক্যুইলা। আপনার কাপবোর্ডে খুঁজে পেয়েছি।"

তার হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে ভ্রুকুটি করলো। "আমি ভুলেই গেছিলাম এটার কথা। এটা অনেক পুরোনো।"

"যাই হোক, বোতলটা খোলা ছিল না তো।"

এটার কারণ সে টেক্যুইলার স্বাদ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। বোতলটি তার ভাই ফ্রাঙ্কির তরফ থেকে আরেকটি অকার্যকর উপহার যা সে তার বাড়িতে আসার সময় নিয়ে এসেছিল, ঠিক হাওয়াই থেকে আনা কাহলুয়া লিকার কিংবা জাপানি সেকের মতো। ফ্রাঙ্কির নিজের স্টাইলে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ মানুষের ভাব দেখানোর একটা ধরন এটা, ইউএস মেরিন কর্পসকে সেজন্য ধন্যবাদই জানাতে হয়। রৌদ্রজ্জ্বল মেক্সিকো থেকে নিয়ে আসা তার স্যুভেনির নমুনার মতোই এটা হয়তো ভালো হওয়ার কথা। কিন্তু এক চুমুক দিতে না দিতেই চোখে পানি চলে এলো রিজোলির। তার পাকস্থলী পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাটুকুও যেন উষ্ণ করে দিলো টেক্যুইলা। হঠাৎ করেই তার মাথাতে ওয়ারেন হয়েটের অতীতের একটি বর্ণনা মাথায় এলো। প্রথম শিকারগুলোকে রোহিপনোল ড্রাগের সাহায্যে অচেতন করে ফেলত সে, যা তাদের ড্রিঙ্কসে মিশিয়ে দিত। *আমাদেরকে অনিরাপদ অবস্থাতে ধরা ঠিক কতটা সহজ তাই না*, ভাবলো রিজোলি। যখন কোনো মেয়ে বিভ্রান্ত থাকে অথবা যে পুরুষ তাকে ড্রিঙ্ক দিচ্ছে তাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ থাকে না, মেয়েটির অবস্থা সেই পালের ভেড়ার মতোই হয়। যদিও সে নিজে কোনো প্রশ্ন করা ছাড়াই টেক্যুইলার

BanglaBook.org

গ্লাসটি গ্রহণ করেছে। এমনকি সে এমন একজন পুরুষকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আসার সুযোগ করে দিয়েছে যাকে সে ভালোভাবে চেনেই না।

আবারও ডিনের দিকে তাকালো সে। এখন তার থেকে কিছুটা দূরে বসে আছে এবং তারা একে অপরের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ড্রিঙ্ক, খালি থাকা পাকস্থলীতে গিয়ে ইতোমধ্যেই নিজের কার্য্যাবলি শুরু করে দিয়েছে। পা দুটো এ কারণেই অসাড় হয়ে আসছে তার। অ্যালকোহলের মোহনীয় জাদু। বিচ্ছিন্ন লাগছে তার নিজেকে এবং শান্ত, সেই সাথে কিছুটা বিপজ্জনকও।

তার দিকে ডিন কিছুটা এগিয়ে এলে রিজোলি তার চিরাচরিত ডাকাবুকো ভঙ্গিতেই রইলো, পিছিয়ে গেল না। ডিন তার ব্যক্তিগত শূন্য জায়গায় ইতোমধ্যেই হানা দিয়েছে, যা তার জীবনে খুব কম পুরুষই করতে পেরেছে। সে তাকে এই কারণে বাধা দিলো না। নিজেকে তার কাছে যেন সমর্পণ করেছে।

"আমরা এখন আর একজন খুনির পাল্লাতে নেই," বলল সে। "আমরা দুজন খুনির পার্টনারশিপের মুখোমুখি হয়েছি। আর এদের দুজনের মধ্যকার একজন পার্টনার এমন একজন যাকে আপনি অন্যান্য অনেকের থেকেই ভালো চেনেন। আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন, আপনার সাথে ওয়ারেন হয়েটের কোনো বিশেষ যোগসূত্র তো রয়েছেই। যার মাধ্যমে আপনি ডমিনেটিরের সাথেও সংশ্লিষ্ট।"

গভীরভাবে দম নিয়ে কোমলস্বরে বলল রিজোলি "এভাবেই ওয়ারেন হয়েট নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটা করতে পারে। এটাই সে সাগ্রহে কামনা করে। একজন পার্টনার। একজন পরামর্শদাতা।"

"সাভানাতেও তো তার এরকম একজন পার্টনার ছিল।"

"হ্যাঁ। অ্যান্ড্রু ক্যাপরা নামের একজন ডাক্তার। ক্যাপরার মৃত্যুর পরে, ওয়ারেন ভীষণ একা হয়ে পড়েছিল। তখনই বোস্টনে চলে এসেছিল। কিন্তু নতুন পার্টনারের সন্ধানের কাজটা কখনই ছাড়েনি। এমন কেউ যে তার সাথে নিজের ক্ষুধা ভাগাভাগি করবে। তার কল্পনার অংশ হবে।"

"আমি ভয় পাচ্ছি সে হয়তো এরকম কাউকে পেয়েও গেছে।"

কথাটি বলামাত্র একে অপরের দিকে তাকালো তারা, উভয়েই যেন এই নতুন পদক্ষেপের লোমহর্ষক পরিণতি নিয়ে সন্দিহান।

"তারা দুজনে মিলে এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছে," বলল সে। "নেকড়েরা একা শিকারের তুলনায় দলগতভাবে শিকারে পারদর্শী হয়ে থাকে।"

"হ্যাঁ, সমন্বিত শিকার।"

মাথা নাড়ালো সে। "এর মাধ্যমেই তার কাছে সবকিছু সোজা হয়ে গেছে। কাউকে অনুসরণ করা। কোণঠাসা করা। শিকারের ওপরে আয়ত্ত লাভ..."

BanglaBook.org

সোজা হয়ে বসলো রিজোলি। "চায়ের কাপ," বলল সে।

"কী হয়েছে সেটার?"

"ঘেন্টের ডেথ সিনে সেটা পাওয়া যায়নি। এখন বুঝতে পারছি ঠিক কেন।"

"কারণ ওয়ারেন হয়েট সেখানে তাকে সাহায্য করার জন্য গিয়েছিল।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো সে। "এ কারণেই ডমিনেটরের কোনো ওয়ার্নিং সিস্টেমের দরকার পড়েনি। সে নিজের সাথে একজন পার্টনারকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল যে কিনা তাকে স্বামীর নড়াচড়ার বিষয়ে সতর্ক করতে পারে। একজন পার্টনার যে পুরো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী থাকবে। আর ওয়ারেন খুশিমনেই এগুলো করেছে। সে মজা পায় এগুলোতে। এটা তার কল্পনারই অংশ–সামনে কোনো মেয়েকে অত্যাচারিত হতে দেখা।"

"আর ডমিনেটর নিজের কাজের একজন দর্শক আশা করে।"

মাথা নাড়ালো রিজোলি। "এই কারণে সে দম্পতি বেছে নেয়। যাতে তার কোনো দর্শক থাকে। নারীদেহে সর্বময় ক্ষমতা স্থাপন করার মজাটা যেন কেউ দেখে।"

সে যে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করে চলেছে সেগুলো আক্রমণের এত অন্তরঙ্গ বিষয় যে ডিনের চোখের দিকে তাকানোর বিষয়টি তার কাছে কষ্টকর মনে হলো। কিন্তু তারপরেও তার দিকে তাকিয়েই কথা বলল সে। নারীর প্রতি যৌন নির্যাতনের ঘটনা এমন এক ধরনের অপরাধ যা অধিকাংশ পুরুষের মধ্যেই কামনাসূচক বিকৃত কৌতূহলের জন্ম দেয়। সকালের তদন্তভিত্তিক কনফারেন্সে উপস্থিত একমাত্র নারী সদস্য হিসাবে সে তার পুরুষ সহকর্মীদেরকে সেই ধরনের নির্যাতনের বর্ণনা নিয়ে কথা বলতে দেখেছে এবং তাদের কণ্ঠে অদ্ভুত ধরনের এক আগ্রহের ব্যাপার লক্ষ করেছে যা স্বাভাবিক নয়, যতই তারা বৈষয়িকভাবে নিজেদেরকে সংযত রাখার চেষ্টা করুক না কেন, তারা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে এক জায়গাতেই। তারা প্যাথলজিস্টের রিপোর্টে যৌনগত জখমের বিষয়গুলো বারবার পড়ে, ক্রাইম সিনে পা ছড়িয়ে থাকা নারী শিকারের ছবির দিকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী চেয়ে থাকে। রিজোলি তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা শঙ্কাবোধ করে এবং বছরের পর বছর ধরে কোনো পুলিশের চোখে ধর্ষণের মতো বিষয়গুলো যখন অতি আগ্রহের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটা দেখে তার লোম খাড়া হয়ে যায়। ডিনের চোখে কখনো এমনটা না দেখলেও গেইল ইয়েগার এবং ক্যারেনা ঘেন্টের লাশের দিকে তাকানোর সময় তার মধ্যে যে কঠোর ভাবের বিষয়টি এসেছিল সেটি লক্ষ করেছে সে। এ ধরনের পাশবিকতায় ডিনের মাথা ঘুরে যায় না বরং গভীরভাবে আতঙ্কিত হয় সে।

"আপনি বললেন হয়েট একজন পরামর্শদাতার সাহচর্য পেতে ভালোবাসে," বলল সে।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। কেউ একজন যে প্রধান হিসাবে থাকবে। তাকে শেখাবে।"

"কী শেখাবে তাকে? সে ইতোমধ্যেই জানে কীভাবে খুন করতে হয়।"

আরেক চুমুক টেক্যুইলা পানের জন্য কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ করে রইলো। আবারও তার দিকে তাকালে খেয়াল করলো আরো একটু কাছে এসে বসেছে ডিন, থিতুস্বরে বলা কোনো জিনিস যাতে তার হাতছাড়া না হয়ে যায় সেই ভয় পাচ্ছে।

"থিমের বিভিন্নতা আনার প্রয়োজনে," বলল রিজোলি। "নারী এবং যন্ত্রণা। কতভাবে আপনি একটি দেহকে কলুষিত করতে পারেন? কতভাবে আপনি নির্যাতন করতে পারেন? বেশ কয়েক বছর ধরে একই প্যাটার্নে কাজ করতে করতে হয়তো ওয়ারেন বিরক্ত হয়ে গেছে। হয়তো নিজের কাজের পরিধি বাড়াতে চায় সে।"

"নাকি আমাদের এই খুনি নিজের কাজের পরিধি বাড়াতে চায়।"

চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ পরে বলল রিজোলি। "কে ডমিনেটর?"

"এই ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা ভিন্নও হতে পারে। হয়তো আমাদের খুনি পরামর্শদাতা খুঁজছিল। আর সে-ই ওয়ারেন হয়েটকে নিজের শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করেছে।"

তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো রিজোলি, চিন্তাগুলো তার মধ্যে যেন ঠান্ডা একটা পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষক শব্দটি এখানে প্রভুত্ব হিসাবেই নিজেকে উপস্থাপন করছে। কর্তৃত্ব। কারাবাসের এই কয়েক মাসেই কি ওয়ারেন এই রোলে নিজেকে রুপান্তরিত করেছে? কারাবাস কি তাহলে তার কল্পনাগুলোকে আরও ভালোভাবে সাজিয়ে নিতে সাহায্য করেছে, তার চাহিদাগুলোকে রেজরের মতো তীক্ষ্ণ হতে সাহায্য করেছে? গ্রেফতারের পূর্বে ওয়ারেন যথেষ্ট ভয়ানক মানুষ ছিল; এই মুহূর্তে সে ওয়ারেন হয়েটের শক্তিশালী আবির্ভাবের বিষয়টি নিজের খেয়ালে আর আনতে চাচ্ছে না।

চেয়ারে আরাম করে বসলো ডিন, তার নীল চোখ জোড়া হাতে থাকা টেক্যুইলার গ্লাসের ওপরে নিবদ্ধ। তাতে অল্প এক চুমুক দিয়ে কফি টেবিলের ওপরে রেখে দিলো। রিজোলি মাঝেমধ্যে তাকে দেখে কিছুটা হলেও অবাক হয়, কারণ সে এমন এক ধরনের মানুষ যে নিজের শৃঙ্খলাবোধকে কখনও শঙ্কিত অবস্থাতে নিয়ে যায় না, সব ধরনের প্রবৃত্তির বিষয়ে তার সেই পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু আজকে ক্লান্তি তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে এবং সেই কারণে কাঁধ ঝুঁকে পড়ছে, লাল হয়ে পড়েছে চোখ। হাত দিয়ে মুখ ডলে নিলো। "বোস্টনের মতো শহরে কীভাবে দুই দানবের একে অপরের সাথে যোগাযোগের বিষয়টি সম্ভব হলো?" বলল সে। "কীভাবেই বা একে অপরকে খুঁজে বের করলো তারা?"

"আর এত দ্রুত?" যোগ করলো রিজোলি। "ওয়ারেন পালিয়ে যাওয়ার দুই দিন পরে ঘেন্টদের ওপরে আক্রমণ করা হয়েছিল।"

BanglaBook.org

মাথা উঁচু করে ডিন তার দিকে তাকালো। "তারা একে অপরকে ভালোভাবে চেনে।"

"অথবা তারা একে অপরকে আগে থেকেই ভালোভাবে চিনত।"

নিশ্চিতভাবে ডমিনেটর ওয়ারেন হয়েটের ব্যাপারে জানত। গত বসন্তে বোস্টনের সংবাদপত্রগুলোতে উল্লেখিত নির্মমতাগুলো উপেক্ষা করা মোটেও অবাস্তব কিছু না। তারা একে অপরের সাথে যদি দেখা নাও করে থাকে, শুধুমাত্র নিউজ রিপোর্টগুলোর বদৌলতে হয়েটও এই খুনির সম্পর্কে হয়তো ভালোভাবেই জানতো। ইয়েগারদের মৃত্যুর ব্যাপারে হয়তো শুনেছিল সে, হয়তো কোনোভাবে জেনেছিল সে যে তার মতোই আরও একজন দানব আশেপাশেই কোথাও রয়েছে। ভেবেছিল হয়তো এই আরেক শিকারি কে হতে পারে, যে তার রক্ত সম্বন্ধীয় ভাই হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে। খুনের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়েছিল তাদের, টিভি নিউজ শো'জ এবং *বোস্টন গ্লোবের* মাধ্যমে তারা একে অপরকে মেসেজ পাঠিয়েছিল।

সেই সাথে আমাকেও হয়তো সে টিভিতেই দেখেছিল। হয়েট জানত আমি ইয়েগারের ডেথ সিনে রয়েছি। আর এখন সে আমার সাথে পুনরায় যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে।

ডিনের স্পর্শে সম্বিত ফিরলো তার। তার দিকে ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে রয়েছে সে, আগের তুলনায় আরও একটু এগিয়ে। রিজোলির কাছে মনে হচ্ছে কোনো পুরুষ মানুষ এর আগে তার মতো এত গভীরভাবে তাকে দেখেনি।

শুধুমাত্র সার্জন ছাড়া।

"ডমিনেটর আমার সাথে খেলা খেলছে না," বলল সে। "এটা হয়েটের কাজ। স্টেকআউট ফিয়াস্কো–আমাকে কাবু করার চেষ্টা করছে সে। সে যে-কোনো মেয়েকে এভাবেই পরাস্ত করতে পছন্দ করে, তাকে ছোটো করে। তাকে কাবু করে, জীবনের ছোটো ছোটো অংশের সর্বনাশ করে। এই কারণে ধর্ষিতাদের খুন করতে পছন্দ করত সে। প্রতীকীভাবে যেসব মেয়েরা আগে থেকেই লাঞ্ছিত হয়ে থাকত। তার আক্রমণের আগে, সে আমাদেরকে দুর্বল করতে চায়। ভয় পাওয়াতে চায়।"

"আমার ক্ষেত্রে আপনি সর্বশেষ নারী হবেন যাকে কখনও না কখনও দুর্বল আখ্যা দিতে চাইবো আমি।"

হঠাৎ এহেন প্রশংসা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে পড়লো রিজোলি, কারণ সে জানে এতটা প্রশংসা শোনারও যোগ্যতা রাখে না সে। "আপনাকে শুধু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি যে কীভাবে কাজ করত সে," বলল রিজোলি। "কীভাবে সে নিজের ভিক্টিমদের তাড়া করে নিয়ে বেড়াত। তাদের ওপরে চড়াও হওয়ার আগে কীভাবে তাদেরকে অক্ষম করে দিত। ক্যাথারিন কর্ডেলের সাথেও এমন করেছিল। শেষবার

BanglaBook.org

আক্রমণের আগে, তাকে আতঙ্কিত করার জন্য মাইন্ডগেম খেলেছিল। তাকে মেসেজ পাঠিয়ে জানাত, তার জীবনে তার অগোচরেই আসা যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। ভূতের মতো, দেওয়ালের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। সে জানত না কখন সে আসবে অথবা কোন দিক থেকে তার প্রতি আক্রমণ করবে। আর এভাবেই সে পরাস্ত করে। আপনাকে জানাবে যে যেদিন তার আশাও করবেন না আপনি, সে আপনার সামনে আসবে।"

তার শব্দগুলোর ঠান্ডা ভাব উপেক্ষা করেই নিজের কণ্ঠকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করলো রিজোলি। অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। এ সবকিছুর পরেও, ডিন অনেক গভীরভাবে তাকে মাপার চেষ্টা করছে যেন তার প্রকৃত আবেগ এবং দুর্বলতার ঝলক দেখতে চাইছে। কিন্তু রিজোলি তাকে সেই সুযোগ দেবে না।

"এখন তার একজন পার্টনার রয়েছে," বলল সে। "যার কাছ থেকে সে কিছু শিখবে। যাকে সে নিজেও কিছু শেখাবে। শিকারিদের টিম।"

"আপনার কী মনে হয় তারা একসাথেই রয়েছে?"

"ওয়ারেন তো তাই চাইবে। সে পার্টনার চায়। তারা ইতোমধ্যেই একসাথে একটি খুন করে ফেলেছে। তাদের শক্তিশালী বন্ধনে রক্তের সিলগালা দেওয়া রয়েছে।" ড্রিঙ্কে শেষবারের মতো চুমুক দিয়ে গ্লাসটি নামিয়ে রাখলো। এটা কি আজকে রাতে তার ব্রেনকে দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত রাখতে পারবে? নাকি সে ইদানীং অ্যানেস্থেসিয়ার আরামের উর্ধ্বে চলে গেছে?

"আপনি কি নিজের নিরাপত্তার জন্য আর্জি জানিয়েছেন?"

তার প্রশ্ন শুনে অবাক হলো রিজোলি। "নিরাপত্তা?"

"অন্তত একটি ক্রুজার। আপনার অ্যাপার্টমেন্ট নজরদারির জন্য।"

"আমিই পুলিশ।"

মাথা বেঁকিয়ে সে উত্তরের বাকি অংশটুকু শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

"যদি আমি পুরুষ হতাম," বলল সে, "আপনি কি এই একই প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করতেন?"

"আপনি পুরুষ নন।"

"তার মানে দাঁড়ায়, যে-কোনোভাবে আমার নিরাপত্তার প্রয়োজন, তাই তো।"

"হঠাৎ করে আপনাকে এত বিরক্ত দেখাচ্ছে কেন?"

"আমার মেয়ে হয়ে যাওয়াতে কেনই বা এই প্রশ্নের উদ্রেক হলো যে আমি আমার বাসাকে রক্ষা করতে পারবো না?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ডিন। "আপনার মধ্যে কী সবসময় পুরুষদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ভাবটা কাজ করে, ডিটেক্টিভ?"

BanglaBook.org

"সবার মতো সমমর্যাদা পাবার জন্য আমি অনেক পরিশ্রম করেছি," বলল সে। "মেয়ে বলেই যে বিশেষ কিছু সুবিধা নেবো, তেমনটা হতে পারে না।"

"এটার কারণ আপনি একজন মেয়ে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি এখন শঙ্কিত অবস্থায় আছেন। সার্জনের যৌনতা নির্ভর কল্পনাগুলো মেয়েদেরকে কেন্দ্র করেই কিন্তু তৈরি হয়। আর ডমিনেটরের আক্রমণও কিন্তু স্বামীদের ওপরে হয়ে থাকে না, বরং তাদের স্ত্রীদের ওপরে হয়। সে স্ত্রীদের ধর্ষণ করে। দয়া করে আমাকে বলবেন না আপনার মেয়ে হওয়ার বিষয়টি এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।"

ধর্ষণের কথা শুনে হঠাৎ শিউরে উঠলো রিজোলি। এতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আলোচ্য বিষয় অন্যান্য মেয়েদের ওপর যৌন নির্যাতন ছিল। সে যে সম্ভাব্য শিকার হতে পারে এই বিষয়টি তার মনোযোগ অনেক অন্তরঙ্গ পর্যায়ে নিয়ে গেছে হয়তো, এমন একটি পর্যায়ে যে ব্যাপারে কোনো পুরুষের সাথে সে আলোচনা করতে চায় না। এমনকি ধর্ষণের ব্যাপারের থেকেও ডিন নিজে তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে বেশি। যেমনভাবে ডিন তাকে নিরীক্ষা করছে তাতে তার মনে হচ্ছে যেন এমন কোনো সত্য গোপন করছে সে যা তার জানা একান্ত প্রয়োজন।

"আপনার পুলিশ হওয়া বা নিজেকে প্রতিরক্ষা করার ব্যাপারটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়," বলল সে। "আপনার মেয়ে হওয়াটাই এখানে মুখ্য বিষয়। এমন একজন মেয়ে যাকে নিয়ে হয়তো ওয়ারেন হয়েট এই কয়েক মাসব্যাপি কল্পনার রাজ্যে খেলে চলেছে।"

"আমি না। সে কর্ডেলকে চায়।"

"কর্ডেল তার আওতার বাইরে চলে গেছে। সে তাকে আর কখনো স্পর্শও করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। আপনি তার হাতের মুঠোয় আছেন, এমন একজন মেয়ে যাকে সে প্রায় পরাস্ত করেই ফেলেছিল। যে মেয়েকে সে নিজের সেলারের মেঝের সাথে পিন দিয়ে আটকে ফেলেছিল। আপনার গলায় নিজের ব্লেড ছুঁইয়েছিল। সে আপনার রক্তের গন্ধ ভালোভাবেই চেনে।"

"দয়া করে থামুন, ডিন।"

"একভাবে, সে আপনাকে অধিগ্রহণ করেই ফেলেছে। ইতোমধ্যে আপনি তার আওতায় চলেই গেছেন। প্রতিদিন আপনি বাইরে যাচ্ছেন, সেসব অপরাধের বিষয়ে কাজ করছেন যা সে করে রেখে গেছে। প্রত্যেক লাশ আপনার চোখের সামনে আসছে তার মেসেজ রূপে। এমন কিছু প্রিভিউ যা আপনার জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছে সে।"

"চুপ করুন বলছি।"

"আর আপনি ভাবেন আপনার নিরাপত্তার কোনো দরকার নেই? আপনার মনে হয় বেঁচে থাকার জন্য একটি বন্দুক এবং ভাবভঙ্গিই যথেষ্ট? তাহলে বলতেই হয়

BanglaBook.org

আপনি নিজের অবচেতন মনের অনুভূতিগুলোকে অবজ্ঞা করে চলেছেন। আপনি জানেন না পরবর্তীতে কী করতে চলেছে সে। আপনি জানেন না সে কী কল্পনা করছে, তাকে কোন বিষয়গুলো উজ্জীবিত করছে। আর তাকে আরও বেশি উদ্যমী করে তুলছেন আপনি। সে আপনাকে নিয়েই কোনো কিছুর ফন্দি আঁটছে।"

"ফালতু কথা থামান!" হঠাৎ করে রিজোলির রাগ তাদের উভয়কেই অবাক করে দিলো। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে, নিজের রাগের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা এবং চোখে পানি চলে আসাতে কিছুটা হলেও অপমানবোধ করলো। হায় ঈশ্বর, এমনভাবে কাঁদতে চায়নি তো সে। সে কোনো পুরুষ মানুষের সামনে এর আগে কখনও এভাবে ভেঙ্গে পড়েনি এবং ডিনকে কোনোভাবেই সে এক্ষেত্রে প্রথম অবস্থানে আসতে দেবে না।

গভীরভাবে দম নিয়ে শান্তস্বরে বলল সে, "এ মুহূর্তেই আপনি এখান থেকে চলে যান।"

"আমি শুধু বলছি নিজের অভ্যন্তরীণ চিন্তাগুলোকে প্রাধান্য দিন। আপনি অন্য মেয়েকে যে নিরাপত্তা দিতেন, নিজের ক্ষেত্রেও সেটি গ্রহণ করুন।"

উঠে দাঁড়িয়ে রিজোলি দরজার কাছে এগিয়ে গেল। "শুভ রাত্রি, এজেন্ট ডিন।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য নড়াচড়া করলো না সে এবং ভাবলো কী করে এই লোকটিকে সে নিজের বাসা থেকে বের করে দিতে পারবে। অবশেষে উঠে দাঁড়ালো ডিন, কিন্তু যখন দরজার কাছে পৌঁছল একটু সময়ের জন্য থেমে রিজোলির দিকে তাকালো সে। "আপনি অভেদ্য নন, জেন," বলল ডিন। "আর কেউ সেটা চাইবেও না আপনার কাছ থেকে।"

তার চলে যাওয়ার দীর্ঘক্ষণ পরে, তালা আটকানো দরজার সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রিজোলি, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তার বাসায় ডিনের আসার কারণে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে সেটিকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। সে জানে সে অভেদ্য নয়। এক বছর আগেই বিষয়টি বুঝে গিয়েছিল, যখন সে সার্জনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল এবং তার স্কালপেলের আঘাতের জন্য অপেক্ষা করেছিল। তাকে সেই ঘটনা মনে করানোর কোনো প্রয়োজন নেই, এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ যেভাবে ডিন তার বাসায় এসে নির্দয়ভাবে এসব জিনিস আবার তাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে।

আবারও কৌচে গিয়ে বসল সে। এন্ড টেবিল থেকে ফোন তুলে নিলো। লন্ডনে হয়তো এখনও ভোর হয়নি, কিন্তু সে দেরি করে এই কল করতেও পারবে না।

দ্বিতীয়বারের জন্য রিং হতেই মুর ফোনটি রিসিভ করলো, তার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি ফুটে উঠলেও এই অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে যথেষ্ট সতর্ক শোনাল।

"আমি বলছি," রিজোলি বলল। "জাগানোর জন্য দুঃখিত মুর।"

BanglaBook.org

"আমাকে অন্য রুমে যেতে দাও।"

কিছু সময় অপেক্ষা করলো সে। ফোনে সে তার বিছানা থেকে নেমে যাওয়ার দরুণ বক্স স্প্রিং এর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পেল, আর এরপর দরজা ভিড়িয়ে দেওয়ার শব্দ।

"কী হয়েছে?" বলল মুর।

"সার্জন আবারও শিকারের খেলায় নেমে পড়েছে।"

"কোনো ভিক্টিমকে পেয়েছ কি?"

"কয়েক ঘণ্টা আগে আমি সেই অটোপসি দেখে এসেছি। এটা তারই কাজ।"

"সে সময় নষ্ট করে না।"

"এখন আরও খারাপ অবস্থা, মুর।"

"কীভাবে এত খারাপ অবস্থায় হলো?"

"নতুন এক পার্টনার পেয়েছে সে।"

কিছুক্ষণের জন্য নিরবতা নেমে এলো দুজনের মধ্যেই। এরপর থিতুকণ্ঠে বলল "কে সে?"

"আমাদের মনে হচ্ছে নিউটনে যে দম্পতিকে খুন করেছে এই খুনি সে-ই। যে-কোনোভাবে হয়েট ও সে একে অপরকে খুঁজে পেয়েছে। আর এখন একই সাথে শিকারে নেমেছে তারা।"

"এত তাড়াতাড়ি? কীভাবে তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করলো?"

"তারা একে অপরকে চিনত হয়তো। যেমনভাবেই হোক আগে থেকেই একে অপরকে চেনে তারা।"

"কোথায় দেখা হয়েছে তাদের? কখন?"

"এই জিনিসটাই তো আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। এটাই ডমিনেটরের পরিচয়ের চাবিকাঠিও হতে পারে।"

হঠাৎ তার খেয়ালে সেই অপারেটিং রুম চলে এলো যেখান থেকে হয়েট পালিয়েছিল। হাতকড়া দুটো। গার্ড তো সেগুলো খুলে দেয়নি। অপারেটিং রুমে অন্য কেউ হয়তো হয়েটকে মুক্ত করার জন্য গিয়েছিল, এমন কেউ যে সাধারণ স্ক্রাব স্যুট অথবা ডাক্তারদের ল্যাব কোট পরেছিল।

"আমার ফিরে আসা উচিত," মুর বলল। "তোমার সাথে আমারও কাজ করা উচিত–"

"না, দরকার নেই। তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো, ক্যাথারিনের সাথে। আমার মনে হয় না হয়েট তাকে খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু সে চেষ্টা করবে। কখনও চেষ্টা করতে ছাড়ে না সে; তুমি নিশ্চয় জানো তা। আর এখন দুজন একই খেলাতে নেমেছে এবং আমাদের কোনো ধারণা নেই তার এই পার্টনার দেখতে

BanglaBook.org

কেমন। যদি সে লন্ডনে পৌঁছে যায়, তুমি তার চেহারা দেখে তাকে চিনতেও তো পারবে না। তোমাকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে মুর।"

যেমন সার্জনের আক্রমণের আগেও সবাই প্রস্তুত ছিল, ফোন রাখার সময় ভাবলো সে। এক বছর আগে, ক্যাথারিন কর্ডেল ভেবেছিল সে প্রস্তুত। তার বাসাকে দূর্গে পরিণত করেছিল সে এবং নিজের জীবনকে সে এমনভাবে রেখেছিল যেন অবরুদ্ধ থাকতে চায়। এরপরেও হয়েট তার প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে ঢুকে পড়েছিল; যখন সে নূন্যতম আশা করেনি ঠিক সেই সময়েই তার ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল সে, যেখানে নিজেকে সুরক্ষিত ভাবত।

যেমনটা আমি নিজের বাসাকে সুরক্ষিত ভাবি।

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে কিছু সময়ের জন্য ভাবলো কেউ তাকে সেখান থেকে দেখছে কিনা, জানালার আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তার ওপরে কেউ লক্ষ রাখছে কিনা। তাকে খুঁজে পাওয়াটা এতটাও কঠিন কিছু তো নয়। সার্জনকে শুধুমাত্র যা করতে হবে তা হলো, ফোন বুকের নিচে "রিজোলি জে." নামের কাউকে খুঁজে বের করতে হবে।

নিচের রাস্তায়, একটি গাড়িকে গতি কমাতে দেখলো, যেটি ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়ালো। পুলিশ ক্রুজার। কয়েক মুহূর্তের জন্য সেদিকে তাকালো সে, কিন্তু সেটি তার জায়গা থেকে সরলো না। ইঞ্জিন লাইট বন্ধ করে সংকেতের সাহায্যে বুঝিয়েই দিলো যে এখানে দাঁড়ানোর জন্যই এটি এখানে এসেছে। সে নিরাপত্তাসূচক নজরদারির জন্য কারো কাছে অনুরোধ জানায়নি, কিন্তু সে জানে এই কাজ আদৌতে কে করেছে।

গ্যাব্রিয়েল ডিন।

মেয়েদের আর্তনাদের সাথে ইতিহাসও প্রতিধ্বনি তোলে।

আমরা যেগুলো জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকি, টেক্সটবুকের পৃষ্ঠাগুলো সেসব চাঞ্চল্যকর বর্ণনাতে খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকে। এর বদলে আমাদেরকে সামরিক কৌশল, পাশের দেশে হামলা, সেনাপতি ও সামরিক বাহিনীর সুচতুর বিষয়গুলোর কাটখোট্টা বর্ণনাগুলো দেওয়া হয়ে থাকে। সেই কারণে ছবিগুলোতে আমরা বর্ম পরা, তলোয়ার গোঁজা, কমব্যাটের ভঙ্গিতে পেশীবহুল দেহ ভাঁজ করা পুরুষদেরই শুধু দেখতে পায়। বিভিন্ন পেইন্টিং-এ আমরা ঘোড়ায় চড়ে থাকা উন্নতশিরের নেতা দেখতে পায় যে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সৈন্যরা যেখানে কাস্তের অপেক্ষাতে গমের সারির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে।

BanglaBook.org

সেই সাথে আমরা তীর চিহ্ন সম্বলিত ম্যাপও দেখতে পাই যেখানে বিজেতা সেনাবাহিনীর মার্চ যুদ্ধের শোকসঙ্গীতের লিপিগুলো আওড়ায়, যা রাজা আর দেশের উদ্দেশ্যে গাইত তারা। পুরুষদের অর্জিত বিজয়গাঁথা সবসময়েই বৃহৎ আকারে সৈনিকদের রক্তে লেখা হয়ে থাকে।

কিন্তু কোথাও কেউ মেয়েদের কথা উল্লেখ করে না।

আমরা সবাই জানি তারা সেখানেই থাকে, নরম মাংস এবং মসৃণ ত্বকের অধিকারিণীদের সুগন্ধ ইতিহাসের পাতায় ভেসে থাকে। আমরা সবাই তা জানলেও এসব ব্যাপারে বিশেষ কথা বলতে চাই না, যুদ্ধের বর্বরতা যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকে না। শত্রুপক্ষের শেষ সৈনিক যখন পরাজয় স্বীকার করে এবং একপক্ষের সামরিকবাহিনী যখন জিতে যায়, পরবর্তী ধাপগুলোতে বিজেতা নারীদের দিকেই সেসব সৈন্যের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়।

সবসময়েই এমনটা ছিল, যদিও বাস্তবতার সেই লোমহর্ষক রূপগুলো ইতিহাসের বইয়ে খুব কমই জায়গা পেয়েছে। এর বদলে, আমি সেসব যুদ্ধের কথা পড়ি যেগুলো পিতলের মতো চকচক করে, যার প্রতিটি স্তরে প্রত্যেকের গরিমা লুক্কায়িত থাকে। দেবতাদের সতর্ক নজরদারির মধ্যে গ্রিকদের সেই যুদ্ধ এবং পরাজিত ট্রয়ের গাঁথা যাকে কবি ভার্জিল আমাদের সাথে বীরদের যুদ্ধ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে : একিলিস ও হেক্টর, অ্যাজাক্স ও ওডিসিয়াস, যাদের নাম চিরকাল ধরে শ্রদ্ধাভরে সবাই মনে রাখবে। সে যুদ্ধক্ষেত্রে শব্দ তোলা তলোয়ার, উড়ে যাওয়া তীর এবং রক্তাক্ত ভূমির ব্যাখ্যা দিয়ে গেছে।

কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট অংশটুকু বাদ দিয়ে গেছে সে।

নাট্যকার ইউরিপিডিসই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি আমাদেরকে ট্রোজান নারীদের যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে গিয়েছিলেন, যদিও কিছুটা সতর্কতার সাথে। উদ্দীপ্ত করা মতো বর্ণনাগুলো প্রকাশ করার কাজটা তিনি পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন ভয়ার্ত ক্যাসান্ড্রাকে কীভাবে গ্রিক সর্দার অ্যাথেনার মন্দির থেকে হিড়হিড় করে টেনে বের করেছিল, কিন্তু এর পরের ঘটনাগুলো আমাদের কল্পনার জন্যই ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। তার রোব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে তার চামড়া উন্মুক্ত করে ফেলা। কুমারী মেয়ের পায়ের মধ্যভাগে নিজেকে চাপিয়ে দেওয়ার কথা। ক্যাসান্ড্রার ব্যথা এবং মরিয়া হয়ে ওঠার যাওয়ার ঘটনা।

ট্রয়ের হেরে যাওয়া শহরের চারিদিকে, অন্যান্য মেয়েদের কণ্ঠ থেকেও হয়তো এই ধরনের তীক্ষ্ণ চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলেছিল, যখন বিজয়ী গ্রিকরা তাদের বাকি কাজ করেছিল, নিজেদের বীরত্বগাঁথা পরাভূত হওয়া মেয়েদের মাংসে লিপিবদ্ধ করেছিল। সেই সময় ট্রয়ে কী কোনো পুরুষ জীবিত ছিল এসব দেখার

BanglaBook.org

জন্য? প্রাচীন লোকেরা এটা উল্লেখ করেনি কখনও। কিন্তু শত্রুপক্ষের প্রিয়জনের দেহকে অপবিত্র করার মতো বিজয় আর কিসেই বা থাকতে পারে? আর কিসের মাধ্যমেই বা এত শক্তিশালীভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে যে তাকে হারিয়েছ তুমি, তাকে সর্বাত্মক অপমান করেছ, বারবার নিজের আনন্দ লাভের ঘটনা জোরপূর্বক দেখানো ছাড়া কীভাবে তাকে এত সহজে পরাস্ত করা সম্ভব?

আমি শুধু এটুকুই বুঝি : জয়োৎসবের জন্য একজন দর্শকের প্রয়োজন পড়ে।

সেই ট্রোজান নারীদের কথা ভাবছি যখন আমাদের গাড়ি কমনওয়েলথ এভিনিউয়ের রাস্তায় পৌঁছে ট্রাফিকের কারণে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। খুব ব্যস্ত রাস্তা এটা এবং রাত নয়টার সময়েও গাড়িগুলো আস্তে ধীরে চলছে। এ কারণে কিছুটা সময় পাওয়াতে সামনের বিল্ডিংটা ভালোভাবে নিরীক্ষা করার সুযোগ পাচ্ছি আমি।

জানালাগুলো অন্ধকার হয়ে রয়েছে; ক্যাথারিন কর্ডেল এবং তার নতুন স্বামী দুজনের একজনও বাসায় নেই।

আমি নিজেকে এইটুকু করতেই অনুমতি দিয়েছি, শুধু একবারের জন্য দেখা এবং এরপরেই বিল্ডিংটির পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া। আমি জানি প্রত্যহ-ই ব্লকটির দিকে নজর রাখা হয়, কিন্তু তারপরেও তার এই দুর্গের দেখা পাওয়ার ইচ্ছাটা দমন করতে পারিনি, যে-কোনো দুর্গের দেওয়ালের মতোই দুর্ভেদ্য যা। এশটি শূন্য দুর্গ, যা আর কিছু হলেও তার ক্ষেত্রে আগ্রহের কোনো বিষয় হতে পারে না যে একবার সেটাকে আক্রমণ করেছিল।

আমি আমার ড্রাইভারের দিকে তাকালাম, যার মুখের অংশ ছায়ার মধ্যে ঢাকা পড়েছে। শুধুমাত্র আবছায়া একটি অংশ দেখতে পাচ্ছি আমি এবং চকচক করে ওঠা এক জোড়া চোখ, যেন রাতের অন্ধকারে দুটো ক্ষুধার্ত অগ্নিকণা।

ডিসকভারি চ্যানেলে আমি রাতে সিংহের ভিডিও দেখেছি, যেখানে অন্ধকারের মধ্যে তাদের চক্ষুজোড়া সবুজ আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। সেই সিংহগুলোর কথা মনে পড়ছে আমার, যেভাবে তারা ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এবং লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষায় থাকে, সেগুলো মাথায় আসছে এখন। আমি আমার সঙ্গীর চোখেও একই ধরনের ক্ষুধা দেখতে পাচ্ছি।

হয়তো সেই একই ক্ষুধা সে আমার মধ্যেও দেখছে।

জানালার কাঁচ নামিয়ে শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণভরে উষ্ণ বাতাসের গন্ধ নিই। সাভানার বাতাস ছেড়ে এসে এই সিংহ এখন অন্য বাতাসের ঘ্রাণ নিচ্ছে। নতুন কোনো শিকারের গন্ধ খুঁজছে।

BanglaBook.org

।। অধ্যায় পনেরো ।।

তারা উভয়েই ডিনের গাড়িতে করে বোস্টন থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল পশ্চিমের শহর শার্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। গাড়ি চালানোর সময় ডিন কথা বলল খুব সামান্যই। তাদের মধ্যকার এই নিরবতার কারণে ডিনের দেহ থেকে ভেসে আসা গন্ধ ও আশ্বাসনের বিষয়টি রিজোলির মনোযোগ তার দিকে কেন্দ্রীভূত করলো। খুব কমবারই ভয়ে ভয়ে ডিনের দিকে আড়চোখে তাকালো রিজোলি, যাতে তার কারণে সৃষ্টি হওয়া টালমাটাল বিষয়টি ডিনের নজরে না পড়ে।

এর বদলে নিচের দিকে তাকিয়ে তার পায়ের তলাতে থাকা গাঢ় নীল বর্ণের কার্পেটটি দেখতে লাগলো। ভাবছে সে এটা নাইলন সিক্স, সিক্স, #৮০২ ব্লু কিনা। সেই সাথে এটাও মাথায় এলো তার যে এ ধরনের কার্পেট ঠিক কতটি গাড়িতে রয়েছে। এটা এত বিখ্যাত রং যে দেখে মনে হচ্ছে সে যেদিকেই তাকাবে, এই নীল রঙের কার্পেটই দেখতে পাবে। পাশাপাশি বোস্টন শহরের রাস্তায় হাঁটতে থাকা অসংখ্য জুতোর সোলের কথাও মাথায় এলো তার যেগুলো #৮০২ নাইলন ফাইবারে তৈরি।

এয়ার কন্ডিশন থেকে অনেক বেশি ঠান্ডা বাতাস বের হওয়ার কারণে পা দিয়ে ভেন্ট বন্ধ করে দিয়ে লম্বা লম্বা ঘাসের মাঠের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলো সে যেন অতিরিক্ত ঠান্ডা পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য উষ্ণ বাতাসের একটু সান্নিধ্য পেতে চাইছে। বাইরে সবুজ মাঠের ওপরে সকালের কুয়াশা ঠিক গজের মতোই ঝুলে রয়েছে। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে স্থির। হালকা বাতাস থাকলেও পাতাগুলোকে নড়তে দেখলো না। ম্যাসাচুসেটসের এই গ্রামাঞ্চলের দিকে রিজোলি খুব কমবারই এসেছে। শহুরে মেয়ে সে, জন্ম আর বেড়ে ওঠা সেখানেই। গ্রামাঞ্চলের শূন্য জায়গা এবং পোকার কামড়ের কারণে এ ধরনের এলাকার প্রতি তার কোনো অনুরাগ কাজ করে না। ঠিক একইভাবে আজকেও তার মধ্যে তেমন কোনো রূপান্তর হলো না।

গতরাতে ভালোভাবে ঘুমাতে পারেনি সে। বারবার শিউরে জেগে উঠেছে। এই পুরো সময়টাতে আগন্তুক কারো পায়ের শব্দ কিংবা শ্বাস টানার শব্দ শোনার আশায় তার হৃদপিণ্ড জোরে জোরে বাড়ি দিয়েছে। সকাল পাঁচটার দিকে অবশেষে ঘোর লাগা নির্ঘুম অবস্থা কাটিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে সে। এরপর দুই কাপ কফি পানের পরে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে হাসপাতালে ফোন দিয়ে কর্সাকের খোঁজ নেয়।

এখনও আইসিইউতে রয়েছে সে। ভেন্টিলেটরে।

BanglaBook.org

গাড়ির জানালা একটুখানি ফাঁক করে নিলে বাইরে থেকে ঘাস ও মাটির গন্ধ মিশ্রিত উষ্ণ বাতাসের হল্কা ভেতরে প্রবেশ করলো। তার মধ্যে দুঃখজনক এক সম্ভাব্যতার কথা ঘুরতে লাগলো যে কর্সাক হয়তো আর কখনও এই গন্ধ বা বাতাসের স্পর্শ নিতে পারবে না। মনে করার চেষ্টা করলো তাদের বলা শেষ কথাগুলো ভালো কিংবা বন্ধুসুলভ ছিল কিনা, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন কিছুই মনে করতে পারলো না।

এক্সিট ৩৬ এ এসে ডিন এমসিআই-শার্লির সাইনগুলোকে অনুসরণ করে এগোতে লাগলো। সৌজা-বারানোয়স্কি, লেভেল সিক্স ফ্যাসিলিটি এটা যেখানে ওয়ারেন হয়েট কড়া ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দি হয়েছিল। ভিজিটর'স লটে গাড়ি পার্ক করে রিজোলির দিকে ঘুরে তাকালো ডিন।

"আপনার যদি সমস্যা হয় তাহলে যে-কোনো সময় এখান থেকে চলে যেতে পারেন," বলল সে, "নিশ্চিন্তে।"

"আপনি এরকম ভাবছেন কেন?"

"কারণ আমি জানি সে আপনার সাথে কী করেছে। আপনার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও তার এই কেসে কাজ করতে সমস্যা হতো।"

ডিনের চোখে সত্যিকারের উদ্বেগ দেখতে পেল রিজোলি যা সে মোটেও চায় না; এটা শুধুমাত্র এটাই প্রমাণ করে যে তার সাহস এখন কতটা ভঙ্গুর অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছেছে।

"ঠিক আছে, তাহলে যাওয়া যাক?" এই বলে সে নিজের দিকের গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো। আত্মগর্ব তাকে সাহায্য করলো কঠোর সংকল্প নিয়ে বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আউটার কন্ট্রোল ডেস্কে সিকিউরিটি *চেক-ইন* এর দিকে এগিয়ে গিয়ে ডিন ও সে তাদের নিজ নিজ ব্যাজ দেখিয়ে অস্ত্র জমা দিয়ে দিলো। প্রহরীর জন্য অপেক্ষা করার সময় সে ভিজিটর প্রসেস এরিয়াতে লাগিয়ে রাখা ড্রেস কোড পড়তে লাগলো :

নিম্নে উল্লেখিত জিনিস পরে কোনো ভিজিটর এখানে প্রবেশ করিতে পারবেন না খালি পা। বাথিং স্যুট ও শর্ট। এমন কোনো ধরনের পোশাক যা গ্যাং এর সাথে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি উপস্থাপন করে। এমন কোনো পোশাক যা এখানকার কয়েদি এবং নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত কর্মচারিদের জন্য বরাদ্দ থাকে। দ্বিস্তর বিশিষ্ট পোশাক। ড্রস্ট্রিং ক্লথিং। সহজে যেসব পোশাক পরা যায়। অতিরিক্ত বেঢপ, ঢিলে, মোটা ও ভারী পোশাক...

এই তালিকাটির যেন শেষ নেই, চুলের ফিতা থেকে শুরু করে আন্ডারওয়্যার-

BanglaBook.org

ব্রা সবকিছুর কথা এখানে উল্লেখ করা আছে।

কারেকশন অফিসারদের একজনকে হঠাৎ দেখতে পেলো তারা, এমসিআই সামার ব্লু পরা মানুষটি স্থুল দেহের। "ডিটেক্টিভ রিজোলি এবং এজেন্ট ডিন? আমি অফিসার কার্টিস। এদিকে আসুন।"

কার্টিসকে দেখে বন্ধুসুলভ ও আমুদে বলেই মনে হলো যখন সে তাদেরকে তালাবদ্ধ দরজা দিয়ে পেডেস্ট্রিয়ান ট্র্যাপের দিকে নিয়ে গেল। রিজোলি ভাবছে তারা যদি আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য অর্থাৎ একই ব্রাদারহুডের সদস্য না হতো তাহলে কি সে একই ব্যবহার করত? লোকটি পরীক্ষা করার জন্য টেবিলের ওপর তাদের বেল্ট, জুতো, জ্যাকেট, হাতঘড়ি এবং চাবি বের করে রাখতে বলল। রিজোলি তার টাইমেক্স খুলে ডিনের চকচকে ওমেগার পাশে রাখলো। এরপর ডিনের মতো সেও তার ব্লেজার খোলার জন্য তৈরি হলো। এই প্রক্রিয়াতে কিছুটা অস্বস্তি লাগলো তার। যখন সে ট্রাউজারের লুপ থেকে তার বেল্ট খুলে বের করলো, সেসময় মনে হলো কার্টিস যেন তার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে, যেমনটা একজন পুরুষ মেয়েদেরকে পোশাক খোলার সময় দেখে থাকে। নিজের লো হিল পাম্প খুলে ডিনের জুতোজোড়ার পাশে রেখে শান্তভাবে অফিসার কার্টিসের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলো কার্টিস। এরপর সে ট্রাউজার থেকে পকেট বের করে দেখালো। ডিনকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেল মেটাল ডিটেক্টরের দিকে।

"হেই, আপনাদের ভাগ্যবানই বলতে হয়," সেখানে পা দেওয়ার পরপরই বলল কার্টিস। "আপনারা আজকের দিনের প্যাটডাউন সার্চ মিস করেছেন।"

"কী?"

"প্রত্যেকদিন আমাদের শিফট কমান্ডার একটি নির্দিষ্ট নম্বর নির্ধারণ করে, যা অনুসারে ভিজিটরদের দেহ তল্লাশি করা হয়ে হয়ে থাকে। একটুর জন্য আপনারা সেটি মিস করেছেন। আপনাদের পরে যে মানুষটি আসবে তাকে এই প্রক্রিয়াতে তল্লাশি করা হবে।"

শুকনোভাবে বলল রিজোলি, "মনে হচ্ছে এটা আমার দিনের সবথেকে বড়ো পাওয়া।"

"আপনারা এখন সবকিছুই পরে নিতে পারেন। সেই সাথে ঘড়িগুলোও পরে যেতে পারবেন।"

"যেভাবে বলছেন তাতে তো মনে হচ্ছে না জানি কী সুবিধা দিচ্ছেন।"

"শুধুমাত্র অ্যাটর্নি এবং আইন রক্ষাকারী বাহিনীর অফিসারেরা এই পয়েন্টের ওদিকে ঘড়ি পরে এগোতে পারে। তাছাড়া সবাইকেই এখানে তাদের অলঙ্কারগুলো খুলে রেখে যেতে হয়। এখন আমি আপনাদের বাম কব্জিতে স্ট্যাম্প লাগালে

BanglaBook.org

আপনারা পড়ের দিকে এগোতে পারবেন।"

"সুপারিটেন্ডেন্ট অক্সটনের সাথে আমাদের নয়টার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে," ডিন বলল।

"তিনি এখনও এসে পৌঁছাননি। উনি আমাকে বলেছেন আপনাদেরকে যেন আমি আসামিদের সেলে প্রথমে নিয়ে যাই। এরপর সেখান থেকে আপনাদেরকে অক্সটনের অফিসে নিয়ে যাবো।"

সৌজা-বারানোয়স্কি কারেকশনাল সেন্টার এমসিআই এর নতুন ফ্যাসিলিটি'র সাথে চাবিবিহীন সিকিউরিটি সিস্টেমের কাঠামো রয়েছে যাকে বিয়াল্লিশটি গ্রাফিক্স ইন্টারফেসড কম্পিউটার টার্মিনাল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, ব্যাখ্যা করে বলল অফিসার কার্টিস। সেই সাথে সে অসংখ্য নজরদারি করা ক্যামেরার দিকও দেখালো।

"তারা দিনের চব্বিশ ঘণ্টার সবকিছুই সার্বক্ষণিক রেকর্ড করে থাকে। বেশিরভাগ ভিজিটর তো জলজ্যান্ত গার্ডকেও চোখের সামনে দেখতে পায় না। তারা শুধু ইন্টারকমে শুনতে পায় কোনটার পর তাদের কী করতে হবে।"

স্টিলের একটি দরজা পার করে লম্বা একটি হলওয়েতে প্রবেশ করার পর আরও এক সারি বন্ধ দরজার সামনে পড়লো তারা, রিজোলি খুব সাবধানে পদক্ষেপ ফেললো কারণ সে জানে এখানে প্রত্যেকটা বিষয় মনিটরিং করা হচ্ছে।

কম্পিউটার কিবোর্ডে কয়েকবার টোকা দিয়ে, গার্ডরা নিজেদের কন্ট্রোল রুম থেকে বের না হয়েই প্রত্যেকটা প্যাসেজ, প্রত্যেকটা সেল বন্ধ করে দিতে সক্ষম।

সেল ব্লক সি-তে প্রবেশ করলে, ইন্টারকমে একটি কণ্ঠ ভেসে উঠলো যা তাদেরকে নিজেদের পাস জানালায় পরীক্ষণের জন্য ধরতে বলল। আবারও নিজেদের নাম জানালো তারা এবং অফিসার কার্টিস বলল "দুইজন ভিজিটর এখানে আসামি হয়েটের সেল দেখতে এসেছে।"

স্টিল গেট ঘড়ঘড় করে খুলে গেলে তারা সেল ব্লক সি-এর ডেরুমে প্রবেশ করলো, যা সব আসামিদের একত্রিত হওয়ার এলাকা। জায়গাটিকে হসপিটাল গ্রিনের বিষণ্ন ধরনের শেডে পেইন্ট করা হয়েছে। রিজোলি সেখানকার দেওয়ালে টিভি, কৌচ, চেয়ার এবং একটি পিং পং টেবিল দেখতে পেলো যেখানে দুজন মানুষ বল পিটিয়ে একবার এদিকে ফেলছে তো আরেকবার ওদিকে। প্রত্যেকটি আসবাব সেখানে বোল্ট দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ডজন খানেক নীল ডেনিমের পোশাক পরা পুরুষ কয়েদি তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

বিশেষত, রিজোলির দিকে তাকিয়ে আছে তারা, কারণ রুমে উপস্থিত একমাত্র নারী সে-ই।

যে দুজন পিং পং খেলছিল হঠাৎ করে তাকে দেখে খেলা থামিয়ে দিলো তারা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তারা শুধুমাত্র টিভির শব্দই পেল, যেখানে সিএনএন চ্যানেল

BanglaBook.org

দেওয়া রয়েছে। রিজোলি কয়েদিদের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো, যেন তারা তার কাছে আসার চেষ্টাও না করে, যদিও সে জানে এখানে উপস্থিত প্রত্যেক পুরুষ ঠিক কী ভাবছে। কল্পনা করছে। সে খেয়াল করলো না যে ডিন কিছুটা নিকটে এসেছে তার, যখন তার হাতের স্পর্শ পেলো সে একমাত্র তখনই ব্যাপারটি বুঝলো। ডিনকে তার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখলো সে।

ইন্টারকম থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটি বলল " ভিজিটর, আপনারা সেল সি-৮ এর দিকে এগোন।"

"এটা এদিকে," অফিসার কার্টিস দেখিয়ে দিলো। "এক তলার ওপরে।"

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলে তাদের জুতোগুলো ধাতব সিঁড়িতে ঝনঝন শব্দ তুললো। ওপরের গ্যালারিতে যেখান থেকে সেলগুলো আলাদা আলাদাভাবে চলে গেছে, সেখান থেকে তারা ডেরুমের নিচের অংশ ভালোভাবেই দেখতে পেল। কার্টিস তাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললো যতক্ষণ না তারা #৮ নম্বর সেলে গিয়ে পৌঁছলো।

"এই তো এটাই। হয়েটের সেল।"

রিজোলি দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে খাঁচার অভ্যন্তরের চিত্র দেখতে লাগলো। সে এমন কিছুই দেখতে পেলো না যা এই সেলকে বাকি সেলগুলো থেকে আলাদা করে–এমন কোনো ফটোগ্রাফ বা ব্যক্তিগত জিনিস নেই সেখানে যা তার কাছে উপস্থাপন করছে যে একসময় ওয়ারেন হয়েট নামের কেউ এখানকার বাসিন্দা ছিল–এরপরেও তার ঘাড়ের লোমগুলো এক অজানা কারণে খাড়া হয়ে পড়লো। সে পালানোর পরেও তার উপস্থিতির প্রমাণ এখানকার ভারী বাতাসে যেন চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। যদি এখানে অশুভ ধরনের কিছু ধরার ব্যবস্থা থাকত তাহলে এই জায়গা অবশ্যই দূষিত বলে প্রমাণিত হতো।

"আপনি চাইলে ভেতরেও ঢুকতে পারেন," কার্টিস বলল।

সেলের মধ্যে ঢুকলো রিজোলি। তিনদিকে তিনটি শূন্য দেওয়াল, শোবার একটি জায়গা, ম্যাট্রেস, সিঙ্ক এবং টয়লেট দেখতে পেলো। একটি স্টার্ক কিউব। এই ধরনের জায়গায় ওয়ারেনের পছন্দ। ভীষণ গোছালো ধরনের মানুষ সে, অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, একসময় মেডিক্যাল ল্যাবরেটরির জীবাণুনাশক পৃথিবীতে কাজ করত সে, যার পৃথিবীর একমাত্র রং বলতে প্রতিদিনের আসা রক্তের টিউবগুলোই ছিল। তার কোনো ভয়াবহ পরিবেশে থাকার দরকার নেই, কারণ নিজের মনে সে যা প্রতিনিয়ত বহন করে চলে তা এগুলোর তুলনায় যথেষ্ট ভীতিপ্রদ।

"এই সেল কাউকে এখনও দেওয়া হয়নি?" জিজ্ঞেস করলো ডিন।

"না, এখনো না, স্যার।"

"আর হয়েট পালিয়ে যাওয়ার পর এখানে আর কোনো কয়েদি আসেনি, তাই

BanglaBook.org

তো?”

“ঠিক বলেছেন।”

রিজোলি ম্যাট্রেসের কাছে গিয়ে এক কোণা তুলে ধরলো। ডিন এগিয়ে এসে আরেক কোণা ধরলে দুজন মিলে ম্যাট্রেসটিকে উল্টিয়ে নিচের অংশ দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু তেমন কিছুই পেলো না তারা। পুরো ম্যাট্রেসটিকে উল্টে ফেলে দিয়ে ফেব্রিকের প্রত্যেক কোণা, যেখানে সে কোনো নিষিদ্ধ জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারে এমন কোন গুপ্তস্থান খুঁজতে লাগলো দুজনে মিলে। এভাবে ম্যাট্রেসের এক পাশে এক ইঞ্চির মতো ছোট্ট একটি ছেঁড়া অংশ দেখতে পেল তারা। কিন্তু রিজোলি সেখানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেখলে তেমন কিছুই পেলো না।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে সেলটি আবারও নিরীক্ষা করতে লাগলো, হয়েট যে পারিপার্শ্বিকতাতে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত একসময় সেখানে সে-ও ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো। কল্পনার চোখে তাকে ম্যাট্রেসে শুয়ে শূন্য সিলিঙের দিকে তাকিয়ে সাধারণ মানুষকে সহজেই ভয় পাইয়ে দিতে পারে এমন এক ধরনের কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করার অবস্থাতে দেখতে পেল।

অফিসার কার্টিসের দিকে তাকালো রিজোলি। “তার সামগ্রীগুলো কোথায়? তার ব্যক্তিগত জিনিস? চিঠিপত্র?”

“সুপারিনটেন্ডেটের অফিসে আছে। আমরা এরপরে ওখানেই যাবো।”

“আজ সকালে আপনি ফোন করার পরে, আসামির যাবতীয় জিনিসপত্র আপনাদের জন্য এখানে নিয়ে এসেছি,” বড়ো একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স তার ডেস্কে উঠিয়ে রাখার সময় সুপারিনটেন্ডেট অক্সটন বলল। “ইতোমধ্যে আমরা এগুলো সব পরীক্ষা করে দেখেছি। কিন্তু নিষিদ্ধ তেমন কিছুই পাইনি।” শেষ বাক্যটি এমনভাবে বলল যেন এখানে যা কিছু ঘটেছে সেইসব দায় থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করছে। রিজোলির কাছে অক্সটনকে এমন ধরনের মানুষ বলে মনে হলো, যে হয়তো আইন লঙ্ঘনের বিষয়টিকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না; আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে একেবারে বদ্ধপরিকর। হয়তো নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে; সব ধরনের ঝামেলাকারীকে একঘরে করে দেওয়ার চিন্তা করছে; কিংবা প্রতি রাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দাবি করছে লাইট বন্ধের। তার অফিসে নজর বোলানোর এক ফাঁকে আর্মি ইউনিফর্ম পরা তরুণ অক্সটনের তীক্ষ্ণ চেহারাটা ধরা পড়লে রিজোলি বুঝতে পারলো যে এই মানুষটা হয়তো এমন যে নিজের ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম। তা সত্ত্বেও তার গৃহীত যথাযথ ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখান থেকে একজন

BanglaBook.org

আসামি পালিয়েছে। আর এই কারণে হয়তো আগের থেকেও বেশি প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে অক্সটন। শূন্য নীল চোখে আলতো হাসিমাখা দৃষ্টিতে তাদেরকে কাটখোট্টা করমর্দনের মাধ্যমে স্বাগতম জানালো।

বাক্সটি খুলে একটি বড়ো জিপলক ব্যাগ বের করে নিয়ে রিজোলির হাতে তুলে দিলো সে। "আসামির প্রসাধনী সামগ্রী," বলল সে। "সচরাচর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।"

রিজোলি একটি টুথব্রাশ, চিরুনি, ওয়াশক্লথ ও সাবান দেখতে পেলো। ভ্যাসেলিন ইন্টেন্সিভ কেয়ার লোশন। তাড়াতাড়ি করে ব্যাগটি রেখে দিলো। হয়েট নিজেকে পরিপাটি করে নেওয়ার প্রয়োজনে একসময় এই জিনিসগুলো প্রতিদিন ব্যবহার করেছে এই কথা মনে হতেই শিউড়ে উঠলো। চিরুনির দাঁতে লেগে থাকা কয়েকটি হালকা বাদামি রঙের চুল দেখতে পেল।

বাক্স থেকে জিনিসপত্রগুলোকে একে একে বের করতে লাগলো অক্সটন। আন্ডারওয়ার। *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন*-এর স্তূপ। সেই সাথে বোস্টন গ্লোবের বেশ কয়েকটি ইস্যু। দুটো স্নিকার্স বার, হলুদ রঙের লিগ্যাল পেপারের একটা প্যাড, সাদা খাম এবং তিনটি প্ল্যাস্টিক রোলারবল পেন বের করলো। "আর এই হচ্ছে তার চিঠিপত্র," আরও একটি জিপলক ব্যাগ বের করে রাখার সময় অক্সটন জানালো এটিতে চিঠির বান্ডেল রয়েছে।

"আমরা তার প্রত্যেকটি চিঠির খুঁটিনাটি সম্পর্কে ইতোমধ্যেই খোঁজ নিয়েছি," অক্সটন বলল। "স্টেট পুলিশের কাছে এদের সবার নাম ও ঠিকানা রয়েছে।" সে ডিনের হাতে বান্ডেলগুলো তুলে দিলো। "আর হ্যাঁ, এগুলো শুধু সেই চিঠিগুলোই যা সে নিজের কাছে রেখেছিল। কিছু কিছু চিঠি হয়তো সে ফেলেও দিয়েছে।"

জিপলক ব্যাগ খুলে জিনিসপত্রগুলো বের করে নিলো ডিন। এখানে প্রায় এক ডজনের মতো খামে রাখা চিঠি রয়েছে।

"এমসিআই কি আসামিদের এই চিঠিগুলো পরীক্ষা করে পাঠায়?" জিজ্ঞেস করলো ডিন। "তাদেরকে এগুলো দেওয়ার আগে আপনারা কি এগুলো একবারও খতিয়ে দেখেন?"

"আমাদের এই কাজ করার অধিকার আছে। তবে চিঠির ধরনের ওপরে নির্ভর করে তা করা হয়ে থাকে।"

"ধরন?"

"যদি সেটা প্রিভিলেজড মেইল হয়ে থাকে, একমাত্র তখনই গার্ডরা নিষিদ্ধ কিছুর জন্য চিঠি খুলে দেখে। কিন্তু তাদের সেটা পড়ে দেখার অধিকার নেই। চিঠিপত্রগুলো একান্ত ব্যক্তিগত হয়, যা প্রেরক ও প্রাপক আসামির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।"

BanglaBook.org

"তাহলে আপনার কোনো ধারণাই নেই তাকে কী ধরনের জিনিস লিখে পাঠানো হয়েছিল।"

"শুধুমাত্র প্রিভিলেজড মেইল ছাড়া আমরা প্রত্যেকটাই চেক করি।"

"প্রিভিলেজড মেইল এবং আনপ্রিভিলেজড মেইলের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

অকস্মাৎ কথার মধ্যখানে এই কথা শুনে চোখে বিরক্তির আভাস নিয়ে রিজোলির কথার উত্তর দিলো অক্সটন। "ননপ্রিভিলেজড মেইল সাধারণত বন্ধুবান্ধব, পরিবার কিংবা সাধারণ কোনো মানুষের কাছ থেকে আসে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, আমাদের অসংখ্য আসামি বাইরের জগতে পত্রমিতা বানায়, যারা কিছুটা হলেও তাদের মতে দয়াবান হয়।"

"খুনিদের সাথে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান? তারা কি উন্মাদ?"

"তাদের অনেকেই ভীষণ সাদাসিধে এবং একাকী নারী। কারারুদ্ধ মানুষদের দ্বারা তারা সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের চিঠি ননপ্রিভিলেজডের মধ্যে পড়ে এবং গার্ডদের এগুলো পড়ে দেখার ও সেগুলোকে সেন্সর করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সবগুলো চিঠি পড়ার মতো যথেষ্ট সময় আমাদের কাছে থাকে না। এখানে প্রতিনিয়ত অসংখ্য চিঠি এসে থাকে। আসামি হয়েটের ক্ষেত্রে যেমন, এমন অনেক চিঠি রয়েছে যা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন পড়েছিল।"

"কার কাছ থেকে এসেছিল সেগুলো? আমার জানামতে তার পরিবারের তো তেমন কেউই নেই," ডিন বলল।

"গত বছরে সে অনেক বেশি খ্যাতি লাভ করেছিল। সাধারণ মানুষের চোখে যা ধরা পড়েছিল আগ্রহের একটা বিষয় হিসাবেই। তারা সবাই-ই যে কারণে তার কাছে লিখেছিল।"

হতভম্ব হয়ে পড়লো রিজোলি। "আপনি বলতে চাইছেন *ফ্যান* মেইল পেত সে?"

"হ্যাঁ।"

"হায় ঈশ্বর। মানুষগুলো কী বদ্ধ উন্মাদ!"

"মানুষগুলো এই ধরনের খুনির সাথে কথোপকথনে শিহরণ বোধ করে। ধরে নিন খ্যাতির স্পর্শ নেওয়ার এটা একটা ধরন। ম্যানসন, ডাহমার ও গ্যাসি, তারা সবাই-ই তো ফ্যান মেইল পেত। আমাদের আসামিরা তো এভাবে বিয়ের প্রস্তাবও পেয়ে থাকে। মেয়েরা তাদেরকে অর্থ পাঠায় অথবা নিজেদের বিকিনি পরা ছবি। পুরুষরা তাদের কাছে জানতে চায় খুন করার অনুভূতিটা ঠিক কেমন। পৃথিবীটা নোংরা আর বিকারগ্রস্ত মানুষে ভর্তি বুঝেছেন, আর এরাই বাস্তব জগতের লোমহর্ষক খুনিদের সাহচর্য পেতে চায়।"

BanglaBook.org

কিন্তু তাদের মধ্যে একজন হয়েটের কাছে লেখার থেকে এক কদম বেশিই যেন এগিয়ে গিয়েছে। এমন কেউ যে হয়েটের এক্সক্লুসিভ ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেছে। চিঠিগুলোর বান্ডেলের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো সার্জনের খ্যাতির বাস্তব প্রমাণ দেখে। খুনি নয়, যেন সে একজন রকস্টার। তার হাতে রেখে যাওয়া হয়েটের জখমগুলোর কথা ভাবলো। প্রত্যেকটি ফ্যানের পাঠানো চিঠিগুলোও তার কাছে স্কালপেলের আরও একটি জখম বলে মনে হলো।

"প্রিভিলেজড মেইলের ব্যাপারে কিছু বলুন?" ডিন বলল। "আপনি বললেন এটা পড়া কিংবা সেন্সর করা হয় না। কীভাবে একটা চিঠিকে আপনারা প্রিভিলেজড কাতারে ফেলেন?"

"এগুলো এমন কিছু চিঠি যা বিশেষ কিছু স্টেট অথবা ফেডারেল অফিশিয়ালদের কাছ থেকে আসে। কোর্টের অফিসার কিংবা অ্যাটর্নি জেনারেল। এমনকি প্রেসিডেন্ট, গভর্নর কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী এজেন্সি থেকেও আসতে পারে।"

"হয়েট কি এরকম কোনো চিঠি পেয়েছিল?"

"হয়তো। আমরা এরকম চিঠির রেকর্ড সাধারণত রাখি না।"

"আপনি কীভাবে বুঝতে পারেন একটি চিঠি সত্যি প্রিভিলেজড কিনা?" রিজোলি বলল।

অক্সটন অধৈর্য্যের সাথে রিজোলির দিকে তাকালো। "আমি কেবলই বললাম আপনাকে। যদি এটা ফেডারেল কিংবা স্টেট অফিসিয়ালের কাছ থেকে আসে–"

"না। মানে, কীভাবে আপনি বুঝেন যে এটা ভুয়া কিংবা চুরি যাওয়া কোনো স্টেশনারি নয়? আমি তো আপনার কোনো আসামিকে জেল থেকে পালানোর উপায় সম্বলিত চিঠি লিখে সেটিতে সিনেটর কনওয়ের অফিসের ঠিকানা উল্লেখ করে খামে ভরেও পাঠাতে পারি।" যে উদাহরণটি সে বেছে নিয়েছে তা আর কিছু হলেও একেবারেই ফেলে দেওয়ার মতো কিছু বলেনি। ডিনের দিকে তাকালে দেখতে পেলো কনওয়ের নাম শুনতেই মুখ উঁচু হয়ে গেছে তার।

ইতস্ততবোধ করলো অক্সটন। "এটা অসম্ভব কিছুই নয়। কিন্তু এতে শাস্তিও আছে–"

"তাহলে এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে।"

অনিচ্ছাকৃতভাবে মাথা নাড়লো অক্সটন। "এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে। অপরাধীদের তথ্য অফিশিয়াল বিজনেসের আড়ালে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মাঝেমধ্যে কিছু কিছু বিষয় পিছলে গেছে।"

"আর এখান থেকে যে চিঠিগুলো যায় সেগুলোর ব্যাপারে কী বলবেন? যেগুলো চিঠি হয়েট পাঠিয়েছে? আপনি কি সেগুলোকে পরীক্ষা করেছিলেন কখনও?"

BanglaBook.org

"না।"

"কোনোটাই না?"

"আমাদের কাছে তেমন কোনো কারণই তো ছিল না। সে আমাদের চোখে কখনও ক্যাচালবাজ অপরাধী ছিল না। সবসময় সহযোগিতা করেছে। খুব শান্ত ও নম্র স্বভাবের ছিল।"

"আদর্শ আসামি তাই তো," রিজোলি বলল। "আমি কি ঠিক বলেছি?"

শীতল দৃষ্টিতে অক্সটন তার দিকে তাকিয়ে রইলো। "ডিটেক্টিভ, আমাদের এখানে এমনও কিছু মানুষ রয়েছে যারা আপনার হাত দুটো ছিঁড়ে হাসাহাসি পর্যন্ত করতে পারে। এমনও কিছু লোক আছে যারা গার্ডদের ঘাড় ভেঙ্গে দেয় শুধুমাত্র এই কারণে যে তাদের খাবার মনমতো হয়নি। হয়েটের মতো আসামি আমাদের চিন্তা করার মতো লিস্টের ওপরের কাতারে থাকে না।"

ডিন শান্তভাবে তাদের কথা বলার বিষয়টি ঘোরানোর চেষ্টা করলো। "তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে আমরা জানি না সে মূলত কার কাছে চিঠি লিখতো?"

আকস্মিক এই প্রশ্নটি হঠাৎ করেই ওয়ার্ডেনের বিরক্তিভাব যেন নিভিয়ে দিলো। রিজোলির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে থেকেই ডিনের দিকে তাকালো, এক পুরুষ মুহূর্তের মধ্যেই আরেক পুরুষের কথায় মনোযোগ দিলো। "না, আমরা করিনি," বলল সে। "আসামি হয়েট যে কাউকেই চিঠি লিখে থাকতে পারে।"

ooo

অক্সটনের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে হলে অবস্থিত কনফারেন্স রুমে রিজোলি ও ডিন লেটেক্স গ্লাভস পরে টেবিলের ওপরে ওয়ারেন হয়েটের নামে আসা খামগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলো। বিভিন্ন ধরনের স্টেশনারির জিনিস চোখে পড়লো তাদের, কিছু প্যাস্টেল ও ফ্লোরাল এবং একটি ইম্প্রিন্টেড জেসাস সেভস। এগুলোর মধ্যে যেসব স্টেশনারি বিড়ালের বাচ্চার খেলার ছবি দিয়ে সজ্জিত সেগুলো সবথেকে বেশি হাস্যকর দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, সার্জনকে পাঠানোর জন্য হাস্যকর জিনিস। সে এটিকে পেয়ে কী মজাটাই না পেয়েছিল।

বিড়াল চিহ্নিত একটি খাম খুললে ভেতরে একজন হাস্যজ্জ্বল চেহারার আশান্বিত দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়ের ছবি দেখতে পেল রিজোলি। এবং সেই সাথে মেয়েলি হাতের লেখা একটি চিঠিও, যেখানে চেরি লিটল সার্কেলে ডট দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে :

BanglaBook.org

প্রাপক : মিস্টার ওয়ারেন হয়েট, কয়েদি
ম্যাসাচুসেটস কারেকশনাল ইন্সটিটিউট

প্রিয় মি. হয়েট,

আমি আজ আপনাকে টিভিতে দেখলাম, যখন তারা আপনাকে কোর্টহাউজে নিয়ে ঢুকছিল। আমার বিশ্বাস আমি মানুষের চরিত্র খুব ভালোভাবে নিরূপণ করতে পারি এবং এভাবেই যখন আপনার মুখটা দেখলাম, আপনার মধ্যে অনেক বেশি দুঃখভাব এবং কষ্টের ব্যাপারটি চোখে পড়লো আমার। ওহ, এত কষ্ট নিয়ে আপনি কীভাবে আছেন! আপনার মধ্যে কিছু ভালো বৈশিষ্ট্যও তো থাকার কথা; আর আমি জানি তা অবশ্যই রয়েছে। যদি নিজেকে সাহায্যের জন্য আপনার কোনো মানুষের প্রয়োজনবোধ হয় তাহলে আপনি নিজের মধ্যেই তাকে খুঁজে পেতে পারেন...

হঠাৎ করে রিজোলি অনুভব করলো রাগের চোটে চিঠিটা কুঁচকিয়ে ফেলেছে। বোকার হদ্দ সেই মেয়েটির কাছে যেতে চায় সে যে এই শব্দগুলো লিখেছে এবং একবারের জন্য হলেও তাকে ঝাঁকিয়ে তার সম্বিত ফেরাতে চায়। মেয়েটিকে হয়েটের শিকারদের অটোপসির ছবি দেখাতে চায় এবং মেডিক্যাল এক্সামিনারের ভাষ্যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের নিদারুণ কষ্টের বর্ণনাগুলো পড়াতে চায়। চিঠির শেষটুকু অর্থাৎ হয়েটের মানবতার প্রতি চিনির মতো আকর্ষণ এবং "আমাদের সবার মধ্যে ভালো বৈশিষ্ট্য আছে" এই বর্ণনাগুলোর শেষটুকু পড়ার জন্য নিজেকে তৈরি করলো।

এরপর আরও একটি খাম তুলে নিলো রিজোলি। এই স্টেশনারিতে আর কোনো বিড়ালের ছানা নেই, এতে শুধুমাত্র সাদা প্লেইন খামের ভেতরে দাগটানা পেপারে চিঠি লেখা রয়েছে। আর আবারও একটা মেয়ের কাছ থেকেই এসেছে যে চিঠিটির সাথে একটি ছবি লাগিয়ে দিয়েছে যেখানে একজন ব্লিচড ব্লন্ড খোলামেলাভাবে চোখ ছোটোছোটো করে তাকিয়ে রয়েছে।

BanglaBook.org

প্রিয় মি. হয়েট,

আমি কি আপনার অটোগ্রাফ পেতে পারি? আপনার মতো অনেকের সিগনেচার পেয়েছি। এমনকি আমার কাছে জেফ্রি ডাহমারের অটোগ্রাফও আছে। যদি আপনি আমাকে চিঠি

লিখতে থাকেন, খুব ভালো লাগবে আমার।

আপনার বন্ধু—
গ্লোরিয়া

রিজোলি শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে পারলো না কোনো সুস্থ মানুষ এমন কিছু লিখতে পারে। খুব ভালো লাগবে আমার। আপনার বন্ধু। "হায় যীশু," বলল সে। "এই মানুষগুলো একেকটা বদ্ধ উন্মাদ।"

"এটা খ্যাতির প্রভাব," ডিন বলল। "তাদের নিজস্ব কোনো জীবন নেই। তারা মূল্যহীন, নামহীন হয়। তাই তারা এমন কিছু মানুষের কাছে আসার চেষ্টা করে যাদের নামডাক থাকে। তারা নিজেদের গায়েও সেই জাদুর পরশ চায়।"

"জাদু?" ডিনের দিকে তাকালো সে। "আপনি কি এটাই বলেছেন?"

"আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন কী বলতে চেয়েছি আমি।"

"না, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারছি না কীভাবে মেয়েরা এই ধরনের দানবের কাছে চিঠি লিখতে পারে। তারা কী তাদের সাথে প্রেম করতে চায়? সেই ধরনের কোনো পুরুষের সাথে উষ্ণ কিছু সময় কাটাতে চায় যারা তাদের পেট কেটে ফেলার কাজ করবে? তাদের দুঃখে পরিপূর্ণ জীবনে কী এটা কোনো ধরনের উৎফুল্লভাব নিয়ে আসে?" চেয়ার পেছন দিকে সরিয়ে, দাঁড়িয়ে পড়লো রিজোলি এবং ছোট্ট একটি জানালা সম্বলিত দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে গিয়ে হাত দুটো শক্ত করে জড়িয়ে, ক্ষীণভাবে আসা সূর্যালোক এবং নীল আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে। ওয়ারেন হয়েটের ফ্যান মেইল দেখার তুলনায় এই ধরনের অল্প কিছু দেখাটাও যেন ভালো। হয়েট নিশ্চিতভাবে নিজের প্রতি মানুষের এই অগাধ আগ্রহে মজাই পেয়েছিল। প্রতিটি চিঠি তার মেয়েদের ওপরে আগ্রাসীভাবের আরেকটি জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ, এমনকি এখানে, এই বন্দিদশাতেও সে তাদের মনকে নিয়ে খেলছিল, তাদেরকে ম্যানিপুলেট করেছিল। তাদেরকে নিজের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করেছিল।

"সময় নষ্ট এগুলো," বিরক্তিভাব নিয়ে বলল রিজোলি যখন একটি পাখিকে সেই বিল্ডিং থেকে উড়ে যেতে দেখলো যেখানে মানুষগুলোকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে, যেখানকার বারগুলোতে দানব রয়েছে, পাখির গান নয়। "সে বোকা নয়। নিজের সাথে ডমিনেটরকে সংযোগ করার মতো সব সূত্র হয়তো নষ্ট করেই গেছে। নিজের এই নতুন পার্টনারকে রক্ষা করেছে। অবশ্যই এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ফেলে রেখে যায়নি যার মাধ্যমে আমরা তাকে ট্র্যাক করতে পারি।"

"হয়তো গুরুত্বপূর্ণ নয়," তার পেছনে কাগজ উল্টানোর সময় ডিন বলল। "কিন্তু উজ্জ্বল কোনো দিক তো দেখাবেই।"

Banglabook.org

"তাই নাকি। মানে উন্মাদ এই মেয়েগুলো কী লিখেছে তাকে তার সবটাই আমাকে পড়তে হবে, তাই তো? আমি এসব ভেবেই অসুস্থবোধ করছি।"

"এটাই কি আসল পয়েন্ট?"

ঘুরে ডিনের দিকে তাকালো রিজোলি। অল্প খুলে রাখা জানালা দিয়ে আলো ডিনের মুখে এসে পড়লে তার উজ্জ্বল একটি নীল চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগলো। সে সবসময়েই তাকে দেখে অভিভূত হয়েছে, কিন্তু টেবিলে তার মুখোমুখি বসে থাকার এই বিষয়টির কাছে আগেরগুলো যেন কিছুই না। "কী বলতে চাইছেন আপনি?"

"তার ফ্যান মেইল আপনাকে বিষণ্ন করছে।"

"এটা আমাকে বিরক্ত করছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝাতে পেরেছি?"

"সে-ও হয়তো এটাই ভাবত।" ডিন স্তুপাকারে পড়ে থাকা চিঠিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল। "সে জানতো এগুলো আপনাকে বিষণ্ন করবে।"

"আপনার কী মনে হয় এগুলো সে আমার মাথা ঘুরপাক খাওয়ানোর জন্যই করেছে? এই চিঠিগুলো?"

"এটা এক ধরনের মাইন্ড গেম, জেন। সে এগুলো আপনার জন্যই ফেলে রেখে গেছে। তার অত্যুৎসাহী প্রশংসাকারীদের পক্ষ থেকে পাওয়া চিঠিপত্রের সুন্দর একটি সংগ্রহশালা। সে জানতো কখনও না কখনও আপনি এখানে আসবেনই, যেখানে আপনি এসেছেনও এবং তারা তাকে যা বলেছে সেটা পড়বেন। সে ঠিক প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের মতো, যে আপনার ভেতরে হিংসা সৃষ্টি করতে চায়। আপনাকে ভারসাম্যহীন অবস্থাতে ফেলতে চায়।"

"আমার মাথা গুলিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

"আর এটা কাজে দিয়েছে, তাই না? নিজেকে দেখুন। সে আপনাকে এত ভালোভাবে নাড়া দিয়েছে যে আপনি বসার অবস্থাতেও নেই এখন। সে জানে আপনাকে কীভাবে ম্যানিপুলেট করতে হবে এবং কীভাবে আপনার মাথার সাথে খেলতে হবে।"

"আপনি তাকে অতিরিক্ত ক্রেডিট দিয়ে ফেলছেন।"

"সত্যি কি?"

চিঠি দেখিয়ে বলল। "এগুলো কী তাহলে সে আমার প্রভাবের উদ্দেশ্যে করে গেছে ? আমি কি, তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবিন্দু?"

"সে কি আপনার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু নয়?" শান্তস্বরে বলল ডিন।

তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রিজোলি, তার কথার কোনো প্রতিবাদ করতে পারলো না, কারণ তার বলা জিনিসগুলো তাকে কিছুটা হলেও আঘাত করেছে, কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও তাকে মানতে হচ্ছে যে এগুলো অখণ্ডনীয়

BanglaBook.org

সত্য। ওয়ারেন হয়েট তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুই। দুঃস্বপ্নে অন্ধকারের দেবতাদের মতোই নিজের আসন ধরে রেখেছে এবং জেগে থাকার সময়টুকুতেও ভালোভাবেই অধিগ্রহণ করেছে, নিজের ক্লোজেট ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য যেন সবসময়েই প্রস্তুত থাকে, তার চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করে প্রত্যহ। ঐ সেলারে, তাকে নিজের সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত করে রেখে গেছে, যেমনটা প্রত্যেক শিকারকে তার আক্রমণকারী চিহ্নিত করে রেখে যায় এবং তার কর্তৃত্বের এই স্ট্যাম্প কোনোভাবেই মুছে ফেলে দিতে পারবে না। এটা তার হাতে খোদাই করা আছে, এমনকি তার আত্মার সাথেও মিশে গেছে।

টেবিলে ফিরে এসে বসে পড়লো রিজোলি। বাকি কাজটুকু করার জন্য নিজেকে শক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করলো।

পরবর্তী খামটিতে রিটার্ন অ্যাড্রেস টাইপ করা দেখলো *ডা. জে. পি. ও' ডনেল, ৯৬৩৪ ব্র্যাটেল স্ট্রিট, ক্যামব্রিজ, এমএ ০২৯৩৮।* হার্ভাড ইউনিভার্সিটির কাছে ব্র্যাটেল স্ট্রিট সুসজ্জিত বাড়িঘর এবং অভিজাত শ্রেণির শিক্ষিতদের জায়গা, যেখানে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর এবং অবসরপ্রাপ্ত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা একই ফুটপাত ধরে জগিং করে থাকে এবং সুনিপুণভাবে কাটা ক্ষুদ্র গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে একে অপরের সাথে ইশারায় কথা বলে। এটা সেই ধরনের জায়গা নয় যেখানে দানবের সহকারীর থাকার বিষয়টি কেউ আঁচও করতে পারবে।

অবশেষে সে ভেতরে থাকা চিঠিটির ভাঁজ খুললো। এতে ছয় সপ্তাহ আগের তারিখ রয়েছে।

ডিয়ার ওয়ারেন,

গত চিঠি এবং দুটো রিলিজ ফর্মে সাইন করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাকে তুমি যে বর্ণনাগুলো দিয়েছ সেসব বর্ণনা অনুযায়ী তুমি যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছিলে আমার ধারণা সেগুলো কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছি আমি। আমার কাছে তোমাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য অনেক প্রশ্ন রয়েছে এবং এই ভেবে আমি ভীষণ আনন্দিত যে প্ল্যান অনুযায়ী এখনও তুমি আমার সাথে দেখার করার জন্য আগ্রহী। যদি তোমার কোনো সমস্যা না থাকে, আমি আমাদের সাক্ষাতকারের ঘটনাটি ভিডিওতে ধারণ করতে চাই। তুমি হয়তো জানো, আমার প্রজেক্টের জন্য তোমার সাহায্য ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

তোমার অনুগত—

ডা. ও' ডনেল।

BanglaBook.org

"এই জে. পি. ও'ডনেল আবার কে?" রিজোলি বলল।

হতবাক দৃষ্টিতে ডিন তার দিকে তাকালো। "জয়েস ও' ডনেল?"

"খামে তো শুধুমাত্র ডা. জে. পি. ও' ডনেল লেখা রয়েছে। ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস। হয়েটের সাক্ষাতকার নেওয়ার কথা ছিল তার।"

খামের দিকে ভ্রুকুটি করে তাকালো ডিন। "আমি ঠিক জানি না সে বোস্টনে চলে এসেছে কিনা।"

"আপনি চেনেন তাকে?"

"সে নিউরোসাইকিয়াট্রিস্ট। শুধুমাত্র এটুকু জেনে রাখুন, আমাদের প্রতিকূল অবস্থাতে কোর্টরুমের করিডোরে দেখা হয়েছিল। ডিফেন্স অ্যাটর্নিরা তাকে ভীষণ ভালোবাসে।"

"দয়া করে এটা বলবেন না যে সে এক্সপার্ট উইটনেস। খারাপ লোকদের বাঁচানোর জন্য ছুটে যায় সে।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো ডিন। "মক্কেল যাই করে থাকুক না কেন, যত মানুষকেই সে খুন করে থাকুক না কেন, ও' ডনেল সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সবসময় তৈরি থাকে।"

"তাই তো ভাবছিলাম আমি, কেন সে হয়েটকে চিঠি লিখেছে।" আবারও চিঠিটি পড়লো রিজোলি। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে চিঠিটি লেখা হয়েছে তাকে, তার সহযোগীতার জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই ডা. ও'ডনেলের প্রতি ঘৃণ্যভাব কাজ করতে শুরু করেছে তার।

স্তূপের পরবর্তী খামটিও ও'ডনেলের কাছ থেকেই এসেছে, কিন্তু এতে কোনো চিঠি নেই। এর বদলে তিনটি পোলারয়েড বের করলো সে—অত্যন্ত কাঁচা হাতের কাজ যা। এদের মধ্যে দুটো বাইরে দিনের আলোতে তোলা হয়েছে এবং একটি রুমের ভেতরে। কয়েক মুহূর্তের জন্য একভাবে তাকিয়ে রইলো রিজোলি, ঘাড়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল তার; চোখ যা দেখতে পাচ্ছে মস্তিষ্ক যেন তা অস্বীকার করতে চাইছে। এক ঝটকায় সরে গেলে গরম কয়লার মতো তার হাত থেকে ছবিগুলো পড়ে গেল।

"জেন? কী হয়েছে?"

"এটা আমি," ফিসফিসানির স্বরে বলল সে।

"কী?"

"সে আমাকে অনুসরণ করেছে। ছবি তুলেছে। *তাকে* সেই ছবিগুলো পাঠিয়েছে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিন। টেবিলের অপরপাশে ঘুরে এসে রিজোলির কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো। "আমি তো এখানে আপনাকে দেখতে

BanglaBook.org

পাচ্ছি না–"

"দেখুন। *দেখুন।*" সে ছবিটিতে তোলা রাস্তায় পার্ক করে রাখা গাঢ় সবুজ রঙের হোন্ডার দিকে নির্দেশ করে দেখালো। "এটা আমারই।"

"আপনি তো লাইসেন্স নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন না।"

"আমি নিজের গাড়িকে ভালোভাবেই চিনতে পেরেছি!"

ডিন উল্টেপাল্টে পোলারয়েডটি দেখলো। ছবির পেছনে, কেউ হাস্যরত একটি স্মাইলি এঁকে তার নিচে নীল রঙের ফেল্ট টিপ ইঙ্ক দিয়ে লিখেছে : *আমার গাড়ি*।

তার বুকের মধ্যে ভয় যেন উচ্চশব্দে ড্রাম বাজাতে লাগলো। "পরবর্তীগুলো দেখুন," বলল সে।

দ্বিতীয় ছবিটি তুলে নিলো। এটাও সূর্যালোকে তোলা হয়েছে এবং এতে একটি বিল্ডিংয়ের কিয়দাংশ দেখা যাচ্ছে। তাকে বলার প্রয়োজন নেই এটা কোন বিল্ডিং; গত রাতে সে এই বিল্ডিংয়ের ভেতরেও গিয়েছিল। ছবিটি উল্টে শব্দগুলো পড়তে লাগলো সে *আমার বাড়ি*। আর শব্দগুলোর নিচে আরও একটা স্মাইলি এঁকে রাখা রয়েছে।

এরপরে তৃতীয় ছবিটি তুলে নিলো ডিন যা একটি রেস্টুরেন্টের ভেতরে তোলা হয়েছে।

এক ঝলকে সেটিকে দেখে ডাইনিং টেবিলে বসে থাকা খরিদ্দারের বাজে কোয়ালিটির ছবি মনে হচ্ছে যেখানে কফিপট নিয়ে ওয়েট্রেসের রুমের অন্যদিকে যাওয়ার সময়ের ঝাপসা ভাবটাও ফুটে উঠেছে। রুমের মাঝামাঝি থেকে কিছুটা বাম পাশে বসে থাকা অবয়বটিকে চিনে নিতে রিজোলির কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো, গাঢ় চুলের মেয়েটির চেহারা আংশিক দেখা যাচ্ছে যেখানে তার দেহ জানালা থেকে ভেসে আসা আলোতে ঢাকা পড়ে গেছে। সে অপেক্ষা করলো যেন ডিনও মেয়েটিকে চিনতে পারে।

নরমস্বরে জানতে চাইলো সে "আপনি কি জানেন এটি কোথায় তোলা হয়েছে?"

"স্টারফিশ ক্যাফেতে।"

"কবে?"

"জানি না আমি–"

"আপনি কী এই জায়গাতে মাঝেমধ্যেই যান?"

"রবিবারে যাই। ব্রেকফাস্ট করতে। সপ্তাহের এই একটা দিনেই আমি..." তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে যেন মিইয়ে গেল। নিজের চেহারার একপাশ দেখা যাচ্ছে ছবিটিতে। সেদিকেই একভাবে তাকিয়ে রইলো, কাঁধ টানটান করে মুখ কিছুটা সামনে এগিয়ে নিয়ে সেখানে খবরের কাগজ দেখছে। রবিবারের খবরের কাগজ

BanglaBook.org

সেটা। রবিবার সেই দিন যেদিন স্টারফিশে নিজেকেই ব্রেকফাস্টের ট্রিট দিয়ে থাকে। ফ্রেঞ্চ টোস্ট, বেকন এবং কমিক্সের সাথে শুরু হওয়া একটা সকাল।

আর অনুসরণকারীকে নিয়েও। সে কখনও জানতেও পারেনি যে কেউ তার অগোচরে তার ওপর নজরদারি করার কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে দক্ষভাবে। তার ছবি তুলেছে। এরপর এমন একজন মানুষকে সেই ছবিগুলো পাঠিয়েছে যে তাকে তাড়া করে বেড়ায় দুঃস্বপ্নের ভেতর।

ডিন পোলারয়েডটিকে উল্টেপাল্টে দেখলো।

এর পেছনেও একটি স্মাইলি এঁকে রাখা হয়েছে। আর তার নিচে হার্টের মধ্যে একটা শব্দ লেখা : *আমি*।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় ষোলো ।।

আমার গাড়ি। আমার বাড়ি। আমি।

রাগান্বিত হয়ে রিজোলি বোস্টনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। ডিন তার পাশে থাকার পরেও একবারের জন্যও তার দিকে তাকালো না; নিজের ক্রোধের ওপরেই যেন তার সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ, ক্রোধের অঙ্গার যেন একটু একটু করে গ্রাস করে নিচ্ছে তাকে।

ডিন যখন ব্র্যাটেল স্ট্রিটে ও'ডনেলের বাড়ির সামনে গাড়িটিকে দাঁড় করালো রিজোলির রাগ যেন আরও গভীর হলো। বৃহৎ আকারের উপনিবেশটির দিকে তাকালো সে, যেখানে ক্ল্যাপবোর্ডগুলোকে প্রিস্টাইন হোয়াইটে রং করে স্লেট গ্রে শাটার দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ম্যানিকিউর করা লন এবং গ্রানাইটে তৈরি হাঁটার রাস্তাসহ ফ্রন্ট ইয়ার্ডটিকে পেটা লোহার তৈরি বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ব্র্যাটেল স্ট্রিটের অভিজাত ভাবভঙ্গিমার সাথে সাদৃশ্য রেখে এই ধরনের সুদর্শন বাড়ি আর কিছু হলেও কোনো সরকারি কর্মচারীর পক্ষে স্বপ্নেও কেনা সম্ভব নয়। *তারপরেও আমার মতো এই সরকারি কর্মচারীরাই ওয়ারেন হয়েটদের পরাস্ত করে এবং যুদ্ধের পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে ভোগে,* ভাবলো রিজোলি। সে-ই সেই মানুষ যে রাতের বেলা নিজের বাসার দরজা এবং জানালা তালা মেরে রাখে, বিছানার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কোনো আবছায়ার পদধ্বনির কথা ভেবে ঘুমন্ত অবস্থায় শিউরে উঠে। দানবের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তার ফলও পেয়েছে, কিন্তু এরপরেও, এ ধরনের বৃহৎ অট্টালিকাতে সেই মহিলা থাকে যে একই দানবের কথা সহানুভূতির কানে শুনে, যে কোর্টে এই ধরনের সমর্থনের অযোগ্য লোককে সাহায্য করতে যায়। এই সেই বাড়ি যা হয়তো সে ভিক্টিমদের হাড় দিয়ে তৈরি করেছে।

ধূসর ব্লন্ড চুলের এক মহিলা তাদেরকে দরজাতে স্বাগতম জানালো। নিজেও তার বাসস্থানের মতোই নিখুঁত সে। উজ্জ্বল হেলমেটের মতো চুলের এই মানুষটি ব্রুকস ব্রাদারস শার্ট ও ভালোভাবে ইস্ত্রি করা স্ল্যাকস পরে আছে। বয়স চল্লিশের মতো হবে। অ্যালাবাস্টারের মতো মসৃণ চেহারার অধিকারিণী। যদিও বাস্তব অ্যালাবাস্টারের মতো তার চেহারার মধ্যে উষ্ণতার ভাব দেখা গেল না। বরং সেই জায়গায় তার চোখজোড়ায় বুদ্ধিদীপ্ত ঠান্ডা চাহনি দেখতে পেল তারা।

"ডা. ও'ডনেল? আমি ডিটেক্টিভ জেন রিজোলি। ইনি এজেন্ট গ্যাব্রিয়েল ডিন।"

BanglaBook.org

ডিনের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো মহিলাটি। "এর আগেও এজেন্ট ডিনের সাথে আমার দেখা হয়েছে।"

আর অবশ্যই তারা একে অপরকে দেখে যে একেবারেই খুশি হয়নি তা ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারলো রিজোলি।

তাদের হঠাৎ এই আগমনে খুব একটা খুশি দেখালো না ও'ডনেলকে, বরং কিছুটা যান্ত্রিক মনে হলো তাকে যখন সে তাদেরকে কঠোর অভিব্যক্তি নিয়ে বড়ো ফয়েরের মধ্য দিয়ে ফর্মাল সিটিং রুমে নিয়ে এলো। রুমটি সাদা সিল্কের রোজউড ফ্রেমের তৈরি কৌচ এবং মেঝেতে পেতে রাখা লাল রঙের রিচ শেডের ওরিয়েন্টাল কার্পেট দিয়ে সজ্জিত। আর্টের ব্যাপারে খুব কম জানাশোনা থাকলেও রিজোলি দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা পেইন্টিংগুলোকে দেখে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারলো যে সেগুলো অরিজিনাল আর মূল্যবান। *আরও কিছু ভিক্টিমের হাড়ের ফসল*, ভাবলো সে। ডিন আর সে ও'ডনেলের মুখোমুখি হয়ে কৌচে বসে পড়লো। কফি, চা এমনকি পানি পর্যন্ত তাদেরকে দেওয়ার কথা বলল না সে। তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলো যে তাদের হোস্টেস কথোপকথন যত সংক্ষেপে সম্ভব সেরে ফেলতে আগ্রহী।

ও'ডনেল কথা প্রসঙ্গে ফিরে এসে রিজোলির উদ্দেশ্যে বলল। "আপনি বলছিলেন ওয়ারেন হয়েটের ব্যাপারে কথা আছে আমার সাথে।"

"আপনি তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তাতে কি কোনো সমস্যা আছে?"

"আপনার যোগাযোগ কোন ধরনের মধ্যে পড়ে জানতে পারি কি?"

"আপনি হয়তো সেটা জেনেই এসেছেন এবং আমার ধারণা আপনি সেটা পড়েও এসেছেন।"

"আপনার যোগাযোগের ধরনটা কী সেটা বলুন?" আবারও কথার পুনরাবৃত্তি করলো রিজোলি, অদম্য ভাব ফুটে উঠেছে তার কণ্ঠে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবাকের মতো ও'ডনেল তার দিকে চেয়ে রইলো, নিরবে তার প্রতিপক্ষকে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করছে যেন। রিজোলিকে এখন তার কাছে প্রতিপক্ষ বলে মনে হচ্ছে। আর এই ব্যাপারটা মাথায় রেখেই তার কথার উত্তর দেওয়ার চিন্তা করলো। বসার ভঙ্গি এমনভাবে পাল্টে নিলো যেন নিজের গায়ে বর্ম চাপাতে চাইছে।

"ডিটেক্টিভ, প্রথমে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই," ও'ডনেল কথায় বাধা দিয়ে বলল। "মিস্টার হয়েটের সাথে আমার যোগাযোগের বিষয়টা নিয়ে পুলিশের এত মাথা ঘামানোর কী আছে?"

"আপনি কি জানেন না সে পুলিশি হেফাজত থেকে পালিয়েছে?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। আমি খবরে সেটা দেখেছি। আর এরপর, স্টেট পুলিশ আমার সাথে কথা বলেছিল এই বিষয়ে যে সে আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে কিনা। তারা সবার সাথেই কথা বলেছে যাদের সাথে ওয়ারেনের যোগাযোগ ছিল।"

ওয়ারেন। নামের প্রথম অংশ ধরে সম্বোধন করার ব্যাপারটা লক্ষণীয়।

রিজোলি সাথে করে নিয়ে আসা বড়ো আকারের ম্যানিলা এনভেলপ খুলে তিনটি পোলারয়েড বের করলো, যেগুলোকে জিপলক ব্যাগে রাখা হয়েছে। ডা. ও'ডনেলের হাতে তুলে দিলো সেগুলো। "আপনি কী এই ছবিগুলো মিস্টার হয়েটকে পাঠিয়েছেন?"

গা ছাড়াভাবে ও'ডনেল ছবিগুলো এক ঝলক দেখলো। "না। কেন?"

"আপনি তো ভালোভাবে দেখলেন-ই না।"

"দেখার প্রয়োজন নেই। আমি মিস্টার হয়েটকে কখনও এ ধরনের ছবি পাঠাইনি।"

"এগুলো তার সেলে পাওয়া গিয়েছে। আপনার রিটার্ন অ্যাড্রেস সম্বলিত একটি খামে।"

"তাহলে সে হয়তো আমার খামটিকে এই ছবিগুলো রাখার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে।" রিজোলির হাতে পোলারয়েডগুলো ফেরত দেওয়ার সময় বলল।

"আপনি তাকে কী পাঠাতেন তাহলে?"

"চিঠি। রিলিজ ফর্ম তার সাইন করে ফেরত পাঠানোর জন্য দিতাম।"

"কিসের রিলিজ ফর্ম?"

"তার স্কুল রেকর্ডের। পেডিয়াট্রিক রেকর্ড। এমন কিছু তথ্য যা আমাকে তার ইতিহাসের ব্যাপারে বলতে সক্ষম হবে।"

"আপনি তাকে কয়বার এরকম চিঠি দিয়েছিলেন?"

"চার থেকে পাঁচবার তো হবেই।"

"আর সে কি আপনার চিঠির উত্তর দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। আমার ফাইলে তার প্রত্যেকটি চিঠি রয়েছে। আপনি চাইলে কপি করেও নিয়ে যেতে পারেন।"

"পালানোর পরে আপনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল কি?"

"যদি এমন কিছু হতো আপনার কি মনে হয় না আমি কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে জানাতাম?"

"জানি না আমি, ডা. ও'ডনেল। আপনার সাথে মিস্টার হয়েটের সম্পর্কের ধরনটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"যোগাযোগ করেছি শুধু তার সাথে। সোজাসুজি বললে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।"

BanglaBook.org

"তারপরেও আপনি তার কাছে চিঠি লিখেছেন। প্রায় চার থেকে পাঁচবারের মতো।"

"আমি তার সাথে দেখাও করতে গেছি। সাক্ষাতকারের ঘটনাটি ভিডিওটেপে রয়েছে, যদি আপনি তা দেখতে ইচ্ছুক হোন তো, দিতে পারি।"

"আপনি তার সাথে কথা বলতে গেছেন কেন?"

"তার কাছে বলার মতো কিছু ছিল তাই। যা আমাদেরকে কিছু না কিছু শেখাবে।"

"যেমন, কীভাবে মেয়েদের জবাই করতে হয়, তাই তো?" কোনো কিছু চিন্তা করার আগেই শব্দগুলো রিজোলির মুখ থেকে বের হয়ে গেল, অন্য আরেকজন মহিলার বর্ম ভেদের প্রয়োজনে তিক্ত আবেগের একটা বিফল চেষ্টা।

নির্বিকারভাবেই বলল ও'ডনেল "আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর অন্যান্যদের মতো আপনিও শুধু শেষের ফলাফলগুলোই দেখতে পেলেন। বর্বরতা, হিংস্রভাব। লোমহর্ষক ঘটনাগুলো এ ধরনের পুরুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ হয়ে থাকে।"

"আপনি তাদের মধ্যে কী দেখতে পেয়েছেন?"

"তাদের জীবনে ভূতপূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো।"

"এখন আপনি আমাকে বলবেন এগুলো সবকিছু তাদের অসুখী শৈশবের ফলস্বরূপ হয়ে থাকে।"

"আপনি কি ওয়ারেনের শৈশবের ব্যাপারে কিছু জানেন?"

হঠাৎ করেই রিজোলি তার রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা অনুভব করতে পারলো। হয়েটের অবসেশনের শিকড় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার নূন্যতম ইচ্ছা নেই তার। "তার শিকার তার শৈশবের এসব বিষয়ের ওপরে নির্ধারিত ছিল না। আর না আমি।"

"কিন্তু আপনি কি সেই ব্যাপারে জানতে চান?"

"আমাকে বলা হয়েছিল একদম স্বাভাবিক ছিল সে। আমি জানি তার শৈশব সেসব পুরুষদের তুলনায় অন্ততপক্ষে হাজার গুণ ভালো ছিল যারা মেয়েদেরকে নিয়ে আর কিছু হলেও কাটাকুটির চিন্তা করে না।"

"স্বাভাবিক।" ও'ডনেল শব্দটি শুনে ভীষণ মজা পেয়েছে বলে মনে হলো। বসার পর এই প্রথমবারের জন্যই ডিনের দিকে তাকালো সে। "এজেন্ট ডিন, আপনি আমাদেরকে কি আপনার মতে স্বাভাবিকের সংজ্ঞাটা দিতে পারবেন?"

একে অপরের দিকে তাকালো তারা, মিইয়ে না পড়া প্রতিদ্বন্দ্বীর যুদ্ধটা যেন হঠাৎ করে আবারও প্রতিধ্বনি তুললো। কিন্তু ডিনের এখন যাই মনে হোক না কেন নিজের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ হতে দিলো না। বরং শান্তস্বরে বলল

BanglaBook.org

"ডিটেক্টিভ রিজোলি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে। আমি চাই আপনি সেটার উত্তর দিন, ডক্টর।"

এখনও যে এই সাক্ষাতকার পর্বে নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেনি ডিন সেটি দেখে ভীষণ অবাক হলো রিজোলি। ডিনকে তার কাছে এমন এক ধরনের মানুষ বলে মনে হয় যে নিজের ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম, তাই আজকেও এই বিষয়টিকে পুরোপুরি সমর্থন করে নিজেকে বসালো দর্শকের ভূমিকায়।

অপরদিকে রিজোলি নিজের রাগকে পাত্তা না দিয়ে কথোপকথন চালানোর সিদ্ধান্ত নিলো। সময় এসেছে নিজের কমান্ডকে পুনরুদ্ধার করার। এ কারণে তার নিজের রাগকে বশীভূত করা প্রয়োজন। এ কারণে ঠান্ডা মাথায় তাকে নিয়মানুযায়ী এগোতে হবে।

জিজ্ঞেস করলো সে, "আপনারা কবে একে অপরকে চিঠি লেখার কাজটি শুরু করেছিলেন?"

ও'ডনেল বৈষয়িকভাবেই উত্তর দিলো : "প্রায় মাস তিনেক আগে।"

"আর আপনি কী ভেবে তাকে চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?"

"একটু দাঁড়ান," অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ও'ডনেল। "আপনি ভুল ভাবছেন। আমি এই যোগাযোগ শুরু করিনি।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন, হয়েট শুরু করেছিল?"

"হ্যাঁ। সে-ই আমাকে প্রথম চিঠি লিখেছিল। সে বলেছিল যে আমার হিংস্রতা সম্পর্কিত নিউরোলজি বিষয়ক কাজের ব্যাপারে শুনেছে সে। সে জানত আমি অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য দিয়েছি।"

"সে কি তাহলে আপনাকে নিজের জন্য নিযুক্ত করতে চেয়েছিল?"

"না। সে জানত তার দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। অন্তত এতদিন পরে। কিন্তু সে ভাবত আমি তার কেস নিয়ে হয়তো আগ্রহী হবো। আর আমি সত্যি সত্যি তার কেসের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম।"

"কেন?"

"আপনি কি জিজ্ঞেস করছেন কেন আমি আগ্রহী ছিলাম তার ব্যাপারে?"

"হয়েটের মতো মানুষের কাছে চিঠি লিখে নিজের মূল্যবান সময় আপনি নষ্ট করতে গিয়েছিলেন কেন?"

"সে হয়তো সেই ধরনের মানুষ যার সম্পর্কে আমি আরও কিছু জানতে আগ্রহী।"

"তাকে তো প্রায় ডজন খানেক সাইক্রিয়াটিস্ট দেখেছে। কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি তার মধ্যে। একদম স্বাভাবিক সে, শুধুমাত্র এটা বাদে যে মেয়েদেরকে

BanglaBook.org

খুন করতে ভালোবাসে সে। মেয়েদেরকে বেঁধে রেখে তাদের পেট কেটে ফেলতে পছন্দ করে। সার্জন রূপে খেলতে ভীষণ ভালোবাসে সে। এই কাজটি তাদেরকে জাগিয়ে রেখে করতে পছন্দ করে। যখন তারা বুঝবে আদতে তাদের সাথে কী হতে চলেছে।"

"এরপরেও আপনি তাকে স্বাভাবিক বলছেন।"

"সে তো পাগল নয়। সে এ ব্যাপারে ভালোভাবেই অবগত ছিল যে ঠিক কী করছে সে। আর সে ওগুলোই করতে ভালোবাসে।"

"তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন যে সে শয়তান হয়েই জন্মেছিল।"

"আমি তার ক্ষেত্রে ঠিক এই শব্দটাই ব্যবহার করতে চাইছিলাম," রিজোলি বলল।

ও'ডনেল কয়েক মুহূর্তের জন্য তার দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলো যেন তার অভ্যন্তরের চিন্তা পড়ার চেষ্টা করছে। কীভাবে করছে সে এসব? তার সাইকিয়াট্রিক ট্রেইনিং কী মানুষের বহির্ভাগের মুখোশ ভেদ করে ভেতরের ক্ষয়প্রাপ্ত সত্ত্বা দেখতে সাহায্য করে?

হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল ও' ডনেল। "আপনি কী আমার সাথে অফিসে একটু আসতে পারবেন?" বলল সে। "সেখানে হয়তো এমন কিছু রয়েছে যা আপনার দেখা প্রয়োজন।"

হলওয়ে ধরে রিজোলি ও ডিন এগিয়ে চললো তাকে অনুসরণ করে। করিডরে বিছিয়ে রাখা রেড ওয়াইন কার্পেটে তাদের জুতোগুলো আচ্ছাদিত হয়ে পড়লো। তাদেরকে যে রুমটিতে নিয়ে এলো সে সেটিকে সিটিং রুমের থেকে একেবারে বিপরীতভাবে সাজানো হয়েছে। ও' ডনেলের অফিসে বৈষয়িক একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে : সাদা দেওয়াল, রেফারেন্স টেক্সট সম্বলিত বুকশেল্ভ এবং স্ট্যান্ডার্ড মেটাল ফাইল ক্যাবিনেটে সাজানো রয়েছে রুমটি। *এই রুমে এসে যে কেউ অত্যন্ত সহজেই নিজের কাজে মনোনেবেশ করতে পারবে*, ভাবলো রিজোলি। *এবং ও'ডনেলের মধ্যে হয়তো এই ব্যাপারটিই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।* মুখে কঠোর অভিব্যক্তি নিয়ে, সে তার ডেস্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে এক্সরের একটি খাম হ্যাঁচকা টানে বের করে এনে আটকালো দেওয়ালে লাগিয়ে রাখা ভিউয়িং বক্সে। ক্লিপসে একটি ফ্লিম আটকিয়ে সুইচ দিলো।

ভিউয়িং বক্স জ্বলে উঠলে তার ব্যাকলাইটের আলোতে মানব খুলির একটা পরিষ্কার চিত্র ভেসে উঠলো।

"ফ্রন্টাল ভিউ," ও'ডনেল বলল। "আঠাশ বছর বয়সী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নির্মাণকর্মীর। সুবিবেচকদের চোখে সে একজন আইন মান্যকারী মানুষের মধ্যে পড়তো এবং একজন ভালো স্বামী ছিল। ছয় বছর বয়সী মেয়ের একজন আদর্শ

BanglaBook.org

বাবা। এরপর কাজের ক্ষেত্রে তার সাথে এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল যে কারণে তার মাথার ভেতরে একটা লোহার দন্ড ঢুকে গিয়েছিল।" সে তার দুজন অতিথিদের দিকে একঝলক তাকালো। "এজেন্ট ডিন হয়তো এর আগেও এই ধরনের ঘটনা দেখেছে। আপনি কি দেখেছেন ডিটেক্টিভ?"

লাইট বক্সের দিকে এগিয়ে গেল রিজোলি। সচরাচর এক্সরে দেখার কাজটি তাকে করতে হয় না এবং সে এই কারণে ছবিটির মূল অংশ যেমন : ক্রেনিয়ামের গোলাকার অংশ, অক্ষিকোটরের শূন্য অংশ এবং সূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত দাঁতের অংশগুলোর দিকেই চেয়ে রইলো।

"আমি এটাকে আড়াআড়িভাবে দেখাই এবার," কথাটা বলে বক্সে দ্বিতীয় একটি এক্স-রে ফিল্ম লাগিয়ে নিলো ও'ডনেল। "এখন কি আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন?"

দ্বিতীয় ফিল্মটাতে খুলির অংশটিকে পার্শ্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে। রিজোলি এখন পরিষ্কারভাবেই ক্রেনিয়ামের সম্মুখ থেকে পেছনের দিকে সূক্ষ্ম একটি ফ্রাকচার লাইন বিস্মৃতির ঘটনাটি দেখতে পেলো। সেটিকে নির্দেশ করেও দেখালো।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো ও' ডনেল। "তারা যখন তাকে অপারেটিং রুমে নিয়ে গিয়েছিল তখন সে অচেতন অবস্থায় ছিল। সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে হেমোরেজের সাথে বড়ো ধরনের সাবডিউরাল হেমাটোমা ধরা পড়েছিল তার যার ফলে জমে থাকা রক্ত তার ব্রেনের ফ্রন্টাল লোবস অংশে প্রচণ্ড চাপ ফেলেছিল। সার্জারির মাধ্যমে ব্রেনের অংশ থেকে রক্তগুলো নিঃসরণের কাজ করার পর লাভ করেছিল আরোগ্য। অথবা বলা ভালো, দেখে মনে হয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে একসময় কাজেও যোগ দিয়েছিল। কিন্তু আগের মানুষটা যেন সম্পূর্ণরুপে হারিয়ে গিয়েছিল। বারবার, কাজের জায়গায় নিজের ক্রোধ ধরে রাখতে পারত না। আর এই কারণে তাকে একটা সময় কাজ থেকে বের করেও দেওয়া হয়েছিল। যৌন নির্যাতন করতে শুরু করেছিল নিজের মেয়েকে। এরপর, একদিন তার স্ত্রীর সাথে তর্কের এক ফাঁকে সে তাকে এমনভাবে মারে যার ফলে তার লাশ পরবর্তীতে চেনার মতো অবস্থাতেও ছিল না। নিষ্পেষণের সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিল এবং এরপরেও নিজেকে কোনমতে থামাতে পারছিল না। এমনকি এত কিছুর পরে সে তার স্ত্রীর বেশিরভাগ দাঁত ভেঙ্গেও ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত তার মুখের অংশ ভাঙা হাড় এবং মাংসের এক দলার থেকে বেশি কিছুই ছিল না।"

"আপনি কি আমাকে বলতে চলেছেন যে এসব কিছু এই কারণে করেছে?" খুলির ফ্রাকচার অংশের দিকে নির্দেশ করে দেখালো রিজোলি।

"হ্যাঁ।"

"আমাকে একটু বুঝে উঠতে দিন।"

BanglaBook.org

"ফিল্মের দিকে তাকান ডিটেক্টিভ। ফ্রাকচারটি ঠিক কোথায় হয়েছে দেখতে পারছেন? ব্রেনের ঠিক কোন অংশ এর নিচে পড়েছে একটু খেয়াল করে দেখুন তো।" ঘুরে ডিনের দিকে একঝলক দেখে নিলো ও'ডনেল।

কোনোরূপ অভিব্যক্তি ছাড়াই তার সাথে ডিনের চোখাচোখি হলো। "ফ্রন্টাল লোবস," বলল সে।

ও'ডনেলের মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো। পরিষ্কারভাবে পুরোনো শত্রুকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ লাভের কারণে সে মজা পেয়েছে।

রিজোলি বলল, "এক্সরে করার অর্থ কী?"

"আমাকে লোকটির ডিফেন্স অ্যাটর্নি তার নিউরোসাইকিয়াট্রিক বিষয়টি মূল্যায়ন করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তার ওপরে উইসকন্সিন কার্ড সর্ট টেস্ট এবং হ্যালস্টেড-রেইটান ব্যাটারির ক্যাটেগরি টেস্ট করেছিলাম। এর সাথে আমি তার ওপর করিয়েছিলাম এমআরআই–ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং–যার মাধ্যমে তার ব্রেন স্ক্যান করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি জিনিস একটা উপসংহার-ই নির্দেশ করেছিল : এই লোকটির উভয় ফ্রন্টাল লোবসে ভয়ংকর ক্ষতি হয়েছে।"

"এরপরেও আপনি বলবেন সে তার আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থা থেকে পুরোপুরি সেরে উঠেছিল?"

"দেখে তাকে সুস্থ হওয়ার মতোই তো মনে হয়েছিল।"

"তার কি ব্রেন-নষ্ট ছিল, নাকি ছিল না?"

"ফ্রন্টাল লোবসে বড়ো আকারের ক্ষতি নিয়ে আপনি হাঁটাচলা, কথাবার্তা এমনকি প্রাত্যহিক কাজও করতে পারবেন। ফ্রন্টাল লোবোটমি করা মানুষের সাথে আপনি স্বাভাবিকভাবে, তার মধ্যে কোনো সমস্যার ব্যাপারটি সনাক্ত না করেই কথা বলতে পারবেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি বেশ ক্ষতি হয়েছিল লোকটির।" এক্সরের দিকে নির্দেশ করে দেখালো সে। "এই লোকটির যা হয়েছে তাকে ফ্রন্টাল ডিসইনহিবিশন সিন্ড্রোম বলা হয়ে থাকে। ফ্রন্টাল লোবসের সমস্যার কারণে দূরদর্শিতা ও বিবেচনা করার সামর্থ লোপ পায়। এ কারণেই আমরা অযাচিত কোনো আবেগের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারি। যদি তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সামাজিকভাবে আমরা ডিসইনহিবিটেড হয়ে পড়ি। কোনোরকম অনুতাপ কিংবা দুঃখবোধ ছাড়াই অসঙ্গত ব্যবহার করি। এভাবে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির ওপরে আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি আমরা। আর আমাদের সবার মধ্যেই এরকম ব্যাপার ঘটে থাকে, রাগের কিছু মুহূর্ত, যখন আমরা প্রতিআক্রমণ করতে ইচ্ছুক হয়ে পড়ি। ট্রাফিকে আমাদের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যারা সামনে যেতে চায় তাদেরকে ধাক্কা দেওয়ার কথা ভাবি। আমি নিশ্চিত এই অনুভূতিগুলোর কথা আপনি ভালোভাবেই জানেন, ডিটেক্টিভ। রাগ যখন সেই পর্যায়ে পৌঁছায় আপনার কাউকে আঘাত

BanglaBook.org

করতে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক।"

কিছুই বলল না রিজোলি, ও'ডনেলের সত্যি কথাগুলো তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করিয়ে দিলো।

"সমাজ আক্রমণাত্মক কাজগুলোকে শয়তান কিংবা পাপাচারের পূর্ণবিকাশ হিসাবে দেখে থাকে। আমাদেরকে বলা হয় আমাদের নিজেদের ব্যবহারের ওপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং আমাদের প্রত্যেকেরই সেই চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে যাতে করে আমরা অন্য কোনো মানুষের ক্ষতি না করতে পারি। কিন্তু এটা শুধুমাত্র নশ্বরতা নয় যা আমাদেরকে পরিচালিত করে থাকে। বায়োলজির ভূমিকাও এই ক্ষেত্রে অপরিসীম। ফ্রন্টাল লোবস আমাদের চিন্তা এবং কার্য্যাবলিকে সমন্বয়ের কাজ করে থাকে। তারা আমাদেরকে ঐ সব কার্য্যাবলির ফলাফল আগে থেকে নিরূপণ করতেও সাহায্য করে থাকে। এগুলোর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, আমাদের আবেগগুলো অনেকটাই বুনো হয়ে পড়ে। এই লোকটির ক্ষেত্রেও যা হয়েছে। নিজের ব্যবহারের ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল সে। নিজের মেয়ের প্রতিই তার যৌন আকর্ষণ কাজ করতো, যে কারণে তাকে সে নির্যাতনও করেছে। তার স্ত্রী তাকে অনেক বেশি রাগান্বিত করে ফেলাতে তাকে সে মারতে মারতে মেরেই ফেলেছিল। সময়ে অসময়ে আমাদের সবার মাঝেই এই ধরনের বিশৃঙ্খল খেয়াল কিংবা অসঙ্গত চিন্তাচেতনা এসে থাকে, যদিও তা অস্থায়ী হয়। আমরা এসব কারণে কোনো আকর্ষণীয় অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি যৌনতার দিক থেকেও আকৃষ্ট হই। এই তো সবগুলো খেয়ালের সংক্ষিপ্ত ধারণা। কিন্তু কী হবে যদি আমরা নিজেদের আবেগকে দমন না করতে পারি? কী হবে যদি আমরা নিজেদেরকে থামাতে না পারি? যৌনানুভূতি তখন ধর্ষণে রূপ নেবে। কিংবা এরচেয়েও আরও অধিক খারাপ দিকে চলে যাবে সবকিছু।"

"আর এভাবেই কি তাকে বাঁচানো হয়েছিল? 'আমার ব্রেন আমাকে এই কাজগুলো করতে বাধ্য করেছে?'"

ও' ডনেলের চোখে বিরক্তির আভাস দেখা গেল। "ফ্রন্টাল ডিসইনহিবিশন সিনড্রোম নিউরোলজিস্টদের মধ্যে গৃহীত ডায়াগনসিসের মধ্যেই পড়ে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এই ব্যাখ্যা কি কোর্টে চলে?"

কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ থেকে আবারও ও'ডনেল বলল। "আমাদের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাতে উন্মাদদের ক্ষেত্রে এখনও উনিশ শতকের সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্যাপারটা কী খুব আশ্চর্যজনক লাগবে যদি কোর্ট নিউরোলজির এসব বিষয়কে পাত্তায় না দেয়? ওকলাহোমাতে এই লোকটি এখন প্রতিদিন মৃত্যুর প্রহর গুনছে।" এই বলে কঠোর অভিব্যক্তি নিয়ে লাইটবক্স থেকে ফিল্মগুলোকে নামিয়ে খামের ভেতরে ঢুকিয়ে নিলো ও'ডনেল।

BanglaBook.org

"ওয়ারেন হয়েটের সাথে এই বিষয়ের সম্পর্ক কী?"

ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল ও'ডনেল, এক্সরের আরেকটি খাম নিয়ে আরও কিছু ফিল্মের জোড়া বের করে আবারও লাইট বক্সে লাগিয়ে নিলো। এখানে আরও এক সেট খুলির অংশের ফিল্ম রয়েছে, ফ্রন্টাল ও ল্যাটেরাল ভিউ, কিন্তু তুলনামূলকভাবে ছোটো। বাচ্চার খুলি এটি।

"এই ছেলেটি বেড়া বেয়ে উঠার সময় পড়ে গিয়েছিল," ও'ডনেল বলল। "মুখ উপুড় করে পড়ে গিয়েছিল, যার ফলে ফুটপাতের ওপর পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়। এখানে দেখুন, ফ্রন্টাল ভিউয়ের ফিল্মে। ছোট্ট একটি ক্রাক দেখছেন না, তার বাম ভ্রু'র ওপরের অংশ বরাবর। এটা ফ্রাকচার।"

"দেখতে পাচ্ছি," রিজোলি বলল।

"রুগির নাম দেখুন।"

ফিল্মের ওপরে কোণায় ছোটো একটি বর্গের মধ্যকার লেখার দিকে মনোযোগ দিলো রিজোলি যাতে পরিচয় বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে। অবশেষে সে যা দেখতে পেলো তাতে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেল।

"যখন তার বয়স দশ বছর ছিল এই আঘাতটা সেই সময়ের," ও'ডনেল বলল। "স্বাভাবিক, চটপটে ছেলে ছিল সে যে হিউস্টনের শহরতলিতে বেড়ে উঠেছিল। অন্ততপক্ষে, তার পেডিয়াট্রিক রেকর্ড ও এলিমেন্টারি স্কুলের রিপোর্ট তো তাই বলে। সুস্থ বাচ্চা, গড়পড়তার থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কিছুটা এগিয়ে। অন্যান্যদের সাথে যার সম্পর্কও ভালো ছিল।"

"যতদিন না সে বড়ো হলো এবং তাদেরকে মেরে ফেলার কাজ করলো।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ঠিক কী কারণে ওয়ারেন খুনের খেলা খেলতে শুরু করেছিল?"

ফিল্মের ও'ডনেল দিকে নির্দেশ করলো। "এই আঘাত একটা ফ্যাক্টর হতে পারে।"

"হেই, সাত বছর বয়সে জঙ্গল থেকে, জিম থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। সেই বারগুলোতে মাথায় বাড়িও খেয়েছিলাম। কই আমি তো কোনো মানুষকে জবাই করে বেড়াচ্ছি না।"

"এরপরেও আপনি মানুষের শিকারেই তো বের হোন। যেমনটা সে করে। সত্যি কথা বলতে, তার তুলনায় আপনি তো প্রফেশনাল শিকারি।"

রাগে রিজোলির মুখ লাল হয়ে উঠল। "আপনি তার সাথে আমার তুলনা কীভাবে করলেন?"

"তুলনা করছি না, ডিটেক্টিভ। কিন্তু একটু ভাবুন তো আপনি এই মুহূর্তে ঠিক কেমন অনুভব করছেন। আমাকে কষে একটা থাপ্পড় দিতে ইচ্ছা করছে আপনার, তাই না? তাহলে আপনাকে বাধা দিচ্ছে কে? আপনাকে আটকে রাখছে ঠিক কোন

BanglaBook.org

অংশ? আপনার নৈতিকতা? ভালো আদব-কায়দা? নাকি ঠান্ডা মাথার কোনো যুক্তি, যেটা আপনাকে জানান দিচ্ছে যে এই কাজের ফলাফল ঠিক কী হতে পারে? নাকি আপনার গ্রেফতার হওয়ার নিশ্চয়তা? এ ধরনের চিন্তাগুলোই আপনাকে আমার ওপরে আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখছে। আর এটা আপনার ফ্রন্টাল লোবসেই রয়েছে যেখানে এই ধরনের মানসিক কার্য্যাবলি ঘটছে। সেইসব অক্ষত নিউরনকে ধন্যবাদ যার কারণে আপনি নিজের বিধ্বংসী সত্ত্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন।" কথাগুলো বলে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলো ও'ডনেল। এরপর সে আরও কিছু কথা যোগ করে বলল, "আর বেশিরভাগ সময়েই তা হয়।"

শেষের শব্দগুলো বর্শার মতো গিয়ে যেন বিঁধলো। শঙ্কিত অবস্থার সবচেয়ে নাজুক জায়গা হয়তো এটাই। এক বছর আগেও সার্জনের তদন্তের সময়, রিজোলি ভয়াবহ একটা ভুল করেছিল যে কারণে সারাজীবনের মতো লজ্জিতবোধ করবে সে। ধাওয়া করার এক পর্যায়ে একজন নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করেছিল। ও'ডনেলের দিকে আবারও তাকালো। মহিলাটির চোখে আত্মতৃপ্তির ঝিলিক দেখতে পেল।

তাদের মধ্যকার নিস্তব্ধতা ভাঙলো ডিন। "আপনি আমাদেরকে বলেছেন হয়েটই আপনার সাথে প্রথমে যোগাযোগ করেছিল। সে এগুলো থেকে আসলে কী লাভ করতে চেয়েছিল? মনোযোগ? নাকি সমবেদনা?"

"যদি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পারস্পরিক বোঝাপড়ার হয় তাহলে?" ও'ডনেল বলল।

"শুধু এটাই কি সে আপনার কাছে চেয়েছিল?"

"ওয়ারেন কিছু জিনিসের উত্তর খোঁজার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়ছিল। সে বুঝে উঠতে পারছিল না খুনের মতো কাজগুলো করতে তাকে আসলে কোন বিষয় তাড়িত করে। সে জানতো সে আলাদা। আর সে জানতে চেয়েছিল ঠিক কী কারণে এরকম করে।"

"সে-ই আপনাকে এসব বলেছে?"

ও'ডনেল তার ডেস্কের কাছে গিয়ে একটি ফাইল ফোল্ডার তুলে নিলো। "তার চিঠিগুলো আমি এখানেই রেখেছি। আর আমাদের সাক্ষাতকারের ভিডিওটেপ।"

"আপনি সৌজা-ব্যারানোয়স্কিতে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"কার পরামর্শে?"

ইতস্ততবোধ করলো ও'ডনেল। "আমরা উভয়েই ভেবেছিলাম হয়তো এটা আমাদের দুজনকেই কোনোভাবে সাহায্য করতে পারবে।"

"কিন্তু আসলে কে এই মিটিং'র আইডিয়াটা মাথায় এনেছিল?"

ও'ডনেলের পক্ষ থেকে জবাবটা রিজোলিই দিলো। "হয়েট বলেছিল, তাই না? হয়েট এই মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে বলেছিল।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, এটা তারই পরামর্শ ছিল। কিন্তু আমরা উভয়েই বিষয়টা চেয়েছিলাম।"

"আপনার কী নূন্যতম ধারণা আছে সে আপনাকে সেখানে ডেকেছিল কেন," রিজোলি বলল। "আছে কি?"

"আমাদের দেখা করার দরকার ছিল। কোনো রোগীকে সামনাসামনি না দেখলে আমি মূল্যায়ন করতে পারি না।"

"আর যখন আপনি সেখানে তার মুখোমুখি বসেছিলেন, আপনার কী মনে হয় কী ভাবছিল সে?"

ও'ডনেলের অভিব্যক্তি যেন ভাসা ভাসা মনে হলো। "আপনি জানেন নাকি?"

"হ্যাঁ অবশ্যই। আমি একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সার্জনের মাথাতে তখন কী ঘুরছিল।" রিজোলি তার গলার স্বর যেন আবারও ফিরে পেয়েছে, নিষ্ঠুরভাবে ঠান্ডা শব্দগুলো যেন তাই আচমকাই বেরিয়ে এলো। "সে আপনাকে সেখানে যেতে বলেছিল কারণ সে আপনাকে মেপে দেখতে চেয়েছিল। প্রত্যেক নারীর সাথেই সে ঠিক এমনটাই করে থাকে। আমাদের দেখে হাসে এবং সুন্দরভাবে কথা বলে। এটা তার স্কুল রেকর্ডেও আছে, তাই না? 'শান্তশিষ্ট তরুণ,' শিক্ষকরা তো এটাই বলেছে হয়তো। আমি হলফ করে বলতে পারি আপনার সাথে যখন তার দেখা হয়েছিল তখনও ভীষণ ভদ্রভাব বজায় রেখেছিল সে, তা নয় কি?"

"হ্যাঁ, সে–"

"স্বাভাবিক ছিল সে, সাহায্য করবে এমন মানসিকতা নিয়ে।"

"ডিটেক্টিভ, আমি এতও স্বাভাবিক নই যে তাকে স্বাভাবিক মানুষ মনে করবো। কিন্তু সে সাহায্যকারীর মন মানসিকতা নিয়েই ছিল। আর তার কার্যক্রম নিয়ে কিছুটা সমস্যার মধ্যে ছিল সে। নিজের প্রতিটা আচরণের পেছনের কারণ সম্পর্কে বুঝতে চেয়েছিল।"

"এ কারণেই আপনি তাকে বলেছিলেন যে মাথায় পাওয়া আঘাতের কারণেই তার সাথে এমনটা হয়েছে।"

"আমি তাকে বলেছিলাম যে মাথায় আঘাতের বিষয়টা মূল কারণ হলেও হতে পারে।"

"হয়তো এটা শুনে খুব খুশি হয়েছিল, কারণ সে যা করেছিল সবকিছুর একটা সুন্দর অজুহাত তো ঠিকই পেয়ে গিয়েছিল।"

"আমি আমার সত্যিকারের মতামতই দিয়েছিলাম।"

"আপনি কি জানেন তাকে আরও কী বিষয় খুশি করেছিল?"

"কী?"

"আপনার সাথে এক রুমে অবস্থানের বিষয়টি। আপনারা তো একই রুমে বসেছিলেন?"

BanglaBook.org

"আমাদের ইন্টারভিউ রুমে দেখা হয়েছিল। সেখানে সার্বক্ষণিক ভিডিও নজরদারির ব্যবস্থা ছিল।"

"কিন্তু আপনাদের দুজনের মধ্যখানে তো কোনো বাধা ছিল না। না ছিল কোনো প্রটেক্ট করার মতো জানালা। না প্লেক্সিগ্লাস।"

"পুরোটা সময়জুড়ে সে আমাকে ভয় দেখাইনি কখনও।"

"সহজেই সামনে ঝুঁকে পড়ে হয়তো আপনাকে দেখেছে। আপনার চুল পরীক্ষা করেছে, চামড়ার গন্ধ নিয়েছে। নারীদেহের গন্ধ গ্রহণ করতে ভীষণ ভালবাসে। এই ব্যাপারটা তাকে আরও বেশি উজ্জীবিত করে। সবচেয়ে বেশি তাকে যেটা উজ্জীবিত করে সেটা হলো ভয়ের গন্ধ। কুকুর ভয়ের গন্ধ পায়, জানেন হয়তো? আমরা যখন ভীষণ ভয় পেয়ে যাই, আমাদের দেহ থেকে এমন কিছু হরমোন নিঃসৃত হতে থাকে যেগুলোকে প্রাণীরা সহজেই সনাক্ত করতে পারে। ওয়ারেন হয়েটও এই গন্ধটা পায়। সে সেইসব প্রাণীর মতো যারা শিকার করতে সক্ষম। সে ভয় ও শঙ্কিত হওয়ার গন্ধ সহজেই পেতে পারে। এটা তার কল্পনার জ্বালানি হিসাবে কাজ করে। আর আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি তার কল্পনাগুলো ঠিক কী ধরনের ছিল যখন সে আপনার সাথে একই রুমে বসেছিল। আমি তার ঐ কল্পনাগুলোর বাস্তবরূপ দেখেছি।"

ও'ডনেল হাসার চেষ্টা করলো, কিন্তু সফল হলো না। "যদি আপনি আমাকে ভয় দেখানোর প্রয়োজনে এগুলো বলে থাকেন তাহলে–"

"আপনার গলা দীর্ঘ, ডা. ও'ডনেল। আমার মনে হয় অনেকে এটাকেই রাজহংসের মতো কণ্ঠ হিসাবে অভিহিত করে থাকে। সে এই বিষয়টিও কিন্তু খেয়াল করেছে। আপনি কি আপনার গলার ওপরে তার দৃষ্টি নিবদ্ধের বিষয়টি একবারের জন্যও খেয়াল করেননি?"

"ওহ, থামুন।"

"তার চোখ কি মাঝেমধ্যেই আপনার প্রতি নিবদ্ধ হচ্ছিলো না? হয়তো আপনি ভেবেছিলেন সে আপনার স্তনের অংশের দিকে তাকিয়েছিল, যেমনটা অন্য পুরুষেরা করে থাকে। কিন্তু ওয়ারেন হয়েট এমন নয়। স্তনযুগলের অংশ নিয়ে তার বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। তার তীব্র আকর্ষণের বিষয় গলার অংশ। তার কাছে মেয়েদের গলার অংশ ঠিক ডেজার্টের মতো। যে অংশকে সে কেটে ফেলতে মরিয়া হয়ে থাকে সর্বদা। যখন সে তার অ্যানাটমির আরেকটি অংশ কেটে ফেলে ক্ষান্ত হয়।"

লজ্জায় মুখ লাল করে, ও'ডনেল ডিনের দিকে ঘুরে তাকালো। "আপনার পার্টনার নিজের সীমারেখাকে অতিক্রম করে ফেলছে।"

"না," শান্তভাবে বলল ডিন। "আমার মনে হয় ডিটেক্টিভ রিজোলি ঠিক কথাই বলছে।"

BanglaBook.org

"আমাকে নিছক হুমকি দেওয়া হচ্ছে।"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো রিজোলি। "আপনি একই রুমে হয়েটের সাথে ছিলেন। আর তখন সেটা আপনার কাছে হুমকি মনে হয়নি?"

ও'ডনেল তার দিকে ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকালো। "ওটা ক্লিনিক্যাল ইন্টারভিউ ছিল।"

"আপনার কাছে ব্যাপারটা তা-ই ছিল, কিন্তু তার কাছে হয়তো অনেকটাই ভিন্ন রকম ছিল এটা।" রিজোলি তার দিকে এগিয়ে এলো সুপ্ত রাগ নিয়ে, যা সে ও'ডনেলের ওপরে চাপাতে চাইলো না একেবারেই। যদিও ও'ডনেল তার তুলনায় অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং গঠন ও জীবনযাত্রার দিক দিয়ে কিছুটা হলেও উঁচু অবস্থানে থাকে, কিন্তু এতকিছুর পরেও রিজোলির নাছোড়বান্দা স্বভাবের কাছে পরাস্ত হলো। লাল হয়ে পড়লো আক্রমণাত্মক কথাগুলো শুনে।

"সে ভদ্রভাবেই ছিল, আপনি তো বলেই দিয়েছেন। সাহায্যও করেছে যথাযথ। অবশ্যই যা চেয়েছিল তা পেয়েই গিয়েছিল : তার সাথে একই রুমে কোনো নারীর উপস্থিতি। একজন নারী তার এত কাছে অবস্থান করেছে যার ফলে হয়তো সে উত্তেজিতবোধ করেছিল। যদিও সেই বিষয়টি হয়তো লুকিয়ে রেখেছে; কারণ এই কাজে পারদর্শী সে। স্বাভাবিক কথোপকথন ধরে রাখতে ভীষণ পটু, যদি সেই মুহূর্তে আপনার গলা কাটার কথা চিন্তাও করে থাকে তারপরেও ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে দিত না।"

"আপনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে ফেলেছেন," ও'ডনেল বলল।

"আপনার কি মনে হয় আমি আপনাকে শুধুমাত্র ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি?"

"ব্যাপারটা কি স্পষ্ট নয়?"

"ওখানে এমন অনেক কিছুই ছিল যা খেয়াল করলে হয়তো আপনি ভয় পেয়ে যেতেন। ওয়ারেন হয়েট আপনার গন্ধ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে। তাকে আপনি উত্তেজিত করার কাজ করেছেন। এখন সে ছাড়া পেয়ে গেছে। শিকারের কাজে মত্ত হয়ে পড়েছে আবার। আর একটা বিষয় কি জানেন? সে কখনও কোনো নারীর গন্ধ ভুলে না।"

ও'ডনেল তার দিকে গভীরভাবে তাকালো, এখন তার মধ্যে কিছুটা হলেও ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তার মধ্যে ভয়ের এই আভাস দেখে কেন জানি কিছুটা হলেও রিজোলির কাছে ভালো লাগলো। গত বছর থেকে সে নিজে যে জিনিসে ভুগছে ও'ডনেলের সাথে তার কিয়দাংশ হলেও ভাগাভাগি করে নিতে চায়।

"ভয় পাওয়ার অভ্যাসকে নিজের মধ্যে রপ্ত করে নিন," রিজোলি বলল। "কারণ আপনার সেটা প্রয়োজন।"

"আমি তার মতো অসংখ্য পুরুষের সাথে কাজ করেছি," ও'ডনেল বলল।

BanglaBook.org

"আমি জানি কোন সময়ে ভয় পেতে হয়।"

"আপনি যাদের সাথে দেখা করেছেন তাদের সবার তুলনায় হয়েট একেবারেই আলাদা।"

ও'ডনেল এ কথা শুনে মুচকি হাসলো। যেন সাহস ফিরে পেয়েছে, গর্বের সাথে। "তারা সবাই-ই ভিন্ন। সবাই-ই অদ্বিতীয়। আর তাদের তরফ থেকে আমি কখনোই নিজের পিঠ ঘুরিয়ে নিতে চাই না।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় সতেরো ।।

প্রিয় ডা. ও'ডনেল,

আপনি আমার শৈশবের প্রথম দিককার স্মৃতিগুলোর ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। আমি শুনেছি খুব কম মানুষই তাদের তিন বছর বয়সের আগের স্মৃতিগুলো পুনরায় মনে করতে পারে, কারণ অপরিণত ব্রেন ভাষা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা লাভ করে না এবং আমাদের প্রত্যেকেরই শৈশবের সেসব দৃশ্য এবং শব্দগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য ভাষাগত সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। শৈশবের এই স্মৃতিবিলোপের ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, অন্ততপক্ষে আমার ক্ষেত্রে তা খাটে না, কারণ আমি আমার শৈশবের কিছু খুঁটিনাটি বিষয় এখনও ভালোভাবে মনে করতে পারি। চাইলে আমি স্বতন্ত্র কোনো চিত্রও মনে করতে পারি, যেগুলো আমার ধারণা মতে এগারো মাস বয়সের হয়তো হবে। সন্দেহ করবেন না যে এগুলোকে আমি কৃত্রিম স্মৃতির সাথে, অর্থাৎ আমার বাবামায়ের কাছ থেকে শোনা গল্পগুলোর সাথে গুলিয়ে ফেলেছি কিনা। আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি এই স্মৃতিগুলো একেবারেই বাস্তব এবং যদি আমার বাবা-মা বেঁচে থাকত, তারা আপনাকে বলতো আমার এই অনুস্মরণগুলো ঠিক কতটা নির্ভুল এবং আমার শোনা গল্পের ভিত্তিতে তৈরি হয়নি এগুলো। ছবিগুলোর ধরন দেখে কখনও কখনও মনে হয়, এই ধরনের ঘটনা আমার পরিবারের কেউ বলতে হয়তো স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত না।

আমি আমার ক্রিবের কথা মনে করতে পারি, সাদা রং করা কাঠের সরু টুকরোগুলো এবং রেলের অংশ আমার দাঁতের ছাপে সুসজ্জিত ছিল। নীল কম্বলটিতে ছোটো ছোটো কিছু জীবের ছবি প্রিন্ট করা ছিল। পাখি কিংবা মৌমাছি অথবা ভাল্লুকও হতে পারে। আর ক্রিবের ওপরে এক অদ্ভুতদর্শনের যন্ত্র ঝুলিয়ে রাখা হতো যেটাকে এখন মোবাইল বলে জানি, কিন্তু সেই সময়ে জিনিসটা আমার কাছে জাদুময় লাগতো। চকচক করত কিছু জিনিস এবং আমার মাথার ওপরে সবসময় ঘুরপাক খেত। চাঁদ, তারা এবং বিভিন্ন গ্রহ ছিল সেগুলো, যা পরে আমার বাবা বলেছিলেন আমাকে। এ ধরনের জিনিসই তিনি তার ছেলের ক্রিবের ওপরে ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন। এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি। বিশ্বাস করতেন, কোনো শিশুকেই জিনিয়াস বানিয়ে দেওয়া সম্ভব যদি তার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করা যায়—সেটা

BanglaBook.org

মোবাইল, ফ্লাশ কার্ড কিংবা বাবার কণ্ঠে মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলের আবৃত্তি করা টেপ রেখেই হোক না কেন।

আমি গণিতে সবসময় ভালো ছিলাম।

কিন্তু আমার বিশ্বাস এসব স্মৃতিতে আপনার আগ্রহ হয়তো কম হবে। কারণ আপনি আমার মধ্যে শুধুমাত্র অন্ধকারের অংশ খুঁজে দেখতে চাইছেন, সাদা ক্রিব কিংবা সুন্দর মোবাইলগুলোর স্মৃতি না। আপনি এটা জানতে আগ্রহী যে আমি কেন এভাবে নিজেকে তৈরি করলাম।

তাই আমার ধারণা আপনাকে মাইরিড ডনোয়ের ব্যাপারে বলা উচিত।

আমি তার নাম অনেক বছর পরে জেনেছিলাম, যখন আমি আমার এক খালাকে আমার ভূতপূর্বের সেই অনুস্মরণের ব্যাপারে গল্প করছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন, "ওহ, ঈশ্বর। তুমি আসলেই মাইরিডের কথা মনে করতে পারছ?" হ্যাঁ, সত্যিই, আমি তাকে মনে করতে পারি। যখন আমার নার্সারির ছবিগুলো মনে করার চেষ্টা করি, আমি আমার মায়ের চেহারা দেখতে পাই না বরং ক্রিবের রেইলিং ঘেঁষে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় মাইরিডের চেহারা দেখতে পাই। গালে সাদা চামড়ার ওপরে কালো রঙের আঁচিল, অনেকটা কালো মাছি বসার মতোই লাগতো। সবুজ চোখজোড়া তার একই সাথে সুন্দর এবং শীতল চাহনিসম্পন্ন ছিল। আর তার হাসি—এমনকি আমার মতো বাচ্চা তার সেই হাসির মধ্যে এমন কিছু দেখত যা পূর্ণবয়স্কদের চোখ ছাপিয়ে যেত হাসির মধ্যে একটা ক্রূর ভাব ছিল। যেই বাড়িতে তিনি কাজ করতেন, চরম ঘৃণা করতেন সেই বাড়িকে। ডায়াপারের গন্ধ ছিল তার অপছন্দের জিনিসগুলোর একটি। ক্ষুধার তাড়নায় আমার কান্নার ব্যাপারটা অনেক বেশি অপছন্দের ছিল তার কাছে, কারণ এতে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটত। সেই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে তিনি খুবই ঘৃণা করতেন যা তাকে তার জন্মস্থান আয়ারল্যান্ড থেকে নিয়ে এসেছিল এই উষ্ণ টেক্সাসে।

সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন আমাকে।

আমি জানতাম সবটুকুই, কারণ ডজনখানেক ধীরস্থির ও সুচতুর উপায়ে আমার ওপর তা প্রদর্শন করতেন তিনি। অবশ্য নির্যাতনের কোনো প্রমাণ রাখতেন না; এসব ক্ষেত্রগুলোতে অনেক বেশি চতুর ছিলেন। পরিবর্তে তার ঘৃণা ঠিক সাপের মতোই রাগান্বিত হিসহিসানিতে পরিণত হতো, যখন তিনি আমার ক্রিবে ঝুঁকে এসে আমাকে দেখতেন। আমি শব্দগুলো বুঝতাম না, কিন্তু টের পেতাম তাদের বিষাক্ত ছোবলগুলো, দেখতে পেতাম তীর্যকদৃষ্টিতে আমার প্রতি ক্রোধের ব্যাপারটা। কখনও আমার বাহ্যিক প্রয়োজনের ব্যাপারগুলোকে অবহেলার চোখে দেখেননি তিনি; আমার ডায়াপার সবসময় পরিষ্কার এবং

BanglaBook.org

আমার দুধের বোতল উষ্ণ থাকত। কিন্তু আমাকে সবসময়েই লুকিয়ে লুকিয়ে চিমটি কাটতেন, চামড়া কুঁচকিয়ে রাখার কাজ করতেন, অ্যালকোহলের বিষাক্ত হুল দিয়ে আমার মূত্রনালি জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। স্বাভাবিকভাবেই চিৎকার করতাম আমি, কিন্তু এতে কোনো ধরনের ক্ষত বা দাগ তৈরি হতো না। আমি শুধুমাত্র কোলিকি আক্রান্ত বাচ্চা ছিলাম, সে আমার বাবা-মাকে বলেছিল, আমি নাকি নার্ভাস ডিসপজিশন নিয়েই জন্মেছি। আর বেচারি, সোৎসাহী মাইরিড! যখন আমার মা তার সামাজিক দায়িত্বগুলো সামলাতে ব্যস্ত থাকতেন, তাকেই তো ক্রন্দনরত সেই ছেলেকে সামলাতে হতো। আমার মা, যার শরীর থেকে সবসময় পারফিউম ও বেজির গন্ধ নির্গত হতো।

এই তো আমি এই জিনিসগুলো মনে করতে পারি। ব্যথায় বিস্ফোরিত স্মৃতি। আমার নিজের চিৎকারের শব্দ। আর সবার ওপরে আমি মাইরিডের গলার সাদা অংশ দেখতে পাই যখন সে ক্রিবে ঝুঁকে আমার চামড়াতে চিমটি কাটতে কিংবা খোঁচা দিতে উদ্যত হতো।

আমি জানি না ঐ বয়সে আমার পক্ষে ঘৃণার মতো বিষয়গুলো সম্ভব ছিল কিনা। আমার মনে হয় অযাচিত শাস্তিতে হতভম্ব হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ছিল সেটি। কোনো যুক্তির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই, কারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে এক কাতারে বেঁধে ফেলার কাজটা করে ফেলি আমরা। আমাকে সেই সময়েই বুঝে নিতে হয়েছিল যে আমার যন্ত্রণার উৎস আর কিছু ছিল না বরং সবুজ চোখ ও দুধ সাদা গলার অধিকারিণী সেই মাইরিডই ছিল।

৯৯৯

রিজোলি তার ডেস্কে বসে ওয়ারেন হয়েটের নিখুঁত হাতের লেখার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে। উভয়পাশের মার্জিন সুন্দরভাবে বজায় রেখে, ছোটো ছোটো অক্ষরের সংকুচিত শব্দগুলো অগ্রসর হয়েছে পৃষ্ঠার সরলরেখা বরাবর। যদিও কালি ব্যবহার করেই চিঠিটি সে লিখেছে, তারপরেও সেখানে কোনো শব্দের বানানে ভুল বা কাটাকাটির চিহ্ন নেই। প্রত্যেক বাক্য যেন সে লেখার আগে সুন্দরভাবে নিজের মাথাতে সাজিয়ে নিয়েছিল। রিজোলি ভাবলো, কাগজটার ওপরে কীভাবে ঝুঁকে বসে লিখেছিল সে, বলপয়েন্ট কলমে কীভাবে লিকলিকে নখগুলো জড়িয়েছিল, কাগজে কীভাবে তার চামড়া ঘষা খেয়েছিল। এসব ভেবে হঠাৎ করেই হাত ধোয়ার জন্য হয়ে উঠল মরিয়া।

মহিলাদের রেস্টরুমে রাখা সাবান ও পানি দিয়ে নিজের হাত ঘষে ঘষে ধুতে লাগলো। ওয়ারেনের প্রত্যেকটি চিহ্ন যেন তুলে ফেলতে চাইছে। কিন্তু হাত ধোয়ার

BanglaBook.org

পরেও তার নিজেকে দূষিত বলে মনে হলো, যেন হয়েটের শব্দগুলো তার চামড়ার মধ্যে ঠিক বিষের মতোই প্রবাহিত হচ্ছে। এরকম আরও অনেক চিঠি পড়ার জন্য রয়েছে। এখনও অনেক বিষ গলাধঃকরণ করতে হবে তাকে।

আচমকা রেস্টরুমের দরজাতে কেউ টোকা দিলে ভয়ে জমে গেল রিজোলি।

"জেন? আপনি কি ভেতরে আছেন?" ডিন বলল।

"হ্যাঁ," উচ্চস্বরে নিজের উপস্থিতির কথা জানান দিলো রিজোলি।

"আমি কনফারেন্স রুমে ভিসিআর তৈরি করেছি।"

"আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই।"

আয়নাতে নিজেকে এক ঝলক দেখে নিতে গেলে যা দেখলো তাতে মোটেও খুশি হলো না। ক্লান্ত চোখ, আত্মবিশ্বাস হারানো একটা চেহারা। *ডিনকে নিজের এমন চেহারা দেখতে দিও না*, ভাবলো সে।

ট্যাপ ছেড়ে মুখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিয়ে পেপার টাওয়েল দিয়ে মুখ ভালোভাবে শুকনো করে মুছে নিলো। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দম নিলো গভীরভাবে। *কিছুটা ভালো লাগছে*, নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল সে। *কখনও নিজের ঘর্মাক্ত চেহারা তাদেরকে দেখতে দেবে না তুমি।*

কনফারেন্স রুমে ঢুকে ডিনকে দেখে ছোট্ট করে মাথা নাড়ালো। "তাহলে, আমরা তৈরি?"

টিভি ইতোমধ্যেই অন করে রেখেছে ডিন এবং ভিসিআর'র লাইট জ্বলছে। তাদেরকে দেওয়া ও'ডনেলের ম্যানিলা এনভেলপ খুলে ভিডিওটেপটি বের করে নিলো। "আগস্টের সাত তারিখ লেখা আছে এখানে," বলল সে।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগেকার! তাহলে ছবিগুলো, তার বলা শব্দগুলো কতই না নতুন রয়েছে এখানে, ভাবলো রিজোলি। এরপর কনফারেন্স টেবিলে বসে পেন ও লিগ্যাল প্যাড নিয়ে নোট নেওয়ার জন্য তৈরি হলো। "চালু করুন।"

টেপটি ভিসিআরে ঢুকিয়ে প্লে বাটন চাপলো ডিন।

প্রথম ছবিতে ও'ডনেলকে দেখতে পেল তারা, যে সাদা সিন্ডার ব্লকের দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার চুলগুলো সুন্দরভাবে কয়েক করে বাঁধা। নীল রঙের নিট স্যুটে তাকে খুবই অভিজাত দেখাচ্ছে। "আজকে আগস্ট মাসের সাত তারিখ। আমি এই মুহূর্তে ম্যাসাচুসেটসের শার্লিতে সৌজা-বারানোয়স্কি ফ্যাসিলিটিতে রয়েছি। সাজেক্টের নাম ওয়ারেন ডি. হয়েট।"

কিছুক্ষণের জন্য টিভিপর্দা কালো হয়ে উঠল। এরপর পরই স্ক্রিনজুড়ে ভেসে উঠল নতুন একটা ছবি, রিজোলির কাছে চেহারাটা এতটাই ভীতিকর লাগলো যে চেয়ারের মধ্যে বসে থাকা অবস্থাতেই কেঁপে উঠল। অবশ্য অন্য যে কারোর কাছে হয়েটকে একজন সাধারণ মানুষ বলেই মনে হবে: হয়তো ভুলে যাওয়া কোনো

BanglaBook.org

চেহারার মধ্যে পড়বে তার চেহারাটা। বেশ সুপাট্যভাবে ছেঁটে রাখা হাল্কা বাদামি রঙের চুল এবং মুখশ্রীর মধ্যে বন্দিদশার ভাবটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। প্রিজন ব্লু রঙের ডেনিম শার্ট তার লিকলিকে অবয়বের তুলনায় আকারে কিছুটা বড়ো বলে মনে হচ্ছে। তাকে যারা প্রতিদিনকার জীবনে দেখে এসেছে তাকে তারা খোশমেজাজের ও বিনীত হিসাবেই জানে, ভিডিওটেপেও তার সেই চেহারাটাই উপস্থাপন করছে। নিরীহ ও শান্ত স্বভাবের একজন মানুষ।

ক্যামেরার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে অফস্ক্রিনে থাকা কিছু একটার প্রতি মনোনেবেশ করলো। চেয়ার টানার শব্দ পেল তারা এবং এরপর পরই ও'ডনেলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আপনি কি স্বস্তিবোধ করছেন, ওয়ারেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা কি তাহলে কথোপকথন শুরু করতে পারি?"

"যে-কোনো সময়ে, ডা. ও'ডনেল।" এই কথা বলে মুচকি হাসলো হয়েট। "আমি কোথাও যাচ্ছি না।"

"ঠিক আছে তাহলে।" ও'ডনেলের চেয়ার থেকে উদ্ভুত ঘর্ষণের শব্দ শোনা গেল। কেশে গলা পরিষ্কার করে নেওয়ার শব্দও। "চিঠিতে আপনি ইতোমধ্যেই আমাকে আপনার পরিবার এবং শৈশবের ব্যাপারে কিছু কথা বলেছেন।"

"কথাগুলো আরও বিস্তারিতভাবে বলতে চাই। আমার মনে হয় আমাকে বোঝার জন্য আমার জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত আপনার।"

"হ্যাঁ, আপনার এই পদক্ষেপের সমাদর জানাচ্ছি। খুব কম সময়েই আমি আপনার মতো কারো সাথে মৌখিক সাক্ষাতকারের সুযোগ পাই। অন্য কেউই হয়তো নিজের আচরণগত বিষয়ে আপনার মতো এত বিশ্লেষণাত্মক হবে না।"

বিদ্রুপের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো হয়েট। "আপনি কি অপরীক্ষিত জীবনের ব্যাপারে ঐ কথাটা শুনেছেন, যে এটা আর কিছু হলেও সার্থক নয়?"

"কখনও কখনও আত্মবিশ্লেষণকে আমরা ভিন্নতর একটা অবস্থানে নিয়ে যাই। এটা প্রতিপক্ষের একটা পদ্ধতি। বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলো আমাদের স্বভাবগত আবেগকে কিছুটা হলেও বাধা দেয়।"

হয়েট চুপচাপ রইলো। এরপর কিছুটা ঠাট্টাচ্ছলেই বলল "আপনি তাহলে আমার সাথে আমার অনুভূতিগুলো নিয়ে কথা বলতে চাইছেন।"

"হ্যাঁ।"

"কোনো বিশেষ অনুভূতি সম্পর্কে কি?"

"আমি জানতে চাই পুরুষ মানুষ খুন করতে কেন উদ্যত হয়। তাদেরকে

BanglaBook.org

আক্রমণাত্মক হতে প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়টি প্ররোচিত করে। আমি জানতে চাই আপনার মাথাতে ঠিক কী ঘুরছে। অন্য একজন মানুষকে খুন করার সময়ে আপনি কী অনুভব করেছেন।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলো. প্রশ্নের জবাবের চিন্তাতে যেন বুঁদ হয়ে পড়লো। "ব্যাপারগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া এতটাও সহজ না।"

"একটু চেষ্টা করে দেখুন।"

"বিজ্ঞানের স্বার্থে?" তার কণ্ঠে আবারও ইয়ার্কির ভাবটা যেন ফিরে এসেছে।

"হ্যাঁ। বিজ্ঞানের স্বার্থে। আপনি কী অনুভব করেন?" কথাগুলো বলে লম্বা বিরতি নিলো। এরপর বলল, "তৃপ্তি?"

"তাহলে এই বিষয়ে শুনতে ইচ্ছুক?"

"হ্যাঁ।"

"ব্যাখ্যা করুন আমাকে।"

"আপনি কি সত্যিই জানতে চান?"

"এটা আমার রিসার্চের মূল অংশ, ওয়ারেন। আমি জানতে চাই খুন করার সময়ে আপনি কী অনুভব করেন। এটা কিন্তু শুধুমাত্র অসুস্থ কৌতূহল না। আমি জানতে চাই আপনি এমন কোনো লক্ষণ নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন কিনা যা নিউরোলজিক্যাল অ্যাবনরমালিটি নির্দেশ করে। যেমন ধরুন, মাথাব্যথা। অদ্ভুত ধরনের স্বাদ কিংবা গন্ধের বিষয়।"

"সত্যি কথা বলতে কী রক্তের গন্ধ ভীষণ ভালো লাগে আমার," কথাটা বলে হয়েট কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। "ওহ, আমার মনে হয় আমি এই কথা বলে আপনাকে ধাক্কা দিয়েছি।"

"বলতে থাকুন। রক্তের সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"একটা সময় রক্ত নিয়ে সার্বক্ষণিক কাজ করতাম।"

"হ্যাঁ, জানি আমি। আপনি ল্যাব টেকনিশিয়ান ছিলেন।"

"মানুষ রক্তকে কেবল এমন এক ধরনের স্বাভাবিক তরল পদার্থ হিসাবে দেখে যা আমাদের শিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। যেমন মোটর অয়েল। কিন্তু এটা সে তুলনায় অনেকাংশেই জটিল আর বিশেষ। প্রত্যেকের রক্তেই অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন প্রত্যেক খুন অনন্য হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিশেষ এক ধরনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই কি আপনাকে তৃপ্তি দিয়েছিল?"

"একেকটার ক্ষেত্রে তো তৃপ্তির বিষয়টি অন্যান্যগুলো অপেক্ষা কিছুটা বেশিই ছিল।"

"এমন একটা ঘটনার কথা বলুন যেটা আপনার কাছে কিছুটা হলেও বিশেষ।

BanglaBook.org

যেটা আপনি বিশেষভাবে মনে করতে পারেন। আছে এমন কোনো ঘটনা?"

সম্মতিতে মাথা নাড়লো সে। "এমন একটা ঘটনা তো আছেই, মাঝে মাঝে যেটা নিয়ে ভাবতে পছন্দ করি।"

"অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি?"

"হ্যাঁ। এটা আমার মনের মধ্যে সবসময়ের জন্যই ঘুরপাক খেতে থাকে।"

"কেন?"

"কারণ সেই কাজটি আমি সম্পূর্ণ করতে পারিনি। কারণ এর পূর্ণ স্বাদ গ্রহণে সুযোগ পাইনি। এ বিষয়টা অনেকটাই এমন যে একটা জায়গায় চুলকানি হয়েছে, কিন্তু আপনি সেই জায়গাতে নখ দিয়ে চুলকাতে পারছেন না।"

"শুনে তো বিষয়টা অনেকটাই নগণ্য মনে হচ্ছে।"

"সত্যি কি? কিন্তু সময় গেলে, একটা সামান্য থেকে সামান্যতম চুলকানিও পূর্ণ মনোযোগ নিজের দিকে টানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা সবসময় আপনার চামড়ার সাথে লেগেই থাকে। এক ধরনের যন্ত্রণার মতো, বুঝেছেন, পায়ে সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো। প্রথম প্রথম এটাকে তেমন কিছুই মনে হয় না। কিন্তু দিন গেলে এই জিনিসগুলো শান্তি খেয়ে ফেলে। এটা তখন যন্ত্রণার সবথেকে নিষ্ঠুরতম পর্যায়ে পরিণত হয়। মনে হয় এর আগে আমার চিঠিতে উল্লেখ করেছি যে আমি মানুষের সাথে মানুষের অমানবিক ব্যাপারগুলোর সম্বন্ধে ইতিহাসের এক দুটো জিনিস ভালোভাবেই জানি। ব্যথা আরোপের শিল্প বলে যাকে।"

"হ্যাঁ। আপনি আমাকে আপনার সেই বিষয়ে আগ্রহের ব্যাপারে জানিয়েছিলেন।"

"বছরের পর বছর ধরে এই নির্যাতনকারীরা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অস্বস্তির ব্যাপারে ভালোভাবেই জেনেছে, যা সময় গেলে একসময় অসহ্যকর হয়ে যায়।"

"আর আপনার যে চুলকানির কথা বললেন সেটাও কি অসহ্যকর পর্যায়ে গেছে?"

"এটা আমাকে অনেক সময় রাতের বেলায় জাগিয়ে দেয়। মাথার মধ্যে ওসবের চিন্তাই ঘুরে বেড়ায়। যে মজাটা আমি উপভোগ করতে পারিনি। সারাজীবন ধরেই আমি যে কাজগুলো শুরু করেছি তা শেষ করার বেলাতে নিখুঁত থেকেছি। সুতরাং এটা আমাকে এক ধরনের বিরক্তির মধ্যে ফেলেছে। আমার মাথায় সবসময় এই বিষয়টিই ঘুরপাক খেতে থাকে। মাথার মধ্যে সেসবের ছবি বারবার দেখতে পাই আমি।"

"বর্ণনা করুন। যা আপনি দেখেন কিংবা অনুভব করেন।"

"আমি তাকে দেখতে পাই। সে অন্যান্য সবার থেকে আলাদা।"

"কীভাবে?"

BanglaBook.org

"সে ঘৃণা করে আমাকে।"

"অন্যরা করত না?"

"অন্যান্যরা নগ্ন ও ভয়ার্ত অবস্থায় থাকত। পরাভূত। কিন্তু এই মানুষটি আমার সাথে এখনও যুদ্ধ করে। আমি তখনই বিষয়টি অনুভব করি যখন আমি তাকে স্পর্শ করি। তার চামড়াতে ক্রোধের কারণে তড়িৎ সঞ্চারের বিষয়টা খেয়াল করি, যদিও সে জানে তাকে অনেক আগেই হারিয়ে দিয়েছি।" এবার একটু কাছে ঝুঁকে এলো হয়েট যেন নিজের একান্ত কিছু চিন্তা তার সাথে ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার দৃষ্টি ও'ডনেলের ওপরে না বরং ক্যামেরার ওপরে নিবদ্ধ এখন, যেন সে লেন্স ভেদ করে রিজোলির দিকে তাকাচ্ছে। "আমি তার ক্রোধের বিষয়টি অনুভব করতে পারি," বলল সে। "শুধুমাত্র তার চামড়া স্পর্শ করেই তার রাগের হলফ পেয়েছিলাম। এটা অনেকটা হোয়াইট হিটের মতো ছিল। তরল এবং একইসাথে বিপজ্জনক। বিশুদ্ধ শক্তি ছিল যাতে। আমি নিজেকে কখনও এতটা শক্তিশালী হিসাবে পাইনি। আমি ওরকম অনুভূতি আবারও পেতে চাই।"

"এটা কি আপনাকে উজ্জীবিত করে?"

"হ্যাঁ। আমি তার গলার কথা ভাবি। একেবারে সরু। তার গলা খুব সুন্দর, ধবধবে সাদা।"

"আর কিসের ব্যাপারে ভাবেন আপনি?"

"আমি তার পোশাক খুলে নেওয়ার কথা ভাবি। তার বলিষ্ঠ স্তনযুগলের কথা ভাবি। এবং তার পেটের কথাও ভাবি। সুন্দর, মসৃণ পেট..."

"ও ডা. কর্ডেলকে নিয়ে আপনার কল্পনাগুলো কী–যৌনগত?"

কিছুক্ষণ নিরব রইবো। চোখ পিটপিট করলো যেন মুহূর্তের মধ্যেই নিজের মোহে বাধা পেয়েছে। "ডা. কর্ডেল?"

"তার ব্যাপারেই তো আমরা কথা বলছি, তাই না? যে শিকারকে আপনি কখনও খুন করতে পারেননি, ক্যাথারিন কর্ডেল।"

"ওহ। আমি তার কথাও মাঝেমধ্যে ভাবি। কিন্তু আমি যার ব্যাপারে কথা বলছিলাম এতক্ষণ, সে কর্ডেল নয়।"

"তাহলে কার ব্যাপারে কথা বলছেন আপনি?"

"অন্য আরেকজন।" কথাগুলো বলে সে এমনভাবে ক্যামেরার দিকে তাকালো যার ফলে রিজোলি নিজের মধ্যে উষ্ণ একটা ভাব অনুভব করতে পারলো। "পুলিশের ঐ মেয়েটা।"

"তার মানে যে আপনাকে খুঁজে বের করেছিল? সেই কি তাহলে সেই নারী যাকে আপনি নিজের কল্পনার চোখে দেখেন?"

"হ্যাঁ। তার নাম জেন রিজোলি।"

BanglaBook.org

।। অধ্যায় আঠারো ।।

উঠে দাঁড়িয়ে ভিসিআরের স্টপ বাটন চাপলো ডিন। টিভি স্ক্রিনটা একেবারে ব্ল্যাংক হয়ে গেল। ওয়ারেন হয়েটের শেষ শব্দগুলো এই নিরবতার মাঝেও যেন বারবার স্থায়ী প্রতিধ্বনি তুলছে। কল্পনাতে রিজোলিকে শুধু বিবস্ত্রই করেনি সে, বরং তার সম্ভ্রম নিয়েও খেলেছে। উন্মোচন করেছে তার দেহের নগ্ন অংশকে। গলা, স্তন আর পেট। সে ভাবছে ডিনও কী তাকে এখন ঠিক সেভাবেই দেখছে কিনা। যদি হয়েটের মধ্যে দেখা দেওয়া কামুক চিন্তা ডিনের মনের মধ্যেও এই মুহূর্তে খেলতে থাকে একইভাবে।

তার দিকে ঘুরে তাকালো রিজোলি। ডিনের মুখের অভিব্যক্তি সবসময়েই তার কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার চোখে রাগের ফুলকি দেখতে পেলো যেটা আর কিছু হলেও চোখের বিভ্রম নয়।

"আপনি বুঝেছিলেন, তাই না?" বলল সে। "আপনার জন্যই এই টেপটি তৈরি করেছিল। রুটির টুকরো ছড়িয়েছিল যাতে করে আপনি তাকে অনুসরণ করেন। ও'ডনেলের রিটার্ন অ্যাড্রেস সম্বলিত খাম ও'ডনেলকেই নির্দেশ করেছে। তার চিঠি, তার ভিডিওটেপকে। সে জানত আপনি এগুলো কখনও না কখনও দেখবেন।"

টিভির শূন্য স্ক্রিনের দিকে তাকালো রিজোলি। "সে আমার সাথে কথা বলেছে।"

"ঠিক ধরেছেন। ও'ডনেলকে শুধুমাত্র মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছে এক্ষেত্রে। এই সাক্ষাতকারে যখন হয়েট তার সাথে কথা বলছিল, মূলত সে আপনার সাথে কথা বলে গেছে। আপনাকে নিজের কল্পনাগুলো বলে গেছে। আপনাকে ভয় দেখানো এবং অপমানের উদ্দেশ্যে সেগুলোকে ব্যবহার করেছে। যা বলছে আবারও শুনে দেখুন," ডিন টেপটি রিওয়াইন্ড করলো।

আবারও, স্ক্রিনে হয়েটের চেহারা ফুটে উঠলো। "এটা আমাকে অনেক সময় রাতের বেলায় জাগিয়ে দেয়। মাথার মধ্যে ওসবের চিন্তাই ঘুরে বেড়ায়। যে মজাটা আমি উপভোগ করতে পারিনি। সারাজীবন ধরেই আমি যে কাজগুলো শুরু করেছি তা শেষ করার বেলাতে নিখুঁত থেকেছি। সুতরাং এটা আমাকে এক ধরনের বিরক্তির মধ্যে ফেলেছে। আমার মাথায় সবসময় এই বিষয়টি ঘুরপাক খেতে থাকে। মাথার মধ্যে সেসবের ছবি বারবার দেখতে পাই..."

সবসময় আমি সেসব জিনিস নিয়ে ভাবতে..."

BanglaBook.org

ডিন আবারও **স্টপ** বাটন চেপে রিজোলির দিকে তাকালো। "আপনার কেমন লাগছে বলুন তো? বিশেষ করে এটা জেনে যে আপনি সবসময়েই তার মনের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন?"

"আপনি খুব ভালো করেই জানেন এ ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক কেমন লাগতে পারে।"

"আর একইভাবে বিষয়টি সে-ও জানে। এ কারণেই সে নিজের কথাগুলো আপনাকে শোনাতে চেয়েছিল।" ডিন **ফাস্ট ফরওয়ার্ড** বাটন চেপে এরপর প্লে বাটন চাপলো।

হয়েটের চোখজোড়া ভীতিকরভাবে এমন একজন দর্শকের ওপরে নিবন্ধিত রয়েছে বাস্তবিক অর্থে যাকে সে দেখতেই পাচ্ছে না। "আমি তার পোশাক খুলে নেওয়ার কথা ভাবি। তার বলিষ্ঠ স্তনযুগলের কথা ভাবি। আর তার পেটের কথাও ভাবি। সুন্দর, মসৃণ পেট..."

আবারও ডিন **স্টপ** বাটন চাপলো। রিজোলির মুখ লাল হয়ে যাওয়ার ভাবটা লক্ষ করলো।

"দয়া করে বলবেন না," বলল সে। "আপনি জানতে চান এগুলো শুনে আমার ঠিক কেমন লাগছে।"

"উন্মোচিত?"

"হ্যাঁ।"

"শঙ্কিত?"

"*হ্যাঁ।*"

"মর্যাদাহানিকর?"

ঢোঁক গিলে মুখ ফিরিয়ে নিলো। এরপর শান্তকণ্ঠে বলল সে : "হ্যাঁ।"

"এসব কিছু সে আপনাকে অনুভব করাতে চেয়েছিল। আপনি আমাকে বলেছিলেন যে সে ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েদের দিকেই আকৃষ্ট হয়। যেসব মেয়েদের মর্যাদা নিয়ে খেলা হয়েছে সে তাদের প্রতি আকৃষ্ট। আর এই একই জিনিস এই মুহূর্তে সে আপনাকেও অনুভব করাতে চাইছে, ভিডিওটেপে নিছক কিছু শব্দ বলে। একদম ভিক্টিমের মতোই।"

ডিনের ওপরে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো। "না," বলল সে। "ভিক্টিম না। আপনি কি জানেন এই মুহূর্তে ঠিক কী মনে হচ্ছে আমার?"

"কী?"

"আমি ঐ কুত্তার বাচ্চাকে সামনে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম।" সাহস সঞ্চার করে অবশেষে শব্দগুলো বলে ফেলল রিজোলি। তার মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দগুলো যেন বাতাসে বাড়ি খেলো। কিছুটা পিছিয়ে গেল ডিন।

BanglaBook.org

ভ্রুকুটি করে তাকালো তার দিকে। *সে কি দেখতে পেয়েছে কত কষ্ট করে নিজেকে শক্তভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সে চেষ্টা করছে? সে কি তার কণ্ঠে মেকিভাবটা লক্ষ করেছে?*

তার মেকিভাবকে ধরতে না দিয়েই তাকে পাশ কাটিয়ে বাকি কথাগুলো বলতে লাগলো রিজোলি। "আপনি বলছেন, সে জানত তখন, যে আমি এই ভিডিওটেপটা হয়তো দেখবো? এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে টেপটা আমার উদ্দেশ্যেই বানানো।"

"আপনার কি তার কথাগুলো শুনে এমনটাই মনে হচ্ছে না?"

"তার কথাগুলো শুনে কোনো সাইকোর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।"

"সে কেবল একজন সাইকো নয়। আর অন্য কোনো শিকারের ব্যাপারেও বলেনি। আপনার ব্যাপারে বলেছে জেন। আপনার সাথে কী করতে চায় সে সেই বিষয়ে কথা বলেছে।"

তার স্নায়ুতে অ্যালার্ম বেজে উঠল। ডিন আবারও বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে, তীরের মতো তার দিকে সোজাসুজি বিদ্ধ করছে। সে কি তার উদ্বিগ্নভাব দেখে মজা পাচ্ছে? সে কি তাকে ভয় পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসব করছে?

"যখন এই ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছিল, সে নিজের পালানোর বুদ্ধি সেরেই ফেলেছিল," ডিন বলল। "মনে করুন, সে নিজেই কিন্তু ও'ডনেলকে ডেকেছিল। সে জানতো তার সাথে কথা বলবে ও'ডনেল। এই সুযোগ সে কোনোভাবেই হারাতে চাইবে না। সে স্বাধীন মাইক্রোফোনের মতো, যা বলবে সে তাই রেকর্ড করবে, নিজে যা চায় মানুষকে তা শোনাতে পারবে। বিশেষত, আপনাকে। এরপর সে বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু দুর্বল সিক্যুয়েন্স সাজিয়েছিল, যেমন এই মুহূর্তে আপনার ভিডিওটেপ দেখার বিষয়।"

"এমন ভালোভাবে কি কেউ এমনটা করতে পারবে?"

"ওয়ারেন হয়েট কি সেরকম নয়?" জিজ্ঞেস করলো ডিন। তার প্রতিরক্ষার বর্মে আরও একটি তীর এসে যেন আঘাত করলো। স্পষ্ট কিছু ব্যাপারের দিকেই যেন নির্দেশ করছে।

"প্রায় এক বছরের মতো সে জেলের ঐ শিকগুলোর পেছনে কাটিয়েছে। নিজের চিন্তাগুলোকে লালিত করার জন্য প্রায় এক বছরের মতো সময় পেয়েছে," ডিন বলল। "এবং তার সব চিন্তা আপনাকে ঘিরেই ছিল।"

"না, সে ক্যাথারিন কর্ডেলকেই নিজের সর্বস্ব দিয়ে চায়। কর্ডেলই ছিল সবসময়–"

BanglaBook.org

"ও'ডনেলকে কিন্তু তা বলেনি।"

"তাহলে মিথ্যা বলেছে।"

"কেন?"

"আমার কাছে পর্যন্ত পৌছাতে। আমাকে বিরক্ত করতে–"

"তাহলে আপনি স্বীকার করছেন। এই টেপ আপনার হাতে এসে পৌছানোর জন্যই বানিয়েছে। আপনাকে উদ্দেশ্য করেই পাঠানো হয়েছে এই মেসেজটা।"

টিভির শূন্য স্ক্রিনের দিকে তাকালো রিজোলি। হয়েটের মুখের ভৌতিক ভাবটা এখনো তার দিকেই নিবন্ধ। সে যা করেছে তা শুধু তার পৃথিবীকে ওলটপালট করে দেওয়া কিংবা শান্তি বিনষ্ট করে দেওয়ার তুলনায় বেশি কিছু। কর্ডেলের ওপর আক্রমণের পূর্বে তার সাথেও সে একই কাজ করেছিল। সে তার ভিক্টিমগুলোকে প্রথমে ভয় পাইয়ে দিতে চায়, মানসিকভাবে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে ফেলতে চায় এবং যখন তারা ভয়ে জবুথবু হয়ে যায় একমাত্র তখনই তাদেরকে শিকার করে। তার পক্ষে এই বিষয়টা নিয়ে আপত্তি করার মতো কোনো অবস্থাই আর অবশিষ্ট নেই, ভেসে থাকা স্পষ্ট জিনিসগুলোকে পাশ কাটিয়ে কোনোভাবেই যেতে পারবে না।

ডিন টেবিলে তার মুখোমুখি বসলো। "আমার মনে হয় আপনার এই তদন্ত থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত," শান্তকণ্ঠে বলল সে।

অবাক হয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো রিজোলি, "সরে দাঁড়াবো মানে?"

"ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে বিষয়টা।"

"খুনির ও আমার মধ্যে বিষয়গুলো তো সবসময় ব্যক্তিগত পর্যায়েই পড়বে।"

"অন্ততপক্ষে এই পর্যায়ে তো নয়। সে আপনাকে এই কেসে চায় যাতে নিজের ছোটো ছোটো খেলাগুলো চালিয়ে যেতে পারে। আপনার জীবনের সব অংশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে চায়। প্রধান ডিটেক্টিভ হিসাবে, আপনি দৃশ্যত ও সুলভ অবস্থাতেই আছেন। শিকারের খোঁজে বুঁদ হয়ে আছেন। আর এ কারণে এখন সে ক্রাইম সিনকে এমনভাবে তৈরি করছে যেন লাভটা আপনারই হয়। যেন নিজের খেয়াল-খুশি মতো আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে।"

"এই কেসে আমার বলবৎ হওয়ার জন্য প্রায় প্রত্যেকটা কারণই যথেষ্ট দৃঢ়।"

"না। এই কেস এখানেই ছেড়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অন্ততপক্ষে হয়েটের সাথে আপনার কিছুটা দূরত্ব আসা প্রয়োজন।"

"আমি কখনও কোনো কিছু থেকে পিছিয়ে যাইনি, এজেন্ট ডিন," ক্রোধান্বিত সুরে বলল সে।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে, শুকনোভাবে বলল ডিন "না, আমি ভাবতেও

BanglaBook.org

পারি না আপনি কখনও এমন করেছেন।"

ডিনের দিকে এগিয়ে এলো রিজোলি, যেন তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। "আচ্ছা, আমার সাথে আপনার সমস্যাটা কী বলুন তো? প্রথম থেকেই আমি বিষয়গুলো আপনার মধ্যে খেয়াল করেছি। আমার অগোচরে মারক্যুয়েটের সাথে কথা বলতে যান আপনি, তাও আমারই বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। আমার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন–"

"আমি কখনও আপনার পারদর্শিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি।"

"তাহলে আমার সাথে আপনার কিসের সমস্যা?"

রাগের প্রত্যুত্তরে সে মাথা ঠান্ডা করে যৌক্তিকভাবে জবাব দিলো। "একবার ভাবুন তো আমরা কার সাথে খেলায় মেতেছি। এমন একজন মানুষের সাথে যাকে একসময় আপনি খুঁজে বের করেছিলেন। এমন একজন মানুষের পিছু নিয়েছি যে নিজের ধরাপড়ার জন্য আপনাকেই দোষারোপ করে। সে কী করতে চায় আপনার সাথে এটা ভাবতে ভালোবাসে। সে যা করেছিল তা ভুলে যাওয়ার জন্য প্রায় এক বছর আপনি কাটিয়ে দিয়েছেন। সে দ্বিতীয় কাজটি করার জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছে জেন। ফাউন্ডেশন তৈরি করার মধ্য দিয়ে আপনাকে নিজের ইচ্ছামতো তার দিকে নিয়ে যেতে চলেছে। যেটা আপনার জন্য মোটেও নিরাপদ নয়।"

"আপনি কি সত্যিই আমার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত?"

"আপনার কি মনে হয় আমার ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো ডিন।

"জানি না। আমি এখনও আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে পারিনি।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভিসিআরের কাছে এগিয়ে গেল ডিন। টেপটা বের করে আবারও সেটাকে খামের মধ্যে ভরে নিলো। বিশ্বাসযোগ্য কোনো উত্তর খোঁজার জন্য সে সময় নিচ্ছে।

এরপর আবার বসল। রিজোলির দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যিটা হচ্ছে, আমিও আপনাকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি জেন।"

হেসে উঠল রিজোলি। "আমি? যা দেখবেন আমি তাই, লুকোনোর কিছু নেই তো।"

"আপনি শুধু নিজের পুলিশি সত্ত্বাটাকে প্রকাশ করেন জেন। জেন রিজোলি নারী হিসাবে কেমন আমি তা জানতে চাই?"

"পুলিশ কিংবা নারী–দুটো সত্ত্বার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; তারা এক এবং অদ্বিতীয়।"

"আপনি জানেন কথাটা সত্যি নয়। আপনি ব্যাজের বর্ম কাটিয়ে নিজেকে কখনও আর কাউকে দেখতে দিতে চান না।"

BanglaBook.org

"আমি নিজের কোন অংশ তাদেরকে দেখাবো বলে মনে হয় আপনার? আমার মধ্যে মূল্যবান Y ক্রোমোজোম অনুপস্থিত, এই বিষয়টা? তাদেরকে আমি শুধু আমার ব্যাজের অংশটাই দেখতে দিতে চাই।"

ডিন কাছে এগিয়ে এলো। ব্যক্তিগত শূন্যস্থান ভেদ করে মুখটা আরও কাছে নিয়ে গেল তার। "লক্ষ হিসাবে আপনার শঙ্কিত অবস্থার কথাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে। এটা একটা খুনির বিষয় যে জানে কীভাবে আপনার মাথা ঘুরিয়ে ফেলতে হবে। এমন একজন মানুষ যে আপনার সাথে নিজের দূরত্ব কমিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। এবং আপনি কখনও জানতেও পারবেন না ঠিক কখন সে আপনার কাছে পৌঁছবে।"

"এর পরেরবার আমি ঠিকই বুঝতে পারবো।"

"সত্যি কি?"

একে অপরের দিকে তাকালো তারা, উভয়ের মুখ ঠিক প্রেমিকযুগলের মতোই কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। হঠাৎ করেই রিজোলির মধ্যে যৌনানুভূতি এমন অপ্রত্যাশিতভাবে চাড়া দিয়ে উঠলো যে একই সময়ে তার মধ্যে দুঃখবোধ এবং আনন্দের সৃষ্টি হলো। আচমকা নিজেকে সরিয়ে নিলো। মুখ গরম হয়ে গেছে তার। যদিও তার দৃষ্টি ডিনের ওপরে একটা নিরাপদ অবস্থান থেকে পড়ছে, তারপরেও নিজেকে এখন তার উন্মোচিত বলে মনে হচ্ছে। নিজের আবেগগুলোকে লুকিয়ে রাখার বেলায় খুব একটা ভালো নয় সে এবং ফ্লার্টিং কিংবা নারী-পুরুষের মধ্যে যেসব ছোটো ছোটো প্রতারণামূলক কাজের সৃষ্টি হয় এসব ক্ষেত্রে সবসময় নিজেকে অপ্রতুল হিসাবেই পায়। নিজের অভিব্যক্তিকে বদলানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু নিজেকে তার কাছে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা ছাড়া সে তাকাতে পারলো না।

"আপনি তাহলে ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন যে পরেরবারও আসতে চলেছে," বলল সে। "এখন কিন্তু হয়েট একা নয়। তারা দুজনে মিলে কাজটি করতে নেমেছে। যদি এখনও আপনার মধ্যে নূন্যতম ভয় কাজ না করে তাহলে আর বলার কিছু নেই।"

ভিডিওটেপ রাখা খামটির দিকে তাকালো রিজোলি, যা মূলত হয়েট তাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। খেলা তো কেবল শুরু হয়েছে, হয়েট সুযোগ পাবে কিছুটা এবং হ্যাঁ সে সত্যিই ভীত।

নিরবে কাগজগুলোকে গুছিয়ে নিতে লাগলো।

"জেন?"

"যা বললেন আমি সব শুনেছি।"

"কোনো বিষয়েই আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই, তাই তো?"

ডিনের দিকে তাকালো রিজোলি। "আপনি জানেন? বাইরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে

BanglaBook.org

যাওয়ার সময় কোন বাস আমাকে ধাক্কাও দিতে পারে। অথবা স্ট্রোক করে আমি আমার ডেস্কের ওপরে উল্টেও থাকতে পারি। কিন্তু আমি সেসব ব্যাপারে চিন্তা করি না। আমি তাদেরকে জিততে দেবো না। আমি ইতোমধ্যেই তাকে জেতানোর কাজ কিছুটা করেই ফেলেছি। দুঃস্বপ্নগুলো প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফেরে আমাকে। কিন্তু এখন, আমি দ্বিতীয়বার সুযোগ পেয়েছি। কিংবা আমি এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে এখন আর তেমন কিছু অনুভবই করতে পারছি না। তাই আমার জন্য সবথেকে ভালো হয় অন্যের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে সামনে এগিয়ে চলা। এভাবেই আমি এগুলো থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে পারব। আমরা সবাই চাইলে এমনটা করতে পারি।"

কিছুটা মুক্তি পেতে না পেতেই বিপারটি হঠাৎ করে বেজে উঠল। পেজারের ডিজিটাল রিডআউটে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার সময় তাদের একে অপরের দিকে তাকানোর ঘটনাতে বাধার সৃষ্টি হলো। কনফারেন্স রুমের অপরদিকে গিয়ে ফোন করার সময় ডিন যে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই ব্যাপারটি ভালোভাবেই অনুভব করতে পারলো রিজোলি।

"হেয়ার অ্যান্ড ফাইবার। ভলোচকো," ফোনের অপরপাশ থেকে উত্তর এলো।

"রিজোলি বলছি। পেজ করেছিলে আমাকে।"

"হ্যাঁ সবুজ রঙের নাইলন ফাইবারের সম্পর্কে কিছু জানাতে পেজ করেছি। গেইল ইয়েগারের চামড়া থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে যা। আমরা সেই একই ধরনের ফাইবার ক্যারেনা ঘেন্টের চামড়াতেও পেয়েছি।"

"মর মানে দাঁড়াচ্ছে তার সব ভিক্টিমকে জড়ানোর জন্য সে একই ধরনের ফেব্রিক ব্যবহার করেছে। বিষয়টা একটুও অবাক করেনি আমাকে।"

"ওহ, কিন্তু আমার কাছে তোমার জন্য আরও একটি চমকপ্রদ জিনিস আছে।"

"কী সেটা?"

"আমি জানি কোন ধরনের ফেব্রিক ব্যবহার করেছে সে।"

৯৯৯

এরিন মাইক্রোস্কোপের দিকে তাকাতে বলল। "স্লাইডগুলো তোমাদের জন্য তৈরি করে রাখা রয়েছে। শুধু একঝলক দেখো।"

রিজোলি আর ডিন একে অপরের মুখোমুখি বসে মাইক্রোস্কোপের ডাবল টিচিং হেডে চোখ লাগালো। লেন্সের মধ্য দিয়ে তারা দেখতে পেলো একই ধরনের জিনিস : দুটো তন্তুকে তুলনা করার সুবিধার্থে পাশাপাশি রাখা হয়েছে।

"বাম দিকের ফাইবার গেইল ইয়েগারের দেহ থেকে পাওয়া গেছে। আর ডান

BanglaBook.org

দিকের ফাইবার ক্যারেনা ঘেন্টের দেহ থেকে," এরিন বলল। "তোমাদের কী মনে হয়?"

"এগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান," রিজোলি বলল।

"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। এ দুটোই ডুপয়েন্ট নাইলন সিক্স, সিক্স, গাঢ় হলুদাভ সবুজ রঙের ফাইবার। ফিলামেন্টগুলো ত্রিশ ডেনিয়ারের মতো হবে এবং ভীষণ সূক্ষ্ম।" এরিন একটি ফোল্ডার নিয়ে দুটো গ্রাফ বের ওরে কাউন্টারটপের ওপরে রাখলো। "আর এটা আবারও সেই এটিআর স্পেকট্রার ফলাফল। এক নম্বরটি ইয়েগারের এবং দুই নম্বরটি ঘেন্টের।" ডিনের দিকে একঝলক দেখে নিলো। "আপনি কী অ্যাটেনুয়েটেড টোটাল রিফ্লেকশন টেকনিকের সাথে পরিচিত, এজেন্ট ডিন?"

"এটা ইনফ্রারেড মোড, তাই না?"

"ঠিক ধরেছেন। আমরা সাধারণত সার্ফেস ট্রিটমেন্ট থেকে ফাইবারের পার্থক্য করতে এটার ব্যবহার করে থাকি। বুননের পরে ফেব্রিকের ওপরে কোনো রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা সনাক্ত করতে এই পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করি।"

"কিছু পেয়েছেন কি?"

"হ্যাঁ, সিলিকন রাব। গত সপ্তাহে, ডিটেক্টিভ রিজোলি এবং আমি সার্ফেস ট্রিটমেন্টের সম্ভাব্য কারণগুলোর ব্যাপারে ভেবেছিলাম। আমরা ঠিক জানতাম না এই ফেব্রিকগুলো ঠিক কী কারণে ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা শুধু জানতাম এই ফাইবারগুলো তাপ ও আলো নিরোধক। আর এই তন্তুগুলো এতটাই সূক্ষ্ম যে বুনন করা হলে তারা পানিনিরোধীও হয়ে যায়।"

"আমরা ভেবেছিলাম এটা কোনো তাঁবু কিংবা টার্পের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে," রিজোলি বলল।

"আর সিলিকন অ্যাডের ব্যাপারে কী যেন বলছিলেন?" ডিন জিজ্ঞেস করলো।

"তড়িৎ অপরিবাহী বৈশিষ্ট্য আছে," এরিন বলল। "কিছু কিছুতে আবার পানিনিরোধী এবং সহজে ছেঁড়ে না এরকম বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এর সাথে পাওয়া গেছে এটা ফেব্রিকের পোরোসিটি প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে দাঁড়ায়, বাতাসও এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না।" এরিন রিজোলির দিকে তাকালো। "তোমার কি ধারণা আছে কী হতে পারে এটা?"

"তুমি তো বলেছো ইতোমধ্যেই উত্তর পেয়ে গেছো তুমি।"

"যাই হোক, আমার কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন পড়েছে। কানেক্টিকাট স্টেট পুলিশ ল্যাব থেকে।" এরিন কাউন্টারটপের ওপরে তিন নম্বর গ্রাফটি রাখলো। "আমাকে আজ বিকালে তারা এটি ফ্যাক্স করেছে। কানেক্টিকাটের গ্রাম্য এলাকায় ঘটে যাওয়া একটা হোমিসাইড কেস থেকে প্রাপ্ত ফাইবারের এটিআর স্পেক্ট্রোগ্রাফ

BanglaBook.org

এটা। ফাইবারগুলো সন্দেহভাজনের গ্লাভস ও ফ্লিস জ্যাকেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। ক্যারেনা ঘেন্টের দেহে পাওয়া ফাইবারের সাথে তুলনা করে দেখো।"

রিজোলি গ্রাফ দুটোতে বারবার চোখ বোলাতে লাগলো। "স্পেকট্রা মিলে গেছে তো। ফাইবারগুলো একই।"

"ঠিক বলেছ তুমি। শুধুমাত্র রঙের বেলাতেই পার্থক্য রয়েছে, বাকি সব মিলে গেছে। আমাদের দুই কেসে পাওয়া ফাইবারের রং গাঢ় হলুদাভ সবুজ ছিল। যেখানে কানেক্টিকাট হোমিসাইড থেকে পাওয়া ফাইবারগুলোতে দুটো ভিন্ন রং দেখাচ্ছে। কিছুতে নিয়ন অরেঞ্জ; আবার কিছুতে উজ্জ্বল লাইম গ্রিন দেখা যাচ্ছে।"

"ইয়ার্কি করছো নাকি?"

"শুনে অদ্ভুত লাগছে, তাই তো? কিন্তু রং বাদে কানেক্টিকাটের ঐ ফাইবারগুলোর সাথে আমাদের পাওয়া ফাইবারগুলো পুরোপুরিভাবেই মিলে গেছে। ডুপয়েন্ট নাইলন টাইপ সিক্স, সিক্স। ত্রিশ ডেনিয়ার ফিলামেন্ট, সিলিকন রাবের আবরণ সমৃদ্ধ।"

"কানেক্টিকাটের কেসের সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন," ডিন বলল।

"স্কাইডাইভিংয়ের দুর্ঘটনা ছিল সেটা। ভিক্টিমের প্যারাশুট ঠিক সময়ে খোলেনি। আর যখন শিকারির কাপড়ে এই অরেঞ্জ এবং লাইম গ্রিন ফাইবার পাওয়া গিয়েছিল, তখনই সেটা হোমিসাইড তদন্তের অংশ হয়েছিল।"

রিজোলি এটিআর স্পেকট্রার দিকে তাকালো। "এটা প্যারাশুট।"

"একেবারে ঠিক ধরেছ। কানেক্টিকাটের হোমিসাইডের ঐ সন্দেহভাজন শিকারি প্যারাশুট আগের রাতে পরিবর্তন করেছিল। এই এটিআর প্যারাশুট ফেব্রিকের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। ছিঁড়বে না যা সহজে এবং পানি নিরোধী। সহজেই বহন করা যায়। সেই সাথে যে-কোনো জায়গাতে রাখা যায়। এ কারণে তোমাদের এই খুনি এই জিনিসটিকে তার ভিক্টিমদেরকে জড়ানোর কাজে ব্যবহার করে আসছে।"

রিজোলি তার দিকে তাকালো। "প্যারাশুট," বলল সে। "এটা তো নিখুঁত কাফন তৈরি করতে সক্ষম।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় উনিশ ।।

কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র, কনফারেন্স টেবিলের ওপরে ফাইল ফোল্ডারগুলো পড়ে রয়েছে খোলা অবস্থায় এবং সৈকতের নুড়ির মতো ক্রাইম সিনের ছবিগুলো করছে জ্বলজ্বল। হলুদ রঙের লিগ্যাল প্যাডে পেনের খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে। যদিও এটা কম্পিউটারের যুগ–আর কিছু ল্যাপটপে বিদ্যুৎ সংযোগ করে রাখা হয়েছে, স্ক্রিন জ্বলজ্বল করছে সেগুলোর–তারপরেও দ্রুত এবং প্রমত্ত গতিতে তথ্য সন্নিবেশ করতে পুলিশেরা এখনও কাগজের সান্নিধ্য পেতেই ভালোবাসে। রিজোলি নিজের ডেস্কে ল্যাপটপ রেখে এসেছে, গাঢ় আর হিজিবিজি করে লেখাটাই তার কাছে বেশি ভালো মনে হয়। তার লেখা পৃষ্ঠাটিতে অনেকগুলো এলোমেলো শব্দ, তীরচিহ্ন এবং ছোটো ছোটো বক্স দেখা যাচ্ছে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা লিখে রেখেছে সে। কিন্তু লেখার বিশৃঙ্খলতার মাঝে এবং কালিতে লেখা জিনিসে আর কিছু না হলেও স্থায়িত্ব আছে। নতুন একটি পৃষ্ঠা উল্টে নিলো সে এবং ডা. জুকারের হিসহিসানি কণ্ঠে মনোযোগ দিলো। গ্যাব্রিয়েল ডিন তার পাশেই বসে থেকে নিজের মতো করে তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার করে নোট নিচ্ছে, ডিনের উপস্থিতিতে যাতে সে বিহ্বল না হয়ে পড়ে সেই চেষ্টাই করতে লাগলো রিজোলি। কিন্তু তারপরেও ডিনের হাতের ওপর তার দৃষ্টি পড়লো, পেন ধরার সময়ে তার মোটা শিরাগুলো শক্ত হয়ে পড়েছে। ধূসর রঙের জ্যাকেট ভেদ করে তার জামার সাদা এবং কড়কড়ে হাতা বের হয়ে আছে। রিজোলির পরে সে মিটিংয়ে এসে পৌঁছেছে এবং এবং তার পাশেই এসে বসেছে। এটা কী তাহলে কিছু নির্দেশ করছে? *না, রিজোলি। এর মানে শুধু এটাই দাঁড়ায় যে তোমার চেয়ারের পাশে একটি ফাঁকা চেয়ার ছিল, আর এজন্যই সে বসেছে।* এ সময়ে এগুলো শুধুমাত্র সময় নষ্ট কিংবা ভিন্নমুখী চিন্তা ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। নিজেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করলো সে, তার মনোযোগ বিভিন্ন দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনকি তার নোটগুলোও পৃষ্ঠার লাইন ছেড়ে বেঁকে এদিক ওদিক চলে গেছে। এই রুমে আরও পাঁচজন পুরুষ রয়েছে, কিন্তু হাস্যকরভাবে ডিনের ওপরেই যেন তার পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রিভূত হয়ে আছে। এখন তার গন্ধ বুঝে এবং এভাবেই সে রুমের আফটারশেভের সুগন্ধির অলফ্যাক্টরি সিম্ফোনির মধ্যে থেকে ডিনের ঠান্ডা এবং পরিষ্কার ভাবটা সহজেই আলাদা করে নিতে পারবে। রিজোলি, যে নিজে কখনও পারফিউম ব্যবহার করে না, এখন এমন কিছু পুরুষের সান্নিধ্যে বসে আছে যারা

BanglaBook.org

এগুলো ভালোভাবেই ব্যবহার করে।

কিছুক্ষণ আগেই সে যা লিখেছে তার দিকে এক ঝলক দেখে নিলো :

মিউচুয়্যালিজম : পারস্পরিক সুবিধাভোগী প্রাণীদের মধ্যে মিথোজীবিতা।

ওয়ারেন হয়েটের সাথে তার নতুন পার্টনারের সন্ধিকে যে শব্দ উত্তমরূপে সংজ্ঞায়িত করছে। সার্জন ও ডমিনেটর এখন সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। শিকার করে গলিত মাংস একে অপরের সাথে ভাগ করে নিয়ে খাচ্ছে।

"ওয়ারেন হয়েট সবসময়ই পার্টনারের সাথে মিলে ভালোভাবে কাজ করেছে," ডা. জুকার বলল। "এভাবেই শিকার করাটাই তার পছন্দের। যেমনটা সে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার সাথে শিকারে বের হতো, যতদিন পর্যন্ত না ক্যাপরার মৃত্যু হয়েছিল। সত্যি বলতে, হয়েট একটা রীতির মতোই আরেকজন লোকের সাহচর্য পেতে ভালোবাসে।"

"কিন্তু গত বছর তো সে নিজের মতো একা একাই শিকার করেছিল," ব্যারি ফ্রস্ট বলল। "তখন তো তার কোনো পার্টনার ছিল না।"

"একভাবে ছিল," জুকার বলল। "বোস্টনে যেসব ভিক্টিমকে সে খুঁজে বের করতো তাদের ব্যাপারে ভেবে দেখুন। তাদের প্রত্যেকেই যৌন আক্রমণের শিকার হওয়া নারী ছিল–হয়েটের দ্বারা না হলেও, অন্য কোনো পুরুষের দ্বারা। ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েদের প্রতিই আকৃষ্ট হতো সে এবং যেসব মেয়েদের সাথে ধর্ষণের ঘটনা ঘটত তাদেরকেই নিজের লক্ষবস্তু হিসাবে নির্ধারণ করতো। তার চোখে, ধর্ষণের কারণে তারা নোংরা হয়ে পড়তো, দূষিত হয়ে যেত। আর এদের ওপরে আক্রমণ করাও তার পক্ষে সহজ ছিল। আবার মজার কথা হচ্ছে, হয়েট স্বাভাবিক মেয়েদেরকে ভয় করে এবং তার এই ভয়ই তাকে নপুংসক বানিয়ে দেয়। নিজেকে তখনই একজন পরাক্রমশালী পুরুষরূপে পায়, যখন তাদেরকে হীন থেকে হীনতর অবস্থায় দেখে। প্রতীকীভাবে যারা বিনষ্ট হয়েই থাকে। যখন সে ক্যাপরার সাথে শিকারে বের হতো, তখন মেয়েদের ওপরে আক্রমণের কাজটা করতো ক্যাপরা নিজেই। এরপরে হয়েট তার স্কালপেল ব্যবহার করতো। মূলত তখনই নিজের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতো।" জুকার রুমের এদিকওদিক তাকালে সবার মাথা নাড়ানোর ঘটনাটা চোখে পড়লো তার। এগুলো এমন কিছু বর্ণনা যা পুলিশগুলো আগে থেকেই জানে। ডিন বাদে তারা সবাই-ই একসাথে সার্জনের তদন্তের দায়িত্বে ছিল; তারা সবাই-ই ওয়ারেন হয়েটের হস্তশিল্পের নৈপুণ্যের ব্যাপারে ভালোভাবেই অবগত।

টেবিলের ওপর রাখা একটি ফাইল ফোল্ডার খুলে নিলো জুকার। "এখন

BanglaBook.org

আমাদের দ্বিতীয় খুনির বিষয়ে আসা যাক। ডমিনেটর। তার কাজের ধরনগুলো ওয়ারেন হয়েটের প্রতিবিম্বের মতো। কিন্তু সে মেয়েদেরকে ভয় পায় না। না সে পুরুষদের ভয় পায়। উল্টো সে এমন কিছু মেয়েদেরকে শিকার হিসাবে পছন্দ করে যাদের কিনা পুরুষ সঙ্গী রয়েছে। এটা শুধুমাত্র এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যে স্বামী কিংবা বয়ফ্রেন্ড তার সাথে থাকে কিনা। বরং ডমিনেটর লোকটিকে সেই জায়গায় উপস্থিত দেখতে ভালোবাসে এবং সে নিজেকে তার মোকাবেলা করার জন্যই প্রস্তুত করে নিয়ে যায়। স্টান গান এবং ডাক্ট টেপ ব্যবহার করে স্বামীকে পরাস্ত করে। এরপর পুরুষ ভিক্টিমটিকে উপযুক্ত জায়গামতো বসায় যাতে করে সে পরের ঘটনাগুলোর সাক্ষী হতে পারে। ডমিনেটর সেই লোকটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে মারে না, যেটা হয়তো স্বাভাবিক ঘটনা হওয়া উচিত ছিল। সে তাকে দর্শক হিসাবে দেখতে আনন্দ পায়। শিহরিত হয় এটা জেনে যে অন্য মানুষের সম্পদকে সে নিজের পুরস্কার হিসাবে তার সামনেই দাবি করছে।"

"আর ওয়ারেন হয়েট শিহরিত হয় এসবের দর্শক হয়ে," রিজোলি বলল।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো জুকার। "ঠিক বলেছেন। একজন খুনি নিজের কাজ প্রদর্শন করতে ভালোবাসে। আর আরেকজন দেখতে। মিউচ্যুয়ালিজমের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই লোক দুজন প্রকৃতিগতভাবেই পার্টনার। একে অপরের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার কাজ করে তারা। একসাথে, তারা আরও বেশি সক্রিয় হয়। ভিক্টিমদেরকে এভাবেই ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারা। নিজেদের দক্ষতাগুলোকে সমন্বিত করে কাজ করতে পারে। এমনকি হয়েট যখন জেলে ছিল, ডমিনেটর হয়েটের কৌশলগুলোই কিন্তু অবলম্বন করেছিল। সে সার্জনের সিগনেচারের কিছু কিছু উপাদান ধার করে নিয়েই কিন্তু কাজ করেছে।"

এই একটা পয়েন্ট অন্য কারো ধরার পূর্বে রিজোলি ধরে ফেলেছিল, কিন্তু এই রুমে উপস্থিত কেউ তার বলা সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়নি। তারা বিষয়গুলো ভুলে গেলেও, রিজোলি তা একেবারেই ভোলেনি।

"আমরা জানি হয়েট সাধারণ অনেক মানুষের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পেয়েছে। এমনকি জেলে বসেও নিজের একজন ভক্তকে কাজে নিয়োগ দিয়েছে। তার সাথে খাতির জমিয়েছে, এমনকি তাকে হয়তো কিছু শিখিয়েছেও।"

"অ্যাপ্রেন্টিস," নরমস্বরে বলল রিজোলি।

জুকার তার দিকে তাকালো। "আপনি তো আকর্ষণীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। অ্যাপ্রেন্টিস। এমন কেউ যে তার মাস্টারের অভিভাবকত্বে কোনো কৌশল কিংবা শিল্পে দক্ষ হয়ে উঠে। এই কেসে, এটি শিকার ধরার শিল্প।"

"কিন্তু তাদের মধ্যে অ্যাপ্রেন্টিস কে?" ডিন বলল। "আর মাস্টারই বা কে?"

ডিনের প্রশ্ন রিজোলিকে হঠাৎ করেই ঘাবড়ে দিলো। গত বছর ওয়ারেন হয়েট

BanglaBook.org

সন্দেহাতীতভাবে তার কল্পনার থেকেও এক ধাপ বেশি জঘন্য পর্যায়ের শয়তান ছিল। যে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কোনো শিকারী তার নতুন শিকারদের খুঁজে বেড়ায়, তারাও এই লোকের সাথে তুলনার জায়গায় দাঁড়াতে পারবে না। এখন ডিন এমন একটি সম্ভাব্যতার কথা তুলে ধরেছে যে বিষয়টা মাথাতেই আনতে চাইছে না সে : *সার্জন এমন কারো শিক্ষার্থী হয়েছে যে হয়তো তার থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর।*

"তাদের সম্পর্ক যাই হোক না কেন," জুকার বলল, "স্বতন্ত্রের তুলনায় পরস্পরের সান্নিধ্যে তারা অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। আর সমন্বিতভাবে, তাদের আক্রমণের প্যাটার্ন যে বদলে যাবে না এই সম্ভাবনার কথাও এত সহজে ফেলে দেওয়া যায় না।"

"কীভাবে হতে পারে এটা?" স্লিপার জিজ্ঞেস করলো।

"এখন পর্যন্ত, ডমিনেটর দম্পতি দেখে হামলা চালিয়েছে। সে লোকটিকে দর্শক হিসাবে বসিয়েছে, এমন কেউ যে নির্যাতনের বিষয়টি স্বচক্ষে দেখতে পারে। সে অন্য একজন লোককে সেখানে চেয়েছে, যাতে সে তাকে তার পুরস্কার অর্জন করে নিতে দেখে।"

"কিন্তু এখন তো তার পার্টনার আছে," রিজোলি বলল। "এমন একজন লোক যে তার কাজ দেখতে পারবে। এমন একজন লোক যে তার কাজ দেখতে আগ্রহী।"

সম্মতিতে মাথা নাড়লো জুকার। "হয়েট হয়তো ডমিনেটরের কল্পনাতে কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ পর্যবেক্ষক কিংবা দর্শকের জায়গাটা নিয়েছে।"

"এর মানে দাঁড়ায় পরবর্তীতে হয়তো সে আর কোনো দম্পতিকে আক্রমণ করবে না," বলল রিজোলি। "তার চেয়ে বরং সে..." নিজের ভাবনাতে আসা কথাগুলো আর বলে শেষ করতে পারলো না।

কিন্তু জুকার তার উত্তর শোনার অপেক্ষায় যেন মুখিয়ে আছে, যে উত্তর সে ইতোমধ্যেই জেনে গেছে। মাথা ঝুঁকিয়ে রিজোলির দিকে ফ্যাকাশে ভীতিকর দৃষ্টিতে সে গভীরভাবে তাকিয়ে রইলো।

বাকি কথাটা বলল ডিন। "তারা এবার একাকী অবস্থায় থাকা কোনো মেয়ের ওপরে আক্রমণ করবে," বলল সে।

সম্মতিতে মাথা নাড়লো জুকার। "যাকে সহজেই বাগে আনা যাবে, নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। স্বামীকে নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না যাতে তারা তাদের পূর্ণ মনোযোগ মেয়েটির ওপরেই দিতে পারে।"

আমার গাড়ি। আমার বাড়ি। আমি।

BanglaBook.org

পিলগ্রিম হাসপাতালের পার্কিং স্পেসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রিজোলি ইগনিশন বন্ধ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে না বেরিয়ে কিছু সময়ের জন্য সে গাড়ির ভেতরে দরজা লাগিয়ে বসে থেকে সম্পূর্ণ গ্যারেজটা নিরীক্ষা করতে লাগলো। পুলিশ হিসাবে নিজেকে সবসময় যোদ্ধা কিংবা শিকারি হিসাবেই দেখে। নিজেকে কখনও শিকার হিসাবে দেখেনি। কিন্তু এখন তার নিজেকে শিকারের মতোই মনে হচ্ছে, ঠিক সেই সতর্ক খরগোশের মতো যে নিজের বাসা থেকে নিরাপদে বের হওয়ার সময় ভালোভাবে চারিদিক দেখে নেয়। যে সবসময় নির্ভীক হিসাবেই পরিচিত ছিল, এখন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নিজের গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। সে, যে লাথি মেরে একসময় দরজা ভেঙ্গেছে এবং সন্দেহভাজনের বাসায় যাওয়া পুলিশ সদস্যদের অন্যতম ছিল। রেয়ারভিউ মিররে তাকালে বিবর্ণ চেহারার, ভীতগ্রস্ত চোখের মেয়েকে দেখতে পেল সে যার চেহারা তার কাছে মোটেও পরিচিত নয়। বিজেতা নয়, বরং নিজেকে তার শিকারের মতো লাগছে। এমন একজন মেয়ে যাকে দেখলে তার ঘৃণা হয়।

দরজা খুলে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে অনুভব করলো কোমরের সাথে বেঁধে রাখা অস্ত্রের ভার। বাস্টার্ডগুলো যদি আসেও; সে তাদের মোকাবেলা করার জন্য তৈরি।

গ্যারেজ এলিভেটরে একাই উঠে কাঁধ সোজা করে দাঁড়ালো, আত্মগর্ব যেন ভয়কে দাবিয়ে রাখতে চাইছে। যখন এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এলো, আরও অনেক মানুষকে দেখতে পেল সে এবং হঠাৎ করেই অস্ত্র রাখার প্রয়োজনীয়তা কম মনে হয়ে বরং অতিরিক্ত ভার লাগলো তার। স্যুট জ্যাকেট টেনে আটকে নিলো সে যাতে হাসপাতালে হেঁটে যাওয়ার সময় হোলস্টারের অংশটি ঢাকা পড়ে। আরও একটি এলিভেটরে ঢুকলো, যেখানে নবীন চেহারার তিনজন মেডিক্যাল শিক্ষার্থী পকেট থেকে স্টেথোস্কোপ বের হয়ে থাকা অবস্থাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে মেডিক্যালের বিষয় নিয়ে কথা বলছে তারা, তাই নতুন শেখা ভোকাবুলারির বুলি আওড়ানোর সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লান্ত চেহারার মেয়েটিকে বিশেষভাবে কেউই খেয়াল করলো না। হ্যাঁ, যে মেয়েটি নিজের কোমরের সাথে লাগানো অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে।

আইসিইউতে এসে সে ওয়ার্ড ক্লার্কের ডেস্কের পাশ কাটিয়ে কিউবিকল#৫ এর দিকে এগিয়ে গেল। এরপর সে গ্লাস পার্টিশনের কাছে থেমে তার মধ্য দিয়ে ভ্রুকুটি করে তাকালো ভেতরে।

কর্সাকের বিছানায় একজন মহিলা শুয়ে আছে।

"এক্সকিউজ মি। ম্যাম?" নার্স বলল। "তাকে দেখতে একজন ভিজিটর এসেছে।"

BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়ালো রিজোলি। "কর্সাক কোথায়?"

"কে?"

"ভিঞ্চ কর্সাক। তার তো ঐ বিছানাতে থাকার কথা ছিল।"

"দুঃখিত ম্যাম; আমি এখানে ডিউটিতে তিনটার দিকে–"

"কিছু ঘটলে আপনাদের না আমাকে জানানোর কথা ছিল!"

তৎক্ষণাৎ তার উৎকণ্ঠা দেখে আরেকজন নার্স তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কোমল কণ্ঠে কথা বলল, যে হয়তো মাঝেমধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে থাকা আত্মীয়দের সাথেও কথা বলে।

"মিস্টার কর্সাককে আজকে সকালে এক্সটিউবেট করা হয়েছে, ম্যাম।"

"কী বলতে চাইছেন আপনি?"

"তার গলার সেই টিউব–যেটা তাকে শ্বাস গ্রহণ করতে সাহায্য করতো–ওটা আমরা বের করে নিয়েছি। এখন সে ভালো আছে, তাই আমরা তাকে হলের ঐদিকে ইন্টারমিডিয়েট কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করেছি।" প্রতিরক্ষার সুরে আরও বলল "আমরা মিস্টার কর্সাকের স্ত্রীকে ফোন করেছিলাম, আপনি কি জানেন?"

ডায়ান কর্সাক এবং তার শূন্য দৃষ্টি বিনিময়ের কথা ভাবলো রিজোলি এবং কিছুটা অবাক হলো এটা মাথায় আসাতে যে ফোনটা আদৌতে সে ধরেছিল কিনা কিংবা এই তথ্যটা তাকে জানিয়ে কুয়ার গভীর আঁধারের মতো কোনো জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে কিনা।

কর্সাকের রুমে পৌছানোর সময়, নিজেকে কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করলো সে, নিজের ওপরে যেন নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চাইছে। এরপর শান্তভাবেই রুমের ভেতরে উঁকি দিলো।

জেগে আছে কর্সাক। তাকিয়ে আছে সিলিংয়ের দিকে। সিটের নিচে তার পেট ফুলে রয়েছে। দুই পাশে হাত দুটো এমনভাবে মেলে রেখেছে যেন তার এবং টিউবগুলোর জট লেগে থাকা অবস্থাতে হাত নাড়াতে ভয় পাচ্ছে।

"হেই," নরমস্বরে বলল সে।

তার দিকে তাকালো কর্সাক। "হেই," ব্যাঙের মতো শব্দ করলো সে।

"আপনি কি ভিজিটর আসার অপেক্ষায় ছিলেন নাকি?"

উত্তরে বিছানার একদিকে হালকাভাবে বাড়ি দিয়ে তাকে বসতে বলল। তাকে থাকতে বলল।

বিছানার পাশে রাখা চেয়ারটি টেনে নিয়ে আস্তে বসল রিজোলি। তার দৃষ্টি সরে গেল। এবার সিলিংয়ের দিকে নয় বরং রুমের এক কোণায় বসিয়ে রাখা কার্ডিয়াক মনিটরের দিকে তাকালো। কার্ডিয়াক মনিটরের স্ক্রিনে ইকেজির রেখা দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

"এটা আমার হৃদযন্ত্র," বলল সে। টিউব খুলে নেওয়ার ফলে তার কণ্ঠে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে এবং ফিসফিসানো স্বরে কথা বলছে সে।

"দেখে তো মনে হচ্ছে স্বাভাবিকই আছে," বলল রিজোলি।

"হ্যাঁ।" কিছুক্ষণ চুপচাপ করে রইলো তারা, কর্সাকের চোখ দুটো এখনও সেই মনিটরেই নিবদ্ধ।

সকালে পাঠানো ফুলের ব্যুকেটা সে তার বিছানার পাশের টেবিলের ওপরে দেখতে পেল। রুমে এটাই একমাত্র ফুলদানি। আর কী কেউ তাকে ফুল পাঠানোর কথা ভাবেনি? এমনকি তার স্ত্রীও না?

"ডায়ানের সাথে গতকাল দেখা হয়েছিল আমার," বলল রিজোলি।

তার দিকে তাকালো কর্সাক, এরপর আবারও চোখে ফিরিয়ে নিলো, ততক্ষণে তার চোখে কষ্টের একটা ঝলক ফুটে উঠল।

"আমার বিশ্বাস আপনাকে কিছুই বলেনি সে।"

কাঁধ নাড়িয়ে বলল, "সে আজকে আসেইনি।"

"ওহ। তাহলে পরে আসবে হয়তো।"

"যদি সত্যিই আমি এই ব্যাপারে জানতাম।"

তার উত্তর রিজোলিকে কিছুটা অবাক করে দিলো। সে নিজেও হয়তো নিজের এই উত্তর শুনে কিছুটা হলেও অবাক হয়েছে; কারণ তার মুখে হঠাৎ করেই রক্তিম আভা দেখা গেল।

"আমার এটা বলা উচিত হয়নি," বলল কর্সাক।

"আপনার যা মন চায় আপনি তা আমাকে বলতে পারেন।"

আবারও মনিটরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমি বিরক্ত বুঝছেন।"

"কিসের ওপর?"

"সবকিছুর ওপরেই। আমার মতো লোকেরা জীবনে ইচ্ছামতো চলতে পারে, যা মন চায় করতে পারে। পে-চেক আনতে পারে। বাচ্চাদেরকে যা খুশি এনে দিতে পারে। কখনও ঘুষ খাওয়ার মতো কাজ করে না। কিন্তু চুয়াল্লিশ বছর বয়সে পড়তে না পড়তেই, ধাম, আমার নিজের জীবনই কিছু সময়ের জন্য আমার হাত ছেড়ে দিলো। আর আমি চিৎ হয়ে বিনা কারণেই পড়ে থেকে ক্রমাগত ভাবছি : এসবের কী দরকার ছিল? আমি নিয়ম মেনে চলতাম এবং আমার একটা স্বার্থপর মেয়ে আছে যে আমাকে বাবা শুধু তখনই ডাকে যখন তার অর্থের প্রয়োজন পড়ে। আর এমন একজন স্ত্রী আছে যে ফার্মেসি থেকে আনা ছাইপাশ গিলে নেশাসক্ত অবস্থাতে সবসময় পড়ে থাকে। আমি রাজপুত্র ভ্যালিয়ামের সাথে প্রতিযোগিতা করতে ব্যর্থ। আমি সেই মানুষ যে মাথার ওপরে ছাদ এবং সব রকম প্রেসক্রিপশনের বিল দেয়

BanglaBook.org

শুধু।” কথাগুলো বলে বিরক্তি আর কষ্টমিশ্রিত হাসি হাসলো।

“আপনি এখনও এই বিয়ে টিকিয়ে রেখেছেন কেন?”

“অন্য কোনো উপায় আছে কি?”

“সিঙ্গেল থাকা।”

“*একা* থাকার কথা বলছেন।” সে *একা* শব্দটাকে এমনভাবে ব্যবহার করলো যেন এটা সবথেকে খারাপতম দিকগুলোর একটা। কিছু কিছু মানুষ ভালো মনে করে কোনো কিছু নির্ধারণ করে; কর্সাক হয়তো এমন এক বিকল্প পথ বেছে নিয়েছে যাতে করে খারাপতম বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে থাকতে পারে।

কার্ডিয়াক ট্রেসিংয়ের দিকে তাকালো সে, সবুজ রঙের বাঁকানো রেখাটা তার বেঁচে থাকার বিষয়টা যেন নিশ্চিত করছে। খারাপ কী ভালো তা জানে না, কিন্তু সবকিছু মিলিয়েই এই মুহূর্তে সে হাসপাতাল রুমে এসেছে যেখানে ভয় মানুষের অনুতাপবোধের সাথে মিতালি করে থাকে।

তার বয়স পর্যন্ত পৌছালে আমার জীবনের কী হবে? ভাবলো রিজোলি। *হাসপাতালে চিৎ হয়ে শুয়ে নিজের নির্বাচন করা ব্যাপারগুলো নিয়ে অনুতাপ করবো, নাকি এমন একটা রাস্তা হারিয়ে যাওয়ার অনুশোচনা করব যেটা আমার হতে পারতো?* সে তার নিস্তব্ধ অ্যাপার্টমেন্টের শূন্য দেওয়ালের কথা ভাবলো এবং তার শূন্য বিছানার কথাও। তার জীবন কর্সাকের তুলনায় কোন অংশেই বা ভালো?

“আমি ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছি লাইনগুলোর গতি থেমে গেলে আমার কী হবে,” বলল কর্সাক। “আমি বলতে চাইছি সরলরেখাতে চলে গেলে। এটাই আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে সবথেকে বেশি।”

“ওদিকে তাকাবেন না।”

“যদি আমি ওদিকে না তাকাই, তাহলে কে ঐ অংশের দিকে নজর দেবে বলতে পারেন?”

“ডেস্কের নার্সগুলো এগুলো খেয়াল করছে তো। তাদের ওখানেও একটা মনিটর আছে, আপনি হয়তো জানেন।”

“কিন্তু তারা কি সত্যি বিষয়টা তদারকি করছে? নাকি নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ব্যস্ত তারা, শপিং, বয়ফ্রেন্ড আর শিট? আমি বলতে চাইছি, সমস্যা তো আমার।”

“তাদের ওখানে অ্যালার্ম সিস্টেমও আছে। যদি কোনো অসঙ্গতি হয়, মেশিনগুলো জানান দিয়েই দেবে।”

রিজোলির দিকে তাকালো কর্সাক। “জীবনেও না?”

“কী, আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?”

“জানি না।”

BanglaBook.org

তারা একে অপরের দিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাকিয়ে রইলো একভাবে। রিজোলির মধ্যে হঠাৎ করেই লজ্জাবোধ কাজ করলো। বিশ্বাস অর্জনের কোনো অধিকার নেই তার, অন্ততপক্ষে কবরস্থানে যা হয়েছে সেসবের পর। অন্ধকারের মধ্যে আহত কর্সাকের মাটিতে একা পড়ে থাকার দৃশ্যটি এখনও ভীত করে তাকে। আবছায়ার পিছু নেওয়ার খেয়ালে এতটাই বুঁদ হয়ে গিয়েছিল যে এই জিনিসগুলো খেয়ালই করেনি। তার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। বারবার চোখ দুটো নিজের অজান্তেই তার মোটা থলথলে হাতের দিকে নেমে যাচ্ছে যেখানে টেপ আর আইভি টিউব লাগানো আছে।

"আমি ভীষণভাবে দুঃখিত," বলল সে। "ভীষণ দুঃখিত।"

"কিসের জন্য?"

"সেদিন আপনার খেয়াল না করার জন্য।"

"আপনি কিসের ব্যাপারে কথা বলছেন?"

"আপনার মনে নেই?"

মাথা নাড়ালো সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ করেই বুঝতে পারলো রিজোলি যে সত্যিই তার কিছু মনে নেই। এই মুহূর্তেই বিষয়টিকে তার ধামাচাপা দেওয়া উচিত যাতে করে সে কখনও জানতে না পারে সে তাকে সেদিন কীভাবে ফেলে রেখে গিয়েছিল। নিরবতা এখন সবথেকে ভালো উপায়, কিন্তু সে এটাও জানে অনুতাপের এই বোঝা নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে পারবে না।

"কবরস্থানের সে রাতের ব্যাপারে আপনি কি কিছু মনে করতে পারেন?" জিজ্ঞেস করলো সে। "শেষ যে বিষয়টার আপনি মুখোমুখি হয়েছিলেন?"

"শেষ বিষয়? দৌড়াচ্ছিলাম আমি। আমার মনে পড়ছে, আমরা উভয়েই দৌড়াচ্ছিলাম, তাই না? খুনিকে লক্ষ করে।"

"আর কিছু?"

"আমার খুব বিরক্ত লেগেছিল হঠাৎ করেই।"

"কেন?"

নাক দিয়ে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করলো সে। "কারণ আমি একটা মেয়ের সাথে দৌড়ে পাল্লা দিতে পারছিলাম না।"

"আর তারপর?"

কাঁধ ঝাঁকালো সে। "এই তো। শেষ এটাই তো আমার মনে আসছে। এরপরে কয়েকজন নার্স কিছু টিউব নিয়ে আমার..." কথা অর্ধেক বলে চুপ করে গেল। "এত সবকিছুর পরেও আমি ভালোভাবে জেগে উঠেছি। আপনি কি জানেন আমি তাদেরকে এই ব্যাপারে ধন্যবাদ জানিয়েছি?"

BanglaBook.org

তাদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিরবতা নেমে এলো। কর্সাক তার চোয়াল নামিয়ে একভাবে তাকিয়ে রইলো ইকেজি মনিটরের দিকে। এরপর কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলল "আমার মনে হয় আমি তাড়া করার কাজটা ঠিকমতো করতে পারিনি।"

কথাগুলো শুনে কিছুটা অবাক হলো রিজোলি। "কর্সাক-"

"এদিকে দেখুন।" সে তার ফুলে থাকা পেটের ওপর চাপড় দিয়ে বলল। "যেন আমি একটা বাস্কেটবল গিলে ফেলেছি। দেখে তো এমনটাই মনে হচ্ছে। অথবা আমার পনেরো মাস চলছে। এর কারণে আমি দৌড়ে একটা মেয়ের সাথে পাল্লা দিতে পারিনি। আমি একসময় অনেক দ্রুত দৌড়াতাম, জানেন। ঠিক ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো। এখনকার মতো না। রিজোলি আমাকে আপনার সেই সময়ে দেখা উচিত ছিল। আমি নিশ্চিত আপনি চিনতে পারতেন না। বাজি ধরে বলতে পারি, আপনি বিশ্বাসই করতে পারতেন না, করতেন কি? কারণ আমি এখন যে অবস্থাতে আছি আপনি আমাকে সেভাবেই দেখেছেন। মরা ঘোড়া। অতিরিক্ত ধূমপান করি, অতিরিক্ত খাই।"

অতিরিক্ত পানও করেন, নীরবে যোগ করলো রিজোলি।

"...বীভৎস হয়ে গেছি।" নিজের পেটের ওপর রাগান্বিত হয়ে আবারও চাপড় দিলো কর্সাক।

"কর্সাক আমার কথা শুনুন। আমি সে-ই যে উল্টোপাল্টা কাজ করেছিলাম সেদিন, আপনি না।"

চোখেমুখে বিভ্রান্তি নিয়ে তার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো।

"কবরস্থানে। আমরা উভয়েই দৌড়াচ্ছিলাম। আমাদের ধারণা মতে খুনিকে তাড়া করছিলাম আমরা। আপনি আমার পেছনেই ছিলেন। আমার সাথে তাল মিলিয়ে আসার সময়, আমি আপনার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাচ্ছিলাম।"

"বার বার একই ব্যর্থতার কথা বলছেন কেন।"

"এরপর আমি আপনাকে দেখতে পাইনি। আপনি ছিলেনই না সেখানে। কিন্তু আমি দৌড়াচ্ছিলাম এবং সবটুকুই সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। খুনি ছিল না সেটা। এজেন্ট ডিন সেই এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। খুনি তো অনেক আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। আমরা কোনো কিছুর পেছনেই দৌড়াচ্ছিলাম না কর্সাক। শুধু কিছু ছায়ার পেছনে তাড়া করছিলাম। এই তো।"

গল্পের বাকিটুকু শোনার আশায় নিরব হয়ে থাকলো কর্সাক।

নিজেকে বাকি কথাগুলো বলে ফেলার জন্য চাপ দিতে লাগলো রিজোলি। "আমার সেই সময়ে আপনার খোঁজে যাওয়া উচিত ছিল। আমার বোঝা উচিত ছিল আপনি আমার পেছন পেছন আসছেন না। কিন্তু জিনিসগুলো ভীষণ বিক্ষিপ্ত অবস্থাতে

BanglaBook.org

ছিল। এবং আমি সেই মুহূর্তে ভালোভাবে ভাবতে পারিনি কিছু। আমি ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম আপনি কোথায়...” বড়ো করে নিঃশ্বাস ফেললো রিজোলি। “আমি জানি না পুরো ঘটনাটুকু বুঝে উঠতে আমার ঠিক কতটা সময় লেগেছিল। হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা মনে এসেছিল আমার। কিন্তু আমার মনে হয়–বলতে ভয় পাচ্ছি আমি–সময়টা সেই তুলনায় হয়তো বেশিই হবে। আর এতটা সময় আপনি সেখানে পড়েছিলেন, একটা সমাধিস্তম্ভের পেছনে। আপনাকে খোঁজার কাজটা শুরু করতে একটু বেশি দেরিই করে ফেলেছিলাম। আপনার কথা মনে করতে একটু বেশিই সময় নিয়ে ফেলেছিলাম।”

এরপর তারা দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলো। রিজোলি ভাবছে তার কথাগুলো কর্সাক ভালোভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা, কারণ সে নিজের আইভি লাইন এবং টিউবিংয়ের লুপগুলো জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেন তার দিকে তাকাতে চাইছে না; অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছে।

“কর্সাক?”

“হ্যাঁ।”

“আপনার কি এই ব্যাপারে কিছুই বলার নেই?”

“হ্যাঁ। ভুলে যান। আমার শুধু এটুকুই বলার আছে।”

“আমার নিজের ওপরে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে।”

“কেন? আপনি নিজের কাজ করতে ব্যস্ত ছিলেন বলে?”

“কারণ আমার পার্টনারের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত ছিল আমার।”

“আমি আপনার পার্টনার?”

“সেই রাতে তো ছিলেন।”

শব্দ করে হেসে উঠল। “সেই রাতে আমি আপনার দায়িত্বের একটা ছিলাম, তাই তো। দুই টনের বল অ্যান্ড চেইন, যে আপনাকে পেছনে টেনে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। আপনি একদিকে বিষণ্নভাবে আমাকে খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। আর অপরদিকে আমি, মাটিতে পড়ে থেকে এই ভেবে বিরক্ত হয়েছিলাম যে কাজ করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছি। সত্যি কথা যেটা। কারপ্লাঙ্ক। আমি সেই মুহূর্তে নিজেকে বলা সব মিথ্যাগুলোর ব্যাপারে ভেবে চলছিলাম। আপনি পেটের অবস্থা দেখছেন?” আবারও নিজের পেটের ওপর চাপড় মেরে দেখালো। “এটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ, আমিও এটা বিশ্বাস করি। বিগত দিনগুলোতে আমার ডায়েট করে এই টায়ার থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। তার বদলে, বড়ো বড়ো প্যান্টই শুধু কিনে গেছি। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, পোশাক প্রস্তুতকারকরা সাইজ নিয়ে ঝামেলা শুরু করেছে, এই তো। আজ থেকে দুই বছর পরে হয়তো

BanglaBook.org

আমাকে জোকারদের মতো প্যান্ট পরতে হতো। বোজো প্যান্ট। আর এক্স-লাক্স এবং ওয়াটার পিলও আমাকে শারীরিকভাবে পাশ করাতে পারতো না।"

"আপনি সত্যিই কি সেটা করেছিলেন? শারীরিক পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পিল নিয়েছিলেন?"

"আপনি যেমনটা ভাবছেন আমি কিন্তু অতটাও গুরুতর কিছু বলছি না। শুধু বোঝাতে চাইছি আমার হৃদযন্ত্রের এখন যে অবস্থা, তা বহুদিন ধরে নির্ধারিত ছিল। এটা এমন তো নয় যে আমি জানতামই না যে কখনও এরকম কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু এখন যখন সবকিছু ঘটেই গেছে, আমাকে ভীষণ বিরক্ত করছে ব্যাপারগুলো।" রাগে ফোঁসফোঁস করতে লাগলো। মনিটরের দিকে তাকালো আবারও, যেখানে তার হৃদস্পন্দনের দ্রুতগতিতে চলতে থাকা রেখাগুলো দেখা যাচ্ছে। "দেখুন আমার হৃদস্পন্দনের রেখাগুলো সব গোলমেলে দেখাচ্ছে।"

ইকেজি কিছুক্ষণ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরে অপেক্ষায় থাকলো সে যেন তার হৃদযন্ত্রের গতি কিছুটা কমে যায়। নিজের বুকে লাফিয়ে চলা এই যন্ত্রটির ব্যাপারে কখনও মনোযোগ দেয়নি সে। এখন যখন কর্সাকের প্যাটার্নের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, নিজের হৃদস্পন্দনের ব্যাপারেও যেন হঠাৎ করে খেয়াল ফিরলো তার। সবসময়েই তার হৃদস্পন্দনকে স্বাভাবিকভাবেই দেখে এসেছে এবং এখন ভাবছে যদি প্রত্যেক বিটের পরে এমন ভাবতে হয় যে পরেরটা আর কখনও আসবেই না তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে। তার বুকের ভেতরের স্পন্দন হঠাৎ করে থেমে গেলে ঠিক কী হবে।

কর্সাকের দিকে তাকালো, যার দৃষ্টি নিবন্ধিত রয়েছে মনিটরের দিকে এবং তাকে দেখে ভাবলো রিজোলি রাগান্বিত হওয়ার থেকেও তার মধ্যে বেশি কিছু ব্যাপার কাজ করছে; সে আতঙ্কিত।

হঠাৎ করেই উঠে বসে পড়লো কর্সাক, বুকে হাত দিয়ে চোখ ভয়ে স্ফীত হয়ে গেল। "নার্সকে ডাকুন! নার্সকে ডাকুন!"

"কী? কী হয়েছে?"

"আপনি সেই অ্যালার্ম শুনতে পাননি? আমার হৃদযন্ত্রে–"

"কর্সাক, ওটা তো আমার পেজার বেজে উঠার শব্দ।"

"কী?"

সে তার বেল্ট থেকে পেজার খুলে নিয়ে বিপিং বন্ধ করলো। ফোন নম্বরের ডিজিটাল রিডআউট দেখানোর জন্য উঁচিয়ে ধরলো তা। "দেখেছেন? এটা আপনার হৃদযন্ত্র থেকে আসেনি।"

বালিশে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো। "হায় ঈশ্বর। এখান থেকে এটাকে নিয়ে যান। আমার আরেকটু হলেই করোনারি অ্যাটাক হতে যাচ্ছিলো।"

BanglaBook.org

"আমি কি এই ফোন ব্যবহার করতে পারি?"

এখনও হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে হেলান দিয়ে বসে আছে, স্বস্তিতে তার দেহ আরও বেশি থলথলে দেখাচ্ছে। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যাপার না।"

রিসিভার তুলে ডায়াল করলো রিজোলি।

পরিচিত আকর্ষণীয় কণ্ঠ উত্তর দিলো : "মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিস, ডা. আইয়েলস বলছি।"

"রিজোলি।"

"ডিটেক্টিভ ফ্রস্ট ও আমি এখানে আমার কম্পিউটারে এক সেট ডেন্টাল এক্সরে দেখতে বসেছি। এনসিআইসির পাঠানো নিউ ইংল্যান্ড এলাকার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া নারীদের লিস্ট দেখতে বসেছি আমরা। মেইন স্টেট পুলিশ এই ফাইলটা আমাকে ইমেইল করেছে।"

"কিসের কেস?"

"এই বছরের জুন মাসের দুই তারিখের খুন এবং অপহরণের ঘটনা ছিল এটা। খুনের শিকারের নাম কেনেথ ওয়েট। বয়স ছত্রিশ। অপহরণ করা হয়েছিল যাকে সে তার স্ত্রী ছিল; নাম মার্লা জিন। বয়স চৌত্রিশ। আমি এখন মার্লা জিনের এক্সরেই দেখতে বসেছি।"

"আমরা কী তাহলে রিকেটস লেডিকে খুঁজে পেয়েছি?"

"মিলে গেছে তো," আইয়েলস জানালো। "তোমার সেই লেডির এখন একটা নামও রয়েছে মার্লা জিন ওয়েট। তারা আমাদেরকে রেকর্ডগুলো এখনই ফ্যাক্স করেছে।"

"একটু দাঁড়াও। তুমি কী বললে–এই খুন এবং অপহরণের ঘটনা মেইনে ঘটেছিল?"

"ব্লু হিল নামের এক শহরে। ফ্রস্ট বলছে সে সেখানে একবার গিয়েছিল। ড্রাইভ করে যেতে পাঁচ ঘণ্টার মতো লাগে।"

"আমাদের ভাবনার তুলনায় অনেক বিস্মৃত অঞ্চল জুড়ে আমাদের এই শিকারি শিকারের খেলায় মত্ত দেখেছি।"

"এই যে, ফ্রস্ট কথা বলবে তোমার সাথে।"

ওপাশ থেকে ফ্রস্টের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রিজোলি। "হেই, তুমি কখনও লবস্টার রোল খেয়েছো?"

"কী?"

"আমরা যাওয়ার পথে লবস্টার রোল পাবো। লিঙ্কনভিল বিচ যেতে ভীষণ ভালো একটি লাঞ্চস্যাক রয়েছে। আগামীকাল ঠিক আটটার সময় রওয়ানা দিলে, লাঞ্চের আগ দিয়েই আমরা সেখানে পৌঁছে যেতে পারবো। এখন বলো আমার গাড়ি

BanglaBook.org

নিয়ে যাবো না তোমারটা?"

"আমারটা নিয়ে যেতে পারি।" কথাটা বলে কিছুক্ষণ থামলো সে। এরপর কথার খেই ধরেই বলল, "ডিনও হয়তো আমাদের সাথে আসবে।"

অপরপাশে কিছুক্ষণের জন্য নিরবতা নেমে এলো। খানিক বিরতির পর উত্তর দিলো ফ্রস্ট। "আচ্ছা, ঠিক আছে," কণ্ঠস্বরে আগের সেই উৎফুল্লতা নেই, "যদি তুমি চাও।"

"আমি তাকে ফোন করে দেবো।"

ফোন কেটে দেওয়ার পর সে বুঝতে পারলো কর্সাক তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"সুতরাং মিস্টার এফবিআই এখন এই টিমের অংশ," বলল সে।

তার কথাকে পাশ কাটিয়ে সে ডিনের সেল নম্বর টিপলো।

"কখন হয়েছে এটা?"

"সে একটি সাহায্যের সম্ভাবনাও তো হতে পারে।"

"আগে তো কখনও তাকে নিয়ে এরকম ভাবেননি।"

"কিছুসময় আগে থেকেই আমাদের একসাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে।"

"দয়া করে বলবেন না আপনি তার অন্য একটি অংশের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছেন।"

যখন অপরপাশের ফোন বাজতে শুরু করলো, সে কর্সাককে ইশারা করে থামিয়ে দিলো। কিন্তু ডিন ফোনের উত্তর দিলো না। তার বদলে একটি রেকর্ড করা মেসেজ লাইনে বাজতে লাগলো "এই মুহূর্তে গ্রাহক ফোন ধরতে না পারায় দুঃখিত।"

ফোন রেখে দিয়ে কর্সাকের দিকে তাকালো। "কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি?"

"দেখে তো মনে হচ্ছে সমস্যা আপনার হয়েছে। আপনার হাতে একটি নতুন সূত্র এসেছে এবং আপনি ফিবির ঐ লোককে ফোন করে জানানোর জন্য মনে হচ্ছে আকুপাকু করছেন। কী চলছে বলুন তো?"

"কিছুই চলছে না।"

"আমার কাছে তো এমন কিছুই মনে হচ্ছে না।"

তার মুখ হঠাৎ করেই লাল হয়ে গেল। তাকে সত্যি কথা বলছে না সে এবং তারা উভয়েই সেটা জানে। এমনকি ডিনের ফোন নম্বর ডায়াল করার সময়েও অনুভব করেছে তার হৃদস্পন্দন যেন আচমকাই বেড়ে গেছে। সে জানে ঠিক কী কারণে এমনটা হয়েছে। নেশাখোরের নেশার জিনিস খুঁজে বেড়ানোর মতো অনুভব করছে, তাই তার হোটেলে ফোন করা থেকে নিজেকে সংযত করতে পারলো না। কর্সাকের বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি কাটিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ফোন বাজার সময়টুকুতে জানালার

BanglaBook.org

কাছে গিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

"কলোনেড।"

"আপনি কী আপনাদের একজন অতিথির সাথে আমার কথা বলিয়ে দিতে পারবেন। তার নাম গ্যাব্রিয়েল ডিন।"

"এক মিনিট অপেক্ষা করুন।"

অপেক্ষার সময়টুকুতে, সে তাকে বলার জন্য ঠিক বাক্যগুলো খুঁজে বের করতে লাগলো এবং কণ্ঠকেও যেন সংযত করার চেষ্টা করলো। একেবারে মাপা স্বর। বৈষয়িক। *পুলিশ। তুমি পুলিশ রিজোলি।*

হোটেল অপারেটর লাইনে ফিরে এলো। "দুঃখিত ম্যাম, মিস্টার ডিন এখানে অতিথি হিসাবে নেই আর।"

ভ্রুকুটি করে রিজোলি ফোন শক্ত করে চেপে ধরলো। "সে কী যাওয়ার সময় আর কোনো নম্বর রেখে গেছে?"

"সেরকম কোনো কিছুই লিস্টে নেই।"

জানালার বাইরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রিজোলি, অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। "কখন বেরিয়েছে সে?" জিজ্ঞেস করলো।

"এক ঘণ্টা আগে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় বিশ ।।

মেইন স্টেট পুলিশের ফ্যাক্স করা পেজের ফাইলটি উল্টেপাল্টে দেখে বন্ধ করে রাখলো রিজোলি। জানালার বাইরে পাশ কাটিয়ে যাওয়া গাছের সারি এবং কখনও কখনও গাছের আড়ালে ভেসে ওঠা সাদা ফার্মহাউজ মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলো। গাড়ির মধ্যে পড়ার অভ্যাসটা তাকে সবসময়ের জন্যই বিচলিত করে। মার্লা জিন ওয়েটের নিরুদ্দেশের বর্ণনাগুলো তার এই অস্বস্তি ভাবটাকে যেন আরও ঘনীভূত করেছে। রাস্তায় আসার সময় তারা যে লাঞ্চ করেছে তাতেও এই সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে তার মনে হচ্ছে না। ফ্রস্ট রাস্তার ধারের একটা শ্যাকস থেকে লবস্টার রোল খাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে তার খাবারটা ভালো লাগলেও এই মুহূর্তে মেয়োনিজের প্রভাবে তার পেট গুলিয়ে উঠছে। এখন বমি বমি ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রস্ট শান্ত ও সতর্ক ড্রাইভার হওয়াতে বিষয়টা আরও সহজ হয়ে পড়লো। সে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে গাড়ি ঘোরানোর কাজ করে না এবং গ্যাস পেডালে পা স্থির করে রাখে। সে সবসময়ই তার এই দূরদর্শি ভাবের প্রশংসা করতো, কিন্তু আজকে তা যেন একটু বেশিই গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো যেখানে সে নিজেই অস্থির অবস্থাতে রয়েছে।

একটু ভালো বোধ হলে, গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নোট নিতে লাগলো। এতদূরে মেইনের এই জায়গাতে আগে কখনও আসেনি। অনেক দূরে ভ্রমণ বলতে দশ বছর বয়সে গ্রীষ্মের সময় উত্তরাঞ্চলে পরিবারের সাথে ওল্ড অরচার্ড বিচে ড্রাইভ করে গিয়েছিল। ব্রডওয়াক ও কার্নি রাইডস, নীল রঙের কটন ক্যান্ডি এবং কর্ন অন দ্য কবের কথা মনে করতে পারলো। সেই সাথে সমুদ্রের ধারে হেঁটে যাওয়া এবং কীভাবে সমুদ্রের ঠান্ডা পানি তার হাড়ে এসে তুষারকণার মতো আঘাত করেছিল মনে করতে পারলো সেটাও। পানির মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল বিশেষ করে যখন তার মা তাকে অমন করতে নিষেধ করেছিল। "জেনি, পানি ভীষণ ঠান্ডা," অ্যাঞ্জেলা তাকে ডেকেছিল এভাবেই। "উষ্ণ বালুর ওপরেই বসে থাকো।" আর তারপরেই জেনের ভাইয়েরা সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিল : "হ্যাঁ, পানিতে যেও না, জেনি; মুরগির মতো চিকন পা দুটো জমে যাবে তোমার!" তাই জোর করেই নেমেছিল সেদিন, ক্রোধান্বিত মুখে লম্বা লম্বা পা ফেলে বালুর সেই অংশের ওপর দিয়ে গিয়েছিল যেখানে ঢেউ এসে সমুদ্র তীরে আছড়ে পড়ে ফেনার সৃষ্টি করে। এভাবেই সেদিন পানিতে পা ফেলতে

না ফেলতেই হাঁপিয়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা পানির সেই হিমকাঁটা নয় যা আজ এত বছর পরেও তার মনে পড়ে, বরং এটা তার ভাইদের দৃষ্টি যখন তারা তাকে সৈকত থেকে দেখেছিল। আর খোঁচা মেরে বারবার কথা বলে তারা সেদিন তাকে সেই দমবন্ধ করা ঠান্ডা পানির আরও গভীরে যেতে বাধ্য করেছিল। আর এভাবেই সে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে থাকলে পানি তার উরুর অংশ পার করে কোনো ইতস্তত ছাড়াই ডুবিয়ে দিয়েছিল কোমর, নিজেকে আগলিয়ে ধরার কোনো সুযোগ না দিয়েই। কিন্তু এরপরেও সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল সে কারণ ব্যথাকে ভয় পেত না সেসময়, বরং পেত অপমানকে।

এখন ওল্ড অরচার্ড বিচ তাদের এখান থেকে প্রায় একশ মাইলেরও বেশি দূরত্বে অবস্থিত এবং গাড়ির মধ্যে থেকে সে যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে তা তার শৈশবের দেখা মেইনের সাথে মোটেও মেলে না। সৈকতের থেকে এটা অনেকাংশেই দূরে এবং এখানে কোনো ব্রডওয়াক কিংবা কার্নি রাইডস নেই। তার বদলে গাছ, সবুজ মাঠ এবং মাঝে মাঝে কিছু লোকালয় দেখতে পেলো সে, যাদের প্রত্যেকটি সাদা রঙের চার্চ স্পায়ারকে ঘিরে গড়ে উঠেছে।

"প্রত্যেক বছর জুলাই মাসে অ্যালিস ও আমি এখানে ড্রাইভ করে আসি," ফ্রস্ট বলল।

"আমি এখানে কখনোই আসিনি।"

"কখনও না?" তার দিকে অবাক করা চোখে তাকিয়ে রইলো ফ্রস্ট, যা রিজোলির কাছে অনেকটাই বিরক্তিকর লাগলো। এমন একটা ভাব যেন বলতে চাইছে, *তুমি কোথায় আছো তাহলে?*

"আসার মতো কোনো কারণ পাইনি," বলল রিজোলি।

"অ্যালিসের আত্মীয়স্বজনদের অনেকেরই লিটল ডিয়ার আইয়েসলে ক্যাম্প রয়েছে। আমরা ওখানেই থাকি।"

"হাস্যকর। অ্যালিসকে দেখে তো কখনও ক্যাম্পিং টাইপের মানুষ মনে হয়নি।"

"ওহ, তারা ওটাকে নামেমাত্রই ক্যাম্প বলে। স্বাভাবিক বাড়ির মতো ওখানে সবকিছু আছে। বাথরুম এবং গরম পানির ব্যবস্থাও আছে।" কথাগুলো বলার সময় হাসতে লাগলো ফ্রস্ট। "জঙ্গলে প্রস্রাব করার পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলে অ্যালিস হয়তো মরেই যাবে।"

"শুধুমাত্র প্রাণীরা জঙ্গলে এসব কাজ করে থাকে।"

"আমার কিন্তু জঙ্গল ভালো লাগে। যদি সম্ভব হতো, আমি হয়তো থেকেই যেতাম।"

"আর বড়ো শহরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে?"

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকালো ফ্রস্ট। "আমি তোমাকে নিশ্চিত করছি যে আমি কিছুই মিস করতাম না। অন্ততপক্ষে খারাপ জিনিসগুলো। এমন কোনো ঘটনা যা ভাবাতে বাধ্য করে যে কী সমস্যা হয়েছে মানুষগুলোর সাথে।"

"তোমার মনে হয় এই জায়গা অপেক্ষাকৃত ভালো?"

চুপ করে রইলো সে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে একভাবে, জানালার পাশ দিয়ে গাছগুলোর সারি একে একে পার হয়ে যাচ্ছে।

"না," অবশেষে মুখ খুলল। "আমরা হয়তো যার কারণে এখানে এসেছি।"

গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলো রিজোলি : খুনি এই রাস্তা দিয়েও গেছে। ডমিনেটর এখানেও নিজের শিকার খুঁজতে এসেছিল। সে এই রাস্তা দিয়েই হয়তো ড্রাইভ করে গেছে, এই একই গাছের দিকে হয়তো তাকিয়েছে কিংবা মূলরাস্তার ঐ শ্যাকসগুলো থেকে লবস্টার রোল কিনে খাওয়ার জন্য গাড়ি থামিয়েছে। সব ধরনের শিকারিকে শহরে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ ব্যাকরোড কিংবা ছোটো শহরে এসে ওঁত পেতে থাকতে পছন্দ করে, যেসব জায়গায় বিশ্বাসী প্রতিবেশী এবং খোলা দরজা সহজলভ্য। *সে কি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছিল এবং এমন একটা সুযোগ পেয়েছে যার পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি?* শিকারিরা ছুটিও কাটাতে যায়। তারা দেশের এদিকওদিক ঘুরে বেড়ায় এবং আর সবার মতোই সমুদ্রের গন্ধ প্রাণভরে নিতে ভালবাসে। তারাও স্বাভাবিক মানুষের মতোই হয়ে থাকে।

বাইরে, এই গাছগুলোর মধ্য দিয়ে, সে সমুদ্র কিংবা গ্রানাইটের হেডল্যান্ড দেখার চেষ্টা করলো, এবড়ো থেবড়ো দৃশ্যের দেখা শুধুমাত্র এই কারণে পেতে চাইছে যে তাদের খুনিও হয়তো এখানে এসেছিল বরং এ কারণে যে কিছুটা হলেও তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে।

গাড়ির গতি কমিয়ে নিলো ফ্রস্ট। ঘাড়টা কিছুটা সামনের দিকে বাড়িয়ে রাস্তাটা ভালো করে নিরীক্ষণ করলো। "আমরা কি কোনো বাঁক মিস করে এলাম নাকি?"

"কোন বাঁক?"

"আমাদের তো মনে হয় ক্রানবেরি রিজ রোডের ডান দিক বরাবর এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

"আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"অনেকক্ষণ পর্যন্ত ড্রাইভিং করছি তো। এটা হয়তো সামনেই আসতে চলেছে।"

"আমরা ইতোমধ্যেই কিন্তু দেরি করে ফেলেছি, ফ্রস্ট।"

"জানি আমি; জানি।"

"আমাদের বরং গরম্যানকে পেজ করা উচিত। বলা উচিত যে বোকা দুই সিটি

BanglaBook.org

স্লিকার জঙ্গলে হারিয়ে গেছে।” নিজের সেলফোন বের করে সে দুর্বল সিগন্যালের দিকে ভ্রুকুটি করে তাকালো। “তোমার মনে হয় তার বিপার এই জায়গায় কাজ করবে?”

“একটু দাঁড়াও,” ফ্রস্ট বলল। “আমার মনে হয় আমরা হঠাৎ করেই ভাগ্যের দেখা পেয়ে গেছি।”

সামনে, রাস্তার ধারে একটা মেইন লাইসেন্স প্লেট সম্বলিত অফিসিয়াল স্টেটের গাড়ি পার্ক করা অবস্থায় দেখতে পেল তারা। ফ্রস্ট তার পাশে এসে গাড়িটিকে দাঁড় করালো। ড্রাইভারের সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যে রিজোলি তার দিকের জানালা নামিয়ে নিলো। নিজেকে কেবল পরিচয় করাতে যাবে ঠিক এমন সময় লোকটি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ডাকলো :

“আপনারা বোস্টন পি. ডি থেকে এসেছেন না?”

“কীভাবে বুঝলেন আপনি?” বলল রিজোলি।

“ম্যাসাচুসেটসের প্লেট। আমার মনে হয় আপনারা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। আমি ডিটেক্টিভ গরম্যান।”

“আমি রিজোলি এবং ইনি ফ্রস্ট। আমরা কিছুক্ষণ আগেই আপনাকে পেজ পাঠানোর চিন্তা করছিলাম।”

“পাহাড়ের পাদদেশের এই অংশটাতে সেলফোন খুব একটা ভালো কাজ করতে পারে না। মৃত এলাকা যাকে বলে। পাহাড় অবধি রাস্তা আপনারা আমাকে অনুসরণ করেন না কেন?” কথাগুলো বলে নিজের গাড়ি চালু করলো সে।

গরম্যানের তাদেরকে পথ না দেখালে নিশ্চিতভাবেই তারা ক্রানবেরি রিজের পথ হারিয়ে ফেলত। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া একটা নোংরা রাস্তা বৈ আর কিছু নয় এটা, এখানে পোস্টের সাথে একটিমাত্র সাইন লাগিয়ে রাখা হয়েছে **ফায়ার রোড ২৪**। চাকার দাগ পড়া রাস্তার ওপর দিয়ে চলার সময় মাঝে মাঝে গাড়ি নড়ছে। যতই ওপরের দিকে উঠছে গাছের ঘন সারিগুলো যেন আশেপাশের সবকিছুকে ঢেকে রেখেছে, রাস্তা সুইচব্যাকে ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে সূর্যালোকের ঝলক দেখতে পেলে পাহাড়ের ওপরে তাদের সামনে থাকা সারিবদ্ধ বাগান এবং আঁকাবাঁকা সবুজ মাঠ চোখে পড়লো। দৃশ্যটা ফ্রস্টকে এতটাই অবাক করলো যে হঠাৎ করেই সে গাড়ি থামিয়ে দিলে তারা উভয়েই একইদিকে তাকিয়ে রইলো।

“তুমি হয়তো কখনও ধারণাও করতে পারোনি,” বলল সে। “এই জঘন্য প্যাচপ্যাচে কাদার রাস্তা দেখে উল্টো ধারণা করে নিয়েছ যে তুমি কোনো শ্যাক কিংবা ট্রেইলরের দিকে যাচ্ছো। কিন্তু এটা যে এরকম হবে তা কি কল্পনা করেছিলে?”

BanglaBook.org

"হয়তো বাজে রাস্তার বৈশিষ্ট্য এটাই ছিল।"

"ইতর জিনিস থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি?"

"হ্যাঁ। সেই বিষয়টা পুরোপুরি কাজ করেনি, তাই না?"

গরম্যানের গাড়ির পেছনে গাড়ি দাঁড় করালে দেখতে পেল তারা ইতোমধ্যেই সে ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে হাত মেলানোর জন্য অপেক্ষা করছে। ফ্রস্টের মতো সে-ও স্যুট পড়েছে কিন্তু তার স্যুট কিছুটা ঢিলেঢালা যেন কেনার পর ভীষণভাবে ওজন হ্রাস হয়েছে তার। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, পুরোনো কোনো অসুখে আক্রান্ত হয়েছে যার ফলে চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে ঝুলে পড়েছে।

"ক্রাইম সিন ভিডিও," রিজোলির হাতে একটি ফাইল এবং ভিডিওটেপ ধরিয়ে দিয়ে বলল সে। "আমরা আপনার জন্য বাকি ফাইলগুলোও কপি করার কাজ করেছি। এর মধ্যে কিছু আমার গাড়ির ট্র্যাঙ্কে রয়েছে–আপনি যাওয়ার সময়ে সেগুলো নিয়ে যেতে পারেন।"

"ডা. আইয়েলস দেহাবশেষের ব্যাপারে ফাইনাল রিপোর্ট আপনাকে খুব শীঘ্রই পাঠিয়ে দেবে," রিজোলি বলল।

"মৃত্যুর কারণ কী?"

মাথা ঝাঁকালো রিজোলি। "কঙ্কাল হয়ে গিয়েছিল। আর ঠিক কারণ এখনও নিরূপণ করা যায়নি।"

লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলে গরম্যান বাড়িটির দিকে তাকালো। "যাই হোক, অন্তত এটা তো এখন জানা গেল যে মার্লা জিনের কী হয়েছিল। এটাই আমার মাথা এতদিন খারাপ করে রেখেছিল।" বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। "বাড়ির ভেতরে দেখার মতো তেমন বেশি কিছু নেই। সব পরিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও যেহেতু আপনারা দেখতে চেয়েছেন।"

"এখানে এখন কে বাস করছে?" ফ্রস্ট জিজ্ঞেস করলো।

"খুন হওয়ার পর থেকে, কেউ না।"

"দুঃখজনকভাবে এত সুন্দর একটা বাড়ি এখন ফাঁকা পড়ে আছে।"

"আইনি জটিলতায় জড়িয়ে আছে বাড়িটি। যদি কেউ এটাকে বাজারে তোলেও, খুব সহজে বিক্রি হবে বলে তো মনে হয় না।"

তারা পোর্চের সিঁড়ি বেয়ে উঠল যেখানে বাতাসে উড়ে আসা পাতাগুলো জড়ো হয়ে রয়েছে এবং শুকিয়ে যাওয়া জেরানিয়ামের গাছ ইভস থেকে ঝুলছে। দেখে মনে হচ্ছে বহুদিন ধরে কেউ জায়গাটাতে ঝাড়ু এবং সপ্তাহব্যাপী গাছগুলোতে পানি দেওয়ার কাজ করেনি। অবহেলামিশ্রিত পারিপার্শ্বিকতার কারণে বাড়িটিতে মাকড়শার জাল তৈরি হতে শুরু হয়েছে।

"জুলাইয়ের পর থেকে এখানে আসিনি," চাবির রিং বের করার সময় গরম্যান

BanglaBook.org

জানালো। দরজা খোলার জন্য ঠিক চাবিটা খুঁজতে লাগলো। "আমি গত সপ্তাহেই কাজে যোগ দিয়েছি এবং সবকিছু দ্রুতগতিতে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনাদেরকে একটা কথা জানাই, হেপাটাইটিস আপনাদের শারীরিক অবস্থার বারোটা বাজিয়ে দিলেও একদিক দিয়ে ভালোই। আর আমার তো তুলনামূলকভাবে মাইল্ড ধরনের হেপাটাইটিস হয়েছিল, যাকে বলে টাইপ এ। অন্তত এটা আমাকে মেরে তো ফেলেনি..." ভিজিটরদের দিকে তাকালো। "একটা উপদেশ দেই মেক্সিকোতে কখনও শেলফিশ খাবেন না।"

অবশেষে সে সমর্থ হলো ঠিক চাবিটি খুঁজে বের করতে এবং তা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো। ভেতরে ঢুকে রিজোলি তাজা পেইন্ট এবং ফ্লোর ওয়াক্সের গন্ধ পেল, বাড়ি ঘষে ঘষে জীবাণুমুক্ত করার গন্ধ এটা। *আর পরিত্যক্তও*, লিভিং রুমের সিট দিয়ে ঢাকা ভূতুড়ে আসবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলো সে। সাদা রঙের ওক কাঠের মেঝে পলিশ করা গ্লাসের মতোই যেন চকচক করছে। সূর্যালোক মেঝে থেকে সিলিং অবধি উঁচু জানালা দিয়ে ভেতরে এসে পড়ছে। পাহাড়ের এই উচ্চাবস্থানে ক্লস্টোফোবিক জঙ্গলের মধ্যে তারা অবস্থান করছে এবং সামনে থাকা ব্লু হিল বে পর্যন্ত সমস্ত কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। নীল আকাশে একটি জেট সাদা রেখা টেনে চলে গেছে। নিচে, পানির ওপরে একটা নৌকা ভাসতে দেখা যাচ্ছে। জানালার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ালো রিজোলি। চেষ্টা করলো একই ধরনের দৃশ্যের দর্শক হওয়ার যা মার্লা জিনও হয়তো একসময় দেখত।

"আমাকে এই মানুষগুলোর ব্যাপারে কিছু বলুন," বলল রিজোলি।

"আমি আপনাকে যে ফাইলটা ফ্যাক্স করেছিলাম আপনি কি সেটা দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি তাদের সম্পর্কে ঠিক বুঝতে পারিনি। কেন তারাই আক্রমণের জন্য চিহ্নিত হলো।"

"আমরা কী কখনও তা জানতে পারবো?"

ঘুরে দাঁড়াল রিজোলি। গরম্যানের চোখের দিকে তাকাতে হলুদাভ ভাব চোখে পড়তেই কিছুটা আঁতকে উঠল। বিকালের সূর্যালোক যেন তার অসুস্থতার রঙকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। "তাহলে কেনেথকে দিয়েই শুরু করুন। সম্পূর্ণ অর্থকড়ি তো তার-ই, তাই না?"

গরম্যান সম্মতিতে মাথা নাড়ালো। "বানচোত ছিল একটা।"

"এটা তো আমি রিপোর্টে পড়িনি।"

"কিছু জিনিস রিপোর্টে বলা যায় না। কিন্তু পুরো শহর জুড়ে তার ব্যাপারে এ কথাটাই বহুল প্রচলিত। আপনি জানেন, কেনির মতো আমাদের এখানে অনেকগুলো ট্রাস্ট ফান্ডার আছে। ব্লু হিল এখন বোস্টনের ধনী রিফিউজিদের জায়গা

BanglaBook.org

হয়ে গেছে। অনেকে এখানে ভালোই থাকে। কিন্তু এর মধ্যে প্রায়শ কেনি ওয়েটের মতো দুই চারটা মানুষ পাওয়া যায় যারা *ডু-ইউ-নো-হু-আই-অ্যাম* এ ধরনের খেলা খেলতে পছন্দ করে। হ্যাঁ, সবাই জানে সে কেমন ছিল। প্রচুর সম্পদশালী ছিল।"

"কোথা থেকে এসেছিল তার এই অর্থ?"

"দাদা-দাদির কাছ থেকে। শিপিং ইন্ডাস্ট্রি ছিল মনে হয়। এটা নিশ্চিত যে কেনি নিজে এই সম্পদের একটা কানাকড়িও উপার্জন করেনি। কিন্তু সে খরচ করতে ভালোবাসত। হারবারে তার একটি সুন্দর হিঙ্কলি ছিল। আর সাধারণত লাল রঙের এই ফেরারিটিতে চড়ে বোস্টনে আসা-যাওয়া করতো, যতদিন না সে তার লাইসেন্সটি না হারালো এবং গাড়িটি বাজেয়াপ্ত হলো। অনেক বেশি অর্থবিত্তের মালিক ছিল এই লোকটা।" কথাগুলো বলে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে উঠল গরম্যান। "আমার মনে হয় এর মাধ্যমে কেনেথ ওয়েট এই এলাকার ধনীদের মধ্যে তৃতীয় ছিল। প্রচুর অর্থের মালিক, কিন্তু স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ।"

"কী বাজে ব্যাপার," ফ্রস্ট বলল।

"আপনার ছেলেপেলে রয়েছে?"

মাথা নাড়ালো ফ্রস্ট। "এখনও না।"

"আপনি যদি আপনার সন্তানকে উচ্ছন্নে চলে যেতে দেখতে চান," গরম্যান বলল, "তাহলে তাকে প্রচুর অর্থের মালিক করে যাবেন।"

"মার্লা জিনের ব্যাপারে কিছু বলুন?" রিজোলি বলল। রিকেটস লেডির দেহাবশেষের কথা মনে করলো যা সবশেষ দেখেছিল অটোপসি টেবিলে পড়ে থাকা অবস্থায়। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে থাকা টিবিয়া এবং বিকৃত ব্রেস্টবোন–জীর্ণ শৈশবের কঙ্কালসার প্রমাণ ছিল যা। "সে মোটেও ধনীদের একজন ছিল না। তাই না?"

গরম্যান মাথা ঝাঁকালো। "ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার এক কয়লা খনির শহরে শৈশব কেটেছে তার। ওখানেই বেড়ে ওঠা। এখানে এসেছিল ওয়েট্রেস হিসাবে গ্রীষ্মকালীন চাকরির জন্য। আর এভাবেই কেনেথের সাথে দেখা হয়েছিল তার। আমার মনে হয় সে তাকে বিয়ে করেছিল কারণ সে একমাত্র মেয়ে ছিল যে তার মতো জঘন্য মানুষকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখত। কিন্তু তাদের বিয়ে কখনও সুখের মনে হয়নি। বিশেষ করে সেই দুর্ঘটনার পরে।"

"দুর্ঘটনা?"

"কয়েক বছর আগে। কেনি তার চিরায়ত অভ্যাসবশত দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো। এভাবেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল। সে গাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া–সৌভাগ্যই বলতে পারেন, তাই না? কিন্তু মার্লা জিন তিন মাসের মতো হাসপাতালে কাটিয়ে এসেছিল।"

BanglaBook.org

"আর সেই সময়েই হয়তো তার উরুর হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল।"

"কী?"

"তার ফিমারে সার্জিক্যাল রড পাওয়া গেছে। সার্জিক্যালভাবে দুটো জোড়া লাগানো কশেরুকা।"

সম্মতিতে মাথা নাড়ালো গরম্যান। "আমি শুনেছি সে খোঁড়া ছিল। আসলেই লজ্জার ব্যাপার এটা, কারণ সে ভীষণ সুন্দরি ছিল।"

আর বাজে চেহারার কোনো মহিলার খোঁড়া হতে কোনো সমস্যা নেই, ভাবলো রিজোলি, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

দেওয়ালের সাথে লাগোয়াভাবে তৈরি শেল্‌ভের দিকে এগিয়ে গেল সে। এ ধরনের শেল্‌ভকে বলা হয় *বিল্ট-ইন-শেল্‌ভ*। বাথিং স্যুট পরে থাকা দম্পতির ছবি দেখলো। সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে তারা, পায়ের গোড়ালিতে ফিরোজা রঙের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। মহিলাটি বামন আকৃতির, দেখে অনেকটাই বাচ্চা বাচ্চা লাগছে তাকে। কাঁধের ওপর গাঢ় বাদামি রঙের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছে। এখন লাশের চুল হয়ে গেছে সেটা, নিজের ভাবনাটাকে কোনোভাবেই আটকাতে পারলো না রিজোলি। লোকটির মাথার চুল হালকা রঙের, কোমরের কাছে কিছুটা মেদ জমতে দেখা যাচ্ছে। পেশীগুলো স্থূল হওয়ার দশায় ছবিটি তুলেছিল সে। তার অবজ্ঞাসূচক অস্বচ্ছ অভিব্যক্তিতে পাশে থাকা আকর্ষণীয় চেহারাটা যেন ফিকে পড়ে গেছে।

"তাদের বিয়ে সুখের ছিল না?" রিজোলি বলল।

"হাউজকিপার আমাকে তো তাই বলেছে। দুর্ঘটনার পরে, মার্লা জিন বেশি ভ্রমণ করতে চাইত না। কেনি খুব বেশি হলে তাকে এখান থেকে বোস্টনে নিয়ে যেত। কিন্তু কেনি প্রত্যেক জানুয়ারিতে সেন্ট বার্টে যেত, তখন তাকে এখানে একা রেখে যেত সে।"

"একা?"

গরম্যান মাথা নাড়ালো। "ভালো মানুষ, বুঝছেন? তার একটি হাউজকিপার ছিল যে তার হয়ে বার্তাবাহকের কাজ করতো। পরিষ্কারের কাজ করতো। শপিংয়ে নিয়ে যেত তাকে, যেহেতু মার্লা জিন ড্রাইভ করতে একেবারেই পছন্দ করতো না। এটা মূলত তার একাকিত্বের জায়গা ছিল, কিন্তু হাউজকিপারের মতে কেনি বাইরে থাকলে মার্লাকে দেখে একটু বেশিই খুশি খুশি লাগতো।" কথাগুলো বলে কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ রইলো গরম্যান। "আমি স্বীকার করছি, কেনিকে পাবার পরে, আমার মাথায় যে সম্ভাব্যতার কথা এসেছিল তা হচ্ছে..."

"মার্লা জিনই এটা করিয়েছে," রিজোলি বলল।

"প্রথম দিকের বিবেচনা তো সেটাই বলে।" জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

সে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিলো। "এখানে কি আপনাদের গরম লাগছে?"

"কিছুটা তো গরম আছেই।"

"ইদানীংকালে গরম একেবারেই সহ্য করতে পারছি না আমি। শরীর যেন বিকল হয়ে গেছে আমার। মেক্সিকোতে ক্ল্যাম খাবার ফলে আমার এই অবস্থা হয়েছে।"

৭৭৭

লিভিং রুমে তারা এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো, সিট দিয়ে ঢাকা কারুকাজ করা আসবাব পার হয়ে বিশালাকৃতি পাথরের ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেল, যেখানে কেটে রাখা কাঠের টুকরো হার্থের পাশে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা আছে। মেইনের ঠান্ডা রাতগুলোকে উষ্ণ করার জন্য আগুন সরবারহকারী জ্বালানি। গরম্যান তাদেরকে রুমের এমন একটা জায়গাতে নিয়ে গেল যেখানে শুধুমাত্র ফাঁকা মেঝে রয়েছে। দেওয়াল কোনোরকম সাজসজ্জা ছাড়াই পরিষ্কার সাদা। তাজা রঙের প্রলেপের দিকে তাকালে ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল রিজোলির। মেঝের দিকে তাকালে দেখতে পেল সে এখানকার ওক কিছুটা ফ্যাকাশে, খসখসে দেখাচ্ছে এবং একে যে চকচকে করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু রক্তের দাগ সহজে মিটিয়ে ফেলা যায় না, যদি তারা রুমটিকে অন্ধকার করে এতে লুমিনল স্প্রে করে তাহলে মেঝে আবারও রক্তের কান্না কেঁদে উঠবে বলে তার বিশ্বাস, এর কেমিক্যাল ট্রেসগুলো এখনও ফাঁকফোকড়ে এবং কাঠের কণাতে লুক্কায়িত অবস্থায় রয়েছে যা পুরোপুরিভাবে কখনও মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হবে না।

"কেনিকে এখানেই বসিয়ে রাখা হয়েছিল," নতুন রং করা দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে গরম্যান বলল। "পা ফাঁক করে রেখেছিল সে, হাত দুটো পেছনে বেঁধে রাখা ছিল। কব্জি আর গোড়ালি বেঁধে রাখা হয়েছিল ডাক্ট টেপ দিয়ে। এক কোপে কেটে ফেলা হয়েছিল গলা। ছুরিটা ছিল র‍্যাম্বো টাইপ।"

"আর কোনো ক্ষতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি?" রিজোলি জিজ্ঞেস করলো।

"উহু শুধু গলাতেই। ঠিক যেন প্রাণদণ্ডের মতো।"

"স্টান গান মার্কস?"

একটু সময়ের জন্য ভেবে নিয়ে বলল গরম্যান। "আপনি কি জানেন, দুদিন পর হাউজকিপার তাকে খুঁজে পেয়েছিল? এখানে প্রায় দুইদিন যাবত পড়েছিল সে। গরমের দুইদিন। ততদিনে, চামড়ার অবস্থা খুব একটা সুবিধাজনক ছিল না। গন্ধও যে খুব একটা ভালো ছিল না তা হয়তো বুঝতেই পারছেন। স্টান গান মার্কের ঘটনাটা সহজেই নজরের বাইরে চলে যাওয়ার মতো, অস্বাভাবিক কিছু না।"

BanglaBook.org

"আপনি কি এই মেঝে অন্য কোনো আলোর উৎসের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন?"

"এখানে এমনিতেই রক্তাক্ত অবস্থা ছিল। আমি নিশ্চিত নই ল্যুমা লাইটের নিচে আমরা কী এমন দেখবো। কিন্তু ক্রাইম সিন ভিডিওতে মোটামুটি সবকিছুই পাবেন বলে আমার ধারণা।" সে রুমের দিকে তাকালে টিভি ও ভিসিআর দেখতে পেল। "আমরা কী একঝলক সেটা দেখতে পারি এখন? এটা হয়তো আপনার বেশিরভাগ প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে দেবে।"

রিজোলি টিভির কাছে গিয়ে অন বাটন চেপে ভিসিআরের স্লটে টেপটা ঢুকিয়ে দিলো। টিভিতে হোম শপিং নেটওয়ার্ক উচ্চশব্দে চলতে থাকলো যেখানে ৯৯.৯৫ ডলারের জিরকোনিয়াম পেন্ডেন্ট নেকলেস দেখা যাচ্ছে এবং মডেলের রাজহংসের মতো কণ্ঠে এর ফ্যাসেট চকচক করছে।

"এই জিনিসগুলো আমাকে পুরোই পাগল করে দেয়," দুটো রিমোট নিয়ে গুঁতোগুতি করার সময় রিজোলি বলল। "আমি নিজের প্রোগ্রাম কীভাবে চালাতে হবে সেটাই বুঝে উঠতে পারি না।" ফ্রস্টের দিকে তাকালো সে।

"হেই, আমাকে অন্তত জিজ্ঞেস করো না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গরম্যান তার হাত থেকে রিমোটটি নিয়ে নিলো। জিরকোনিয়াম পরে থাকা মডেল হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেলে টিভি স্ক্রিনে ওয়েটের ড্রাইভওয়ের চিত্র ভেসে উঠলো। মাইক্রোফোনে হিসহিস শব্দে বাতাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ক্যামেরাম্যানের কণ্ঠে বাধা দিচ্ছে সেই বাতাস যখন সে নিজের নাম বলছে, ডিটেক্টিভ পার্ডি, সময়, তারিখ ও স্থান। জুন মাসের দুই তারিখ বিকেল পাঁচটা, ঝড়ো আবহাওয়ার দিন, গাছগুলো ক্রমাগত দুলে চলেছে। পার্ডি ক্যামেরা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলে, ক্যামেরাতে ধারণ করা চিত্রগুলো কিছুটা ঝিরঝির করছে। রিজোলি দেখতে পেল টবে লাগানো জেরানিয়ামগুলো সুন্দরভাবে ফুটে আছে, ঐ একই জেরানিয়াম এখন অবহেলার শিকার হয়ে পড়ে রয়েছে বাইরে। পাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, পার্ডিকে ডাকলো এবং এরপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য হঠাৎ করেই স্ক্রিন শূন্য হয়ে গেল।

"সামনের দরজা তালা না লাগানো অবস্থাতেই পাওয়া গিয়েছিল," গরম্যান বলল। "হাউজকিপার বলেছিল যে সেটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। মানুষজন এখানে প্রায়শই দরজা না লাগানো অবস্থাতে ভিড়িয়ে রাখে। সে ধারণা করেছিল কেউ এসেছে বাড়িতে, যেহেতু মার্লা জিন কখনও বাড়ি ছেড়ে বের হতো না। প্রথমে নক করেছিল, কিন্তু কোনো উত্তর পায়নি।"

হঠাৎ করেই পরিষ্কার একটি চিত্র স্ক্রিনে ভেসে উঠলো, খোলা দরজা দিয়ে লিভিং রুম বরাবর ক্যামেরা তাক করে রাখা হয়েছে। হাউজকিপার যখন দরজাটা

BanglaBook.org

খুলেছিল এই একই জিনিস হয়তো সেও দেখেছিল। দুর্গন্ধ ও লোমহর্ষক এই ঘটনাটি হয়তো তাকে হতবিহ্বল করে দিয়েছিল।

"সে হয়তো বাড়িটিতে একধাপ ঢুকেছিল," গরম্যান বলল। "কেনিকে দূরের দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকা অবস্থাতে দেখেছিল সে। সেই সাথে রক্তও দেখেছিল। এর বেশি আর কিছু দেখার কথা মনে করতে পারেনি। এরপর প্রাণপণে ছুটে ছিল এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে। লাফ দিয়ে গাড়িতে গিয়ে গ্যাস প্যাডেল এতটাই শক্ত করে চেপে ধরেছিল যে তার গাড়ির টায়ার নুড়ি পাথরের ওপর ভালোভাবেই ঘর্ষণ খেয়েছিল।"

রুমের ভেতরে ক্যামেরা ঘুরতে লাগলো, আসবাবগুলোর পাশ কাটিয়ে তা মূল ক্ষেত্রের দিকে ফোকাস করলো : তৃতীয় কেনেথ ওয়েটকে শুধুমাত্র বক্সার শর্ট পরে বসে থাকা অবস্থায় দেখা গেল, বুকের দিকে তার মাথা ঝুলে পড়েছে। পচনের প্রাথমিক পর্যায় তার দেহের অনেকাংশকেই বিকৃত করে ফেলেছে। গ্যাস পূর্ণ পেট বেলুনের মতো ফেঁপে উঠেছে এবং মুখ এতটাই ফুলে উঠেছে যে সেটা যে কোনো মানুষের তা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু রিজোলির আকর্ষণ চেহারার দিকে টানলো না; বরং পায়ের ওপর থাকা বেখাপ্পা একটা জিনিসের ওপরে পড়লো।

"আমরা জানি না ঠিক কী বোঝাতে চাইছে জিনিসটা," গরম্যান বলল। "দেখে মনে হচ্ছে কোনো সিম্বোলিক আর্টিফ্যাক্ট। আমি তো সেটাকে এভাবেই মেনে নিয়েছিলাম। শিকারকে উপহাস করার কোনো কৌশল হয়তো। '*আমাকে দেখুন, কোলে চায়ের একটি কাপ বসিয়ে বেঁধে রেখেছে আমাকে।*' এটা অনেকটাই এমন যে, কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে অবমাননা করার ফন্দি করেছে।" কথাগুলো বলে লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলল। "এবং ঠিক তখনই আমার মনে হয়েছে এই কাজ মার্লা জিনের হলেও হতে পারে।"

লাশের দিক থেকে ক্যামেরাটি সরিয়ে এখন হলওয়ে বরাবর ঘুরছে। খুনির পদচিহ্ন অনুসারে কেনি ও মার্লা জিনের বেডরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে তারা ঘুমন্ত অবস্থাতে ছিল।

ছবিটি এমনভাবে ঘুরে গেল যেন নড়তে থাকা কোনো জাহাজের পোর্টহোল থেকে পেট গুলানো দৃশ্যগুলো ধারণ করা হচ্ছে। প্রত্যেক দরজার কাছে ক্যামেরাটি ভেতরের অবস্থা দেখানোর উদ্দেশ্যে থামলো। প্রথমে একটি বাথরুম, এরপরে একটি গেস্ট বেডরুম। এরপর সেটি হলওয়ে বরাবর চলতে থাকলে, হঠাৎ করেই রিজোলির হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। কিছু বুঝে উঠার আগেই সে টিভির দিকে একধাপ এগিয়ে গেল যেন পার্ডি না বরং সে লম্বা করিডোর ধরে হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ করেই স্ক্রিনে মাস্টার বেডরুমের চিত্র ভেসে উঠল। জানালাতে সবুজ রঙের দামাস্ক পর্দা লাগানো। একটি ড্রেসার এবং একটি ওয়্যার্ডরোব রয়েছে

BanglaBook.org

সেখানে। উভয়েই সাদা রং করা এবং ক্লোজেট দরজাসম্পন্ন। ফোর পোস্টার বেডটি থেকে কভার প্রায় তুলেই ফেলা হয়েছে যেন কেউ ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে।

"ঘুমন্ত অবস্থাতে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা হয়েছিল," গরম্যান বলল। "কেনেথির পাকস্থলিতে প্রায় কোনো খাবারই পাওয়া যায়নি। তার খুন হওয়ার অন্ততপক্ষে আট ঘণ্টা অবধি কিছুই খায়নি।"

রিজোলি টিভির দিকে আরও একটু এগিয়ে গেল, স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে সবকিছু নিরীক্ষা করছে। এরপর পার্ডি ঘুরে হলওয়ের দিকে আবারও ফিরলো।

"রিওয়াইন্ড করুন," গরম্যানকে বলল সে।

"কেন?"

"পেছান বলছি। আমরা যখন বেডরুমটি দেখতে পাই সেখানে।"

গরম্যান তার হাতে রিমোটটি ধরিয়ে দিলো। "ধরুন এটা।"

রিওয়াইন্ড বাটন টিপলে আবারও আগের দেখা দৃশ্যগুলো চলতে লাগলো। পার্ডিকে আবারও হলওয়েতে দেখা যাচ্ছে, মাস্টার বেডরুমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সে। আবারও, ডানদিকের দৃশ্যগুলো দেখতে পেল, আস্তে আস্তে ড্রেসার, ওয়্যার্ডরোব, ক্লোজেট দরজাগুলো ঘুরে এরপর সেটি বিছানায় ফোকাস করলো। ফ্রস্ট এখন রিজোলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, একই জিনিস খুঁজে দেখার চেষ্টা করছে।

পজ বাটন চেপে ধরলো। "এটা এখানে নেই।"

"কী নেই?" গরম্যান বলল।

"ভাঁজ করা নাইটক্লথ।" তার দিকে ঘুরলো সে। "আপনি কি এরকম কিছু পাননি?"

"আমি তো জানি না, এরকম কিছু কি পাওয়া উচিত ছিল আমার?"

"এটা ডমিনেটরের সিগনেচারের একটা অংশ। সে মহিলাদের নাইটক্লথ ভাঁজ করে রেখে যায়। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসাবে বেডরুমে সেটিকে সাজিয়ে রাখে।"

"যদি সে-ই হয়, তাহলে এখানে এমনটা করেনি।"

"এটা বাদে সবকিছুই তো তার সাথে পুরো মিলে যায়। ডাক্ট টেপ, কোলের ওপর চায়ের কাপ। পুরুষ শিকারের অবস্থান।"

"আপনি যা যা দেখেছেন সেগুলোই তো পেয়েছি আমরা।"

"আপনি কি নিশ্চিত ভিডিও করার আগে এখান থেকে কিছু সরিয়ে নেওয়া হয়নি?"

এটা খুব একটা কৌশলী প্রশ্ন না যদিও তারপরেও এটা শুনে গরম্যানের মুখ

BanglaBook.org

শক্ত হয়ে গেল। "আমার মনে হয় প্রথম যে অফিসার ক্রাইম সিনে এসে পৌঁছায় সে অনেক সময় অনেক জিনিস সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, যাতে আমাদের কাছে জিনিসটা কিছুটা চমকপ্রদ হয়।"

ফ্রস্ট ডিপ্লোম্যাটের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে তাদের কথার মধ্যখানে চলে এলো যা রিজোলির ক্ষেত্রে খুব কম সময়েই হয়ে থাকে। "এটা তো এমন নয় যে এই খুনি নিজের সাথে একটি চেকলিস্ট নিয়ে ঘোরে। এবারের কাজটা দেখে মনে হচ্ছে, কিছু আলাদা তো আছেই।"

"যদি এটা একই ব্যক্তি হয় তো।" গরম্যান বলল।

রিজোলি টিভি থেকে চোখ সরিয়ে আবারও সেদিকে তাকালো যেখানে কেনি মারা গিয়ে গরমে ফুলে উঠেছিল। ইয়েগার ও ঘেন্টদের সম্পর্কেও ভাবলো সে এবং ডাক্ট টেপ ও ঘুমন্ত শিকারের ব্যাপারেও, সেই সব খুঁটিনাটি সুতোর জালের কথা মাথায় এলো তার যা এই কেসগুলোকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করেছে।

কিন্তু এখানে, এই বাড়িতে, ডমিনেটর কিছু একটা জিনিস করতে ভুলে গিয়েছিল। সে নাইটক্লথ ভাঁজ করেনি। কারণ তখন হয়েট ও সে হয়তো একই টিমের অংশ ছিল না।

সে ইয়েগারদের বাড়িতে সেই বিকালের কথা মনে করলো, যেদিন তার চোখ গেইল ইয়েগারের নাইটগাউনের দিকে আটকে গিয়েছিল এবং পরিচিত কিছু একটার প্রভাব দেখে তার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা ভয়ার্ত ভাব নেমে গিয়েছিল।

ইয়েগারদের সাথেই তাহলে সার্জন ও ডমিনেটরের মৈত্রী শুরু হয়েছিল। ভাঁজ করা নাইটগাউন দিয়ে, সেই দিনে তারা আমাকে তাদের খেলাতে আসতে প্রলুব্ধ করেছিল। এমনকি জেল থেকেও, ওয়ারেন হয়েট আমার কাছে নিজের কলিং কার্ড পাঠিয়েছে।

গরম্যানের দিকে তাকালো সে, যে সিটে ঢাকা দেওয়া একটি চেয়ারে বসে মুখ মুছেই চলেছে। ইতোমধ্যেই এই মিটিং তার অবস্থা আরও খারাপ করে দিয়েছে এবং তাদের চোখের সামনে ক্রমাগত ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে।

"আপনি কখনও কোনো সন্দেহভাজন পাননি?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

"আমরা এমন কাউকেই টুপি পড়াতে পারিনি। প্রায় চার শ পাঁচ শ সাক্ষাৎকার নিয়েছি তারপরেও।"

"আর ওয়েটরা কি আপনার জানা মতে, ইয়েগার কিংবা ঘেন্টদের পরিচিত ছিল?"

"এরকম কোনো নাম কখনও উঠে আসেনি। দেখুন, এক থেকে দুই দিনের মধ্যে আপনারা আমাদের সব ফাইলের কপি পেয়ে যাবেন। আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা ক্রস চেক আপনিও করতে পারবেন।" গরম্যান তার রুমাল ভাঁজ করে

BanglaBook.org

জ্যাকেটের পকেটে ভরে নিলো। "আপনি এফবিআইয়ের সাথেও চাইলে ঘটনাগুলো মিলিয়ে দেখতে পারেন," সাথে আরও যোগ করে বলল সে। "যদি তারা আরও কিছু যোগ করতে পারে।"

একটু থেমে হঠাৎ বলে উঠলো রিজোলি। "এফবিআই?"

"এই ঘটনার পর আমরা একটা ভিআইসিএপি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম। তাদের বিহাভেরিয়াল ইউনিট থেকে একজন এসেছিল। আমাদের তদন্ত সরেজমিনে দেখার জন্য বেশ কয়েক সপ্তাহ এখানে ছিল এবং এরপর সে ওয়াশিংটন ফিরে গিয়েছিল। তারপর থেকে তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।"

রিজোলি ও ফ্রস্ট একে অপরের দিকে তাকালো। সে তার মধ্যেও বিস্মিত হওয়ার প্রতিবিম্ব দেখতে পেল।

গরম্যান আস্তে করে চেয়ার থেকে উঠে মিটিং এখানেই সমাপ্ত করার ইঙ্গিত হিসাবে চাবি বের করলো। যখন সে দরজার দিকে এগোতে যাবে ঠিক এমন সময় রিজোলি নিজের সমস্ত সাহস একসাথে করে স্পষ্ট প্রশ্নটা করেই বসলো। যদিও এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর সে শুনতে চায় না।

"এখানে যে এফবিআই এজেন্টটি এসেছিল," বলল সে। "আপনার কি তার নাম মনে আছে?"

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো গরম্যান, তার রোগাটে অবয়ব থেকে পোশাকটি যেন ঝুলে পড়ছে। "হ্যাঁ। তার নাম ছিল গ্যাব্রিয়েল ডিন।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় একুশ ।।

সারা বিকাল ও রাতের কিছু সময় ড্রাইভ করে সে সোজা শহরের উদ্দেশ্যে যেতে লাগলো। অন্ধকার রাস্তার দিকে তার চোখ থাকলেও মনটা কেন জানি গ্যাব্রিয়েল ডিনের ওপরেই নিবদ্ধ। ফ্রস্ট তার পাশে বসে হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন, নিজের খেয়াল ও ক্রোধের রাজ্যে তাই একাকীই বিচরণ করছে রিজোলি। *আর কী কী রয়েছে যা ডিন তার কাছ থেকে লুকিয়েছে?* ভাবলো সে। আর কোন তথ্য সে নিজের কাছে চাপা দিয়ে রেখেছে যখন রিজোলি তার সামনে হন্যে হয়ে সেগুলোর উত্তর খুঁজছিল? একেবারে শুরু থেকেই, তার থেকে প্রত্যেকটা পর্যায়েই ডিন কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল। কবরস্থানে সেই মৃত সিকিউরিটি গার্ডের কাছেও সে প্রথমে পৌঁছেছিল। কবরের ওপরে পড়ে থাকা ক্যারেনা ঘেন্টের লাশটিও সে-ই প্রথম দেখেছিল। আবার গেইল ইয়েগারের অটোপসির সময়ে সে-ই ওয়েট প্রেপ করতে বলেছিল। তাদের মধ্যকার কেউ কিছু জানার আগে থেকেই ডিন সব জানতো যে ওয়েট প্রেপ করালে সেখানে তাজা শুক্রাণু পাওয়া যাবে। *কারণ সে আগেই ডমিনেটরের সম্মুখিন হয়েছিল।*

কিন্তু ডিন যেটা আগে থেকে বুঝতে পারেনি সেটা হলো ডমিনেটরের পার্টনার থাকার বিষয়। *এ কারণেই আমার অ্যাপার্টমেন্টে তার দেখা মিলেছিল। সেই প্রথমবার আমার প্রতি আগ্রহ জন্মেছিল তার। কারণ আমার কাছে সেসব কিছু ছিল যা সে চেয়েছিল, যা তার প্রয়োজন। ওয়ারেন হয়েটের মনের গলিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তার গাইড ছিলাম।*

তার পাশের সিটে বসে ফ্রস্ট ঘুমের ঘোরে ক্রমাগত শব্দ করে নাক ডেকে চলেছে। এক ঝলক তার দিকে তাকাল। মুখ হা করে ঘুমাচ্ছে সে–অরক্ষিত নিষ্পাপভাবের দৃশ্য। একবার নয়, বরং তার সাথে আজ পর্যন্ত রিজোলি যতবার কাজ করেছে ব্যারি ফ্রস্টের অন্ধকার অংশ কি একবারের জন্যও দেখতে পেয়েছে। ডিনের ছলনা তাকে এই মুহূর্তে এমনভাবেই নাড়িয়ে দিয়েছে যে ফ্রস্টের দিকে তাকিয়ে সে ভাবলো, সে-ও তার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছে কিনা। ফ্রস্টও কি অগোচরে কোনো নিষ্ঠুরতা গুপ্ত অবস্থাতে রাখে?

অবশেষে রাত নয়টার দিকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছালো রিজোলি। প্রতিবারের মতো এবারও দরজার তালাগুলো ভালোভাবে লাগালো, কিন্তু এবার ভয়ের কারণে না বরং রাগের কারণে চেইন আর ডেড বোল্টগুলোকে শক্ত করে লাগালো। সর্বশেষ তালাটি জোরে বাড়ি মেরে লাগিয়ে ক্লোজেট এবং প্রত্যেকটা রুম

BanglaBook.org

ভালো করে দেখার চিরায়ত রীতি বাদ দিয়ে সোজা বেডরুমে গিয়ে ঢুকলো। ডিনের বিশ্বাসঘাতকতা কিছু সময়ের জন্য হলেও তার মাথা থেকে ওয়ারেন হয়েটের ভাবনাকে সরিয়ে দিয়েছে। হোলস্টার খুলে নাইটস্ট্যান্ড ড্রয়ারে নিজের অস্ত্রটিকে রেখে বেশ জোরেশোরে শব্দ করে বন্ধ করলো ড্রয়ারটি। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল ড্রেসারের আয়নার দিকে। নিজের চেহারা দেখে বিরক্তবোধ করলো। মেডুসার ক্যাপের মতো অবাধ্য এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে। সাথে জখম খাওয়া চাহনি। এটা এমন এক মেয়ের চেহারা যে একজন পুরুষের প্রতি আকর্ষণের কারণে স্পষ্টত অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে ফোনটা বেজে উঠল। কলার আইডি ডিসপ্লের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকলো সে : ওয়াশিংটন ডিসি।

দুই থেকে তিনবার রিং হওয়ার সময়ে নিজের আবেগগুলোকে সন্নিবেশ করার কাজ করতে লাগলো। আর অবশেষে যখন ফোনটা রিসিভ করলো, ঠান্ডা কণ্ঠে কলারকে সম্ভাষণ করলো "রিজোলি।"

"আমি জানি আপনি আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন," ডিন বলল।

চোখ বন্ধ করে নিলো রিজোলি। "আপনি ওয়াশিংটনে," বলল সে। নিজের কণ্ঠ থেকে বৈরিভাব লুকানোর চেষ্টা করলেও প্রশ্নটি যেন দোষারোপ করার সুরেই করলো।

"আমাকে গতরাতে ফোন করে এখানে ডাকা হয়েছে। চলে আসার পূর্বে আমাদের কথা না হওয়ার জন্য দুঃখিত।"

"আর দেখা হলে কী বলতেন আপনি? সত্য, একটু পরিবর্তন আনার জন্য?"

"আপনার বুঝতে হবে, এটা অনেক সংবেদনশীল কেস।"

"আর এ কারণেই আপনি কখনও আমাকে মার্লা জিন ওয়েটের ব্যাপারে জানাননি, তাই তো?"

"আসলে এটা সেই মুহূর্তে আপনার তদন্তের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল না।"

"এসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার আপনি কে? ওহ, এক মিনিট দাঁড়ান। ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি তো আবার *এফবিআই*।"

"জেন," শান্তকণ্ঠে বলল সে। "আমি চাই আপনি একটু ওয়াশিংটনে আসুন।"

কিছু সময়ের জন্য চুপ করে রইলো। প্রকৃতপক্ষে কথোপকথনের এ পর্যায়ে এসে হঠাৎ করে ভীষণ অবাক হয়েছে রিজোলি। "কেন?"

"কারণ আমরা এসব বিষয় ফোনে আলাপ করতে পারব না।"

"আপনি চাচ্ছেন কোনো কিছু না জেনেই ওখানে আসার জন্য আমি প্লেনে ঝাঁপ দেই?"

"যদি সত্যি প্রয়োজন না হতো আমি আপনার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতাম

BanglaBook.org

না। ওপিসির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ব্যাপারগুলো নিয়ে লেফটেন্যান্ট মারক্যুয়েটের সাথে কথা বলা হয়ে গেছে। সব কিছু প্রস্তুত করে একজন কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো আপনাকে ফোনও দেবে।"

"একটু দাঁড়ান। কিছুই বুঝতে পারছি না–"

"বুঝতে পারবেন। এখানে এসে পৌছান প্রথমে।" কথাগুলো বলার কিছুক্ষণ পর লাইন হঠাৎ করেই কেটে গেল।

ধীরে ধীরে রিসিভারটি নামিয়ে রাখলো রিজোলি। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে ফোনটার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো, কিছুক্ষণ আগে যা শুনেছে তা যেন কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না। আবারও বেজে উঠল ফোনটা। একবার রিং হতেই ফোনটি তুললো এবার।

"ডিটেক্টিভ জেন রিজোলি," অপরপাশে মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো।

"বলছি।"

"আগামীকালকে আপনার ওয়াশিংটন যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য আমি ফোন করেছি। আমি আপনার টিকেট ইউএস এয়ারওয়েজ, ছয়-পাঁচ-দুই-এক নম্বর ফ্লাইটে বুক করছি, যা আগামীকাল দুপুর বারোটায় বোস্টন থেকে ছেড়ে যাবে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে। আর পৌছবে বেলা একটা ছত্রিশ মিনিটে। ঠিক আছে?"

"একটু অপেক্ষা করুন।" রিজোলি একটি পেন ও নোটপ্যাড নিয়ে ফ্লাইটের তথ্যগুলো লিখে নিতে লাগলো। "হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

"আর বৃহস্পতিবার বোস্টনে ফেরত আসবেন, ইউএস এয়ারওয়েজের ছয়-চার-শূন্য-ছয় নম্বর ফ্লাইটে যা ওয়াশিংটন থেকে সকাল নয়টা ত্রিশ মিনিটে ছেড়ে আসবে। আর দশটা বেজে তেপান্ন মিনিটে বোস্টনে পৌছাবে।"

"আমি তাহলে একরাতই ওখানে থাকবো?"

"এজেন্ট ডিনের তরফ থেকে তো এরকম অনুরোধই করা হয়েছে। আমরা আপনার জন্য ওয়াটারগেট হোটেল বুক করেছি, পছন্দ না হলে আপনার পছন্দের কোনো হোটেলের ব্যাপারেও জানাতে পারেন।"

"না। উঁহ...ওয়াটারগেট ঠিক আছে।"

"একটি লিমোজিন আপনাকে আপনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আগামীকাল সকাল দশটাতে তুলে নেবে এবং এয়ারপোর্টে পৌছে দেবে। ডিসিতে পৌছানোর পর এরকম আরও একজন আপনাকে নিতে আসবে। আমি কি আপনার ফ্যাক্স নম্বর পেতে পারি?"

কিছু সময় পরে, রিজোলির ফ্যাক্স মেশিন থেকে প্রিন্ট হওয়া পেপার বেরিয়ে আসতে লাগলো। বিছানায় বসে, সুন্দরভাবে টাইপ করা ভ্রমণবৃত্তান্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো এবং এর আসার গতি দেখে কিছুটা হতভম্বই হয়ে গেল।

BanglaBook.org

এই মুহূর্তে অন্য অনেক কিছু থেকে দূরে সরে থমাস মুরের সাথে কথা বলতে চাইলো সে, তার উপদেশ নিতে চাইলো। কিন্তু ফোনের কাছে গিয়ে আস্তে করে সেটিকে রেখে দিলো। ডিনের সতর্কবার্তা তাকে কিছুটা হলেও ভীত করেছে, নিজের ফোনলাইনের নিরাপত্তা নিয়ে তাই নূন্যতম ভরসা নেই তার।

এরপর হঠাৎ করেই রিজোলির মনে হলো প্রতিদিনকার মতো তার অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরে ঘুরে দেখে নেওয়ার রীতিগুলো যথাযথভাবে সারেনি। এই মুহূর্তে নিজের দুর্গের সবকিছু সুরক্ষিত আছে কিনা সেটা দেখে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। নাইটস্ট্যান্ড ড্রয়ার থেকে বের করে নিলো নিজের অস্ত্রটি। এরপর, গত বছর থেকে রাতে নিয়মিত যে কাজটা করে চলেছে ঠিক একইভাবে রুম থেকে রুমে গিয়ে দানবের খোঁজ করতে লাগলো।

ডিয়ার ডা. ও'ডনেল,

গত চিঠিতে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন কীভাবে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি অন্য সবার থেকে আলাদা। সত্যি কথা বলতে কী আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি সবার থেকে আলাদা। আমার মনে হয় আমি অনেকের তুলনায় একটু বেশিই সৎ ও সচেতন। আদিম যে তাড়নাগুলো আমাদের সবাইকে ফিসফিসিয়ে ডাকে আমি তার সাথে বেশি সংশ্লিষ্ট থাকি। আমি নিশ্চিত যে আপনিও এই ফিসফিসানো ডাকগুলো শুনতে পান, ঠিক বিদ্যুতের ঝলকানির মতো সেই নিষিদ্ধ ছবিগুলো আপনার মনের মধ্যেও কখনও না কখনও জ্বলে ওঠে এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনার অন্ধকার অবচেতন মনে সেই রক্তাক্ত দৃশ্যগুলো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিংবা ধরুন আপনি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলতে গিয়ে উজ্জ্বল রঙের অপরিচিত কোনো পাখিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, সেই সময় খুব অদ্ভুত এক তাড়না আপনার মধ্যে কাজ করবে যতক্ষণ না নৈতিকতার উচ্চপর্যায় এটাকে দমিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে, শিকারের নেশা ঠিক ততসময় আপনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তাকে মেরে ফেলতে উৎসাহ দেবে।

এ ধরনের প্রবণতা আমাদের ডিএনএতে পূর্ব নির্ধারিত। আমরা সবাই-ই শিকারি, যুগযুগান্ত ধরে প্রকৃতির এই রক্তাক্ত অগ্নিপরীক্ষা আমাদের মধ্যেপোক্তভাবে বসে গেছে। এসব ক্ষেত্রে, আমি আপনার বা অন্য কারো থেকে খুব একটা বেশি আলাদা নই। আমি এটা ভেবে ভীষণ মজা পাই যে এই বারো মাস ধরে ঠিক কতজন সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্ট আমার জীবনে

BanglaBook.org

জাঁকালোভাবে এসেছে আর গেছে, আমাকে বোঝার চেষ্টা করেছে, আমার শৈশবের রহস্যভেদ করার চেষ্টা করেছে, আমার অতীতের কোনো জায়গার এমন কোনো স্মৃতি, এমন কোনো ঘটনা দেখার চেষ্টা করেছে যা বর্তমানে আমাকে এমন একজন মানুষে পরিণত করেছে। তাদেরকে কিছুটা হলেও হতাশ করেছি, কারণ এরকম কোনো বিশেষ মুহূর্ত আমার জীবনে নেই। তার বদলে, আমি তাদের প্রশ্ন ঘুরিয়ে দিয়েছি; আমিই তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি কেনই বা তারা মনে করে যে তারা আমার থেকে আলাদা? নিশ্চিতভাবে তাদেরও মনে এমন কোনো চিত্তাকর্ষক চিত্র ভেসে ওঠে যাতে তারা লজ্জাবোধ কিংবা ভীতবোধ করে, এমন কী কিছু চিত্র আসে তাদের মনে যা তারা কোনোভাবেই দমন করতে পারে না?

আমি দেখি, মজা পাই, যেমনভাবে তারা সেটাকে অস্বীকার করেছে। তারা আমাকে মিথ্যা বলেছে, যেমনটা নিজেদেরকে মিথ্যা বলে তারা, কিন্তু আমি তাদের চোখে অনিশ্চয়তা দেখতে পাই। আমি তাদেরকে কিনারায় নিয়ে যেতে চাই, দেখাতে চাই উঁচু গিরিচূড়া, ফেলে দিতে চাই তাদের কল্পনার অন্ধকার কুয়াতে।

তাদের ও আমার মধ্যে কেবল একটিমাত্র পার্থক্যই রয়েছে আমি নিজেকে নিয়ে কখনও লজ্জিত কিংবা ভীতবোধ করি না।

কিন্তু এরপরেও সবাই আমাকে অসুস্থ মানুষের মধ্যেই পরিগণিত করে। সবাই বিশ্লেষণের জন্য বেছে নিয়েছে এই আমাকেই। তাই আমি তাদেরকে এমন কিছু বলি যেগুলো তারা একান্তে শুনতে চায়; এমনকিছু বলি যা আমি জানি তাদেরকে অবাক করে দেবে। যে সময়ে তারা আমার সাথে দেখা করতে আসত, আমি তাদের আগ্রহকে আরও প্রশ্রয় দিতাম, কারণ এটাই প্রকৃত কারণ যে কারণে তারা সবাই আমার কাছে এসেছে। আমার মতো আর কেউ নিজের কল্পনাগুলোকে এভাবে আঘাত করতে দেয় না। কেউ আমার মতো করে নিজেদের নিষিদ্ধ এলাকায় অন্য কাউকে প্রবেশাধিকার দিতে চায় না। এমনকি যখন তারা আমার প্রোফাইল দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল, আমি তাদের প্রোফাইলিং করছিলাম, রক্তের প্রতি তাদের ক্ষুধা মেপে দেখছিলাম। কথা বলার সময় আমি তাদের মুখেচোখে একটা চাপা আগ্রহের বিষয় খেয়াল করছিলাম। আবেশে ঘোলা হয়ে যাওয়া চোখের তারা। গলা বাড়িয়ে সামনের দিকে আনা। রক্তাভ গাল এবং ধীরগতির শ্বাস।

আমি তাদেরকে আমার স্যান জিমিজিনানোতে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছিলাম, টুস্কানিতে যে শহর পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। স্যুভেনির দোকান কিংবা আউটডোর ক্যাফেতে পায়চারি করা ছাড়াও আমি সেখানে এমন একটা

BanglaBook.org

জাদুঘরে গিয়েছিলাম যেটাকে নির্যাতনের বস্তু দিয়েই পুরোপুরি উৎসর্গ করা হয়েছিল। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এটা আমার আগ্রহের বিষয়েরই একটা। এর ভেতরটা সজ্জিত ছিল আলো-আঁধারে। আলোর স্বল্পতার কারণ হয়তো সেটা মধ্যযুগীয় অন্ধকূপের পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানকার বিষাদময় পরিবেশ ট্যুরিস্টদের অভিব্যক্তি নিষ্প্রভ করে ফেলতে সাহায্য করেছিল, রক্ষা করেছিল ডিসপ্লেতে সাজিয়ে রাখা জিনিসের দিকে আগ্রহ ভরা দৃষ্টিতে একভাবে তাকিয়ে থাকার লজ্জা থেকে।

বিশেষ একটা ডিসপ্লে সবার মনোযোগই নিজের দিকে টেনেছিল : একটা ভেনিসিয়ান যন্ত্র ছিল সেটা, ১৬০০ সালেরও আগের তৈরি করা হয়েছিল যা, শয়তানের সাথে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত দোষী মেয়েদেরকে শাস্তি দিতে এটা ডিজাইন করা হয়েছিল। জিনিসটা লোহার তৈরি। আকৃতি অনেকটা নাসপাতির মতো। অভিযুক্ত মেয়েদের যোনিতে এই যন্ত্র প্রবেশ করানো হতো। স্ক্রুর এক প্যাঁচে নাশপাতির ন্যায় অংশটি আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ত যতক্ষণ না যোনিগহ্বর ফেটে মারাত্মক যন্ত্রণাময় অবস্থায় পৌঁছাত। ভ্যাজাইনাল পিয়ার প্রাচীন যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে এক এবং একমাত্র যন্ত্র ছিল যাকে পবিত্র চার্চের দোহাই দিয়ে স্তন ও যৌনাঙ্গ কাটার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল, যা কোনোভাবেই মেয়েদের যৌন ক্ষমতার ব্যাপারটা সহ্য করতে পারত না। যখন আমি আমার ডাক্তারকে এই যন্ত্রটির ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেছিলাম একেবারেই ভাবলেশহীন ছিলাম আমি এবং তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সেই ধরনের জাদুঘরে কখনও যায়নি এবং কেউ কেউ তো দেখতে যাওয়ার কথা প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ করবে। কিন্তু এরপরেও যখন আমি তাদেরকে চার নখরবিশিষ্ট ব্রেস্ট রিপার কিংবা অঙ্গহানি করা চ্যাস্টিটি বেল্টের কথা বলার সময় তাদের চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম বিকর্ষণ ও ভীতির বাইরেও তাদের মধ্যে উৎফুল্লভাবের একটা ঝিলিক দেখার। উত্তেজনা বলে যাকে।

আর হ্যাঁ, সত্যি বলতে কী তারা সবাই-ই সেগুলোর বর্ণনা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল।

প্লেন মাটিতে অবতরণ করলে রিজোলি ওয়ারেন হয়েটের চিঠির ফাইলটি বন্ধ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। ধূসর আকাশ বৃষ্টি ধারণ করে বিষাদময় হয়ে আছে। টারম্যাকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কর্মীদের মুখে জ্বলজ্বল করতে থাকা ঘামের ব্যাপারটা লক্ষ করলো রিজোলি। বাইরে স্টিমবাথের মতো অবস্থা হলেও তার কাছে

BanglaBook.org

এই উষ্ণতাটাই ভালো লাগলো, কারণ ওয়ারেন হয়েট ইতোমধ্যেই তার মধ্যে এক ধরনের হিমশীতল ভয়ার্তভাব এনে দিয়েছে।

লিমোতে করে হোটেলে যাওয়ার পথে সাদা কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের শহরের দিকে তাকিয়ে থাকলো রিজোলি। এর আগে মাত্র দুইবার এখানে এসেছে। শেষবার এসেছিল এফবিআই'র হুভার বিল্ডিংয়ে ইন্টারএজেন্সি কনফারেন্সে যোগ দিতে। সেবার এসেছিল রাতের বেলা। ফ্লাডলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে থাকা মেমোরিয়াল দেখে ঠিক কতটা ভয় পেয়েছিল সেকথা মনে পড়লো তার। একটা সপ্তাহে পার্টির তুমুল আয়োজনের কথা এবং কীভাবে পুরুষদের সাথে বিয়ার এবং বাজে কৌতুকের খেলায় পাল্লা দিয়েছিল সেসবের কথাও মনে করতে পারলো সে। মদ, হরমোন এবং অদ্ভুত এক শহরের প্রভাবে কীভাবে এক রাতে সে কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যকার একজনের সাথে উন্মত্ত সঙ্গমের খেলায় মেতে উঠেছিল সেটাও মনে এলো। প্রভিডেন্সের পুলিশ ছিল সেই লোকটা–এবং বিবাহিত। ওয়াশিংটন তার কাছে এই অর্থটাই বহন করে : অনুতাপ এবং দাগওয়ালা চাদরের শহর। এই শহরই তাকে শিখিয়েছে যে সে নিজেও সস্তা দরের কিছু মোহ থেকে নিজেকে প্রতিহত করতে পারে না। যতই নিজেকে পুরুষদের সমপর্যায়ের মনে করুক না কেন, পরের দিন সকালে নিজেকে শঙ্কিত হিসাবেই পায়।

ওয়াটারগেট হোটেলের রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে, তার সামনে বসে থাকা এক স্টাইলিশ ব্লন্ডের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো সে। তার চুলগুলো নিখুঁত। স্কাই হাই হিলসমৃদ্ধ লাল রঙের জুতো পরে আছে। মেয়েটিকে দেখে তার ওয়াটারগেটেরই বলে মনে হলো। ব্যথিতভাবে রিজোলি নিজের চিরাচরিত মাটিময় নীল রঙের পাম্পের দিকে তাকালো। মেয়ে পুলিশের জুতো, অনেক বেশি হাঁটাহাঁটির জন্য একেবারে যথার্থ। *কোনোরূপ অজুহাত দেখানোর দরকার নেই তো*, ভাবলো সে। *আমি এমনই; এটাই আমি। রেভারি থেকে আসা মেয়ে যে নিজের জীবিকা হিসাবে দানবদের শিকার বেছে নিয়েছে। শিকারিদের জন্য হাই হিল প্রযোজ্য নয়।*

"ম্যাডাম আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?" একজন ক্লার্ক তাকে উদ্দেশ্য করে বলল।

রিজোলি তার ব্যাগ কাউন্টারের ওপর উঠিয়ে দিলো। "আমার একটি রিজার্ভেশন থাকার কথা। রিজোলি।"

"হ্যাঁ, আপনার নাম রয়েছে। আর আপনার জন্য মিস্টার ডিনের তরফ থেকে একটি মেসেজও রয়েছে। তিনটা বেজে ত্রিশ মিনিটে আপনাদের মিটিং আছে।"

"মিটিং?"

BanglaBook.org

কম্পিউটার স্ক্রিনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকালো। "আপনি এই ব্যাপারে কিছু জানেন না?"

"আমার মনে হয় এখন জেনে গেছি। কোনো ঠিকানা আছে কি?"

"না, ম্যাডাম। কিন্তু ঠিক তিনটার সময় একটি গাড়ি এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।" সে তার হাতে কি কার্ড দিয়ে মুচকি হাসি দিলো। "আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পেরেছেন সবকিছু।"

কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। ঝড়ো বাতাসের হলকা তার গায়ের লোম খাড়া করে দিচ্ছে। লবির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে, বৃষ্টি মিশ্রিত ভারি বাতাসের মধ্যেও ক্রমাগত ঘেমে চলছে। অপেক্ষায় রয়েছে লিমোটা আসার। কিন্তু এর বদলে গাঢ় নীল রঙের *ভল্‌ভো পোর্ট কোশেরে* তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

প্যাসেঞ্জারের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলে সে দেখতে পেল গাড়িটিতে গ্যাব্রিয়েল ডিন বসে আছে।

লক খুলে গেলে তার পাশের সিটে বসে পড়লো রিজোলি। এত তাড়াতাড়ি তার দেখা পাবে বলে ভাবেনি। নিজেকে সেই কারণে কিছুটা হলেও অপ্রস্তুত বলে মনে হলো তার কাছে। তার শান্তভাব এবং নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি দেখে কিছুটা বিক্ষুব্ধই হলো রিজোলি যেখানে সকালের ভ্রমণের ফলে এখনও সে বিচলিত।

"ওয়াশিংটনে স্বাগতম, জেন," বলল সে। "ভ্রমণ কেমন ছিল?"

"বলতে গেলে ভালোই। লিমোজিনে চড়তে আমার ভালো লেগেছে।"

"আর হোটেল রুম?"

"আমি যেভাবে থেকে অভ্যস্ত সেই তুলনায় তো অনেক ভালো।"

ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল তার যখন সে ড্রাইভিং করতে লাগলো। "তাহলে এসব কিছু আপনার কাছে টর্চার বলে মনে হয়নি?"

"আমি কি বলেছি এমন কিছু?"

"আপনাকে এখানে দেখে খুব একটা খুশি তো মনে হচ্ছে না।"

"আমি এখানে কেন এসেছি তা জানলে মনে হয় একটু বেশি খুশি হতে পারতাম।"

"জায়গামতো পৌছালেই তা বুঝতে পারবেন।"

রাস্তার নামগুলো দেখে বুঝতে পারলো যে তারা উত্তর পশ্চিমাংশের দিকে এগোচ্ছে, এফবিআই হেডকোয়ার্টারের থেকে একেবারে বিপরীত দিকে। "আমরা কি তাহলে হুভার বিল্ডিং এ যাচ্ছি না?"

BanglaBook.org

"না। জর্জটাউন যাচ্ছি। তিনি আপনার সাথে নিজের বাড়িতেই আলাপ করতে চান।"

"কে?"

"সিনেটর কনওয়ে।" এই কথা বলে তার দিকে তাকালো ডিন। "আপনি অস্ত্র নিয়ে আসেননি, তাই না?"

"আমার অস্ত্র এখনও স্যুটকেসেই আছে।"

"ভালো। সিনেটর কনওয়ে তার নিজের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে দেন না।"

"নিরাপত্তার কারণে?"

"মনের শান্তির কারণে। ভিয়েতনামে কাজ করেছেন তিনি। কোনো বন্দুক দেখতে পছন্দ করেন না।"

হঠাৎ উইন্ডশিল্ডে বৃষ্টির প্রথম কয়েক ফোঁটা এসে আছড়ে পড়লো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রিজোলি। "যদি আমিও এই একই কথা বলতে পারতাম।"

২২২

সিনেটর কনওয়ের স্টাডি গাঢ় রঙের কাঠ ও চামড়াতে সজ্জিত–পুরুষালি ভাব রয়েছে রুমটিতে, সাথে পুরুষালি পছন্দের আর্টিফ্যাক্টও, দেওয়ালে সারিবদ্ধভাবে সুসজ্জিত জাপানিজ তলোয়ার দেখে ভাবলো রিজোলি। রূপালি চুলের মালিক তাকে করমর্দন এবং শান্ত কণ্ঠে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু তার কুঁচকুচে কালো চোখগুলো লাগলো ঠিক লেজারের মতোই এবং রিজোলি অনুভব করলো সিনেটর তাকে এক ঝলকে মেপে নিচ্ছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা করার ব্যাপারটি সে সহ্য করলো কারণ সে ভালো করেই জানে সে যা করছে তাতে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত লোকটি কথার দিকে অগ্রসর হবে না। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি যে সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে আছে সেই ব্যাপারটিই দেখছে সে। যে মেয়ে তার রাজনীতির সূক্ষ্মদর্শী ভাবের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে সত্যের জন্য মুখিয়ে আছে।

"দয়া করে বসুন, ডিটেক্টিভ," বলল সে। "আমি জানি আপনি কিছু সময় আগেই বোস্টন থেকে এখানে এসেছেন। থিতু হতে তো কিছুটা সময় লাগবে আপনার।"

একজন সেক্রেটারি ট্রে-তে করে কফি এবং চায়না কাপ নিয়ে এলো। যখন সে কাপে কফি ঢেলে এবং ক্রিম ও চিনি এগিয়ে দিলো সেই সময়ে রিজোলি দমন করার চেষ্টা করলো নিজের অধৈর্য ভাবটাকে। অবশেষে সেক্রেটারি নিজের কাজ

BanglaBook.org

শেষ করে তার পেছনে থাকা দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

কনওয়ে নিজের কাপটি যেভাবে ছিল সেভাবে অচ্ছুত অবস্থাতেই রেখে দিলো। আসলে মন থেকে এসব করতে চায়নি এবং যখন এসব শেষ হয়ে গেল, তার পূর্ণ মনোযোগ রিজোলির দিকে দেওয়ার চেষ্টা করলো। "খুব ভালো হয়েছে আপনার এখানে এসে।"

"আমার কাছে তো আর কোনো রাস্তা ছিল না।"

তার কাঠখোট্টা জবাব শুনে হেসে উঠল সিনেটর। যদিও কনওয়ে সামাজিকভাবের সব খুঁটিনাটি করমর্দন এবং আতিথেয়তার মাধ্যমে সেরেছে তারপরেও রিজোলি সন্দেহ করছে অন্যান্য সব নিউ ইংল্যান্ডারের মতো সেও চাঁছাছোলা কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে কিনা। "আমরা কি তাহলে মূল কথাতে আসতে পারি?"

রিজোলি নিজের কাপটি নামিয়ে রাখলো। "আমিও তাই চাই।"

তাদের মধ্যে ডিন হঠাৎ করে উঠে এগিয়ে গেল দাঁড়িয়ে ডেস্কের কাছে। সে নিজের সাথে করে একটি ফুলে থাকা অ্যাকর্ডিয়ন ফোল্ডার বসার জায়গাতে নিয়ে এলো। কয়েকটি ছবি বের করে ছড়িয়ে দিলো রিজোলির সামনে কফি টেবিলের ওপরে।

"জুন ২৫, ১৯৯৯," বলল সে।

দাঁড়িওয়ালা এক লোকের ছবির দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো রিজোলি। নিথর অবস্থায় বসে রয়েছে সে, তার মাথার পেছনের সাদা দেওয়ালে রক্তের ছিটা লেগে রয়েছে। পরনে গাঢ় রঙের ট্রাউজার এবং সাদা একটি ছেঁড়া শার্ট। পা খালি তার। কোলে একটি চায়না কাপ ও পিরিচ রাখা রয়েছে।

ছবিগুলো দেখে মাথা ঘুরতে লাগলো রিজোলির, কোনোরকমে সেগুলোকে গলাধঃকরণ করার চেষ্টা করছে ঠিক এমন সময়েই ডিন আরও একটি ছবি তার পাশে রাখলো। "জুলাই ১৫, ১৯৯৯," বলল সে।

এই শিকারটিও পুরুষ, কিন্তু এবারের জন ক্লিন শেভ করা। আগেরটার মতো তার মাথাও রক্তের ছিটা পড়ে থাকা দেওয়ালের দিকে হেলান দিয়ে রাখা।

ডিন তৃতীয় একজন লোকের ছবি রাখলো এবার। কিন্তু এবারের লোকটি ফুলে ফেঁপে গেছে, তার পেটে পচনের ফলে গ্যাস জমা হয়েছে। "সেপ্টেম্বর ১২," বলল সে। "একই বছরের ঘটনা।"

চেরিউড টেবিলের ওপরে সুন্দরভাবে মেলে রাখা মৃতদের এই গ্যালারি দেখে হতবিহ্বল হয়ে বসে রইলো রিজোলি। লোমহর্ষক কিছু ঘটনার গাঁথা কফি কাপ এবং চায়ের চামচের কাতারে অসামঞ্জস্য লাগছে। যখন ডিন আর কনওয়ে নিরবে অপেক্ষা করলো, প্রত্যেকবার এক একটি করে ছবি সে নিজের হাতে তুলে নিয়ে

BanglaBook.org

দেখতে লাগলো, নিজেকে জোর করে বোঝাতে চাইলো যে প্রত্যেকটি কেসের সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা হয়তো সেটিকে আলাদা করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সবগুলোকেই একই থিমের বিভিন্ন রূপ ছাড়া কোনোভাবেই পেল না, যে খেলা এর আগেও ইয়েগার ও ঘেন্টদের বাড়িতে দেখে এসেছে। নিরব প্রত্যক্ষদর্শী। পরাভূত তারা, অবর্ণনীয় কোনো কিছুর দর্শক হয়েছে।

"মহিলাগুলোর সাথে কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো। "এখানে তো মহিলাদেরও থাকার কথা।"

সম্মতিতে মাথা নাড়ালো ডিন। "শুধুমাত্র একজনের পরিচয় মিলেছে। কেস নম্বর তিনের স্ত্রী ছিল সে। এই ছবিটি তোলার এক সপ্তাহের মাথায় তাকে জঙ্গলের মধ্যে অর্ধেক দাফন অবস্থায় পাওয়া যায়।"

"মৃত্যুর কারণ?"

"শ্বাসরোধ করে হত্যা।"

"মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যৌন নির্যাতন?"

"তার দেহাবশেষ থেকে তাজা শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয়েছিল।"

গভীরভাবে দম নিলো রিজোলি। থিতুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো "আর বাকি দুই মহিলা?"

"পচনের চরম পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার দরুণ তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।"

"কিন্তু আপনার কাছে দেহাবশেষ ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আপনারা তাদের পরিচয় বের করতে পারেননি কেন?"

"কারণ আমরা দুটোরও বেশি লাশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন। আরও বেশি।"

ছবিগুলো থেকে চোখ সরিয়ে ডিনের চোখের দিকে সরাসরি তাকালো। সে কী এই সম্পূর্ণ সময়টুকুতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার বিস্মিত হওয়া প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে? রিজোলির নিরব প্রশ্নের জবাবে, সে তার হাতে তিনটি ফাইল দিয়ে দিলো।

প্রথম ফোল্ডার খুললে একজন পুরুষ শিকারের অটোপসি রিপোর্ট পেল। কোনো কিছু না ভেবেই নজর বোলালো শেষ পৃষ্ঠাতে গিয়ে উপসংহারের দিকে

মৃত্যুর কারণ : একটিমাত্র লম্বা ও সরু ক্ষতের কারণে বাম ক্যারোটিড ধমনি এবং বাম জ্যুগুলার শিরা সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে বড়ো ধরনের হেমোরেজের সৃষ্টি হয়েছে।

ডমিনেটর, ভাবলো সে। *এটা তারই কাজ।*

BanglaBook.org

পৃষ্ঠাগুলোকে আগের জায়গায় গুছিয়ে রাখতে গেলে হঠাৎ করেই রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠাতে চোখ পড়লো তার। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বর্ণনার এক জায়গার উপসংহার তার চোখ থেকে বাদ পড়েছিল।

এটা ছিল দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে *অটোপসি করা হয়েছে ১৬ জুলাই, ১৯৯৯ সালে, রাত ১০: ১৫ টায়, কসোভোর জাকোভির মোবাইল ফ্যাসিলিটিতে।*

আরও দুটো প্যাথলজি ফাইল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অটোপসি সংগঠনের স্থানের দিকে নজর বোলালো।

পেজে, কসোভো।

জাকোভিকা, কসোভো।

"অটোপসি ফিল্ডেই করা হয়েছে," ডিন বলল। "কখনও কখনও তা খুব সেকেলে পরিস্থিতির মধ্যে করা হয়েছিল। তাঁবু ও লন্ঠনের আলো। প্রবাহিত পানির ব্যবস্থা ছাড়াই। এবং আরও কত যে দেহাবশেষ ছিল যা আমরা প্রক্রিয়াধীন করতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলাম।"

"এগুলো তাহলে যুদ্ধাপরাধ সংশ্লিষ্ট তদন্ত," জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

তার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিল ডিন। "জুন ১৯৯৯ এ যে এফবিআই টিম সেখানে পৌঁছেছিল, আমি সেই টিমের সদস্য ছিলাম। আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনালের অনুরোধে সাবেক যুগোশ্লোভিয়ার পক্ষ থেকে সেখানে গিয়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত করে যাকে আইসিটিওয়াই বলে। প্রথম মিশনে আমাদের পঁয়ষট্টি জনকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। আমাদের কাজ ছিল ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ক্রাইম সিন ঠিকভাবে খুঁজে বের করে তাতে প্রাপ্ত প্রমাণগুলোকে সংরক্ষণ করা। ম্যাসাকার সাইট থেকে ব্যালিস্টিক এভিডেন্স সংগ্রহ করেছিলাম আমরা। কবর থেকে প্রায় একশরও বেশি আলবেনিয়ান শিকারদের তুলে অটোপসি করার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং হয়তো এরকম আরও একশর মতো মানুষকে আমরা কখনও খুঁজে পাইনি। আর যতদিন আমরা সেখানে ছিলাম, খুনের খেলা চলছিল।"

"প্রতিশোধমূলক হত্যা," কনওয়ে বলল। "এই যুদ্ধের কথাপ্রসঙ্গে বলা যায় এটা অনুমেয় ছিল। অথবা যে-কোনো যুদ্ধের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে থাকে। এজেন্ট ডিন ও আমি উভয়েই সাবেক মেরিন সদস্য। আমি ভিয়েতনামে ছিলাম এবং এজেন্ট ডিন ডেজার্ট স্টর্মে। আমরা এমন কিছু জিনিস দেখে এসেছি যার কথা আমরা সহজে তুলতে পারি, এমন কিছু জিনিস যার ফলে মানবজাতিকে প্রশ্নবিদ্ধও করা যেতে পারে। যে-কোনো ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে উন্নত মনে করে। যুদ্ধের সময়ে, সার্বরা আলবেনিয়ানদের মেরেছে এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আলবেলিয়ান কেএলএ সাধারণ সার্বদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। উভয়ের হাতই রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল।"

BanglaBook.org

"আমরা প্রথমে এই হোমিসাইডগুলোকে সেগুলোর অন্তর্ভুক্তই ভেবেছিলাম," কফি টেবিলের ওপর রাখা ক্রাইম সিনের ছবিগুলোর দিকে নির্দেশ করে বলল ডিন। "যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের প্রতিশোধমূলক হত্যা। চলতে থাকা অনাচারের প্রতি সজাগ থাকাটা আমাদের মিশনের অংশ ছিল না। আমরা সেখানে বিশেষত ট্রাইব্যুনালের অনুরোধে গিয়েছিলাম, যুদ্ধাপরাধের প্রমাণগুলোকে একত্রিত করতে। এগুলো নয়।"

"কিন্তু এরপরেও আপনারা এগুলোকে নিজেদের প্রক্রিয়াধীনে এনেছিলেন," অটোপসি রিপোর্টের ওপর লিখে রাখা এফবিআই এর নাম-ঠিকানার দিকে তাকিয়ে বলল রিজোলি। "কেন?"

"কারণ আমি তাদেরকে তাদের ওপর সংগঠিত অপরাধের ধরন দেখে চিনতে পেরেছিলাম," ডিন বলল। "এই খুনগুলো নির্দিষ্ট কোনো জাতিভুক্ত হওয়ার ফলে হয়নি। তাদের মধ্যে দুজন আলবেনিয়ান ছিল এবং একজন সার্ব। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের একটি বিষয়ে মিল ছিল। তাদের কম বয়সী স্ত্রী ছিল। আকর্ষণীয় স্ত্রী, যাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তৃতীয় খুনের পর থেকেই আমি খুনির সিগনেচারের ব্যাপারে ধারণা পেয়ে যাই। আমি বুঝতে পারি কার সাথে মোকাবেলা করতে চলেছি আমরা। কিন্তু এই কেসগুলো স্থানীয় আইনব্যবস্থার অধিক্ষেত্রে পড়েছিল, আইসিটিওয়াই'র আওতায় নয়, যারা সেখানে আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল।"

"তাহলে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"এক কথায় বলবো? কিছুই না। কোনো গ্রেফতার হয়নি, কারণ কোনো সন্দেহভাজনকে কখনও সনাক্তই করা যায়নি।"

"হ্যাঁ অবশ্যই, সেখানে একটা তদন্ত হয়েছিল," কনওয়ে বলল। "কিন্তু পরিস্থিতিটা একটু ভাবুন, ডিটেক্টিভ। একশ পঞ্চাশটারও বেশি গণকবরে হাজারের বেশি যুদ্ধে শহীদ হওয়া মানুষকে দাফন করা হয়েছিল। বিদেশি শান্তিবাহিনীরা পরিস্থিতি সামলাতে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। আইন বহির্ভূতভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সেনা বোমে উড়ে যাওয়া গ্রামগুলোকে শুধুমাত্র খুন করার জন্য ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছিলো। আর সাধারণ অধিবাসীরা তাদের পুরোনো ক্রোধকে দিনকে দিন বাড়াচ্ছিলো। ওয়াইল্ড ওয়েস্ট কিন্তু সেখানে ড্রাগ কিংবা পরিবারভিত্তিক বৈরিতা কিংবা ব্যক্তিবিদ্বেষের কারণে বন্দুকযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। আর প্রতিবারের মতো, একটা নির্দিষ্ট জাতিসত্ত্বার ওপরে পুরো ঘটনার দায়ভার পড়েছিল। আপনি কীভাবে একটিমাত্র খুনকে সেই পর্যায়ে অন্য খুনগুলোর কারণের সাথে পার্থক্য করতে পারবেন? অনেক ঘটনা তো এমন ছিল।"

"কিন্তু একজন সিরিয়াল কিলারের কাছে," ডিন বলল, "সেই জায়গাটা ভূস্বর্গের মতোই ছিল।"

BanglaBook.org

।। অধ্যায় বাইশ ।।

ডিনের দিকে তাকালো রিজোলি। সশস্ত্র বাহিনীর সাথে তার সংশ্লিষ্টতার কথা জেনে মোটেও অবাক হয়নি সে। ইতোমধ্যেই সেগুলো তার চালচলন আর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকাগুলো সম্পর্কে ভালোভাবেই জানে সে এবং যুদ্ধে হেরে যাওয়া সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের সাথে ঠিক কী করা হয়ে থাকে সেই ব্যাপারেও ভালোভাবেই অবগত। শত্রুপক্ষের মানহানি। লুণ্ঠনের খেলা।

"আমাদের খুনি তাহলে কসোভোতে ছিল," বলল রিজোলি।

"এটা তার মাথা চাড়া দিয়ে উঠার জন্য উৎকৃষ্ট জায়গা ছিল," কনওয়ে বলল। "যেখানে প্রতিদিনকার জীবনের এক অপরিহার্য অংশ লোমহর্ষক মৃত্যু। একজন খুনি এই ধরনের জায়গার মধ্য দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে সহজেই নিজের নৃশংস কাজ করে সবার অগোচরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। এসব ক্ষেত্রে জানার কোনো উপায়ই থাকে না, কারণ যুদ্ধের অজুহাতে সেখানে আগে থেকেই বিপুল পরিমাণের হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে।"

"তাহলে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে এখানে আসা কোনো অভিবাসীর সাথে খেলায় মেতেছি," রিজোলি বলল। "কসোভো থেকে আসা কোনো রিফিউজি।"

"এই সম্ভাবনাটিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না," ডিন বলল।

"এমন এক সম্ভাব্যতা যা আপনি হয়তো অনেক আগে থেকে জানতেন।"

"হ্যাঁ।" কোনোরূপ ইতস্তত করা ছাড়াই কাটাকাটাভাবে উত্তর দিলো ডিন।

"আপনি অনেক তথ্য নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এরপর বসে থেকে বোকা কিছু পুলিশকে বৃত্তের চারিদিকে হন্যে হয়ে ঘুরতে দেখেছিলেন।"

"আমি চেয়েছিলাম আপনারা যেন নিজ থেকে কোনো উপসংহারে গিয়ে পৌঁছান।"

"হ্যাঁ, কিন্তু পুরো ঘটনা সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনেই।" ছবিগুলোর দিকে নির্দেশ করলো সে। "এটা একটা পার্থক্য তো তৈরি করতে পারত।"

ডিন আর কনওয়ে একে অপরের দিকে তাকালো। এরপর হঠাৎ করেই কনওয়ে বলে উঠল, "এমন হয়তো আরও কিছু আছে যা আমরা এখনও বলিনি আপনাকে।"

"আরও?"

ডিন অ্যাকর্ডিয়ন ফোল্ডার থেকে আরও কিছু ক্রাইম সিনের ছবি বের করলো।

BanglaBook.org

যদিও রিজোলি ভেবেছিল এই চতুর্থ ছবিটির সম্মুখীন ভালোভাবেই হতে পারবে, কিন্তু তারপরেও তার মধ্যে গভীর প্রভাব ফেললো এটি। উজ্জ্বল চুলের, চিকন মোঁচওয়ালা এক তরুণকে দেখতে পেল ছবিটিতে। পেশিবহুল নয় সে, বরং হালকা গড়নের, বুকের অংশ হাড়ের পিঞ্জরের মতো এবং শুকনো কাঁধ সাদা নবের মতো সামনের দিকে বেরিয়ে রয়েছে। লোকটির মৃত্যুকালীন সময়ের অভিব্যক্তি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে রিজোলি, মুখের পেশীগুলো লোমহর্ষক ঘটনার প্রতীক হিসাবে যেন জমাট বেঁধে গেছে।

"এই ভিক্টিমকে গত বছর অক্টোবর মাসের উনত্রিশ তারিখে পাওয়া গিয়েছিল," ডিন বলল। "তার স্ত্রীর লাশ আর কখনোই মেলেনি।"

ঢোঁক গিলে রিজোলি ভিক্টিমের মুখের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো। "এটাও কি কসোভো?"

"না। ফ্যায়েটেভিল, নর্থ ক্যারোলিনা।"

সচকিত হয়ে সে তার দিকে তাকালো। চেহারাতে ক্রোধ নিয়ে তার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। "আপনি এখন পর্যন্ত আমাকে কয়জনের ব্যাপারে বলেননি? এখানে এরকম আরও কত কেস আছে?"

"শুধুমাত্র এগুলোরই খোঁজ পেয়েছি আমরা।"

"তার মানে এরকম আরও থাকতে পারে?"

"হতে পারে। কিন্তু সেসব তথ্য জানার মতো আপাতত আর কোনো সুযোগ নেই আমাদের।"

অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকালো রিজোলি। "*এফবিআই*'র সুযোগ নেই?"

"এজেন্ট ডিন যা বলতে চেয়েছে তা হলো," কথার মধ্যখানে বলে উঠলো কনওয়ে, "আমাদের অধিক্ষেত্রের বাইরেও কিছু কেস থাকতে পারে। যে সব দেশে ডাটা পাবার ব্যাপারটি খুব একটা সুলভ নয়। মনে রাখবেন, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রগুলো নিয়ে কথা বলছি কিন্তু। যে সব এলাকায় রাজনৈতিক অভ্যুত্থান চলতেই থাকে। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে আমাদের এই খুনিকে যে জায়গা ভীষণভাবে আকৃষ্ট করতে পারে। এই জায়গাগুলোতে সে নিজের বাড়ির মতোই পরিবেশ পায়।"

একজন খুনি যে মুক্তভাবে সাগর-মহাসাগর পার হয়ে পৌঁছেছে। যার শিকারের ক্ষেত্র কোনো জাতীয় সীমানা দিয়ে নির্ধারণ করতে পারেনি। ডমিনেটরের ব্যাপারে রিজোলি আজ পর্যন্ত যা জেনেছে তা একবার মনে করার চেষ্টা করলো। নিজের শিকারকে যত দ্রুত সে দমন করতে পারে। মৃতদের সাথে যোগাযোগের প্রবল ইচ্ছা। র‍্যাম্বো টাইপ ছুরির ব্যবহার। এবং গাঢ় হলুদাভ সবুজ রঙের প্যারাশুট ফাইবার। কনওয়ে তাকে যা বলেছে সে সব নিয়ে ভাবার সময়ে হঠাৎ খেয়াল হলো

BanglaBook.org

তার উভয় পুরুষই বসে বসে তাকে লক্ষ করছে। তারা তাকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করছে, অপেক্ষা করছে এটা দেখার জন্য যে সে তাদের জন্য আশানুরূপ কোনো কিছু বের করতে পারে কিনা।

কফি টেবিলের ওপর রাখা শেষ ছবিটির দিকে তাকালো রিজোলি। "আপনি বললেন আক্রমণের এই ঘটনা ফ্যায়েটেভিলে ঘটেছিল।"

"হ্যাঁ," ডিন উত্তরে জানালো।

"সেখানে তো একটা সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। তাই না?"

"ফর্ট ব্র্যাগ। ফ্যায়েটেভিল থেকে দশ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে।"

"এই ঘাঁটিতে ঠিক কতজন সেনা রয়েছে?"

"কর্মরত অবস্থায় প্রায় একচল্লিশ হাজারের মতো রয়েছে। এটা আঠারোতম এয়ারবর্ন কর্পস, বিরাশিতম এয়ারবর্ন ডিভিশন এবং আর্মি স্পেশাল অপারেশন্স কমান্ডের বাড়িই বলা চলে।" এমন কিছু কথা ডিন তাকে বিনাদ্বিধায় জানালো যেগুলো তথ্য তার কাছেই প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হলো। যে সব তথ্য তার জিহ্বার অগ্রভাগেই ছিল।

"এই কারণেই আপনি আমাকে অন্ধকারে রেখেছিলেন, তাই না? এবার আমরা এমন একজনের পেছনে পড়েছি যে রণকৌশল ভালোভাবেই অবগত। এমন একজন যাকে অর্থ দিয়েও খুন করানো যায়।"

"আমরা পুরো ব্যাপারটাকে অন্ধকারেই রেখেছিলাম যেমনটা আপনি বললেন," ডিন কিছুটা এগিয়ে আসলে তার মুখ রিজোলির এতটাই কাছে চলে এলো যাতে তার মনোযোগ তার ওপরেই গিয়ে পড়লো। কনওয়ে এবং রুমে থাকা বাকি সবকিছু এখন এ কারণে ঢাকা পড়ে গেছে। "যখন আমি ফ্যায়েটেভিল পুলিশ কর্তৃক দায়েরকৃত ভিআইসিএপি রিপোর্ট পড়েছিলাম আমার মনে হয়েছিল আবারও কসোভোর সামনাসামনি হয়েছি আমি। খুনি হয়তো নিজের নাম খুব নৈপুণ্যের সাথেই ক্রাইম সিনে লেখে দিয়ে গেছে। পুরুষ শিকারের লাশের অবস্থান। ক্যুপ ডি গ্রেসে তথা চূড়ান্ত আঘাত হানতে যে ধরনের ব্লেড ব্যবহার করেছে সেটা। শিকারের কোলের ওপর থাকা চায়না অথবা গ্লাসওয়্যার। স্ত্রীর অপহরণ। আমি দেরি না করেই ফ্যায়েটেভিলে গিয়েছিলাম এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তদন্তের কাজে সহযোগিতা করে প্রায় দুই সপ্তাহ পার করেছিলাম। কিন্তু কখনোই কোনো সন্দেভাজনকে পাওয়া যায়নি।"

"আপনি এই ব্যাপারগুলো আমাকে আগে বলেননি কেন?" বলল রিজোলি।

"আমাদের খুনি কে হতে পারে এই কথা ভেবে।"

"সে যদি ফোর স্টার জেনারেলও হয় তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ফ্যায়েটেভিল কেসের ব্যাপারে আমার জানার পূর্ণ অধিকার ছিল।"

BanglaBook.org

"যদি বোস্টনে কোনো সন্দেহভাজনকে নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়ত, সে ক্ষেত্রে আমি এটা আপনাকে বলেই দিতাম।"

"আপনি বললেন ফর্ট ব্রাগে প্রায় একচল্লিশ হাজারের মতো সৈন্য কর্মরত অবস্থাতে রয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

"তাদের মধ্যে কয়জন লোক কসোভোতে কাজ করেছে? আমার ধারণা আপনি এই প্রশ্নটা করেছেন আগেই।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো ডিন। "আমি পেন্টাগনের কাছে অনুরোধ করেছিলাম সেসব সেনার লিস্ট দিতে যাদের কাজের সময় গণহত্যার জায়গা এবং তারিখের সাথে কোনোভাবে মিলে যায়। কিন্তু ডমিনেটর সেই লিস্টে ছিল না। নিউ ইংল্যান্ডে তাদের মধ্যে কিছু মানুষই এখন বাস করে এবং তাদের মধ্যে কাউকেই আমাদের এই লোকটির সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়নি।"

"আমি কি আপনার এই কথা বিশ্বাস করবো?"

"হ্যাঁ।"

হাসলো রিজোলি। "অনেক বিশ্বাস রাখলাম কিন্তু অজান্তেই।"

"আমরা উভয়েই এখানে বিশ্বাস করার কাজটা করছি, জেন। আমি হলফ করে বলতে পারি, আমি আপনাকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করি।"

"কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন? যতদূর মনে পড়ে, এখন পর্যন্ত আপনি আমাকে এমন কিছু বলেননি যা সেরকম অর্থে গূঢ় রহস্য ছিল।"

নিরব থেকে ডিন কনওয়েের দিকে তাকালো, যে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালো। শব্দবিহীন ঐ সময়টুকুর দৃষ্টি বিনিময়ে তারা রিজোলিকে পাজলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেওয়ার সম্মতি জানালো।

কনওয়ে বলল, "আপনি কি কখনও 'শিপ ডিপিং' এর ব্যাপারে শুনেছেন ডিটেক্টিভ?"

"আমার মনে হয় এই শব্দের সাথে বাস্তবের ভেড়ার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।"

মুচকি হাসলো সে। "না নেই। এটা মিলিটারি স্ল্যাং। বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট মিশনে সিআইএ'র স্পেশাল অপারেশনে সামরিক বাহিনীর সেনাদেরকে অংশ নেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে শিপ ডিপিং বলা হয়ে থাকে। নিকারাগুয়া ও আফগানিস্তানে এরকম করা হয়েছিল যখন সিআইএ'র নিজস্ব স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ–এসওজি'র আরও কিছু জনবলের প্রয়োজন পড়েছিল। নিকারাগুয়াতে নেভি সিলদের শিপ ডিপিং করা হয়েছিল হারবারগুলো খনন করার প্রয়োজনে। আফগানিস্তানে গ্রিন বেরেটদের শিপ ডিপিং করা হয়েছিল মুজাহিদিনদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজনে। সিআইএতে কাজ করার সময় এই সেনারা গুরুত্বপূর্ণভাবে

সিআইএ কেস অফিসারে পরিণত হয়ে যায়। পেন্টাগনের বইতেও এদের কোনো খোঁজ মেলে না। সামরিক বাহিনীর কারো কাছেই এদের কোনো খবর থাকে না।"

ডিনের দিকে তাকালো রিজোলি। "তাহলে পেন্টাগন আপনাকে যে লিস্ট দিয়েছিল। কসোভোতে ফ্যায়েটেভিলের যেসব সৈন্য কাজ করেছিল তাদের নামের–"

"লিস্টটি অসম্পূর্ণ ছিল," বলল সে।

"কী ধরনের অসম্পূর্ণ? কত জন সেনার নাম পাওয়া যায়নি সেখানে?"

"জানি না আমি।"

"আপনি কি সিআইএকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

"ঐ একটা জায়গাতেই ব্যর্থ হয়েছি আমি।"

"তারা নাম দেয়নি আপনাকে?"

"তারা নাম দেবে না তো," কনওয়ে বলল। "যদি আপনাদের এই খুনি বাইরে কোথাও ব্ল্যাক অপারেশনের সাথে জড়িত থেকে থাকে, সেটা কখনোই তারা স্বীকার করবে না।"

"এমনকি যদি এখন তাদের ছেলে নিজস্ব ক্ষেত্রে আক্রমণ করে তাও?"

"বিশেষত যদি সে নিজের এলাকার মধ্যেই খুনের খেলায় মাতে," ডিন বলল। "এটা জনমনে অশান্তির সৃষ্টি করবে বেশি। কেমন হবে যদি সে সাক্ষ্য দেয় তো? প্রেসের কাছে যদি সে কোনো সংবেদনশীল তথ্য প্রচার করে তাহলে? আপনার কী মনে হয় এজেন্সি আমাদেরকে জানতে দিতে চায় তাদের কোন ছেলে এভাবে বাড়ি ভেঙ্গে প্রবেশ করে আইনমান্যকারী সাধারণ মানুষদেরকে জবাই করছে? তাদের কোন ছেলে মহিলাদের লাশের সাথে কুরুচিপূর্ণ খেলায় মেতে আছে? মূল পাতা থেকে কোনোভাবেই এই খবর প্রকাশ হওয়ার ঘটনা আটকানো যাবে না।"

"তাহলে এজেন্সি আপনাকে কী বলেছে?"

"ফ্যায়েটেভিলে যে হোমিসাইডের ঘটনা ঘটেছে সে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই।"

"শুনে তো উত্তম পর্যায়ের প্রত্যাখ্যান মনে হচ্ছে।"

"এটা তার থেকেও হয়তো বেশি কিছু," কনওয়ে বলল। "সিআইএ'কে এজেন্ট ডিনের জিজ্ঞেস করার এক দিনের মাথাতেই তাকে ফ্যায়েটেভিলের তদন্ত থেকে সরিয়ে দিয়ে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল। এফবিআই ডেপুটি ডিরেক্টরের অফিস থেকে অর্ডারটা সরাসরি এসেছিল।"

তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রিজোলি, ডমিনেটরের পরিচয় ঠিক কত সাবধানতার সাথে গোপন হয়ে রয়েছে এটা ভেবে যারপরনাই অবাক হলো।

"এবং তখনই এজেন্ট ডিন আমার কাছে এসেছিল," কনওয়ে বলল।

BanglaBook.org

"কারণ আপনি আর্মড সার্ভিসেস কমিটিতে ছিলেন?"

"কারণ আমরা একে অপরকে বহু বছর ধরে চিনি। মেরিনরা একে অপরকে খুঁজে বের করার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। আর বিশ্বাসও করে একে অপরকে। সে আমাকে বলেছিল তার হয়ে কিছু জিনিস অনুসন্ধান করতে। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম আমি এই কেসে কোনো অগ্রগতি করতে পারবো কিনা।"

"এমনকি একজন সিনেটরও পারে না এগুলো?"

বিদ্রূপাত্মকভাবে কনওয়ে মুচকি হাসলো। "একটা লিবারেল স্টেট থেকে ডেমোক্রেটিক সিনেটর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি আমি। একজন সেনাসদস্য হিসাবে এই দেশের সেবা করেছি। কিন্তু নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট কিছু বিষয় আমাকে পুরোপুরিভাবে কখনও গ্রহণ করতে পারবে না। কিংবা বিশ্বাস করতে।"

কফি টেবিলের ওপর রাখা ছবিগুলোর ওপর হঠাৎ করেই রিজোলির চোখ পড়লো। মৃত মানুষের গ্যালারি, রাজনীতি কিংবা জাতিগত কিংবা নির্দিষ্ট কোনো বিশ্বাসভঙ্গের কারণে নয় বরং সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করার জন্য যাদেরকে জবাইয়ের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। "আপনি এগুলো আমাকে সপ্তাহখানেক আগেও তো বলতে পারতেন," বলল সে।

"পুলিশের তদন্তগুলো সময় বিশেষে চালনের মতো ফাঁস হয়ে যায়," ডিন বলল।

"আমার কাছে এমন হতো না।"

যে-কোনো পুলিশি তদন্তের কথা বলছি। এই তথ্যগুলো যদি আপনার টিমের সাথে ভাগাভাগি করে নিতাম, একটা না একটা সময়ে এগুলো মিডিয়ার খপ্পরে পড়েই যেত। আর এর ফলে আপনার কাজ ভুল কিছু মানুষকে আপনার দিকে আকর্ষণ করতো। এমন কিছু মানুষের চক্করে পড়তেন আপনি যে হয়তো আপনাকে গ্রেফতারের কাজও করতে দিত না।"

"আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে তারা তাকে রক্ষা করছে? এত কিছু করার পরেও?"

"না, আমার মনে হয় তারা তাকে সেভাবেই আলাদা করে রেখেছে যেমনটা আমরা করছি। কিন্তু তারা সেটিকে শান্তভাবে করতে চায়, সবার অগোচরে। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে তার গমনপথ হারিয়ে ফেলেছে তারা। সে এখন তাদেরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং সাধারণ মানুষ হত্যার কাজ করছে। সে এখন চলতি ফিরতি টাইম বোমের মতো হয়ে গেছে এবং তারা এ ধরনের সমস্যাকে কোনোভাবেই পাশ কাটিয়ে যেতে পারছে না।"

"আর যদি তারা তাকে আমাদের আগে পাকড়াও করে তো?"

"তাহলে সেই ব্যাপারে আমরা কখনই জানতে পারবো না, পারবো কি? খুনের

Banglabook.org

খেলা রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাবে হঠাৎ করেই। আর আমরা খুঁজেই বেড়াতে থাকবো তাকে।"

"আমি এটাকে আর কিছু হলেও সন্তোষজনক অবসান বলবো না," বলল রিজোলি।

"না, আপনার বিচারের দরকার। গ্রেফতার, ট্রায়াল, দণ্ডাদেশ। সেই নয় ইয়ার্ডের খেলা।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি হাতে চাঁদ পাওয়ার দাবি করছি।"

"এই কেসে, হয়তো করছেন।"

"এ কারণেই কি আপনি এখানে আমাকে ডেকে এনেছেন? এটা বলার জন্য যে আমি কখনোই তাকে পাকড়াও করতে পারবো না?"

গভীর দৃষ্টি নিয়ে সে তার দিকে ঝুঁকে এলো। "আপনি যা চান, ঠিক আমরাও সেটা চাই, জেন। ঐ নয় ইয়ার্ডে আটকানোর চিন্তাটা কিন্তু আমাদেরও। আমি এই লোকটিকে সেই কসোভোর ঘটনার পর থেকে তাড়া করে চলেছি। আপনার কি মনে হয় এরপর থেকে আমি এককোঁটাও থিতু হতে পেরেছি?"

শান্তস্বরে বলল কনওয়ে "আপনি এখন বুঝতে পারছেন ডিটেক্টিভ, কেন আমরা আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি? গোপনীয়তার প্রয়োজনই বা কি?"

"আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্তই হয়ে গেছে।"

"কিন্তু এখনকার মতো হয়তো এভাবেই চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ উন্মোচনের কাজটি করতে হবে। যেটা, আমরা মনে হয় সবাই চাই।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য সিনেটর কনওয়ের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকলো সে। "আপনি আমার যাতায়াতের খরচ বহন করেছেন, তাই না? প্লেনের টিকেট, লিমো, সুন্দর হোটেল। এটা তো *এফবিআই*'র খরচে হয়নি।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল কনওয়ে। মুখে বাঁকা হাসি। "যে জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়," বলল সে, "সেগুলোকে গোপন রাখাই শ্রেয়।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় তেইশ ।।

আকাশ উন্মুক্ত হয়ে বৃষ্টি যেন হাজারো হাতুড়ির বাড়ির মতো ডিনের ভলভোর ওপরে পড়ছে। উইন্ডশিল্ডের ওয়াইপার পানিতে ঘোলা হয়ে থাকা কাঁচ পরিষ্কার করায় সামনের ট্রাফিক এবং পানিতে টুইটুম্বর রাস্তার চিত্র দেখা যাচ্ছে ভালোভাবেই।

"আজকে রাতে আপনি বোস্টনে ফিরে যাচ্ছেন না ব্যাপারটা ভালো হয়েছে," বলল ডিন। "এয়ারপোর্টে হয়তো জঘন্য অবস্থা হয়ে আছে।"

"এই আবহাওয়াতে আমি আমার পা দুটোকে মাটির ওপরে রাখতে চাই, আপনাকে ধন্যবাদ।"

তার দিকে আমোদিত দৃষ্টিতে তাকালো সে। "আর ভাবতাম আমি নির্ভীক।"

"কীভাবে আপনার এমনটা মনে হলো?"

"আপনি মনে করিয়েছেন। আপনি এই ক্ষেত্রে যদিও অনেক খেটেছেন তবুও নিজের বর্ম সবসময় ধরে রেখেছেন।"

"আপনি আবারও আমার মাথার ভেতরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছেন। সবসময়েই এমনটা করেন।"

"বদভ্যাস বলতে পারেন। গালফ যুদ্ধের সময়ে আমি এমনটাই তো করেছি। সাইকোলজিক্যাল অপারেশন।"

"আমি তো আপনার শত্রু নই, তাই না?"

"আমি আপনাকে কখনোই এরকম কিছু মনে করিনি, জেন।"

তার দিকে তাকালো রিজোলি এবং প্রতিবারের মতোই পরিষ্কার, সুদর্শন, তীক্ষ্ণ অবয়বের প্রশংসা না করে পারলো না। "কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না।"

"আমি আপনাকে জানতাম না তখন।"

"তাহলে কী নিজের মনকে বদলে ফেলেছেন?"

"আপনার কী মনে হয়, কেন আপনাকে ওয়াশিংটনে আসতে বলেছি?"

"ওহ, জানি না," এই কথা বলে কিছুটা বেপরোয়াভাবে হাসলো সে। "কারণ আপনি আমাকে মিস করেছেন এবং আমাকে আবারও দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারেননি?"

ডিনের নিস্তব্ধতা তাকে হঠাৎ করেই লজ্জায় ফেলে দিলো। হঠাৎ করে নিজেকে তার বোকা আর আশাহত মনে হলো, বিশেষ করে সেই বৈশিষ্ট্যমূলক কথাগুলোর

BanglaBook.org

কথা চিন্তা করে যা অন্য মেয়েদের মাঝে দেখতে অত্যন্ত পরিমাণে অপছন্দ করে সে। তার সাথে চোখাচোখি না হয়ে যায় এই ভয়ে সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। নিজের কণ্ঠস্বর, নিজের বলা বোকাটে কথাগুলো এখনও তার কানে বাজছে।

সামনের রাস্তাতে গিয়ে অবশেষে সে কাদায় ঘর্ষণের শব্দ তুলে গাড়িটি ঘোরালো।

"আসলে," বলল সে, "আমি আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম।"

"ওহ?" অগোছালভাবে তার মুখ থেকে শব্দটি বেরিয়ে পড়লো। নিজের কারণে যথেষ্ট পরিমাণে লজ্জিত সে; এরপরে আর কোনোভাবেই নিজের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে চাইছে না যেন।

"আমি ক্ষমা চাইতে চেয়েছিলাম। মারক্যুয়েটকে বলার জন্য যে এই কাজের জন্য আপনি যোগ্য নন। আমি ভুল ছিলাম।"

"এই সিদ্ধান্ত আপনি কখন নিলেন?"

"আসলে এক্ষেত্রে তেমন কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। দিনের পর দিন আপনার কাজ দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। দেখেছি আপনি নিজের কাজে ঠিক কতটা মনোযোগী। সবকিছু ঠিকঠাক রাখতে আপনি কতটা বদ্ধপরিকর।" শান্তভাবে যোগ করলো সে "এবং গত গ্রীষ্ম থেকে আপনি যেসব বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছেন সেসব জিনিসও বুঝতে পেরেছি। যেসব ব্যাপার সম্পর্কে পূর্বে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।"

"ওয়াও। 'এবং এরপরেও মেয়েটি নিজের কাজ বিনা বাধায় করে যায়।' তাই না? "

"আপনার কী মনে হয় আপনার প্রতি আমি সহানুভূতি দেখাচ্ছি?" বলল সে।

"আসলে এটা শুনতে খুব একটা ভালো লাগছে না 'দেখুন কতটা সুদক্ষ সে, তার সাথে যা ঘটেছে তার মোকাবেলা করে হলেও।' তাহলে আমাকে স্পেশাল অলিম্পিকের মেডেল দিন। যা মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়া পুলিশদের জন্য বরাদ্দ থাকবে।"

ক্রোধান্বিত ডিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আপনি কি সবসময়েই প্রতিটা প্রশংসাসূচক কথা কিংবা শব্দের পেছনে লুক্কায়িত উদ্দেশ্য খুঁজে পান? কখনও কখনও মানুষ সোজাভাবেই নিজের সহজ কথাগুলো উদ্দেশ্যবিহীনভাবে প্রকাশ করে, জেন।"

"আপনি হয়তো বুঝেন আদতে কী কারণে আপনার প্রত্যেকটি কথার ব্যাপারে আমি এতটা সন্দেহপ্রবণ।"

"এখনও কি আপনি ভাবেন আমার কোনো গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে?"

"আমি সত্যিটা জানি না।"

BanglaBook.org

"কিন্তু আমার আছে, তাই তো? কারণ আপনার মতে আপনি সত্যি আমার কাছ থেকে কোনো প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নন।"

"আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি।"

"আপনাকে বুঝতে হবে তা। কিন্তু আপনি তা বিশ্বাস করেন না এই যা।" লাল লাইট জ্বলে উঠলে আচমকাই ব্রেক করল। তার দিকে তাকালো ডিন। "আপনার মধ্যে এত সন্দেহপ্রবণতা কোথা থেকে আসে? জেন রিজোলি হয়ে থাকাটা কি এতটাই কঠিন?"

তার দিকে তাকিয়ে পরিশ্রান্তির হাসি হাসলো। "এসব কথাতে না যাই, ডিন।"

"নারী পুলিশ হওয়ার কি এটা অংশবিশেষ?"

"আপনি নিজেই শূন্যস্থানটি পূরণ করে নিন।"

"আপনার সহকর্মীদের দেখে তো মনে হয় যে তারা আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করে চলে।"

"এখানেও তো কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা থাকতে পারে।"

"সবসময়েই থাকে।"

সবুজ আলো জ্বলে উঠলে পুনরায় রাস্তার দিকে তাকালো ডিন।

"পুলিশের কাজের ধরনই এরকম," বলল সে। "টেস্টোস্টেরনের কাজ।"

"তাহলে নিজের জন্য আপনি এমনটাই বেছে নিলেন কেন?"

"কারণ আমি গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে ফেল করেছিলাম।"

এই কথা শুনে তারা উভয়েই হেসে উঠলো। আন্তরিকতার প্রথম হাসি।

"সত্যিটা হচ্ছে," বলল সে, "বারো বছর বয়সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি পুলিশ হবো।"

"কেন?"

"কারণ প্রত্যেকেই পুলিশদের সম্মান করে। অন্তত বাচ্চাদের কাছে তো বিষয়টা তেমনই মনে হয়। আমি ব্যাজ আর বন্দুক চেয়েছিলাম। এমন কিছু জিনিস যা মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেবে এবং আমাকে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসবে। আমি এমন কোনো অফিসে কাজ করতে চাইনি যেখানে সহজেই আর দশটা মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাবো। যেখানে অদৃশ্য মানবীতে পরিণত হবো। মানুষের কথার ধার কেউ ধারবে না এসব ব্যাপার আমার কাছে অনেকটা জিন্দা অবস্থায় কবর দেওয়ার মতো লাগে। কেউ দেখবে না যাকে।" সে দরজার কাছে কনুই ঠেকিয়ে হাতের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো। "কিন্তু এখন, নামহীন ভাবটাই আমার কাছে ভালো লাগে।" *অন্ততপক্ষে সেভাবে থাকলে সার্জন তো আমার নাম জানত না।*

"পুলিশের কাজ বেছে নেওয়ার জন্য আপনার দুঃখ করা উচিত।"

BanglaBook.org

সে তার সামনে পড়ে থাকা দীর্ঘ রাতের কথা ভাবতে লাগলো, ক্যাফেইন আর অ্যাড্রেনালিন দিয়ে যাকে উজ্জীবিত করে রাখতে হবে। মানুষ মানুষের সাথে যে ধরনের লোমহর্ষক কাজ করতে পারে তার সম্মুখীন হওয়ার ভয় হতে লাগলো তার। এবং সেই সাথে এয়ারপ্লেন ম্যানের কথাও ভাবতে লাগলো সে যার ফাইল তার ডেস্কে নিস্ফলতার চিরস্থায়ী প্রতীক হিসাবে পড়েই রয়েছে। তার নিজের এবং কিছুটা রিজোলিরও। *আমরা নিজেদের স্বপ্নেই বিভোর হয়ে থাকি*, ভাবলো সে, *এবং কখনও কখনও সেগুলো আমাদেরকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যায় যা আমাদের আগে কখনও জানা থাকে না। এটা অনেকটা ফার্মহাউজের বেজমেন্টের মতো–যেখানকার বাতাসে রক্তের বোটকা গন্ধ ঘুরে বেড়ায়। অথবা নীল আকাশ থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থার মতো, যেখানে অভিকর্ষের প্রভাবে পা দুটো অসাড় হয়ে যায়। কিন্তু ওগুলো আমাদের স্বপ্ন এবং সেগুলো আমাদেরকে সেখানেই নিয়ে যায় যেখানে তারা যেতে চায়।*

অবশেষে বলল সে "না, আমি একেবারেই দুঃখ পাই না ব্যাপারটা নিয়ে। আমি এটাই করি। এটাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এটার ওপরেই রাগ হয় আমার। আমাকে স্বীকার করতে হবে, এই কাজের অনেক অংশই রাগ উঠানোর জন্য যথেষ্ট। আমি দূরে সরে থাকতে পারি না এগুলো থেকে এবং ক্রোধান্বিত হওয়া ছাড়া কোনো ভিক্টিমের লাশের দিকে তাকাতেও পারি না। আর ঐ সময়েই আমি তাদের অ্যাডভোকেট হয়ে যাই–যখন তাদের মৃত্যু আমার মধ্যে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। শুধুমাত্র তখনই রাগান্বিত হই না যখন বুঝতে পারি এখান থেকে আমার সরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে।"

"অনেকের মধ্যেই আপনার মতো এত সাহস থাকে না," তার দিকে তাকালো ডিন। "আমার দেখা সবথেকে দৃঢ় মানুষদের মধ্যে আপনিও অন্যতম।"

"এটা ভালো কিছু তো নয়।"

"না, এটা অবশ্যই খুব ভালো বিষয়।"

"যদি না সেটা হেরে যাওয়ার কিনারায় নিয়ে যায়?"

"হয়েছে কি এমন?"

"অনেক সময় এরকমই মনে হয় তো।" উইন্ডশিল্ডে এসে পড়া বৃষ্টির ফোঁটার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। "আমার বরং আপনার মতো হওয়া উচিত।"

কোনো উত্তর দিলো না ডিন। ভাবলো, শেষ কথাটি বলে তাকে আবারও রাগিয়ে দিলো কিনা। তার ধারণামতে এখন আগের তুলনায় ঠান্ডা ও আবেগহীন অবস্থায় বসে রয়েছে। আর এভাবেই তাকে বেশি আকৃষ্ট করে সে : ধূসর স্যুট পরা লোক। সপ্তাহব্যাপী সে তাকে হতবিহবল করেছে, কিন্তু এখন তার এই নৈরাশ্যে তাকে জ্বালাতন করতে চাইছে, তাকে কোনো আবেগ দেখাতে বাধ্য করতে চাইছে,

BanglaBook.org

যদি সেটা অপ্রীতিকরও হয় তারপরেও রিজোলি নিজেকে প্রমাণ করতে চায়'। দাম্ভিকতার প্রতি এক ধরনের চ্যালেঞ্জই বলা যায় যাকে।

কিন্তু এগুলো এমন এক ধরনের চ্যালেঞ্জ যা মেয়েদেরকে নিজেদের কাছেই বোকা বানিয়ে দেয়।

যখন অবশেষে ওয়াটারগেট হোটেলের সামনে এসে গাড়ি থামালো ডিন, ঠান্ডাভাবে বিদায় জানানোর নিজেকে প্রস্তুত করলো সে।

"পৌঁছে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ," বলল রিজোলি। "এবং সত্য উন্মোচনের জন্যও।" ঘুরে গাড়ির দরজা খুলে ধরলে বাইরের বৃষ্টিভেজা বাতাসের হলফ পেল। "বোস্টনে দেখা হবে।"

"জেন?"

"হ্যাঁ?"

"আমাদের মধ্যে আর কোনো গুপ্ত বিষয় থাকবে না, ঠিক আছে? দৃঢ়বদ্ধ হয়েই বলছি কিন্তু।"

"যদি আপনি জোরাজুরি করেন তো।"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না, তাই না?"

"এটা কি আদতে কোনো বিষয়?"

"হ্যাঁ," শান্তকণ্ঠে জানালো সে। "এটা আমার কাছে অনেক বড়ো ব্যাপার।"

চুপ করে রইলো রিজোলি। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে তার। একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। দীর্ঘসময় ধরে তারা একে অপরের থেকে এমন অনেক বিষয় গোপন করেছে। তাই এই মুহূর্তে তারা বুঝতে পারছে না পরস্পরের চোখে বিশ্বাসের ব্যাপারটি ঠিক কীভাবে খুঁজে নিতে হবে। এমন একটা মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা যেখানে যে কেউ যে-কোনো কিছু বলতে পারে কিংবা করে বসতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই প্রথম ধাপে এগিয়ে এলো না। প্রথম ভুলের দিকে।

তার খোলা থাকা গাড়ির দরজায় হঠাৎ করেই একজন মানুষের ছায়া পড়লো। "ওয়াটারগেটে স্বাগতম ম্যাম! লাগেজ নিতে কি সাহায্য করতে হবে?"

অবাক হয়ে সেদিকে ফিরলে দেখতে পেল রিজোলি হোটেলের ডোরম্যান তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। গাড়ির খোলা থাকা দরজা দেখতে পেয়ে ধারণা করেছে যে সে গাড়ি থেকে বের হচ্ছে।

"আমি চেক ইন করেছি আগেই, ধন্যবাদ আপনাকে," এই বলে সে পুনরায় তাকালো ডিনের দিকে। একইসাথে মুহূর্তগুলো যেন সমানতালে চলে যেতে লাগলো। তার বের হওয়ার অপেক্ষাতে ডোরম্যান এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ি থেকে অবশেষে নেমে পড়লো রিজোলি।

জানালা দিয়ে একটু উঁকি এবং একবার হাতছানি দিয়ে বিদায় নিলো তারা।

BanglaBook.org

এরপর ঘুরে লবি দিয়ে হেঁটে ডিনের গাড়িকে পোর্টে কোশ্যেরে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখার জন্য কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ালো।

এলিভেটরে ঢুকে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়ালো। নিজেকে নিরবে দোষ দিতে লাগলো কেন নিজের অনাবৃত আবেগকে সে প্রকাশ হতে দিলো, গাড়িতে কেনই বা সে বোকাটে কিছু কথাবার্তা বলতে গেল। যখন নিজের রুমে পৌঁছালো সে, হোটেল ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে বোস্টনে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর বেশি কিছু যেন চাইলো না। নিশ্চিতভাবে আজকে সন্ধ্যায় বোস্টনে ফেরার মতো ফ্লাইট পাবে সে। অথবা ট্রেন। সে সবসময় ট্রেনে ভ্রমণের ব্যাপারটিকে বেশ পছন্দ করে।

এই মুহূর্তে ওয়াশিংটন এবং নিজের লজ্জাগুলোকে পেছনে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার তাড়াতে সে স্যুটকেস খুলে প্যাক করার কাজ শুরু করলো। খুব কম জিনিসই সে নিজের সাথে করে এনেছে। ক্লোজেটে টাঙ্গিয়ে রাখা অতিরিক্ত ব্লাউজ ও স্ল্যাকস নিয়ে আসতে বেশি সময় লাগলো না তার। সেগুলোকে সে অস্ত্র আর হোলস্টারের ওপরে ফেলে দিলো। টয়লেট কেসে ঢুকিয়ে নিলো টুথব্রাশ ও চিরুনি। স্যুটকেসের অভ্যন্তরে সবকিছুকে ঢুকিয়ে নিয়ে চেইন লাগিয়ে কেবল দরজার দিকে এগোতে যাবে সে এমন সময় তাতে নক হওয়ার শব্দ পেল।

ডিন হলে দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টিতে তার ধূসর রঙা স্যুট ভিজে গেছে, ভেজা চুলগুলো চিকচিক করছে। "আমার মনে হয় না আমাদের মাঝে কথা শেষ হয়েছে," বলল সে।

"আপনার কি আমাকে আরও কিছু বলার আছে?"

"হ্যাঁ, সাধারণভাবেই।" সে তার রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। ইতোমধ্যেই প্যাক করা স্যুটকেস এবং প্রস্থানরত রিজোলির দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো সে।

ঈশ্বর, ভাবলো সে। *এখানে কাউকে তো সাহসী হতেই হবে।*

এই ষাঁড়কে তো কারো শিং ধরে বাগে আনতে হবে।

কোনো কিছু বলার আগে, সে তাকে নিজের দিকে টেনে নিলো। হঠাৎ করেই অনুভব করলো তার বাহুদুটো তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে। যখন তাদের ঠোঁট দুটো একত্রিত হলো, তখন তাদের উভয়েরই কোনো সন্দেহ রইলো না যে তাদের এই আলিঙ্গন উভয়ের সম্মতিতেই হয়েছে, যদি এটা তাদের ভুলও হয়, দোষ উভয়েরই হবে। সে তার সম্পর্কে বলতে গেলে তেমন কিছুই জানে না, শুধুমাত্র এটা ছাড়া যে সে তাকে মনেপ্রাণে চায় এবং ফলাফল যাই হোক না কেন পরবর্তীতে দেখে নেবে সে।

ডিনের মুখ বৃষ্টির পানিতে এখনও ভিজে রয়েছে এবং যখন সে নিজের কাপড়চোপড় খুলে ফেললো তার চামড়া থেকে উলের বসে যাওয়া গন্ধ ভেসে এলো।

BanglaBook.org

যখন সে তার ওপরে নিজের অধিগ্রহণের খেলা শুরু করার চেষ্টা করছে, সারা শরীরে তার মুখ ঘোরার সময়ে ডিনের চিরাচরিত গন্ধটি পেল। ভদ্রভাবে প্রণয়জ্ঞাপনের তার একেবারেই ধৈর্য নেই; বেপরোয়া ও প্রমত্তভাবে সে তাকে পেতে চায়। সে অনুভব করছে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে ডিন, নিজেকে ধীর গতিতে নিয়ে এগোচ্ছে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। তার বদলে সে তার সাথে যুদ্ধ করলো, নিজের শরীরের মাধ্যমেই তাকে বিরক্ত করতে চাইলো। তাদের এই প্রথমবার সম্মুখীন হওয়ার খেলাতে বিজেতা হলো রিজোলিই এবং তার কাছে নিজেকে সোপর্দ করলো ডিন।

পড়ন্ত বিকেলের আলো জানালাতে এসে পড়লে উভয়েই ঝিমিয়ে পড়লো যেন। যখন জেগে উঠলো রিজোলি, গোধূলির টিমটিমে আলো তার পাশে শুয়ে থাকা লোকটির ওপরে এসে পড়ছে। এমন একজন মানুষ সে, যার ব্যাপারে এখনও তার ধারণা শূন্যের কোঠায়। সে তার দেহকে ব্যবহার করেছে, যেমনটা সে তাকে করেছে। যদিও তার মধ্যে কিছুটা সংকোচবোধ আসার কথা, কিন্তু তার বদলে সে নিজের মধ্যে ক্লান্তিকর পরিতৃপ্তির স্বাদ পেলো। এবং অবাক হওয়ার এক অনুভূতিও।

"তুমি তোমার স্যুটকেস প্যাক করে রেখেছো?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমি আজকে রাতেই চেক আউট করে বাসায় ফিরতে চেয়েছিলাম।"

"কেন?"

"এখানে থাকার মতো কোনো কারণ দেখছিলাম না।" দাড়ির রুক্ষভাব উপেক্ষা করেই সে তার মুখ স্পর্শ করলো। "যতক্ষণ না তুমি দেখা দিলে।"

"আমি আসতামই না। অনেকবার এই ব্লকে ঘোরাঘুরি করেছিলাম। চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।"

হেসে ফেললো রিজোলি। "শুনে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভীষণ ভয় পাও।"

"সত্যি শুনবে? তুমি ভয়ঙ্কর মেয়ে।"

"এতদিন ধরে আমাকে দেখে তুমি এই বুঝেছো?"

"ক্রুদ্ধ। উৎসাহী। আর তোমার মধ্যে যে উত্তাপের বিষয়টি আছে, আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে সেটা।" সে তার উরুতে আলতো করে বাড়ি দিলে তার আঙ্গুলের ছোঁয়াতে শরীর কেঁপে উঠলো তার। "গাড়িতে তুমি বলেছিলে তুমি আমার মতো হতে চাও। সত্যি কথা বলতে জেন, আমি তোমার মতো হতে চাই। যদি আমার মধ্যেও তোমার মতো দৃঢ়তা থাকত!"

ডিনের বুকের ওপরে হাত রাখলো রিজোলি। "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বুকের এই জায়গাতে *হৃদপিণ্ড* নামক কিছুই নেই।"

"তোমার কি তা মনে হয়নি?"

চুপ করে রইলো রিজোলি। *ধূসর স্যুট পরা লোকটি।*

BanglaBook.org

"মনে হয়েছিল, তাই না?" বলল ডিন।

"আমি ঠিক জানি না কী দিয়ে তৈরি হয়েছ তুমি," যেন স্বীকারোক্তি দিলো। "তোমাকে দেখে সবসময়ই এত বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে। এমনকি কখনও কখনও মানুষ হিসাবেও সন্দেহ হয়েছে।"

"অনুভূতিহীন?"

শব্দটিকে এত মৃদুভাবে বলল যাতে কিছুটা সন্দেহ হলো তার সে আদতে তা শোনানোর জন্য বলেছে কিনা। যে চিন্তা ফিসফিসিয়ে আওড়িয়ে সে নিজেকে বলতে চায়।

"আমরা বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাই," বলল সে। "যেসব জিনিসের হয়তো সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। তুমি বলেছ এগুলো মাঝেমধ্যে তোমাকে রাগান্বিত করে।"

"অনেক সময়ে সত্যি এমনটা হয়।"

"তাহলে তুমি নিজেকে সেই যুদ্ধে ফেলে দাও। নিজেকে উত্তেজিত করে তুমি এগিয়ে চলো। যেমনটা জীবনের সাথে করো তুমি।" ছোট্ট করে হেসে বলল সে। "বদরাগ এবং এসব কিছু।"

"তুমি কীভাবে রাগ না করে থাকতে পারো?"

"আমি নিজের সংস্পর্শে এসব জিনিসকে আসতে দেই না। এভাবেই এগুলোর মোকাবেলা করি আমি। এক ধাপ পিছিয়ে, লম্বা দম নাও। জিগ'স পাজলের মতো প্রত্যেকটি কেসকে গ্রহণ করো।" তার দিকে তাকালো সে। "এ কারণে তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। যত অশান্তি, যত আবেগ আছে তুমি সবকিছুতেই দেওয়ার চেষ্টা করো। এটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়।"

"কেন?"

"আমি যেমন মানুষ তার সাথে ব্যাপারগুলো যায় না। আমি যেমন থাকতে চাই ব্যাপারগুলো তেমনভাবে খাটে না।"

"তুমি কী ভয় পাও যদি আমি তোমাকে এভাবে তৈরি করে ফেলি।"

"এটা অনেকটা আগুনের সংস্পর্শে যাওয়ার মতো। আমরা সেদিকেই এগিয়ে যাই, যদিও আমরা ভালো করেই জানি যে এটা আমাদেরকে পুড়িয়ে ফেলবে।"

ডিনের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরলো রিজোলি। "একটুখানি ঝুঁকি," ফিসফিসিয়ে বলল সে, "অনেক বেশি উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু।"

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে পড়লো। একে অপরের ঘামে ভিজে গেল তারা। একই ধরনের হোটেল রোব পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটলো। রুম সার্ভিসের ডিনার খেয়ে এবং টিভিতে কমেডি চ্যানেল ছেড়ে বিছানায় শুয়ে মদ পান করলো। আজ রাতে, কোনো সিএনএন নয়, নিজেদের মেজাজ খিটখিটে করতে

BanglaBook.org

আর কোনো খারাপ খবর নয়। আজ রাতে, সে ওয়ারেন হয়েটের থেকে ক্রোশ মাইল দূরে অবস্থান করতে চায়।

কিন্তু এত দূরত্ব এবং পুরুষালি বাহুর আরামের মাঝেও নিজের স্বপ্ন থেকে ওয়ারেন হয়েটকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলো না সে। অন্ধকারের মধ্যে সে ছটফট করতে লাগলো, ভালোবাসায় নয় বরং ভয়ে নেয়ে ঘেমে একাকার হয়ে পড়লো। নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ ছাপিয়ে সেল ফোন বেজে ওঠার শব্দ পেল সে। ডিনের বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার দিকে থাকা নাইটস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছে নিজের সেল ফোনটির ফ্লিপ খুলে নিলো সে।

"রিজোলি।"

অপরপাশে ফ্রস্টের কণ্ঠ শোনা গেল। "আমার মনে হয় আমি তোমাকে জাগিয়ে দিয়েছি।"

ক্লক রেডিওর দিকে পিটপিট করে তাকালো সে। "ভোর পাঁচটা? হ্যাঁ, ঠিকই ধারণা করেছ হয়তো।"

"ঠিক আছ তুমি?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছি। কিন্তু কেন?"

"দেখ, আমি জানি আজকে ওয়াশিংটন থেকে ফিরে আসছ তুমি। কিন্তু আমার মনে হয় এখানে পৌঁছানোর পূর্বে কিছু ব্যাপার তোমার জানা ভীষণ প্রয়োজন।"

"কী?"

সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না সে। ফোনে কারো এভিডেন্স ব্যাগে ভরার প্রশ্ন শুনতে পেল সে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝতে পারলো যে ফ্রস্ট কোনো ক্রাইম সিনে দাঁড়িয়ে ফোন করেছে তাকে।

তার পাশে ডিন পাশ ফিরে এলো, হঠাৎ করেই চাপা উত্তেজনা টের পেয়ে গেছে। উঠে বসে লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

লাইনে ফিরে এলো ফ্রস্ট। "রিজোলি?"

"কোথায় তুমি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"টেন সিক্সটি ফোরের একটা কল পেয়েছি আমি। ওখানেই রয়েছি এখন–"

"সিঁধচুরির কেসে তুমি আবার নাম লেখালে কবে?"

"কারণ এটা তোমার অ্যাপার্টমেন্টে হয়েছে।"

কথাটা শুনে সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে গেল রিজোলি, কানে ফোন ধরে রাখলেও নিজের বেড়ে যাওয়া হৃদস্পন্দনের শব্দ হঠাৎ করেই টের পেল সে।

"যেহেতু তুমি শহরের বাইরে রয়েছ, তাই আমরা অস্থায়ীভাবে তোমার বিল্ডিংয়ে নজরদারি করার কাজটি বন্ধ রেখেছিলাম।" ফ্রস্ট বলল। "তোমার পাশের ফ্ল্যাট দুই শ তিনের প্রতিবেশী ফোন দেয় আমাদেরকে। মিসেস, উহ–"

BanglaBook.org

"স্পিজেল," থিতুকণ্ঠে বলল সে। "জিঞ্জার।"

"হ্যাঁ। দেখে মনে হচ্ছে অনেক চালাক মেয়ে। বলেছে ম্যাকজিন্টিতে বার্টেন্ডার সে। তখন কাজ থেকে ফিরেছিল এবং ফায়ার এস্কেপের নিচে কাঁচ পড়ে থাকার বিষয়টি প্রথম খেয়াল করে। ওপরে তাকালে তোমার বাসার জানালা ভাঙা অবস্থাতে পায়। দেরি না করেই নয়-এক-এক এ ফোন দেয়। প্রথমে যে অফিসারটি এখানে পৌছায় সে বুঝতে পারে বাসাটি তোমার। সে-ই আমাকে এরপর ফোন করে।"

ডিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিরবে তার হাত আলতো করে চেপে ধরলো। কিন্তু তাকে পাশ কাটিয়ে গেল রিজোলি। গলা পরিষ্কার করে সে মেকি শান্তভাব নিয়ে নিজেকে বাকি কথাগুলো জিজ্ঞেস করার জন্য তৈরি করলো। "সে কি নিজের সাথে কিছু নিয়ে গেছে?" এরমধ্যেই রিজোলি 'সে' শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তার নাম উল্লেখ না করলেও, তারা উভয়েই জানে কার কাজ হতে পারে এটা।

"সেটা তো তুমি এখানে পৌছানোর পরই আমাদেরকে বলতে পারবে," ফ্রস্ট বলল।

"তুমি কি এখন ওখানেই আছ?"

"আমি তোমার লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে আছি।"

চোখ বন্ধ করে ফেললো সে, তার বাড়িতে অনুপ্রবেশকারীর কথা ভেবে রাগে পেট গুলিয়ে এলো তার। হয়তো ক্লোজেট খুলে তার পোশাকআশাক স্পর্শ করেছে। তার একান্ত জায়গাটিতে ঘোরাফেরা করেছে।

"আমার তো দেখে মনে হচ্ছে কোনো কিছুই নিয়ে যায়নি," ফ্রস্ট বলল। "তোমার টিভি আর সিডি প্লেয়ার এখানে রয়েছে। কিচেন কাউন্টারে বড়ো একটা জারের মধ্যে খুচরো পয়সা রাখা আছে। এখানে কী এমন কিছু ছিল যা তারা চুরি করে নিয়ে যেতে পারে?"

আমার মনের শান্তি। আমার সুস্থাবস্থা।

"রিজোলি?"

"আমার এখন সেভাবে কিছুই মনে পড়ছে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ফ্রস্ট শান্তকণ্ঠেই বলে উঠলো, "তোমার সাথে আমি এই জায়গার প্রত্যেক ইঞ্চি তল্লাশি করে দেখবো। তুমি ফিরে আসলে একসাথে আমরা কাজ করবো। বাড়ির মালিক ইতোমধ্যেই জানালাতে বোর্ড মেরে দিয়েছে যাতে বৃষ্টির পানি ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। যদি কয়েকদিনের জন্য আমার বাসাতে থাকতে চাও, অ্যালিসের সাথে থাকতে পারবে। আমাদের একটি অতিরিক্ত রুম আছে যেটা কখনও ব্যবহার হয় না–"

"ঠিক আছি আমি," বলল সে।

"এটা কোনো সমস্যাই না–"

BanglaBook.org

"না, ঠিক আছি আমি।"

হঠাৎ করেই তার কণ্ঠে রাগের আভা ফুটে উঠল। সেই সাথে আত্মগর্বেরও।

ফ্রস্ট জানে রাগের এই তীব্রতার কারণ কী। এ কারণে একটুও ক্ষুব্ধ হলো না সে। বরং নির্বিকারভাবেই বলল, "পৌঁছে যত দ্রুত সম্ভব আমার সাথে যোগাযোগ কোরো।"

ফোন রাখার সময়ে ডিন তার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ করে নগ্ন এবং একইসাথে ভীত হওয়ায় উঠে দাঁড়ানোর সাহস পেল না। নিজের শঙ্কিত অবস্থার পূর্ণ দর্শন কোনো অবস্থাতেই চায় না। বিছানা থেকে নেমে, বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

কয়েক সেকেন্ড পরে ডিন নক করলো দরজায়। "জেন?"

"আমি আরেকবার গোসল করতে চাই।"

"আমাকে আলাদা ভেবো না।" আবারও দরজায় নক করলো সে। "বেরিয়ে এসে আমার সাথে কথা বলো।"

"আগে গোসল সেরে নিই।" সে শাওয়ার ছেড়ে দিলো। তার নিচে দাঁড়ালো সে আরেকবার, গোসল করতে না বরং কথোপকথনে বাধা দিতে। উচ্চশব্দের পর্দার আড়ালে একান্তে থাকার প্রচেষ্টামাত্র। যখন পানি তার ওপরে আছড়ে পড়লো, মাথা নিচু করে টাইলে হাত দুটো ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে, নিজের ভয়ের সাথে যেন কুস্তি লড়ছে এই মুহূর্তে। কল্পনার চোখে দেখতে পেলো ময়লার মতোই ভয় তার দেহ বেয়ে ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্তরে স্তরে, বেরোচ্ছে। যখন অবশেষে পানি বন্ধ করলো সে, কিছুটা আরামবোধ করলো। আর সেই সাথে পরিষ্কারও। নিজেকে ভালোভাবে মুছে নেওয়ার সময় বাষ্পে আচ্ছাদিত আয়নাতে নিজের চেহারার দিকে চোখ পড়লো তার, এখন ফ্যাকাশে লাগছে না. তাকে বরং উষ্ণতার পরশে এসে লাল হয়ে পড়েছে। আবারও জনসম্মুখে গিয়ে জেন রিজোলির চিরাচরিত চেহারাটা দেখাতে প্রস্তুত সে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলে জানালার কাছে থাকা আর্মচেয়ারে ডিনকে বসে থাকতে দেখলো। কিছুই বলল না সে, তার পোশাক পরা চুপচাপ দেখতে লাগলো। বিছানার কাছে গিয়ে রিজোলি তার দলা বেঁধে থাকা কাপড়গুলোকে গুছিয়ে নিলো এবং বিছানার সেই কুঁচকানো চাদরের দিকেও তাকালো যা তাদের ভালোবাসার মুহূর্তগুলোর নিরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। একটা ফোন কলই যেন হঠাৎ করে তাদের মধ্যে সবকিছু শেষ করে দিয়েছে এবং এখন সে নিজের ঠুনকো সংকল্প নিয়ে ব্লাউজের বাটন এবং স্ল্যাকসের চেইন উঠিয়ে রুমের এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাইরে, পরিবেশ এখনও অন্ধকার, কিন্তু তার ক্ষেত্রে রাত যেন এখানেই শেষ।

"তুমি কী আমাকে কিছু বলবে?" বলল ডিন।

BanglaBook.org

"হয়েট আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিল।"

"তারা কি জানে ওটা সে-ই ছিল কিনা?"

সে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। "আর কে-ই বা হতে পারে শুনি?"

তার চিন্তার থেকেও কয়েকগুণ বেশি উচ্চস্বরে শব্দগুলো বলল সে। এরপর মুখ লাল করে, বিছানার নিচ থেকে নিজের জুতোজোড়া বের করে নিলো। "আমাকে বাসায় ফিরতে হবে।"

"এখন সকাল পাঁচটা বাজে। তোমার প্লেন নয়টা ত্রিশ মিনিটে এখান থেকে ছাড়বে।"

"তুমি কী সত্যি বলতে চাইছ যে আমাকে এখন ঘুমাতে হবে? এই এতকিছুর পরে?"

"তুমি কী তাহলে বোস্টনে বিধ্বস্ত অবস্থাতে ফিরতে চাইছ।"

"আমার ক্লান্ত লাগছে না।"

"কারণ অ্যাড্রেনালিন তোমাকে উজ্জীবিত করছে।"

জুতো পরে হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে পড়লো সে। "চুপ করো, ডিন।"

"কেন চুপ করবো?"

"তুমি কী আমার প্রতি যত্ন দেখাতে চাইছো?"

এই কথাটির পরে তাদের উভয়ের মধ্যেই নিরবতা নেমে এলো। এরপর ব্যঙ্গার্তকভাবেই বলল ডিন, "দুঃখিত আমি। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে নিজের যত্ন তুমি ভালোভাবেই নিতে পারো।"

সে তার দিকে পেছনে ঘুরে দাঁড়ালো। ইতোমধ্যেই তার বলা শব্দগুলোর জন্য রিজোলির অনুতাপবোধ কাজ করছে। এই প্রথমবারের জন্য সে চাইছে যে ডিন যেন তার যত্ন নেয়, তার খেয়াল রাখে। তার বাহুপাশে তাকে আবদ্ধ করে রাখে এবং আবারও তাকে বিছানায় নিয়ে যায়। যতক্ষণ না তার যাওয়ার সময় হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড়িয়ে ধরে যেন শুয়ে থাকে সে।

কিন্তু যখন সে তার দিকে ঘুরলো, সে দেখলো চেয়ার ছেড়ে উঠে ডিন নিজেও পোশাক পরে ফেলেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় ছব্বিশ ।।

প্লেনের সম্পূর্ণ পথটুকু ঘুমিয়েই কাটালো রিজোলি। বোস্টনে কেবল অবতরণ করতে যাবে এমন সময় জেগে উঠলে হঠাৎ করেই তার নিজেকে নেশাসক্তের মতো মনে হলো। সেই সাথে ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত। ডিসি থেকে খারাপ আবহাওয়া তাকে তাড়া করে এনেছে। এ কারণে মেঘের মধ্য দিয়ে নামার সময়ে সিট ব্যাক ট্রে এবং প্যাসেঞ্জারদের স্নায়ুতে আলোড়নের সৃষ্টি হলো। জানালার বাইরে প্লেনের ডানার অংশ ধূসর পর্দায় আচ্ছাদিত হয়ে গেলেও রিজোলি এতটাই ক্লান্ত অনুভব করলো যে ফ্লাইটে ওঠার পর যে অস্বস্তি হয় সেটা পর্যন্তও তার খেয়ালে থাকলো না। ডিন এখনও তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, যার কারণে তার মনোযোগ বারবার অন্যদিকে যাচ্ছে। বাইরে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে তার হাতের স্পর্শের কথা, চামড়াতে তার শ্বাস ফেলার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো মনে করলো সে।

এরপর এয়ারপোর্ট কার্বে তাদের শেষ কথাগুলোর সম্পর্কে মনে পড়লো তার, বৃষ্টির মধ্যে শীতলভাবে এবং ভীষণ তাড়াহুড়ো করে সে তাকে বিদায় দিয়ে এসেছে। প্রেমিকযুগলের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ছিল না সেটা বরং বিজনেস অ্যাসোসিয়েটের আলাদা হওয়ার ব্যাপার ছিল, কারণ নিজ অবস্থানে থেকে তারা উভয়েই উদ্বিগ্ন ছিল। সে নিজেকে তাদের এই নতুন দূরত্বের জন্য দায়ী করছে এবং দোষারোপ করছে ডিনকে কারণ সে তাকে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আবারও ওয়াশিংটন তার কাছে অনুতাপবোধ আর দাগওয়ালা চাদরের শহর হয়েই থেকে গেল।

বৃষ্টির মধ্যেই প্লেন মাটিতে অবতরণ করলো। সে দেখলো র‍্যাম্প পার্সোনেলরা হুডেড স্লিকার পরে ট্যারম্যাকের পানি সরিয়ে দিচ্ছে। সামনে কী হতে চলেছে তার জীবনে এই ভেবে কিছুটা আতঙ্কিত। এরপর তাকে সেই অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যেতে হবে যা হয়তো আর কোনো দিক দিয়েই নিরাপদ নয়, কারণ হয়েট সেখানেও পৌঁছে গেছে।

ব্যাগেজ ক্লেইম থেকে তার স্যুটকেসকে নিয়ে সে বাইরে চলে এলে ওভারহ্যাঙ্গের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার সময় বৃষ্টি মিশ্রিত বাতাসের ধাক্কা এসে তাকে আঘাত করলো। অবসন্ন অবস্থায় থাকা লোকজনের সারি ট্যাক্সির জন্য একযোগে অপেক্ষা করছে। রাস্তার অপরপাশে সারি করে পার্ক করে রাখা লিমোজিনের দিকে তাকালে তাদের মধ্যে একটা লিমোর জানালাতে **রিজোলি** নামটা দেখে কিছুটা স্বস্তিই পেল সে।

BanglaBook.org

ড্রাইভারের সিটের দিকে এগিয়ে গিয়ে জানালাতে নক করলে সঙ্গে সঙ্গে জানালাটি খুলে গেল। ভিন্ন একজন ড্রাইভারকে দেখতে পেল সে, আগেরদিন যে বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ লোক তাকে এয়ারপোর্টে রেখে দিয়ে গেছে এই লোকটি সে নয়।

"হ্যাঁ, ম্যাম?"

"আমি জেন রিজোলি।"

"আপনি তো ক্লেয়ারমন্ট স্ট্রিট যাবেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, যাবো।"

এরপর গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ড্রাইভার পেছনের সিটের দরজা তার জন্য খুলে দিলো। "এখানে স্বাগতম। আমি গাড়ির ট্র্যাঙ্কে আপনার স্যুটকেস রেখে দিচ্ছি।"

"ধন্যবাদ আপনাকে।"

গাড়িতে ঢুকে যখন অভিজাত চামড়ার সিটে হেলান দিয়ে বসলো ক্লান্তভাবে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেললো সে। বাইরে এদিকে সেদিকে হর্ন বেজেই চলেছে এবং জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে টায়ারের ঘর্ষণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় লিমোজিনের অভ্যন্তরের পৃথিবী একেবারে শান্ত। লোগান এয়ারপোর্ট থেকে বোস্টন হেডওয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলে সে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে রইলো।

হঠাৎ করেই তার সেলফোন বেজে উঠলো। গা ঝাড়া দিয়ে ঘুমঘুম চোখে উঠে সে নিজের পার্সের অভ্যন্তরে ফোন খুঁজতে লাগলো। ফোন খোঁজার সময়ে পেন এবং খুচরো পয়সা গাড়ির মেঝেতে আচমকাই পড়ে গেল। চারবার রিং হওয়ার পরে অবশেষে ফোনটি রিসিভ করলো সে।

"রিজোলি।"

"সিনেটর কনওয়ের অফিসে থেকে মার্গারেট বলছি। আমি আপনার ভ্রমণের জন্য ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি শুধুমাত্র ডাবল চেক করতে চেয়েছিলাম যে আপনি এয়ারপোর্ট থেকে বাসা ফেরার জন্য কোনো গাড়ি পেয়েছেন কিনা।"

"হ্যাঁ। আমি এখন সেই লিমোতেই আছি।"

"ওহ," কিছুক্ষণের জন্য ফোনের অপরপাশে বিরতি নেমে এলো। "যাই হোক, আমার মনে হয় পরিষ্কারভাবে ব্যাপারটি আপনাকে জানানো উচিত।"

"কী সেটা?"

"লিমো সার্ভিস আমাদের ফোন করে জানিয়েছে যে আপনি এয়ারপোর্ট থেকে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে আসতে মানা করেছেন।"

"না, সে তো আমার জন্য অপেক্ষায় ছিল। ধন্যবাদ।"

এই কথা বলে ফোন কেটে দিলো সে এবং ভাঁজ হয়ে বসে তার পার্স থেকে পড়ে যাওয়া জিনিসগুলো তুলে নিতে লাগলো। ড্রাইভারের সিটের নিচে তার

BanglaBook.org

বলপয়েন্ট পেন গড়িয়ে চলে গেছে। যখন সে পেনটি খোঁজার জন্য মেঝে হাতড়াতে লাগলো হঠাৎ করেই কার্পেটের রং নজরে এলো তার। নেভি ব্লু।

আস্তে আস্তে উঠে বসে পড়লো সে।

কিছুক্ষণ আগেই তারা ক্যালাহান টানেলে ঢুকে পড়েছে যা চার্লস নদীর নিচ দিয়ে চলে গেছে। ট্রাফিক ধীরে ধীরে এগোচ্ছে এবং তারা এই অসমাপ্ত কনক্রিটের টিউবের মধ্য দিয়ে চলছে। টানেলের ভেতরের উজ্জ্বল কমলা আলো ভূতুড়ে একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

নেভি ব্লু নাইলন সিক্স, সিক্স, ডুপয়েন্ট অ্যান্ট্রন। ক্যাডিলাক আর লিংকনে ব্যবহৃত হওয়া কার্পেট।

টানেলের দেওয়ালে চোখ নিবদ্ধ করে সে একেবারে স্থির হয়ে বসে রইলো। গেইল ইয়েগার এবং শবযাত্রার কথা ভাবতে লাগলো সে, সমাধিক্ষেত্রের গেটের বাইরে যে সব লিমোজিন সারি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কথাও মাথায় এলো তার।

সে অ্যালেক্সান্ডার ও ক্যারেনা ঘেন্টের সম্পর্কেও ভাবলো, যারা তাদের মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে এই লোগান এয়ারপোর্টেই পা রেখেছিল।

আর তার কেনেথ ওয়েট আর তার ওইউআই এর কথাও ভাবলো। যে লোকটির নিজের ড্রাইভ করার অনুমতি ছিল না, কিন্তু তারপরেও স্ত্রীকে নিয়ে বোস্টনে যেত সে।

এভাবেই কি তাহলে সে তাদেরকে খুঁজে পেয়েছে?

এক দম্পতি তার গাড়িতে প্রবেশ করেছে। তার রেয়ারভিউ মিররে মহিলাটির সুন্দর মুখশ্রী ভেসে উঠেছে। বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজনে সে গাড়ির নরম চামড়ায় হেলান দিয়ে নির্বিঘ্নে বসেছিল, কোনোরূপ চিন্তা ছিল না তার মাথায় যে তাকে লক্ষ করছে কেউ। এমন একজন লোক যার চেহারা হয়তো খেয়াল রাখার মতোনই না, কিন্তু সেই মুহূর্তে এই লোকটিই নির্ধারণ করেছে যে মহিলাটি তার শিকার হবে।

টানেলের উজ্জ্বল কমলা রঙের আলো রিজোলির মুখে এসে পড়লো যখন একের পর এক নিজের তত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা চালাচ্ছে সে। এ ধরনের আরামদায়ক গাড়িতে যে গাড়ির সিটের চামড়া মানুষের চামড়ার সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে শান্ত ভ্রমণ সম্ভব, সেখানে অজ্ঞাত একটি লোক গাড়ি চালানোর কাজটি করে চলেছে। সবকিছুই এই গাড়ির প্যাসেঞ্জারকে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত অনুভূতি দানের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ড্রাইভারটি তার প্যাসেঞ্জারের নাম জানে। ফ্লাইট নাম্বার। এমনকি যে স্ট্রিটে তার বাসা সেটিও চেনে।

ট্র্যাফিক দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনেক দূরে, সে টানেলের মুখ দেখতে পাচ্ছে, সাথে ধূসর আলোর ঝলকানিও। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো সে

BanglaBook.org

কারণ ড্রাইভারের চেহারার দিকে তাকানোর নূন্যতম সাহস হচ্ছে না তার। তাকে নিজের উদ্বেগের বিষয়ে ধারণা দিতে চাইছে না। এরপর ঘামতে থাকা হাত পার্সে ঢুকিয়ে সেলফোন বের করে নিলো। সেটিকে বাইরে বের করে আনলো না বরং সেখানেই রেখে দিয়ে ভাবতে লাগলো পরবর্তী পদক্ষেপ তার কী হওয়া উচিত। যতদূর দেখেছে ড্রাইভার এখনও পর্যন্ত তাকে সতর্ক করার মতো কিছুই করেনি, এমন কিছু করেনি এখনও যা তাকে মনে করিয়ে দেয় যে সে তাকে অধিগ্রহণ করতে চলেছে।

আস্তে আস্তে সে নিজের সেলফোন পার্স থেকে বের করে নিলো। সেটির ফ্লিপ খুললো। টিমটিমে আলোর টানেলে নাম্বার ডায়াল করতে তাকে কিছুটা বেগ পেতে হলো। *স্বাভাবিক থাক*, নিজেকে বোঝালো সে। এমন ভাবো যেন তুমি ফ্রস্টের সাথে এসেছ, *এসওএস*'কে দেখে কাঁপছ না। কিন্তু ফোন করে কী বলবে সে?

"আমার মনে হয় আমি সমস্যাতে আছি, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই?" সে ফ্রস্টের নম্বর স্পিড ডায়াল করলো। রিং হওয়ার পরে ধীরস্বরে "হ্যালো" শুনতে পাবার পরপরই ফোন স্থির হয়ে যেতে দেখলো সে।

টানেল। আমি এই ফাউল টানেলের মধ্যে আছি।

ফোন কেটে দিলো সে। সামনে দেখার চেষ্টা করলো যে তারা বহির্গামী পথে ঠিক কোন দিকে এগোচ্ছে। সেই মুহূর্তেই অনিচ্ছাকৃতভাবে তার চোখ ড্রাইভারের রেয়ারভিউ মিররে গিয়ে পড়লো। তার চোখে চোখ মেলানোর ভুল করে ফেলেছে সে, এখন কঠিন সত্যটা বুঝতে পেরেছে যে তাকে দেখছে সে। ঐ সময়েই তারা উভয়েই সবকিছু জেনে ও বুঝে গেল।

বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও গাড়ি থেকে!

দরজার হ্যান্ডেল ঘোরানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু ইতোমধ্যেই দরজার লক লাগিয়ে দিয়েছে সে। সেটিকে অগ্রাহ্য করে রিলিজ বাটনে উদ্বিগ্ন হয়ে খামচাতে থাকলো রিজোলি।

ঠিক সেই সময়েই সে তার সিটে পৌঁছে টেজার দিয়ে তাকে আঘাত করলো।

কাঁধ বরাবর আঘাত করলো প্রোব। তার ধড়ের অংশ দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট চলে গেল, তার স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি খেলে গেল। চোখের সামনে হঠাৎ অন্ধকার নেমে পড়লো। সিটে পড়ে গেল সে, হাত দুটো অসাড় হয়ে পড়েছে তার, খিঁচুনির কারণে দেহের সব পেশী সংকুচিত হয়ে আসছে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে তার দেহ, নতি স্বীকারের ভঙ্গিতে এখন তা ক্রমাগত স্পন্দিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

ক্রমাগত চলতে থাকা ঢপঢপ শব্দ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো অন্ধকার জগৎ থেকে। ধূসর আলোর কুয়াশা তার রেটিনায় উজ্জ্বল ভাবের সৃষ্টি করলো। উষ্ণ এবং রক্তের ধাতব স্বাদ পেল সে এবং তার জিহ্বা সেদিকেই গেল যেখানে সে সেটিকে কামড়েছে। কুয়াশা আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকলে, দিনের আলো দেখতে পেল। তারা টানেল থেকে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখন কোথায় যাচ্ছে? এখনও তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আছে, কিন্তু জানালার মাধ্যমে ধূসর আকাশ ভেদ করে উঁচু বিল্ডিংগুলোর আকৃতি পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছে। নিজের হাতদুটোকে নাড়ানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু ভারী এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে সেগুলো, খিঁচুনি উপেক্ষা করেই পেশীগুলোকে কিছুটা মুক্ত করার চেষ্টা করলো। জানালা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বিল্ডিং ও গাছগুলো তার মধ্যে ঝিমঝিম ভাবের সৃষ্টি করলো যার কারণে চোখ বন্ধ করে নিলো সে। সম্পূর্ণ মনোযোগ সে তার পা দুটোর দিকে দেওয়ার চেষ্টা করলো যেন তারা তার আদেশ মেনে দ্রুত কাজ করে। অনুভব করলো, পেশী সংকুচিত হচ্ছে এবং তার আঙ্গুলগুলো মুঠো করতে পারছে। আরও দৃঢ়ভাবে শক্ত করতে পারছে সেগুলোকে।

দরজা খোলো। দরজার তালা একবার খোলো।

চোখ খুললো রিজোলি, মাথা ঘোরার অবস্থা থেকে নিজেকে সামলাচ্ছে যেন, জানালা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া পৃথিবী দেখার সময়ে তার পাকস্থলী হঠাৎ করেই গুলিয়ে উঠল। হাত দুটো সোজা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলো, প্রত্যেক ইঞ্চি নাড়ানো মানেই বিজয় লাভ। এরপর হাতটা দরজার কাছে লক রিলিজ বাটনের দিকে এগিয়ে গেল। চেপে ধরতে গেলে সেটা খোলার জোরালো শব্দ তার কানে এলো।

হঠাৎ করেই তার উরুর কাছে চাপ অনুভব করলো। লোকটির চেহারা আবারও সিটের ওপরে দেখতে পেল যখন সে টেজার তার পায়ে চেপে ধরলো। এরপর তার সারা শরীরে আরও কিছু বিদ্যুত খেলে গেল।

তার পা দুটো অসাড় হয়ে পড়েছে। অন্ধকারের অবগুণ্ঠিত রাজ্যে আবারও হারিয়ে যেতে চলেছে।

২২২

গালের ওপর এক ফোঁটা ঠান্ডা পানি এসে পড়লো তার। ডাক্ট টেপের রোল খোলার শব্দ পেল। যখন সে তার হাত দুটোকে পিঠের পেছনে বাঁধলো ডাক্ট টেপ দিয়ে এবং টেপ বারবার জড়ানোর পরে রোল থেকে কেটে ফেললো তখনই জ্ঞান ফিরলো রিজোলির। এরপর তার জুতোজোড়া খুলে মেঝেতে ফেলে দিলো সে। তার

BanglaBook.org

ট্রাউজার সক্সদুটো খুলে ফেললো, যাতে তার চামড়া উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তার দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এলো আস্তে আস্তে, ততক্ষণে নিজের কাজ করে চলেছে লোকটি এবং তার মাথার অংশ দেখতে পেল সে যখন সে গাড়িতে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে পূর্ণ মনোযোগে তার গোড়ালির অংশ আটকাচ্ছে। তার পেছনে, গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে সবুজের রাজ্য দেখতে পেল সে। জলাভূমি আর গাছ। কোনো বিল্ডিং নেই। ফেন্স? সে কি তাকে ব্যাক বে ফেন্সে নিয়ে এসেছে?

আবারও ডাক্ট টেপ দিয়ে মুখ আটকানোর সময় আঠার গন্ধ নাকে লাগলো তার।

তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো খেয়াল করতে লাগলো যা সে গাড়ির জানালা নামানোর সময় দেখার প্রয়োজনবোধ করেনি। এমন কিছু বিষয় যা তার কাছে অবান্তর মনে হয়েছিল। গাঢ় চোখ, তীক্ষ্ণ গড়নের চেহারা, সতর্ক বুনো অভিব্যক্তি। আর সামনে কী আসতে চলেছে সে বিষয়ে উৎসাহ। এমন একটি চেহারা এটা যা ব্যাকসিট থেকে হয়তো কেউই খেয়াল করবে না। *তারা পরিচয়হীন আর্মি যারা নিজেদের ইউনিফর্মে সুসজ্জিত থাকে*, ভাবলো সে। যেসব মানুষ আমাদের হোটেলের রুম পরিষ্কার করে এবং আমাদের লাগেজ নিয়ে যায় কিংবা আমাদেরকে নিয়ে আসা লিমোজিনে ড্রাইভার হিসাবে বসে থাকে। তারা একই পৃথিবীতে আমাদের সাথে সমান্তরালে অবস্থান করে। যতক্ষণ তাদের প্রয়োজন পড়ে না তারা আমাদের কাছে অদেখাই থেকে যায়।

যতক্ষণ না তারা আমাদের পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে।

মেঝেতে পড়ে থাকা সেলফোনটি তুলে নিলো সে। রাস্তাতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে চাইলো সেটিকে। অবশেষে ফোনটি প্ল্যাস্টিক এবং তারের কিছু জড়ানো অবয়ব ছাড়া আর কিছুই থাকলো না। সেটাকে সে লাথি দিয়ে ঝোপের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিলো। কোনো ৯১১ তার হয়ে পুলিশকে এখানে আর নিয়ে আসতে পারবে না।

সে এখন নিজের কাজে নেমে পড়েছে। সিজনড প্রফেশনাল, যা সে ভালো পারে সেটিই করছে। গাড়ির দিকে ঝুঁকে তাকে দরজার দিকে হ্যাঁচকা টানে এগিয়ে নিলো, এরপর কোনো কিছু বুঝতে না দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলো। একজন স্পেশাল অপারেশন সৈন্য যে মাইলের পর মাইল ধরে কাঁধে একশ পাউন্ডের প্যাক বেঁধে চলতে পারে, তার পক্ষে ১১৫ পাউন্ড ভরের এক মেয়েকে তোলা কম চ্যালেঞ্জই বলা চলে। মুখে বৃষ্টি পড়লো তার যখন তাকে গাড়ির পেছনে নিয়ে যাওয়া হলো। গাছ, রূপালি কুয়াশা এবং ঘন হয়ে থাকা আন্ডারগ্রোথ চোখে পড়লো তার। কিন্তু অন্য কোনো গাড়ি নেই, যদিও গাছ টপকিয়ে সে কিছু গাড়ির শব্দ পেয়েছে, কানে শঙ্খ ধরলে সেখান থেকে সমুদ্রের যেমন শব্দ পাওয়া যায় ঠিক তেমনভাবে

BanglaBook.org

ট্র্যাফিকের হুশ হুশ শব্দ পেয়েছে। কণ্ঠের কাছে তার হতাশার চিৎকার এসে দলা বাঁধলো।

ইতোমধ্যেই গাড়ির ট্র্যাঙ্ক খুলে রাখা হয়েছে, গাঢ় হলুদাভ সবুজ রঙের প্যারাসুট বের হয়ে আছে তার দেহ আবৃত করার প্রয়োজনে। সে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবারও গাড়িতে তার জুতোজোড়া আনতে চলে গেল। তার সাথে সেগুলোকেও ট্র্যাঙ্কে রাখলো। এরপর ট্র্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে গেলে রিজোলি চাবি ঘুরিয়ে লক করার বিষয়টি বুঝতে পারলো। যদি সে নিজের হাত মুক্ত করেও ফেলে তারপরেও এই কাল রঙের কফিন থেকে কোনোভাবেই মুক্ত হতে পারবে না সে।

ওয়ারেন হয়েট সম্পর্কে ভাবলো। তার শান্ত হাসি এবং লেটেক্স গ্লাভসে সজ্জিত লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলোর কথা ভাবতে লাগলো। সে ভাবলো গ্লাভস পরা ঐ হাতে কী ধরে রেখেছে সে এবং কথাগুলো ভাবতেই হঠাৎ করেই আতঙ্ক গ্রাস করলো তাকে। তার শ্বাস দ্রুত হয়ে পড়েছে এবং অনুভব করলো যে তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড় হয়েছে এবং আগের মতো করে ভালোভাবে এবং দ্রুত শ্বাস নিতে পারছে না সে। নিজেকে শ্বাসরোধ হওয়া থেকে বাঁচাতে প্রাণপণে চেষ্টা করলো। উদ্বিগ্নতায় বেঁকিয়ে পড়লো সে, ঠিক প্রাণীদের মতো বাঁচার তাগিদে ছটফট করতে থাকলো। নিজের স্যুটকেসের সাথেই মুখে বাড়ি খেলো। হঠাৎ করে লাগা এই আঘাত কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে হতবিহ্বল করে দিলো। বিধ্বস্ত অবস্থাতে পড়ে থাকলো সে, গাল কেঁপে যাচ্ছে তার।

হঠাৎ করে গাড়িটি ধীরগতিতে চলতে চলতে থামল।

দৃঢ়ভাবে নিজেকে তৈরি করলো রিজোলি, যখন সে পরবর্তী ঘটনাগুলোর জন্য অপেক্ষা করছে বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড ক্রমাগত বাড়ি মেরে চলছে। সে একজন মানুষকে বলতে শুনলো, "ভালো দিন কাটুক।" কথাগুলো শোনার কিছুক্ষণ পরে আবারও গাড়িটি চলতে শুরু করলো এবং আচমকাই গতি পেল।

টোলবুথ। তারা টার্নপাইকে রয়েছে।

সে বোস্টনের পশ্চিমে অবস্থিত সব ছোটো ছোটো শহরের কথা, শূন্য মাঠ এমনকি জঙ্গলে যাওয়ার রাস্তার কথাও ভাবতে লাগলো, এমন কিছু জায়গা যেখানে হয়তো কেউ গাড়ি থামানোর কথা চিন্তা করে না। এমন কিছু জায়গা যেখানে লাশের হদিশ পাওয়া যাবে না। গেইল ইয়েগারের শিরা কালো হয়ে ফুলে থাকা লাশ এবং মার্লা জিন ওয়েটের ছড়ানো ছিটানো হাড়ের কথা ভাবতে লাগলো যেগুলো এই জঙ্গলের স্তব্ধতার মাঝেই একসময় আবিষ্কৃত হয়েছিল। এভাবেই প্রত্যেকের মাংসের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

চোখ বন্ধ করলো সে, টায়ারের নিচে ঘড়ঘড় শব্দ তোলা রাস্তাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলো সে। খুব দ্রুত চলছে গাড়িটি। এখন বোস্টন শহর থেকে

BanglaBook.org

হয়তো কিছুটা দূরেই চলে এসেছে তারা। আর ফ্রস্ট তার ফোনের অপেক্ষা করতে করতে ঠিক কী ভাববে? ঠিক কখন তার মাথায় আসবে যে কিছু একটা তো গণ্ডগোল হয়েছেই?

কোনো পার্থক্য হবে না তাতে। সে জানতেই পারবে না কোথায় খুঁজতে হবে। কেউ পারবে না।

তার দেহের ভারের কারণে বাম হাত অসাড় হয়ে পড়লো, টেজারের হুল ফোটানো ব্যথা এখন অসহ্যকর পর্যায়ে চলে গেছে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো সে এবং প্যারাশুটের ফেব্রিকে নিজের মুখ চেপে ধরলো। এটা হয়তো সেই একই ফেব্রিক যাতে গেইল ইয়েগার এবং ক্যারেনা ঘেন্টের লাশ আবৃত করে রাখা হয়েছিল। কল্পনাতে এর ভাঁজে ভাঁজে থাকা মৃত্যুর গন্ধ টের পেল সে। পচনের গন্ধ। আতঙ্কিত হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করতে গেলে ট্র্যাঙ্কের ছাদে মাথায় বাড়ি খেলো। মাথার চামড়া জ্বলে উঠল। স্যুটকেসের আকার ছোটো হলেও সেটি এই জায়গাতে নড়াচড়া করার জন্য খুব সামান্য জায়গায় অবশিষ্ট রয়েছে এবং ক্লস্টোফোবিয়াতে আবারও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখো। গডড্যাম রিজোলি। নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখো।

কিন্তু সে তার মন থেকে সার্জনের ছবি কোনোভাবেই ঝেড়ে ফেলতে পারলো না। সেলারের মেঝেতে নিথর হয়ে পড়ে থাকার সময়ে তার ওপরে ঝুলে থাকা মুখের চিত্রটি হঠাৎ করেই তার মাথায় ঘুরতে লাগলো। তার মনে হলো কীভাবে সে তার স্কালপেলের আঘাতের জন্য অপেক্ষমান ছিল এবং সেদিন সে ধারণা করেই নিয়েছিল যে কোনোভাবেই তার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। ব্যাকুলতার সাথে যে জিনিসটা প্রত্যাশা করেছিল তা আর কিছু নয়, বরং দ্রুত মৃত্যু।

আর একইসাথে বিপরীত ঘটনাটি ঠিক কতটা ভয়াবহ ছিল সেটাও মাথায় এলো তার।

সে নিজেকে আস্তে আস্তে এবং গভীরভাবে দম নেওয়ার জন্য তৈরি করলো। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে এসে পড়লো উষ্ণ এক বিন্দু এবং মাথার পেছনের অংশে হঠাৎ করেই শুরু করলো তীব্র ব্যথা। সে নিজের মাথার চামড়ার অংশ তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ছিলে ফেলেছে এবং এখন স্থিরগতিতে সেখান থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে প্যারাশুটে গড়িয়ে পড়ছে। *প্রমাণ*, ভাবলো সে। *আমার রাস্তা আমার রক্তই একসময় দেখাবে।*

রক্তক্ষরণ হচ্ছে আমার। আমি কিসের সাথে মাথা লাগিয়ে এই অবস্থা বানালাম?

পেছনে হাত বাড়ালো, ট্র্যাঙ্কের ছাদ হাত দিয়ে স্পর্শ করলো, দেখার চেষ্টা

BanglaBook.org

করলো ঠিক কী জিনিস তার মাথার চামড়া ফুটো করার কাজ করেছে। ভাঁজ হয়ে থাকা প্ল্যাস্টিকের মতো অংশ দেখতে পেল। ওটার সাথে ধাতব অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এরপর হঠাৎ করেই বেরিয়ে থাকা স্ক্রু এর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তার চামড়াতে এসে ফুটলো।

নিজের ব্যথা হতে থাকা হাতের পেশীকে কিছুটা থিতু হতে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করলো। চোখের পলক ফেলে তার ওপরে লেগে থাকা রক্ত সরানোর চেষ্টা করলো। রাস্তার ওপরে একইভাবে চলতে থাকা টায়ারের শব্দ কানে এলো তার।

এখনও দ্রুতগতিতে চলছে গাড়িটি, বোস্টন শহরকে অনেক পেছনে রেখে এসেছে তারা।

৯৯৯

জঙ্গলের এই জায়গার পরিবেশ সত্যিই মনোমুগ্ধকর। গাছগুলোর ঘেরাটোপে দাঁড়িয়ে আছি আমি, যাদের অগ্রভাগ আকাশ ছুঁইছুঁই করছে ঠিক ক্যাথেড্রালের চূড়ার মতোই। আজকে পুরোটা সকালজুড়েই বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এখন মেঘের ফাঁক গলে আলো লুকোচুরি খেলা শুরু করেছে এবং মাটিতে সেই জায়গায় এসে পড়ছে যেখানে আমি চারটি লোহার দন্ড পুঁতে রেখেছি, যার প্রতিটি কোণে চারটি দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে। গাছের পাতাগুলো থেকে বৃষ্টির পানির ফোঁটা পড়ার সামান্য শব্দ বাদে, চারপাশে একেবারেই নিরবতা বিরাজ করছে।

এরপর আমি শব্দ পেলাম ডানা ঝাপটানোর। শব্দ লক্ষ করে তাকাতেই মাথার ওপরে থাকা গাছের ডালের ওপরে তিনটা কাককে এসে বসতে দেখলাম। তারা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে এদিকেই, যেন তারাও পরবর্তী ঘটনাগুলোর ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছে। ইতোমধ্যেই তারা জানে এই জায়গাটি ঠিক কেমন, আর এ কারণে তারা গলিত মাংসের তাগিদে এই জায়গায় এসে কালো ডানা ঝাঁপটিয়ে অপেক্ষা করছে সেই সময়ের।

সূর্যের আলোর দরুণ মাটির অংশটুকু গরম হয়ে আছে এবং ভেজা পাতাগুলো থেকে বাষ্প উড়তে দেখা যাচ্ছে। আমি আমার ন্যাপস্যাককে একটি ডালের সাথে ঝুলিয়ে রাখলাম যাতে সেটি শুকনো অবস্থাতেই থাকে এবং তার মধ্যে থাকা ভারি যন্ত্রগুলোর দরুণ সেটি সেখান থেকে এমনভাবে ঝুলে রয়েছে যেন ভারি কোনো ফল। ভেতরে থাকা ঐ জিনিসগুলোর জন্য কোনো তালিকা তৈরি করার দরকার নেই আমার; আমি সেগুলোকে অতি যত্নের সাথেই সাজিয়ে রেখেছি, ন্যাপস্যাকে ঢোকানোর সময় ঠান্ডা স্টিলে মনের মতো হাত বুলিয়েছি। এক বছর কারাবাসে থাকার পরেও এগুলোর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা একেবারেই কমেনি। যখন আমার

BanglaBook.org

আঙ্গুলগুলো স্কালপেলকে ছোঁয়, ঠিক পুরোনো বন্ধুর সাথে করমর্দনের মতোই অনুভূতি হয় আমার।

এখন আমাকে আরও একজন পুরোনো বন্ধুকে স্বাগতম জানাতে হবে।

আমি রাস্তার ধারে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মেঘগুলো তন্তুর মতো ছাড়া ছাড়া উড়ে বেড়াচ্ছে এবং উষ্ণ বিকেল তাড়াতাড়িই গড়িয়ে এসেছে। গভীর দুই ছোটো খাতের সমান হবে রাস্তাটা এবং তাদের মধ্যে থেকেই কিছু কিছু লম্বা আগাছা উঁকিঝুঁকি মারছে। সাম্প্রতিক সময়ে এখানে গাড়ি আসার পরেও তাদের ঠুনকো বীজপত্রগুলো এখনও টিকে আছে। মাথার ওপরে কা কা শব্দ হতেই আমি দেখতে পাই তিনটি কাক আমাকে অনুসরণ করছে। তারাও অপেক্ষমান রয়েছে প্রদর্শনীর জন্য।

সবাই দর্শক হতে ভালোবাসে।

বালুর কিছু অংশ গাছগুলোর মধ্য দিয়ে উড়তে দেখা গেল। একটি গাড়ি এগিয়ে আসছে এদিকেই। অপেক্ষা করছি আমি। হৃদস্পন্দনের গতি বেড়ে গেছে হঠাৎ করেই, প্রতীক্ষা ও চাপা উত্তেজনায় আমার হাত ঘেমে চটচট করছে। অবশেষে সেটি দৃষ্টিসীমানার মধ্যে এলো, নোংরা রাস্তা ধরে উজ্জ্বল কালো রঙা বিহিমথটি গম্ভীরভাবে নিজের সময়টুকু নিয়ে আস্তে আস্তে এদিকেই এগিয়ে আসছে। আমার সাথে আমার বন্ধুকে দেখা করানোর জন্য নিয়ে আসছে।

যতটুকু মনে পড়ে আমার, অনেক দিন হয়ে গেছে আমাদের দেখা হওয়ার। ওপরে তাকালে দেখতে পেলাম সূর্য এখনও মাথার ওপর প্রখরভাবে রয়েছে, এখনও আমাদের কাছে দিনের আলো অনেক ঘণ্টার জন্যই বাকি রয়েছে। গ্রীষ্মের এই দিনে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে মজা নিতে পারবো।

আমি রাস্তার মাঝে দাঁড়ালে লিমোজিনটা আমার সামনে এসে থেমে গেল। ড্রাইভার বেরিয়ে এলো গাড়ির ভেতর থেকে। আমাদের কথা বলার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই: আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র এক চিলতে হাসি দিলাম। দুই ভাইয়ের হাসি, যাদের সম্পর্ক পারিবারিক সূত্রে হয়নি বরং ভাগাভাগি করে নেওয়া অভিপ্রায় এবং ক্ষুধার বদৌলতে হয়েছে। পৃষ্ঠায় লেখা কিছু শব্দ সংযোগ ঘটিয়েছে আমাদের। দীর্ঘ চিঠিগুলোতে আমরা নিজেদের কল্পনাগুলোকে বুনে চলতাম এবং আমাদের মৈত্রী নির্মাণের স্বপ্ন দেখতাম। শব্দগুলো আমাদের কলম থেকে যেন মাকড়শার জালের সিল্কের তন্তুর মতো বের হতো যা আমাদের দুজনকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বেঁধে রাখত। আমাদেরকে সেগুলোই আজ এই জঙ্গলে নিয়ে এসেছে যেখানে কাকেরা গভীর আকর্ষণবোধের কারণে তাকিয়ে আছে।

একসাথে আমরা গাড়ির পেছনের অংশের দিকে অগ্রসর হলাম। সে তার সাথে সঙ্গমের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। আমি তার প্যান্টের স্ফীত অংশ দেখতে

BanglaBook.org

পাচ্ছি এবং হাতে থাকা চাবির তীক্ষ্ণ ঠকঠক শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তার চোখের তারাগুলো ঘোলা হয়ে এসেছে এবং ওপরের ঠোঁটে ঘাম জমতে দেখা যাচ্ছে। আমরা ট্র্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, উভয়েই আমরা নিজেদের অতিথিকে প্রথমবার দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। তার আতঙ্কের প্রথম সুগন্ধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

লকে চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালো সে। ট্র্যাঙ্ক হুড খুলে গেল এভাবেই।

একপাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রয়েছে সে, আমাদের দিকে তাকিয়ে পলক ফেলছে, হঠাৎ আলোর ছোঁয়াতে চোখ পিটপিট করছে তার। আমি তার প্রতি এতটাই মনযোগী হয়ে পড়লাম যে, ছোটো স্যুটকেসের এক কোণা থেকে বেরিয়ে থাকা সাদা ব্রা'র গুরুত্ব তখনও বুঝতে পারলাম না। যখন আমার পার্টনার একটু ঝুঁকে তাকে ট্র্যাঙ্ক থেকে বের করে আনতে গেল ঠিক তখনই আমি বুঝলাম আসলে কী ঘটতে চলেছে।

চিৎকার করে বললাম আমি, "না!"

কিন্তু ততক্ষণে সে তার উভয় হাত সামনে এনেছে এবং ট্রিগারে চাপ দিয়ে ফেলেছে।

তৎক্ষণাৎ মাথা ফেটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থার সৃষ্টি করলো।

অদ্ভুত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা ব্যালের মতো তার দেহ বেঁকে গিয়ে পেছনের দিকে পড়ে গেল। তার হাত দুটো আমার দিকে নির্ভুলভাবেই উঁচিয়ে ধরলো। শুধুমাত্র পাশে ঘুরে যাওয়ার মতো সময় পেলাম আমি, কিন্তু ততক্ষণে দ্বিতীয়বারের জন্য তার বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে এলো।

আমার ঘাড়ের মধ্য দিয়ে গুলি বিঁধে চলে যাওয়ার ব্যাপারটি ঠিকভাবে অনুভব করতে পারলাম না আমি।

আবারও সেই অদ্ভুত ব্যালে যেন চলতেই থাকলো, কিন্তু এবার এটা আমার দেহ যে এই নাচ নেচে দেখাচ্ছে, বাহু দুটো বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়ার সময় সেগুলো নিজের অজান্তেই বৃত্ত আঁকছে। আমি একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেলাম, কিন্তু কোনো ব্যথার চিহ্ন নেই আমার মধ্যে, শুধুমাত্র নোংরা মাটিতে আমার ধড়ের অংশ পড়ার বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। শুয়ে থেকে ব্যথা শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম এবং ধুঁকার, কিন্তু তেমন কিছুই হলো না আমার সাথে। শুধুমাত্র অবাক হওয়ার অনুভূতি কাজ করলো আমার মধ্যে।

আমি গাড়ির মধ্যে তার নিজের সাথে সংগ্রাম করার শব্দ পেলাম। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা যাবত গুটিসুটি মেরে পড়ে রয়েছে, নিজের পা দুটোকে চলৎক্ষম পর্যায়ে আনতে কিছুটা সময় নিচ্ছে।

অতঃপর আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমার কাঁধের অংশে পা রেখে, আমাকে চিৎ করে শুইয়ে দিলো। তখনও জ্ঞান হারাইনি। এবং ঘটতে চলা

BanglaBook.org

জিনিসগুলোকে উপলব্ধি করেই তার দিকে তাকিয়ে আছি। আমার মুখের দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলো, হাত কাঁপছে তার, শ্বাস আটকে আসছে থেকে থেকে, দম ফুরানোর মতো অবস্থা হয়ে গেছে কিছুটা। ঠিক ওয়ার পেইন্টের মতোই তার বাম গাল বরাবর রক্ত থেবড়ে আছে। তার দেহের প্রতিটি পেশী এখন আমাকে মারার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করে ফেলেছে। সত্তার প্রত্যেকটি অংশ যেন তাকে ট্রিগার চেপে ধরতে বলছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি, নির্ভয়ে, আমি তার চোখে যুদ্ধের হলফ দেখতে পাচ্ছি। সেই সাথে ভাবছি কোন ধরনের পরাজয় বরণ করতে চলেছে সে। তার হাতে সে নিজের ধ্বংসের অস্ত্রই নিয়ে রেখেছে; আমি শুধুমাত্র প্রভাবক হবো এতে।

মেরে ফেলো আমাকে এবং এর ফলাফল তোমাকে ধ্বংস করে দেবে।

আমাকে বাঁচাবে তুমি এবং সারাজীবনের মতো তোমার দুঃস্বপ্নের অংশ হয়ে থাকবো আমি।

হঠাৎ করেই কোমলতার সাথে ফুঁপিয়ে উঠল সে। নিজের অস্ত্রটি নামিয়ে রাখলো আস্তে আস্তে। "না," ফিসফিস করে বলল সে। *পরক্ষণেই জোরে বলল কথাটি।* অনেকটা ক্ষোভের সাথেই বলল আবারও "না।" *সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে দম নিলো।*

আর এরপর এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় পঁচিশ ।।

ক্লিয়ারিংয়ে দাঁড়িয়ে রিজোলি মাটিতে পুঁতে রাখা চারটি লোহার দণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। দুটো হাতের জন্য এবং দুটো পা আটকানোর জন্য। তার সাথে দড়ি বেঁধে রাখা ছিল, যা ইতোমধ্যেই কেটে ফেলা হয়েছে, যা কবজি এবং গোড়ালি আটকানোর প্রয়োজনে অপেক্ষমান ছিল। বর্তমানে তা অবহেলিতের মতো পাশে পড়ে আছে। লোহার দন্ডগুলোর উদ্দেশ্যের কথা আপাতত কোনোভাবেই মাথায় আনতে চাইছে না রিজোলি। তার বদলে জায়গাটিতে পুলিশের ক্রাইম সিন দেখার মতো করে বৈষয়িক হাবভাব নিয়ে ঘুরতে লাগলো। হয়তো এই দন্ডগুলোতে তার পা বেঁধে রাখা হতো, হয়তো হয়েটের ন্যাপস্যাকে থাকা যন্ত্রপাতি তার মাংসে গেঁথে যাওয়ার কাজ করতো। এসব বিস্তর কিছু জিনিসের পাশ কাটিয়ে যেতে থাকলো। বুঝতে পারছে তার সহকর্মীরা তার দিকেই তাকিয়ে আছে, একটু কাছে যেতে তাদের কণ্ঠস্বর এক ধাপ নিচুতে নেমে যাওয়ার বিষয়টিও খেয়াল করলো। সেলাই করা মাথার চামড়াতে ব্যান্ডেজটি তাকে হেঁটে চলে ফিরে বেড়ানো আহত মানুষ হিসাবেই উপস্থাপন করছে এবং তারা তার সাথে এমন ব্যবহার করছে যেন সে কোনো কাঁচ, যে-কোনো মুহূর্তেই ভেঙ্গে যাবে যে। এই মুহূর্তে সে এটা কোনোমতেই মেনে নিতে পারবে না, যখন তার বিশ্বাস করার অতীব প্রয়োজন যে সে শিকার নয়, নিজের আবেগের ওপরে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

আর এ কারণে জায়গাটিতে হাঁটাচলা করে বেড়াতে লাগলো, যেমনটা অন্যান্য ক্রাইম সিনে করে থাকে। ইতোমধ্যেই জায়গাটির ছবি তোলা হয়ে গেছে এবং আগের দিন স্টেট পুলিশ এসে এটাকে ভালোভাবে তল্লাশি করে গেছে। অফিশিয়ালভাবে সিনটিকে মুক্ত ঘোষণাও করা হয়েছে, কিন্তু আজকে সকালে রিজোলি এবং তার টিমের অন্যান্যরা এক অজানা কারণে এটাকে পরীক্ষা করার তাড়া অনুভব করায় ফ্রস্টের সাথে জঙ্গলের এই জায়গাতে টহল দিতে এসেছে। টেপের মাধ্যমে ক্যানিস্টারের দূরত্ব মাপতে গেলে কিছুটা গণ্ডগোল হয়ে গেল যখন তারা রাস্তা থেকে সেই ছোটো জায়গা মাপলো যেখানে স্টেট পুলিশ ওয়ারেন হয়েটের ন্যাপস্যাক আবিষ্কার করেছিল। গাছের এই ঘেরাটোপের গুরুত্বের বাইরেও সে জায়গাটিকে কেমন যেন বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। নিজের নোটবুকে সে একটি ক্যাটালগ লিখে রেখেছে যা তারা সেই ন্যাপস্যাকে খুঁজে পেয়েছে : স্কালপেল, ক্ল্যাম্প, রিট্রাক্টর ও গ্লাভস। সে ওয়ারেন হয়েটের জুতোর ছাপ দেখলো যেখানে

এখন প্লাস্টার দিয়ে রাখা হয়েছে এবং গিঁটবাঁধা দড়ির এভিডেন্স ব্যাগের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকলো এটা মাথা থেকে না ঝেরে ফেলেই যে দড়িগুলো কার কব্জির জন্য আনা হয়েছিল। পরিবর্তনশীল সেই পরিবেশের দিকে গভীর মনোযোগ দিলো, নিজের কাছে সত্যটা স্বীকার না করেই যে গাছের চূড়া এবং আকাশের এই দৃশ্যপট হয়তো তার অন্তিম মুহূর্ত ডেকে আনতে চলেছিল। আজকে জেন রিজোলি এখানে শিকার হিসাবে আসেনি। যদিও তার সহকর্মীরা তার দিকে ক্ষণিকের জন্য তাকিয়েছে, কিন্তু তারা তাকে দেখতে পাবে না পুরোপুরি। কেউই পাবে না।

সে তার নোটবুক বন্ধ করে গাছের মধ্য দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকা গ্যাব্রিয়েল ডিনের দিকে তাকালো। যদিও তাকে দেখার পর তার মনের মধ্যে উৎফুল্লভাবের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সামনাসামনি আসার পর মাথা নাড়িয়ে সম্বোধন করে বোঝাতে চাইলো সে, চলো কাজের কথাতে আসা যাক।

তার অভিব্যক্তি বুঝতে পারলো ডিন, তারা একে অপরের মুখোমুখি হলো প্রফেশনালদের মতোই, দুই দিন আগে তাদের ভাগাভাগি করে নেওয়া একান্ত মুহূর্তের সাথে দুজনের কেউই ছেলেখেলা করতে চাইলো না।

"ভিআইপি লিমোজিন এই ড্রাইভারকে প্রায় ছয়মাস আগে নিয়োগ দিয়েছিল," বলল সে। "ইয়েগার, ঘেন্ট, ওয়েট-সে তাদের সবাইকেই নিয়ে গেছে। এবং তার ভিআইপিদের পিকআপ করার জন্য স্কেজিউলে অবাধ অনুগমন ছিল। সে আমার নাম হয়তো সেখানেই দেখেছে। সে আমার স্কেজিউলড পিকআপ বাতিল করার কাজটিও করেছে যাতে সে সেই ড্রাইভারের জায়গা নিতে পারে যার আমাকে নিতে যাওয়ার কথা ছিল।"

"ভিআইপি কী তার জব রেফারেন্স চেক করেছিল?"

"তার রেফারেন্স কয়েক বছরের পুরোনো ছিল, কিন্তু সেগুলো এক কথায় চমৎকার ছিল।" কিছুটা বিরতি নিয়ে বলল রিজোলি। "তার জীবনবৃত্তান্তের কোথাও সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা নেই।"

"তার কারণ জন স্টার্ক তার আসল নাম নয়।"

তার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো। "পরিচয় চুরি করেছে?"

ডিন গাছগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। তারা ক্লিয়ারিং থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলো, যেখানে তারা একান্তে কিছু কথা সেরে নিতে পারে।

"আসল জন স্টার্ক কসোভোতে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মারা গিয়েছিল," ডিন বলল। "ইউ.এন'র ত্রাণকর্মী ছিল সে, তার জিপ একটি ল্যান্ড মাইনকে আঘাত করে। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটেছিল তার। টেক্সাসের কর্পাস ক্রিস্টিতে তাকে দাফন করা হয়েছে।"

"তাহলে আমরা আমাদের এই খুনির আসল নামও জানতে পারলাম না।"

Banglabook.org

মাথা ঝাঁকালো ডিন। "তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডেন্টাল এক্সরে এবং টিস্যু স্যাম্পল পেন্টাগন এবং সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স উভয় জায়গাতেই পাঠানো হবে।"

"আমরা তো তাহলে কোনো উত্তর পাবো না। পাবো কি?"

"যদি না ডমিনেটর তাদের একজন হয়ে থাকে। তাদের উদ্বিগ্নতার বিষয়কে হয়তো তুমিই সমাধান করে ফেলেছ। তাদের আর কিছু বলার বা করার নেই।"

"আমি হয়তো তাদের সমস্যা সমাধান করতে পারি," বিরক্তির সাথে বলল সে। "কিন্তু আমার সমস্যা তো এখনও জীবন্ত অবস্থাতেই আছে।"

"হয়েট? সে আর কখনোই তোমার উদ্বিগ্নতার কারণ হতে পারবে না।"

"ঈশ্বর, আমার আরও একটা গুলি করা উচিত ছিল–"

"সে কোয়াড্রিপেলাজিক হয়ে পড়েছে হয়তো, জেন। আমার মনে হয় না এর তুলনায় খারাপ কোনো শাস্তি তার প্রাপ্য ছিল।"

তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নোংরা রাস্তার দিকে এগিয়ে এলো। গতরাতে লিমোজিনটিকে পুলিশের অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু এখানে তাতে লেগে থাকা প্রমাণ এখনও রয়ে গেছে। সে শুকিয়ে থাকা রক্তের দিকে তাকালো যেখানে জন স্টার্ক নামের সেই লোকটি মরে গিয়েছিল। কয়েক গজ দূরে, হয়েট যেখানে পড়েছিল সেখানে ছোটো একটি দাগ হয়ে রয়েছে। এই একই জায়গাতে তার পা দুটো অচল এবং তার মেরুদণ্ড পাল্পে পরিণত হয়েছে।

আমি এই বিষয়টি এখানেই মিটিয়ে ফেলতে পারতাম, কিন্তু আমি তাকে বাঁচতে দিয়েছি। আর এখন পর্যন্ত আমি জানি না কাজটা আদৌতে ঠিক হয়েছে কিনা।

"তুমি কেমন আছ, জেন?"

তার প্রশ্নে সে আপন একটা ভাব খুঁজে পেল, একটা অব্যক্ত সত্য যে তারা এখন সহকর্মীর থেকেও বেশি কিছু। তার দিকে তাকালে হঠাৎ করেই নিজের বিপর্যস্ত মুখের কথা এবং মাথার চামড়ার সাথে লাগানো ব্যান্ডেজের কথা খেয়াল হলো তার। এভাবে নিজেকে তার সামনে উপস্থাপন করতে চায় না সে, কিন্তু এখন তার সামনে যখন এভাবে দাঁড়িয়ে আছে তখন নিজের আঘাতগুলো লুকানোর কোনো উপায়ও নেই। তার চেয়ে বরং সোজা হয়ে তার দিকে তাকানোর চিন্তা করলো।

"ভালোই আছি আমি," বলল সে। "মাথাতে কয়েকটা সেলাই পড়েছে, পেশি ছিলে গেছে কিছুটা। সব মিলিয়ে একটা বিশ্রি অবস্থা।" সে তার আঘাত পাওয়া মুখে আলতো করে বাড়ি দিয়ে সজোরে হেসে ফেললো। "কিন্তু তোমার অন্য মানুষটিকে দেখা উচিত অবশ্যই।"

"আমার মনে হয় না এখানে আসা উচিত হয়েছে তোমার," বলল সে।

BanglaBook.org

“কী বলতে চাইছো?”

“এত তাড়াতাড়ি।”

“আমিই সেই মানুষ যার এখানে আসা অতীব প্রয়োজন ছিল।”

“তুমি কোনো সুযোগ ছাড়তে চাও না, তাই না?”

“কেন ছাড়বো বলো?”

“কারণ তুমি যন্ত্র নও, জেন। এটা তোমার ক্ষতি করবে। তুমি এই সাইটে আসতে পারো না এবং এটাকে অন্য যে-কোনো ক্রাইম সিন ভাবতেও পারো না।”

“আমি এটাকে এভাবেই দেখছি।”

“যা কিছু হয়েছে সেসব কিছুর পরে?”

কী হয়েছে।

সে নোংরাতে লেগে থাকা রক্তের দাগের দিকে তাকালো এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য রাস্তাটিকে এমনভাবে বেঁকে যেতে দেখলো, যেন এই মাত্র মাটি কেঁপে উঠেছে, নিজের ওপর যে বর্ম চেপে রেখেছে তা যেন হঠাৎ করেই নড়ে উঠল, সে যার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটাই যেন তার কাছে বিপদসঙ্কুল বলে মনে হলো।

ডিন চেষ্টা করল তার হাত ধরার। তার স্পর্শে রিজোলির চোখে পানি চলে এলো। একটা স্পর্শ যা বলতে চাইছে : অন্তত এবারের জন্য তুমি শুধুমাত্র মানুষ। দুর্বল তুমি।

শান্তকণ্ঠে বলল সে, “ওয়াশিংটনে যা ঘটেছে সেসবের জন্য আমি দুঃখিত।”

সে তার চোখে ব্যথার চিহ্ন স্পষ্টভাবেই দেখতে পেল এবং বুঝতে পারলো যে তার কথাগুলোর ভুল অর্থ বুঝেছে।

“তাহলে তুমি মনে করো আমাদের মধ্যে যা ঘটেছে তা যদি কখনোই না ঘটত, তাই তো,” বলল সে।

“না, না, সেই ব্যাপারে না–”

“তাহলে কিসের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলে তুমি?”

দীর্ঘশ্বাস ফেললো। “আমি দুঃখিত কারণ তোমাকে এটা না বলেই চলে এসেছি যে, সেই রাতটা আমার জন্য ঠিক কতটা অর্থবহ ছিল। আমি দুঃখিত কারণ ভালোভাবে তোমাকে বিদায় জানিয়ে আসতে পারিনি। আর আমি দুঃখিত...” একটু থেমে আবারও বলল সে। “যে আমি তোমাকে নিজের খেয়াল রাখার সুযোগ দেইনি, অন্তত এইবারের জন্য। কারণ সত্যি বলতে, আমি তা চেয়েছিলাম। নিজেকে যত কঠোর ভেবে থাকি আমি তা নই।”

হেসে ফেললো ডিন। তার হাত চেপে ধরলো। “আমরা কেউ এমন হতে পারি না, জেন।”

“হেই রিজোলি?” ব্যারি ফ্রস্ট তাকে জঙ্গলের এক কোণা থেকে ডাক দিলো।

BanglaBook.org

তার চোখে আসা পানি নিয়ে সে তার দিকে ঘুরে তাকালো। "হ্যাঁ?"

"আমরা কিছুক্ষণ আগে ডাবল টেন ফিফটি ফোর পেয়েছি। কুইক স্টপ মুদি দোকান, জ্যামাইকা প্লেইন। স্টোর ক্লার্ক এবং একজন কাস্টমার নিহত। সিনটি ইতোমধ্যেই ঘিরে ফেলা হয়েছে।"

"হায় যীশু। এত সকালে।"

"আমরা এখান থেকে সেখানেই যাচ্ছি। তুমি আসবে নাকি?"

গভীর দম নিয়ে ডিনের দিকে তাকালো। তার হাত ছেড়ে দিয়েছে সে ইতোমধ্যেই। তার স্পর্শ মিস করলেও নিজের মনে কিছুটা শক্তিশালী অনুভব করছে সে, হঠাৎ করেই কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেছে তার, তার পায়ের নিচের মাটি হঠাৎ করে আবারও শক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই মুহূর্ত ছেড়ে যাওয়ার জন্য সে এখনও প্রস্তুত নয়। তাদের ওয়াশিংটনের শেষ বিদায় গোলমেলে ছিল ভীষণ; সে আবারও সেটা হতে দিতে চায় না। সে তার জীবনকে কর্সাকের মতো বানাতে চায় না, অনুতাপের জীবন।

"ফ্রস্ট?" বলল সে, ডিনের ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

"কী?"

"আমি যাবো না।"

"কী?"

"অন্য কোনো টিমকে সেখানে পাঠাও। আমি এখন সেখানে যেতে পারছি না।"

কোনো উত্তর দিলো না সে। ফ্রস্টের দিকে তাকালে সে তার ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখটি দেখতে পেল।

"তার মানে বলতে চাইছ...তুমি আজকে ছুটিতে আছ?" ফ্রস্ট বলল।

"হ্যাঁ। এটা আমার প্রথম অসুস্থতার জন্য ছুটি নেওয়া। তোমার কোনো সমস্যা আছে কি?"

ফ্রস্ট মাথা নাড়িয়ে সজোরে হেসে ফেললো। "হায় সময়, শুধু এটুকুই বলতে পারি।"

ফ্রস্টকে চলে যেতে দেখলো। জঙ্গলে যাওয়ার পথে তখনও পর্যন্ত তার হাসির শব্দ পেল। অপেক্ষা করলো যতক্ষণ পর্যন্ত না ফ্রস্ট গাছগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। অবশেষে ডিনের দিকে ঘুরলো রিজোলি।

সে তার হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আর এভাবেই তার বাহুডোরে নিজেকে সমর্পণ করলো রিজোলি।

BanglaBook.org

।। অধ্যায় ছাব্বিশ ।।

প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর এসে তারা আমার চামড়ার বেডশোর পরীক্ষা করে যায়। দিনের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে আমি তিনজনের মুখ দেখতে পাই ডে শিফটে আর্মিনা, ইভিনিং শিফটে বেলা এবং নাইট শিফটে শান্ত ও ভীতু স্বভাবের কোরাজোন। আমার এবিসি গার্লস, এভাবেই আমি তাদেরকে সম্বোধন করি। অমনোযোগীদের কাছে তারা হুবহু একই রকমের, তাদের প্রত্যেকেরই মুখশ্রী বাদামি এবং কণ্ঠ সুরেলা। সাদা ইউনিফর্ম পরে থাকা ফিলিপিনাসের উচ্ছল সমবেত লাইনের মতোই যেন তারা। কিন্তু আমি তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই। যখন তারা আমার বিছানার কাছে এগিয়ে আসে ঠিক সেই সময়ে এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে আমার, যেভাবে তারা আমাকে ধরে আমার নিথর হয়ে থাকা ধড়ের অংশ ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ করে শিপস্কিন কভারে পুনরায় ঠিক করে শোয়ানোর কাজ করে ঠিক সেই সময়ে আমি তাদেরকে খেয়াল করি। রাতে ও দিনে এটা তাদেরকেই করে দিতে হয়, কারণ আমি এখন পাশ ঘুরে শুতে পারি না এবং আমার নিজের দেহের ভারেই ম্যাট্রেসের ওপরে থাকা চামড়া মাঝে মাঝে শুকিয়ে যায়। এর ফলে রক্তের শিরাগুলো সংকুচিত হয়ে রক্তের প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে, টিস্যু শুকিয়ে যায় এবং সেগুলো ফ্যাকাশে ও ঠুনকো হয়ে যায়, যার ফলে চামড়া সহজেই উঠে যায়। একটা সামান্য শোর খুব দ্রুত পচন ও ক্ষয়প্রাপ্তির কাজ করে, অনেকটা ইঁদুরের মাংসে দাঁত বসানোর মতোই।

আমার এবিসি গার্লসদের ধন্যবাদ, আমার এমন কোনো শোর হয়নি এখনও–আমাকে তারা এমনটাই বলেছে। আমি এটার সত্যতা পরখ করে দেখতে পারি না, কারণ আমি নিজের পিঠ কিংবা পশ্চাৎদেশের অংশ দেখতে পারি না, না আমি আমার কাঁধের নিচের কোনো কিছু অনুভব করতে পারি। আমি আর্মিনা, বেলা ও কোরাজনের ওপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, কারণ তারা প্রতিনিয়ত আমাকে সুস্থ রাখার কাজ করে চলেছে। ঠিক বাচ্চাদের মতোই আমি তাদের ওপরে পূর্ণ মনোযোগে আবিষ্ট থাকি। আমি তাদের মুখের অংশ দেখি, তাদের গন্ধ নিই, তাদের কণ্ঠ নিজের স্মৃতিতে ধারণ করে রাখি। আমি জানি আর্মিনার নাকের হাড় খুব একটা সোজা নয়, কখনও কখনও বেলার দেহ থেকে রসুনের মতো গন্ধ বের হয় এবং কোরাজোনের কিছুটা তোতলানোর স্বভাব আছে।

আমি এটাও জানি তারা প্রত্যেকেই ভয় করে আমাকে।

BanglaBook.org

তারা অবশ্যই জানে, কেন এখানে এসেছি আমি। প্রত্যেকেই যারা স্পাইনাল কর্ড ইউনিট অংশে চাকরি করে তারা সবাই জানে আমি কে। যদিও বা তারা আমার সাথে ঠিক অন্যান্য রোগিদের মতোই আচরণ করে থাকে, কিন্তু আমি খেয়াল করেছি তারা কখনোই আমার মুখোমুখি হতে চায় না, তারা আমার মাংসে হাত দেওয়ার আগে কুণ্ঠাবোধ করে যেন তারা কোনো গরম লোহা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে চলেছে। হলওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা সহকারীর দিকে চোখ পড়লো আমার, নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় যারা আমার দিকে একবার করে তাকাচ্ছে। তারা অন্যান্য রোগীর কাছে মাঝেমধ্যেই তাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধবের সম্পর্কে জানতে চায়, কিন্তু আমার কাছে এমন কোনো প্রশ্ন রাখে না। ওহ, আমাকে তারা শুধুমাত্র আমি কেমন বোধ করছি এবং আমার ঘুম ভালো হয়েছে কিনা এই ধরনের প্রশ্ন করে, এ ধরনের কথোপকথনের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।

এরপরেও জানি তারা আমাকে নিয়ে ব্যাপক আগ্রহী। প্রত্যেকেই আগ্রহী, প্রত্যেকেই সার্জনকে এক ঝলক দেখতে পাওয়ার জন্য মরিয়া, কিন্তু তারা আমার কাছে আসতে ভয় পায়, যেন তাদের ধারণা আমি আচমকা উঠে তাদের ওপরে আক্রমণ করে বসবো। তাই দরজার ঐ জায়গা থেকেই আমার প্রতি নজর রাখে তারা, কিন্তু ডিউটিতে বরাদ্দকৃত কাজ ছাড়া কখনোই আমার কাছে আসে না। এবিসি গার্লস আমার চামড়া, মূত্রথলি এবং নাড়িভুঁড়ির মতো থাকে, কাজ শেষ হলেই তারা পচনধরা দেহের দানবকে নিজের গুহাতে একা ফেলে পালিয়ে যায়।

ব্যাপারটা মোটেও অবাক করার মতো কিছু নয় যে আমি ডা. ও' ডনেলের আসার জন্য অতি আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি।

সপ্তাহে একদিনের জন্য হলেও সে এখানে আসে। নোট নেওয়ার সুবিধার্থে সে নিজের সাথে ক্যাসেট রেকর্ডার, লিগ্যাল নোটপ্যাড এবং পার্সভর্তি রোলার বলপেন নিয়ে আসে। আর সেই সাথে নিজের আগ্রহটাকেও আনতে ভুল করে না, লাল ক্লোকের মতো সেটিকে নির্ভীক এবং নির্লজ্জভাবে নিজের মধ্যে ধারণ করে চলে। তার আগ্রহ ঠিক প্রফেশনালদের মতো অথবা যেমনটা বিশ্বাস করে সে। আমার বিছানার কাছে চেয়ারটা একটু এগিয়ে ট্রে টেবিলের ওপরে মাইক্রোফোনটিকে রাখে যাতে করে আমার বলা প্রত্যেকটি শব্দ ধারণ করতে সক্ষম হয়। এরপর আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে নিজের গলাটা আমার কাছে উৎসর্গ করার ভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ বাঁকিয়ে ধরে। সুন্দর গলা তার। প্রাকৃতিকভাবেই ব্লন্ড এবং কিছুটা ফ্যাকাশে। তার সাদা চামড়ার নিচে শিরাগুলো সূক্ষ্ম নীল রেখার মতো ফুটে উঠেছে। নির্ভীক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আমাকে প্রশ্ন করছে।

"জন স্টার্ককে মিস করছেন আপনি?"

"আপনি জানেনই তো। নিজের ভাইকে হারিয়েছি আমি।"

BanglaBook.org

"ভাই? আপনি তো তার আসল নামও জানেন না।"

"আর পুলিশ আমাকে এই বিষয়েই বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছে। আমি তাদেরকে সাহায্য করতে পারছি না, কারণ সে আমাকে তার আসল নাম কখনও বলেনি।"

"এরপরেও জেলে থাকার সময়ে তার সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন।"

"আমাদের ক্ষেত্রে নাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে পড়ে না।"

"আপনারা একে অপরকে এতটাই ভালোভাবে চিনতেন যে খুনের সঙ্গী হয়েছিলেন।"

"একবারের জন্যই, বিকন হিলে। মনে হয়েছিল এটা অনেকটাই সঙ্গমের মতো। প্রথমবার, যখন আমরা একে অপরকে বিশ্বাসের কাজটা করতে শিখেছি।"

"সুতরাং একত্রে খুন করার উদ্দেশ্য তাকে আরো একটু ভালোভাবে জানা?"

"আর কি ভালো কোনো উপায় আছে?"

ভ্রু উঁচিয়ে ধরলো সে যেন বলতে চাইছে আপনি নিশ্চিত না হলেও আমি এই ব্যাপারে গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞেস করেছি।

"আপনি তাকে ভাই হিসাবে সম্বোধন করেছেন," বলল সে। "এর মানে কী দাঁড়ায়?"

"আমাদের দুজনের মধ্যে একধরনের বন্ধন ছিল। পবিত্র বন্ধন। আমাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া ভীষণ কঠিন।"

"বুঝতে পারছি কিছুটা।"

আমি নূন্যতম বিদ্রুপাত্মক ভাবের আশা করেছিলাম তার কণ্ঠে, কিন্তু তার চোখে মুখে এমন কিছুই পেলাম না।

"আমি জানি আমার মতো আরও কিছু মানুষ অহরহ বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে," বললাম আমি। "তাদেরকে খুঁজে বের করাটাই চ্যালেঞ্জ। তাদের সাথে যোগাযোগ করা। আমরা সবাই-ই নিজের মতো মানুষের সাথে যুক্ত থাকতে পছন্দ করি।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি কোনো ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত?"

"হোমো স্যাপিয়েন্স রেপটাইলিস," ঠাট্টাস্বরে বললাম।

"দুঃখিত?"

"একজায়গায় পড়েছিলাম আমাদের ব্রেনের একটা অংশ প্রাচীনকাল থেকেই সরীসৃপ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এটা আমাদের আদিম কিছু কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যুদ্ধ ও উড্ডয়ন। সাথী খোঁজা। আক্রমণাত্মক ভাব।"

"ওহ। আপনি আর্কিপ্যালিয়ামের কথা বলছেন।"

"হ্যাঁ। আমরা সভ্য মানুষে পরিণত হওয়ার আগে আমাদের ব্রেনের অংশ ঠিক যেমন ছিল। যেখানে কোনো আবেগ ছিল না, কোনো বিবেক ছিল না।

BanglaBook.org

এমনকি কোনো নৈতিকতাও ছিল না। কোবরার চোখের দিকে তাকালে আপনি ঠিক যে জিনিস দেখতে পান, ঠিক একই জিনিস আমাদের ব্রেনের অলফ্যাক্টরি স্টিমুলেশনের ফলে আমরা অনুভব করতে পারি। এ কারণে সরীসৃপদের ঘ্রাণশক্তি এত তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে।"

"এটা সত্যি। নিউরোলজিক্যালি বলতে গেলে, আমাদের অলফ্যাক্টরি সিস্টেমের সাথে আর্কিপ্যালিয়ামের একটা গভীর সংযোগ রয়েছে।"

"আপনি কী জানেন আমার ঘ্রাণশক্তি আগাগোড়া খুবই প্রখর?"

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্বাভাবিকভাবেই সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আবারো সে বুঝতে পারলো না আমি গম্ভীরভাবেই এসব কিছু বলছি কিনা। কিংবা নিউরোসাইকিয়াট্রিস্ট বলে তার চিন্তাকে কোনো তত্ত্বে আবদ্ধ করছি কিনা তা ভাবতে লাগলো। আর আমি খুব ভালোভাবেই জানি এ বিষয়ে সে আমার সাথে একমত হবে।

তার পরবর্তী প্রশ্নে সে যেন সিদ্ধান্ত নিলো যে আমাকে এবার গম্ভীরভাবেই নেবে : "জন স্টার্কেরও কি প্রখর ঘ্রাণশক্তি ছিল?"

"জানি না আমি," একনিষ্ঠভাবে বললাম। "এখন যেহেতু সে মারাই গেছে, সেহেতু আর কখনও হয়তো জানতেও পারব না।"

বিড়ালকে যেভাবে পর্যালোচনা করে ঠিক তেমনভাবে আমাকে নিরীক্ষা করতে লাগলো। "আপনাকে রাগান্বিত মনে হচ্ছে ওয়ারেন।"

"রাগার মতো কি কোনো কারণ নেই?" আমার নিথর দেহের ওপর চোখ আটকে গেল যা শিপস্কিন প্যাডে জড়ানো মোচড়ানো অবস্থাতে রয়েছে। অনেক সময় এটাকে আমার নিজের দেহ বলে মনেই হয় না। কেনই বা মনে হবে? আমি অনুভব করতে পারি না এটাকে। এটা শুধুমাত্র অন্য কারো শরীরের মাংসের মতো দলা হয়ে পড়ে থাকে।

"আপনি সেই পুলিশের মেয়েটির ওপরে রাগান্বিত," বলল সে।

এ ধরনের বক্তব্য কোনো উত্তর পাবার যোগ্যতা রাখে না, তাই কিছু বললামও না।

কিন্তু ডা. ও'ডনেল শূন্য অনুভূতি ধারণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। জখমপ্রাপ্ত টিস্যু ছিলে উঠিয়ে নিচের রক্তাক্ত ক্ষত বের করতে সক্ষম। পচন ধরা আবেগগুলোর গন্ধও টের পেয়ে গেছে। এখন সে সেদিকে খোদাই করে ক্ষতকে আরও গভীর করার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর।

"আপনি কি এখনও ডিটেক্টিভ রিজোলিকে নিয়ে ভাবেন?" বলল সে।

"প্রতিদিন।"

"কী ধরনের চিন্তা কাজ করে আপনার?"

"আপনি কি সত্যিই সেগুলো জানতে আগ্রহী?"

BanglaBook.org

"আমি আপনাকে বোঝার চেষ্টা করছি ওয়ারেন। আপনি কী ভাবেন, কী অনুভব করেন। আপনি কেনই বা খুন করতে উদ্যত হোন।"

"তাহলে আমি এখনও আপনার ল্যাবের ইঁদুর হয়েই রয়েছি। বন্ধু নই।"

একটু থেমে বলল, "হ্যাঁ, আপনি চাইলে আমরা বন্ধু হতে পারি–"

"যদিও এটার কারণে আপনি এখানে আসেননি।"

"সত্যি বলতে, এখানে এসেছি আপনার কাছে কিছু জিনিস শিখতে। কেন মানুষ খুন করতে উদ্যত হয় এই ব্যাপারে আপনার কাছে কিছু শেখার জন্যই এসেছি।" আরও কাছে এগিয়ে এসে কোমলস্বরে বলল "আমাকে বলুন। আপনার সব চিন্তা, তা যতই লোমহর্ষক হোক না কেন।"

দীর্ঘক্ষণের বিরতির পর আমি খিতুকণ্ঠে বললাম। "আমার একটি নিজস্ব কল্পনার জগত রয়েছে..."

"কেমন কল্পনা?"

"জেন রিজোলিকে ঘিরে। আমি তার সাথে কী করতে চাই তা নিয়ে।"

"আমাকে বলুন।"

"ওগুলো ভালো কল্পনা নয়। আমি জানি আপনার সেগুলো শুনতে জঘন্য লাগবে।"

"ব্যাপার না, আমি সেগুলো খুশি মনেই গ্রহণ করতে আগ্রহী।"

তার চোখে আগ্রহের এক অন্য ধরনের দীপ্তি দেখা গেল, যেন সেগুলো ভেতর থেকে জ্বলছে। প্রত্যাশায় তার মুখের পেশিগুলো শক্ত হয়ে আসছে। নিজের দমকে যেন আটকে রেখেছে।

তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবলাম হ্যাঁ, সে আমার কল্পনাগুলোকে সত্যিই শুনতে চায়। অন্যান্যদের মতো, সে অন্ধকার জগতের সেই সূক্ষ্মতম জিনিসগুলোর সবটুকু জানতে আগ্রহী। তার মতে তার এই আগ্রহ একেবারেই একাডেমিক কারণে, আমি তাকে যা বলবো সেটা শুধুমাত্র তার গবেষণার অংশ হিসাবেই থাকবে। কিন্তু আমি তার চোখে আগ্রহের এক অত্যুজ্জ্বল প্রভা দেখতে পাচ্ছি। তার উৎসাহের ফেরোমেনের গন্ধ টের পাচ্ছি।

আমি একটি সরীসৃপকে দেখতে পাচ্ছি, যে নিজের খাঁচাতে ক্রমাগত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

সে-ও তা জানতে চায় যা আমি জানি। সে আমার পৃথিবীতে প্রবেশাধিকার চায়। অবশেষে এই ভ্রমণের জন্য তৈরি হয়েছে।

আর এখন তাকে স্বাগতম জানানোর সময়ও এসেছে।

[সমাপ্ত]

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org